ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার

গেম অব থ্রোনস

মূল : জর্জ আর. আর. মার্টিন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

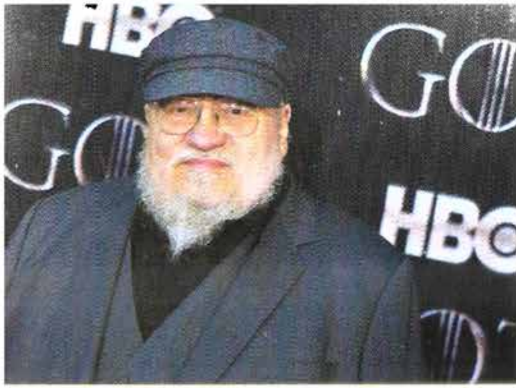


সেভেন কিংডমস বা সাত রাজ্য নিয়ে এ এক মহাকাব্য। সাত রাজ্যের আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসনের ওপর সবার লোভ। রাজা-রানি-লর্ড-বিদ্রোহী-নাইট-মিথ্যাবাদী এবং সৎ মানুষ সকলেরই অংশগ্রহণ রয়েছে গেম অব থ্রোনস বা সিংহাসন নিয়ে খেলায়।

এখানে গ্রীষ্মকালের স্থিতি দশকজুড়ে। শীত এখানে জেঁকে বসে সারা জীবনের জন্য। আর লৌহ সিংহাসনের জন্য সংগ্রামের শুরুও হয়ে গেছে। এর প্রারম্ভ দক্ষিণ থেকে যেখানে প্রবল উত্তাপ জন্ম দেয় ষড়যন্ত্র, কামনা এবং চক্রান্তের আর তা ছড়িয়ে পড়ে জমাট বাঁধা সুদূর উত্তরে যেখানে ৭০০ ফুট বরফের এক বিশাল প্রাচীর অন্ধকার জগতের কিছু পিশাচের কবল থেকে রক্ষা করে চলেছে রাজ্যকে।

সিংহাসন নিয়ে এ খেলায় হয় আপনি জিতবেন নতুবা মরবেন।

প্রচ্ছদ :: সজিব খান



জর্জ রেমন্ড রিচার্ড মার্টিন ওরকে জর্জ আর আর মার্টিন একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি ফ্যান্টাসি, হরর এবং সায়েন্স ফিকশন ঘরানার লেখক, একই সঙ্গে একজন চিত্রনাট্যকার ও টেলিভিশন প্রযোজক।

জর্জ আর আর মার্টিনের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বেয়নে, ১৯৪৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার নামের এপিক ফ্যান্টাসি লিখে যা এইচবিওতে গেম অব থ্রোনস (২০১১-২০১৯) নামে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়ে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

জর্জ আর আর মার্টিনের বাবা রেমন্ড কলিন্স মার্টিন ছিলেন পেশায় ডক শ্রমিক। তাঁর মায়ের নাম মার্গারেট ব্রাডি মার্টিন। তাঁর দুই ছোট বোন আছে- ডারলিন এবং জ্যানেট। জর্জ আর আর মার্টিন ১৯৭১ সালে সাংবাদিকতায় এম. এ করেছেন। তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। লেখালেখি শুরু করেন ১৯৭০ সালে, ২১ বছর বয়সে। তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি ছিল সায়েন্স ফিকশন। এবং 'দ্য হিরো' নামে গল্পটির জন্য তিনি বিখ্যাত হুগো এবং নেবুলা পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *'Dying of the Light'* প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার লিখে। বইটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বইটি দারুণভাবে হিট হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি এর আরও চারটে ভল্যুম প্রকাশ করেন। সবগুলোই টিভি সিরিজ গেম অব থ্রোনসে চিত্রায়িত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : *ক্ল্যাশ অব কিংস, স্টর্ম অব সোর্ডস : স্টিল অ্যান্ড স্নো, স্টর্ম অব সোর্ডস : ব্লাড অ্যান্ড গোল্ড এবং ফিস্ট ফর ক্রোজ।* প্রতিটি বই-ই পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা।

গেম অব থ্রোনস সম্পর্কে বিখ্যাত সব লেখক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এর মধ্যে সায়েন্স ফিকশন লেখিকা অ্যান ম্যাকাফি বলেছেন, "এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে।" আরেকজন লেখিকা ক্যাথেরিন কার বলেছেন, "জর্জ মার্টিন ফ্যান্টাসী কাহিনী রচনায় এক নতুন এবং অত্যন্ত দক্ষ কারিগর।" আর জেনি ওয়ার্টস'র মতে, "খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা।"

গেম অব থ্রোনস



গেম অব থ্রোনস

মূল : জর্জ আর. আর. মার্টিন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



জোনাকী প্রকাশনী

গেম অব থ্রোনস

মূল : জর্জ আর. আর. মার্টিন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৯

প্রকাশক

মো. মঞ্জুর হোসেন
জোনাকী প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০
e-mail : jonakiprokashoni@yahoo.com

প্রচ্ছদ : সজিব খান

বর্ণবিন্যাস : বিস্‌মিল্লাহ কম্পিউটার্স, ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ইমেইল : rkbillal74@gmail.com

পরিবেশক

আল-মাহাদী প্রকাশনী : ৩৮ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা) ঢাকা-১১০০
বাতিঘর : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।
টাউন লাইব্রেরী : চকবাজার, লক্ষ্মীপুর।
রূপক লাইব্রেরী : নেত্রকোনা। বুকমার্ট : নরসিংদী।
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইন পরিবেশক : রকমারী.কম
জোনাকী প্রকাশনীর যে কোনো বই ঘরে বসেই পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/jonaki
অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭

মুদ্রণ : কাজরী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, ২২ ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা
Price : 400.00 US 10 $

Game of Thrones : A song of Ice and Fire (A Fantasy-Adventure Novel)
By George R.R. Martin
Translated by : Anish Das Apu
Published by. Md Monjur Hossain,
Jonaki Prokashani, 38 Banglabazar, Dhaka-1100. First Edition : July 2019

ISBN 978-984-93967-2-7

উৎসর্গ

শ্রীমান শুভ অর্ক
শ্রীমতি প্রিয়াংকা পিউ
তোমাদের জীবন বহমান থাকুক রূপকথার
Never Ending Story'র মতো...

প্রকাশকের কথা

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা টিভি সিরিজ *গেম অব থ্রোনস* অনুবাদের প্রস্তাব আমাকে অনেক আগেই দিয়েছিলেন স্বনামধন্য লেখক- অনুবাদক অনীশ দাস অপু। গত বছরই বইটি বেরুবার কথা ছিল। কিন্তু আমি তখন নিজের প্রকাশনার অন্যান্য বই প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে নজর দিতে পারিনি। একটু দেরি হলেও বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। তবে বইয়ের বিপুল আয়তন দেখে আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। কারণ বইটির প্রথম পর্ব *আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার* ৬০ ফর্মারও বেশি। পুরো বইটি একখণ্ডে বের করলে এটির দাম পড়ে যাবে প্রায় ১৫০০ টাকা যা আমাদের পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই বইটি তিন খণ্ডে বের করব এবং প্রতি খণ্ডের দাম রাখব ৪০০ টাকা পাঠক যা ২৫% কমিশনে ৩০০ টাকায় কিনতে পারবেন এবং তাঁদের ওপর চাপও পড়বে না। এরই ধারাবাহিকতায় আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এরপরে আসবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। তবে শুধু আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ারই নয়, বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে এর বাকি পর্বগুলোও অর্থাৎ *ক্ল্যাশ অব কিংস*, *স্টর্ম অব স্নোজ*, *স্টিল অ্যান্ড স্নো*, *স্টর্ম অব সোর্ডস ব্লাড অ্যান্ড গোল্ড* এবং *ফিস্ট অব ক্রোজ*ও প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি।

মো. মঞ্জুর হোসেন

বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য

'এটি সেইসব দুর্লভ বইয়ের একটি যা তরতর করে পড়া যায়–' রবিন হব।

'জর্জ আর. আর. মার্টিন আমাদের সময়ের সেরা একজন লেখক এবং এটি তাঁর সেরা বইগুলোর একটি–' রেমন্ড ই. কেইস্ট।

'এত অসাধারণ একটা কাহিনী আমি শেষ না করে উঠতেই পারিনি। যখন পড়া শেষ হলো দেখি ভোর হয়ে গেছে–' অ্যান ম্যাকাফ্রি।

'জর্জ মার্টিন ফ্যান্টাসী কাহিনী রচনায় এক নতুন এবং অত্যন্ত দক্ষ কারিগর–' ক্যাথেরিন কার ।

'খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এরকম বিচিত্র এবং কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করা–' জেনি ওয়ার্টস।

অনুবাদকের অনুভূতি

এইচবিও'র দুনিয়া কাঁপানো টিভি সিরিজ *গেম অব থ্রোনস*-এর সুখ্যাতি আমি প্রথম শুনি আমার ভাগ্নে শ্রীমান শুভ অর্কের কাছে। তবে জর্জ আর. আর. মার্টিনের বিখ্যাত এ বইটি অনুবাদ করব এরকম কোনো পরিকল্পনা আদৌ ছিল না। এ আগ্রহটি আমার মধ্যে তৈরি করে দেয় শুভ। সে একদিন আমার বাসায় বেড়াতে এসে বলে, 'বস (ও আমাকে ছোটবেলা থেকেই 'বস' বলে, মামা ডাকে না, ফলে ওর বউ প্রিয়াঙ্কার কাছে আমি হয়ে গেছি 'বস মামা!') তুমি কি ' গেম অব থ্রোনস' দেখেছ?' আমি বললাম, 'না। এটা কী জিনিস?' শুভ বলল, 'সারা দুনিয়া কাঁপছে গেম অব থ্রোনস জ্বরে আর তুমি বলছ কী জিনিস!' সে তক্ষুনি আমার কম্পিউটারে বসে পড়ে *গেম অব থ্রোনস*-এর ফার্স্ট সিজনের পুরোটা ডাউনলোড করে দিল। যাওয়ার সময় বলল, 'তুমি আগে এটা দ্যাখো। ভালো লাগলে মূল বইটা তোমাকে পড়তে দেব। বইটা তুমি অনুবাদও করতে পার। দেখবে পাঠক লুফে নেবে।'

শুভ চলে যাওয়ার পরে নানান কাজের ব্যস্ততায় আমি *গেম অব থ্রোনস* দেখার কথা ভুলেই গেলাম। সেই ছেলে কয়েকদিন পরে আমাকে ফোন করে বলে, 'বস, *গেম অব থ্রোনস* দেখেছ? কেমন লাগল?' বেচারা কষ্ট করে আমাকে ফার্স্ট সিজনটা ডাউনলোড করে দিয়ে গেছে, এখন যদি বলি তার বহুল প্রশংসিত ফ্যান্টাসি -অ্যাডভেঞ্চার সিরিজটি আমি দেখার সময়ই করে উঠতে পারিনি, ও নিশ্চয় হতাশ হবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। 'হুম, দেখেছি। ভালোই।'

'শুধু ভালো!' শুভ যেন অবাকই হলো আমার কণ্ঠে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো সাড়া না পেয়ে। 'আমার কাছে তো ফাটাফাটি লেগেছে। ডেনেরিসকে কেমন লাগল? টিরিয়ন? দারুণ না? আরিয়া কী ডানপিটে মেয়ে রে বাবা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দারুণ!' ওকে কাটানোর জন্য আমি বলি। 'আরিয়া সত্যি ডাকাবুকো।'

শুভ তখন মহা উৎসাহে গেম অব থ্রোনসের বিখ্যাত চরিত্রগুলো নিয়ে প্রশংসার ফুলঝুড়ি ছোটাতে শুরু করেছে। যে সিরিজ আমি দেখিইনি তা নিয়ে ওর স্বত:স্ফূর্ত আলোচনায় অংশ নিতে পারছিলাম না বলে একটু বিব্রত বোধই করছিলাম। তাই 'কাজ আছে' বলে ওকে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। শুভ বলল, 'আমি আগামী শুক্রবার আসব তোমার বাসায় মামীর হাতের বিখ্যাত শুটকি ভর্তা খেতে। ও হ্যাঁ, বইটাও নিয়ে আসব। আর তোমাকে বাকি সিজনগুলোও ডাউনলোড করে দেব। তোমার সঙ্গে আগামী আড্ডা হবে শুধুই *গেম অব থ্রোনস* নিয়ে।'

প্রমাদ গুণলাম। মুভি এবং বইপাগল ছেলেটা যা বলেছে তা ঠিকই করবে। আর তখন যদি ফাঁস হয়ে যায় আমি *গেম অব থ্রোনস* দেখিইনি, ও মনে খুব কষ্ট পাবে। ওর উৎসাহের আগুনে ভস্ম নয়, ঘি ঢালবার প্রস্তুতি নিয়ে আমি সেদিন রাতে *গেম অব থ্রোনস* দেখতে বসলাম। বাকিটা ইতিহাস।

প্রিয় পাঠক, কোনো টিভি সিরিজ আমাকে এ পর্যন্ত এমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধরে রাখেনি। আমি নাওয়া- খাওয়া- লেখালেখি সব ভুলে দুইদিনের মধ্যে প্রথম সিজনের সবগুলো এপিসোড দেখে ফেললাম এবং ছটফট করতে লাগলাম কবে শুক্রবার আসবে আর শুভ আমাকে বাকি সিজনগুলো ডাউনলোড করে দেব। সেইসঙ্গে মূল বইটি পড়ার লোভও জাগছিল সাংঘাতিক।

শুভ সস্ত্রীক এল। তারপর শুরু হলো তিন জনে মিলে *গেম অব থ্রোনস* নিয়ে মহা জম্পেশ আড্ডা। ও মহাভারত আকারের বিশাল বইটিও নিয়ে এসেছিল। আমার বইটি পড়ার কৌতূহল জাগছিল এ কারণে যে দেখতে চাইছিলাম ফিল্ম আর বইয়ের মাঝে কতটুকু পার্থক্য আছে। সিরিজের মতো বইটিও আমি গোগ্রাসে গিলেছি এবং লক্ষ করেছি মুভিতে খুব একটা পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। তবে সঙ্গত কারণেই বইয়ের বিশাল ক্যানভাস পুরোটা ধারণ করা সম্ভব হয়নি সিরিজে। শুভ বারবারই বলছিল বইটি যেন আমি অনুবাদ করি। প্রিয়াংকাও একই সুরে গান গাইল।

গেম অব থ্রোনস এর প্রথম পর্ব *আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার* অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ফেসবুকে গত বছর একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। দারুণ সাড়া পেয়েছি। পাঠকদের এ সাড়া আমাকে বইটি অনুবাদে আরও

বেশি উৎসাহিত করেছে। এক পাঠক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন সিরিজে যেভাবে গেম অব থ্রোনস এর চরিত্রগুলোর নাম বলা হয়েছে আমি যেন লেখার সময় সেই উচ্চারণগুলোর প্রতি সৎ থাকি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বইটি আকারে সুবিশাল বলে প্রকাশক প্রথম পর্বটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মূলত পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে। সে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আমার তরফ থেকে বলতে পারি এই মহাকাব্যিক গ্রন্থের মূলানুগ অনুবাদে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এখন পাঠকদের কাছে যদি টিভি সিরিজটির মতো বইটিও সমাদৃত হয় তাহলেই আমার পরিশ্রম হবে সার্থক।

অনীশ দাস অপু



এ বইতে যেসব হাউস বা বংশের সঙ্গে পরিচয় হবে

হাউস ব্যারাথন

গ্রেট হাউস বা বংশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ, এ হাউসের জন্ম ওয়ার্স অব কনকোয়েস্টের সময়। এর প্রতিষ্ঠাতা ওরিস ব্যারাথন, গুজব রয়েছে ইনি ইগন দা ড্রাগনের বেজন্মা ভাই। ওরিস নিজ যোগ্যতায় ইগনের সেরা অধিনায়কদের একজন হয়ে ওঠেন। সর্বশেষ স্টর্ম কিং আর্গিলাক দা অ্যারোগ্যাটকে পরাজিত এবং বধ করার পুরস্কার হিসেবে ইগন তাঁকে আর্গিলাক প্রাসাদ, জমিদারি এবং নিজ কন্যাটিকে উপহার দেন। ওরিস মেয়েটিকে বিয়ে করেন এবং তাঁর পরিবারের ব্যানার, সম্মান এবং বাণী গ্রহণ করেন। ব্যারাথন হাউসের সিজিল বা প্রতীক হলো সোনালি মাঠে মুকুট পরিহিত কালো হরিণ। তাদের উক্তি হলো **ক্রোধ আমাদেরই**।

রাজা রবার্ট ব্যারাথন

– তাঁর স্ত্রী, **রানি সের্সি**, ল্যানিস্টার হাউস বা বংশের নারী

– তাঁদের সন্তান সন্ততি :

– **প্রিন্স জফ্রি** , আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, বয়স বারো।

– **প্রিন্সেস মার্সেল্লা**, বয়স আট

– **প্রিন্স টোমেন**, বয়স আট

– রাজার ভাইয়েরা :

–**স্ট্যানিস ব্যারাথন**, লর্ড অব ড্রাগনস্টোন

–তাঁর স্ত্রী, **লেডি সেলিসি**, হাউস ফ্লোরেন্ট,
–তাঁদের কন্যা, **শিরিন**, বয়স নয়,
– **রেনলি ব্যারাথন**, লর্ড অব স্টর্ম'স এন্ড
–রাজার স্বল্প আয়তনের কাউন্সিল বা পরিষদ :
– **গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল**,
–**লর্ড পিটর বেইলিশ ওরফে লিটলফিঙ্গার**, মাস্টার অব কয়েন
–**লর্ড স্টানিশ ব্যারাথন**, মাস্টার অব শিপস ,
– **লর্ড রেনলি ব্যারাথন**, মাস্টার অব ল,
-**স্যর ব্যারিস্টন সেলমি**, কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার
– **ভ্যারিস**, খোজা, সবাই তাকে চেনে মাকড়সা বা গুপ্তচর হিসেবে;
– রাজার দরবারের অন্যান্য লোকজন :
– **স্যর ইলিন পেইন**, রাজার জল্লাদ,
– **স্যান্ডর ক্লেগেন**, ওরফে হাউন্ড, প্রিন্স জফ্রির দেহরক্ষী;
–**জানোস স্লিন্ট**, কিংস ল্যান্ডিংয়ের সিটি ওয়াচের কমান্ডার এবং অনভিজাত,
– **জালাভার ঝো**, সামার আইলের নির্বাসিত রাজকুমার,
–**মুনবয়**, ভাঁড়,
–**ল্যান্সেল এবং টাইরেক ল্যানিস্টার**, রাজার স্কোয়ার, রানির কাজিন
–**স্যর অ্যারন সান্টাগার**, মাস্টার–অ্যাট–আর্মস
–রাজার কিংসগার্ড :
–**স্যর ব্যারিস্টান সেলমি**, লর্ড কমান্ডার,
–**স্যর জেমি ল্যানিস্টার** ওরফে কিংস্লেয়ার,
–**স্যর বরোস ব্লাউন্ট**,
–**স্যর মেরিন ট্রান্ট**,
– **স্যর এরিস ওকহার্ট**,
–**স্যর প্রেস্টন গ্রিনফিল্ড**,
–**স্যর ম্যান্ডন মুর**।

হাউস স্টার্ক

স্টার্করা ব্রেন্ডন দা বিল্ডার এবং প্রাচীন কিংস অব উইন্টারের বংশধর। হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরে উইন্টারফেলের রাজা হিসেবে তাঁরা রাজত্ব করেছেন। তবে কিং হু নেল্ট হিসেবে পরিচিত টরেন স্টার্ক ইগন দা ড্রাগনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেন যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে। তাঁদের প্রতীকচিহ্ন গুলো বরফ সাদা মাঠে ছুটে বেড়ানো ধূসর রঙের ডায়ারউলফ। স্টার্কদের উক্তি হলো **শীত আসছে**।

এডার্ড স্টার্ক, উইন্টারফেলের লর্ড, উত্তরের ওয়ার্ডেন,
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি ক্যাটলিন**, হাউস টালির মেয়ে,
–তাঁদের সন্তান সন্ততি :
–**রব**, উইন্টারফেলের উত্তরাধিকার, বয়স ১৪,
–**সানসা**, জ্যেষ্ঠ কন্যা, বয়স ১১,
–**আরিয়া**, ছোট মেয়ে, বয়স ৯,
–**ব্রানডন ওরফে ব্রান**, বয়স ৭।
–**রিকন**, বয়স তিন।
–লর্ডের বেজন্মা পুত্র **জন স্নো**, বয়স ১৪,
–লর্ডের প্রধান অনুচর **থিয়ন গ্রেজয়**, আয়রন আইল্যান্ডের উত্তরাধিকারী,
–লর্ডের ভাইবোন :
–**ব্রানডন**, বড় ভাই, এরিস দ্বিতীয় টারগারিয়ানের নির্দেশে নিহত হন,

–**লিয়ানা**, ছোট বোন, ডোর্ন পাহাড়ে মৃত্যুবরণ করেন,

– **বেনজিন**, ছোট ভাই, নাইট'স ওয়াচের লোক,

–লর্ডের পরিজন :

–**মাস্টার লুইন**, উপদেষ্টা, গৃহ চিকিৎসক এবং গৃহশিক্ষক,

– **ভেয়ন পুল**, উইন্টারফেলের গোমস্তা,

– **জেনি**, লর্ডের মেয়ে সানসা ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী,

– **জোরি ক্যাসেল**, প্রহরীদের সর্দার,

–**হ্যালিস মোলেন, ডেসমন্ড, জ্যাকস, পোর্থার, কুয়েন্ট, এলিন, টোমার্ড, ভার্লি, হিউয়ার্ড, কেন, ওয়াইল**, গার্ডসমেন বা পেয়াদা।

–**স্যার রডরিক ক্যাসেল**, মাস্টার–অ্যাট-আর্মস, জোরির চাচা।

– **বেথ**, তাঁর ছোট মেয়ে,

– **সেপটা মরডেন**, লর্ড এডার্ডের মেয়েদের গৃহশিক্ষয়িত্রী,

– **সেপটন চেইল**, ক্যাসল সেপ্ট এবং লাইব্রেরির রক্ষণাবেক্ষণকারী,

–**হালেন**, ঘোড়ার পরিচালক,

–তাঁর ছেলে, **হারউইন**, গার্ডসম্যান,

– **জোসেথ**, অশ্বশালার সহিস,

–**ফার্লেন**, কুকুরশালার পরিচালক,

–**বুড়ি ন্যান**, গল্পকথক, একদা দাইমা ছিল,

–**হডর**, বুড়ি ন্যানের প্রপৌত্র, হাবাগোবা, আস্তাবলের রক্ষণাবেক্ষণকারী,

– **গেজ**, রাঁধুনী,

– **মিকেন**, কামার এবং অস্ত্র নির্মাতা;

– লর্ড এডার্ডের প্রধান ব্যানারম্যান :

–**স্যার হেলম্যান টলহার্ট**,

– **রিকার্ড কারস্টার্ক**, লর্ড অব কারহোল্ড,

– **রুজ বোল্টন**, লর্ড অব দা ড্রেড ফোর্ট,

– **জন আম্বার ওরফে গ্রেটজন**,

– **গ্যালবার্ট** এবং **রবার্ট গ্লোভার**,

– **ওয়াইম্যান ম্যান্ডারলি**, লর্ড অব হোয়াইট হারবার,

– **মিজ মরমন্ট**, লেডি অব বেয়ার আইল্যান্ড।

হাউস ল্যানিস্টার

সুন্দর চুল, লম্বা এবং সুদর্শন ল্যানিস্টারদের শরীরে বইছে আন্দাল অভিযাত্রীদের রক্ত একদা যাদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিমের পাহাড় এবং উপত্যকা জুড়ে। তবে মহিলারা লান দা ক্লেভারের বংশোদ্ভুত, এরা কিংবদন্তিসম ঠগবাজ এজ অব হিরোজ এর বংশধর। ক্যাস্টারলি রকের সোনা আর গোল্ডেন টুথ তাদেরকে গ্রেট হাউসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রতীক চিহ্ন হলো লাল টকটকে মাঠের মধ্যে সোনালি সিংহ। ল্যানিস্টারদের উক্তি হলো **আমার হুংকার শোনো**!

টাইউইন, লর্ড অব ক্যাস্টারলি রক, ওয়ার্ডেন অব দা ওয়েস্ট, শিল্ড অব ল্যানিসপোর্ট,
–তাঁর স্ত্রী, **লেডি জোয়ানা**, সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গেছেন,
–তাঁদের সন্তান সন্ততি :
–**স্যর জেমি**, ওরফে কিং স্লেয়ার, ক্যাস্টারলি রকের উত্তরাধিকার, সের্সির জমজ ভাই,
– **রানি সের্সি**– রাজা রবার্ট প্রথম ব্যারাথনের স্ত্রী, জেমির জমজ বোন,
–**টিরিয়ন** ওরফে ইমপ, একজন বামন,
– টাইউইন ল্যানিস্টারের ভাইবোন :
– **স্যর কেভান**, বড় ভাই,
–তাঁর স্ত্রী **ডোর্না**, হাউস সুইফট,

–তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, **ল্যান্সেল**, রাজার স্কোয়ার

–তাঁদের জমজ পুত্রদ্বয়, **উইলেম এবং মার্টিন**,

– তাঁদের শিশু কন্যা, **জেনি**,

– **জেনা**, তাঁর বোন, বিয়ে হয়েছে স্যার ইমন ফ্রের সঙ্গে,

– তাঁদের পুত্র, **টাইডন ফ্রে**, স্কোয়ার,

–**স্যার টাইগেট**, তাঁর মেজ ভাই, বসন্ত রোগে মৃত্যুবরণ করেন,

–তাঁর বিধবা স্ত্রী **ডারলেসা**, হাউস মারব্রান্ড,

–তাঁদের পুত্র, **টাইরেক**, রাজার স্কোয়ার,

– **গিরিয়ন**, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন,

– তাঁর বেজন্মা কন্যা, **জয়**, বয়স দশ,

-তাঁদের কাজিন, **স্যার স্টাফোর্ড ল্যানিস্টার**, প্রয়াত লেডি জোয়ানার ভাই,

– তাঁর কন্যাদ্বয়, **সেরেনা এবং মিরেলি**,

– তাঁর পুত্র, **স্যার ডেভেন ল্যানিস্টার**,

–তাঁর উপদেষ্টা, **মাস্টার ক্রেলেন**,

–তাঁর প্রধান নাইট এবং লর্ড ব্যানারমেন :

– **লর্ড লিও লেফর্ড**,

–**স্যার অ্যাডাম মারব্রান্ড**,

– **স্যার গ্রেগর ক্লেগেন**, **মাউন্টেন নামে পরিচিত**,

– **স্যার হ্যারিস সুইফট**,

–**লর্ড অ্যানড্রস ব্রাক্স**,

–**স্যার ফর্লি প্রেস্টার**,

–**স্যার আমোরি লর্চ**,

–**ভার্গো হোট**, সেলসওয়ার্ড।

হাউস অ্যারিন

অ্যারিনরা কিংস অব মাউন্টেন এবং ভেল বংশোদ্ভূত। এটি আন্দাল আভিজাত্যের প্রাচীনতম বংশ। তাদের প্রতীকচিহ্ন হলো চাঁদ এবং আকাশের মতো নীল রঙের মাঠে সাদা বাজপাখি। আরিনদের উক্তি হলো **সম্মানের মতো সর্বোচ্চ**।

জন আরিন , লর্ড অব দা ইরি, ডিফেন্ডার অব দ্য ভেল, ওয়ার্ডেন অব দা ইস্ট, হ্যান্ড অব দ্য কিং, সম্প্রতি নিহত,
–তাঁর প্রথম স্ত্রী, **লেডি জেনি**, হাউস রয়েস, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন,
– তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, **লেডি রোয়েনা**, হাউস আরিন, তাঁর কাজিন, শীতে জমে গিয়ে মারা যান, তাঁর কোনো সন্তান নেই,
–তাঁর তৃতীয় স্ত্রী এবং বিধবা, **লেডি লাইসা**, হাউস টালি,
–তাঁদের পুত্র :
-**রবার্ট আরিন**, ছয় বছরের অসুস্থ শিশু, বর্তমানে লর্ড অব দা ইরি এবং ডিফেন্ডার অব দা ভেল,
–তাঁদের অধীনস্ত লোকজন :
–মাস্টার কোলমন, উপদেষ্টা, চিকিৎসক এবং শিক্ষক,
–স্যার ভারদিস ইগেন, ক্যাপ্টেন অব দা গার্ড,

–স্যর ব্রানডেন টালি, ওরফে ব্ল্যাকফিশ, নাইট অব দা গেট এবং লেডি লাইসার চাচা,

– লর্ড নেস্টর রয়েস, হাই স্টুয়ার্ড অব দা ভেল,

–স্যর আলবার রয়েস, তাঁর পুত্র,

– মিয়া স্টোন, স্যর রয়েসের সেবায় নিয়োজিত লাওয়ারিশ কন্যা,

– লর্ড ইয়ন হান্টার, লেডি লাইসার আইনজীবী,

– স্যর লিন করব্রে, লেডি লাইসার আইনজীবী,

– মাইকেল রেডফোর্ট, তাঁর স্কোয়ার,

– লেডি আরিয়া ওয়েনউড, বিধবা,

–স্যর মর্টন ওয়েনউড, তাঁর পুত্র, লেডি লাইসার আইনজীবী

–স্যর ডোনেল ওয়েনউড, তাঁর পুত্র,

–মর্ড, নির্দয় এক কারারক্ষক।

হাউস টালি

রাজা হিসেবে কখনো রাজ্য শাসন করেননি টালিরা, তবে তাঁদের প্রচুর জায়গাজমি আছে এবং রিভাররানের প্রাসাদে হাজার বছর ধরে বাস করছেন। ওয়ার্স অব কনকোয়েস্টের সময়, রিভারল্যান্ড ছিল কিং অব আইল হ্যারেন দা ব্রাকের। হ্যারেনের দাদা রাজা হারউইন হার্ডল্যান্ড ট্রাইডেন্ট কেড়ে নেন আরেক দা স্টর্ম কিংয়ের কাছ থেকে। তাঁদের পূর্বপুরুষরা তিনশ বছর আগে নেক জয় করেন, হত্যা করেন শেষ রিভার কিংদের। ব্যর্থ এবং অকর্মা স্বৈরাচার হ্যারেন দা ব্ল্যাককে রাজ্যের অনেকেই পছন্দ করত না, অনেক রিভার লর্ড তাঁকে ছেড়ে ইগনের সঙ্গে যোগ দেন। এদের মধ্যে সবার আগে রিভার রানের এডমিন টালির নাম চলে আসে। হ্যারেন এবং তাঁর বংশের লোকজন হ্যারেনহলে পুড়ে মৃত্যুবরণ করলে ইগন ট্রাইডেন্টের জমি লর্ড এডমিনকে উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেন হাউস টালিকে। তিনি অন্যান্য রিভার লর্ডদেরকেও তাঁর প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার দিয়েছিলেন। টালির প্রতীকচিহ্ন হলো নীল ও লাল রঙের মাঠে রূপোলি রঙের লাফানো ট্রাউট মাছ। তাদের বংশের বাণী বা উক্তি হলো **পরিবার, কর্তব্য, সম্মান**।

হোস্টার টালি, লর্ড অব রিভাররান,
– তাঁর স্ত্রী, **লেডি মিনিসা**, হাউস হোয়েন্ট, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান,
–তাঁদের সন্তান :

–ক্যাটলিন, জ্যেষ্ঠ কন্যা, লর্ড এডার্ড স্টার্কের স্ত্রী,
–লাইসা, কনিষ্ঠা কন্যা, লর্ড জন আরিনের স্ত্রী,
–স্যার এডমুর, রিভাররানের উত্তরাধিকারী,
–তাঁর ভাই, **স্যার ব্রানডেন**, ওরফে ব্ল্যাকফিশ
–তাঁর অধীনস্ত লোকজন :
–মাস্টার ভাইমেন, উপদেষ্টা, চিকিৎসক এবং শিক্ষক,
–স্যার ডেসমন্ড গ্রেগ, মাস্টার–অ্যাট–আর্মস,
– স্যার রবিন রাইগার, ক্যাপ্টেন অব দা গার্ড,
–আদারিনস ওয়েন, রিভাররানের স্টুয়ার্ড,
–তাঁর নাইট এবং লর্ড ব্যানারম্যানগণ :
– জেমস ম্যালিস্টার, লর্ড অব সিগার্ড,
–প্যাট্রিক ম্যালিস্টার, তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী,
– ওয়াল্ডার ফ্রে, লর্ড অব দা ক্রসিং,
–তাঁর অসংখ্য পুত্র, নাতি এবং বেজন্মাগণ :
– জোনোস ব্রাকেন, লর্ড অব দা স্টোন হেজ,
– টাইটস ব্ল্যাকউড, লর্ড অব র‍্যাভেনট্রি,
– স্যার রেমান ডেরি,
–স্যার কেরিল ভ্যান্স,
-স্যার মার্ক পাইপার,
– শেলা হোয়েন্ট, লেডি অব হ্যারেনহল
– স্যার উইলিস ওড, শেলা হোয়েন্টের সেবায় নিয়োজিত নাইট।

হাউস টারগারিয়ান

টারগারিয়ানরা হলেন ড্রাগনের রক্ত, প্রাচীন ফ্রিহোল্ড অব ভ্যালেরিয়ার হাই লর্ডদের বংশোদ্ভুত তাঁরা। তাঁদের অসম্ভব রূপ, বেগুনি চোখ, চুলের রঙ রূপোলি- সোনালি অথবা প্লাটিনাম সাদা।

ইগন দা ড্রাগনের পূর্বপুরুষরা ডুম অব ভ্যালেরিয়ার খুন খারাবী ও বিশৃঙ্খলা থেকে পালিয়ে আসেন। ন্যারো সী'র তীরে ড্রাগন স্টোন নামে এক পাথুরে দ্বীপে বসত গড়েন। ওখান থেকে ইগন এবং তাঁর দুই বোন ভিসেরিয়া ও রেনিস সেভেন কিংডমস জয় করতে বেরিয়ে পড়েন। অভিজাত রক্ত ধরে রাখতে এবং একে বিশুদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় হাউস টারগারিয়ান প্রায়ই ভ্যালেরিয়ান প্রথা অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের প্রচলন রয়েছে। ইগন নিজে তাঁর দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। দুই বোনই ইগনের সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। টারগারিয়ান ব্যানার হলো কালোর ওপর লাল রঙে আঁকা তিন মাথা ড্রাগন, তিনটে মাথা দিয়ে বোঝানো হয় ইগন এবং তাঁর দুই বোনকে। টারগারিয়ান বাণী হলো **আগুন ও রক্ত**।

টারগারিয়ান উত্তরাধিকার

ইগন'স ল্যান্ডিংয়ের পরে রাজত্বে করার সময়কাল বোঝানো হয়েছে

১-৩৭	ইগন ১	ইগন দা কনকারার, ইগন দা ড্রাগন,
৩৭-৪২	এনিস ১	ইগন এবং রেনিসের পুত্র,
৪২-৪৮	মিগর ১	মিগর দা ক্রুয়েল, ইগর এবং ভিসেনিয়ার পুত্র,
৪৮-১০৩	জেহেরিস ১	দা ওল্ড কিং, মীমাংসাকারী, এনিসের পুত্র,
১০৩-১২৯	ভিসেরিস ১	জেহেরিসের নাতি,
১২৯-১৩১	ইগন ২	ভিসেরিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র,
১৩১-১৫৭	ইগন ৩	ড্রাগনবেন, রেনিরার পুত্র,

(টারগারিয়ান বংশের শেষ ড্রাগন তৃতীয় ইগনের সময়কাল মৃত্যুবরণ করেন)

১৫৭-১৬১	ডেরন ১	তরুণ ড্রাগন, বালক রাজা, তৃতীয় ইগনের জ্যেষ্ঠ পুত্র (ডেরন জয় করেছিলেন ডোর্ন তবে ধরে রাখতে পারেননি, অল্প বয়সে মারা যান)
১৬১-১৭১	বেলর ১	দা বিলাভেড, দা ব্লেসড, সেপটন এবং রাজা, তৃতীয় ইগনের দ্বিতীয় পুত্র
১৭১-১৭২	ভিসেরিস ২	তৃতীয় ইগনের চতুর্থ পুত্র
১৭২-১৮৪	ইগন ৪	দা আনওয়ার্দি, ভিসেরিসের জ্যেষ্ঠপুত্র (তাঁর ছোট ভাই প্রিন্স ইমন দা ড্রাগননাইট ছিলেন চ্যাম্পিয়ন এবং রানি নেরিসের প্রেমিক)

১৮৪-২০৯	ডেরন ২ রানি নেরিসের পুত্র (ডর্নিশ রাজকুমারী মিরিয়াকে বিয়ে করে ডোর্নকে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন ডেরন)	
২০৯-২২১	এরিস ১ ডেরন দ্বিতীয়'র পুত্র (তাঁর কোনো সন্তান নেই)	
২২১-২৩৩	মিকার ১ দ্বিতীয় ডেরনের চতুর্থ পুত্র,	
২৩৩-২৫৯	ইগন ৫	দ্য আনলাইকলি, মেকারের চতুর্থ পুত্র,
২৫৯-২৬২	জেহেরিস ২	ইগন দা আনলাইকলির দ্বিতীয় পুত্র,
২৬২-২৮৩	এরিস ২	ম্যাড কিং, জেহেরিসের একমাত্র ছেলে।

এখানে ড্রাগন রাজাদের সমাপ্তি ঘটে যখন দ্বিতীয় এরিসকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করা হয়, তাঁর উত্তরাধিকারী যুবরাজ রেগার টারগারিয়ানকে ট্রাইডেন্ট নদীতে হত্যা করেন রবার্ট ব্যারাথন।

শেষ টারগারিয়ান

রাজা এরিস টারগারিয়ান, কিংস ল্যান্ডিং লুণ্ঠনের সময় জেমি ল্যানিস্টার তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর বোন ও স্ত্রী হাউস টারগারিয়ানের **রানি রায়েল্লাকে** ড্রাগনস্টোনে বসে হত্যা করা হয়।

তাঁদের সন্তান :

– **প্রিন্স রেগার**, আয়রন থ্রোনের উত্তরাধিকার, ট্রাইডেন্টে তাঁকে হত্যা করেন রবার্ট ব্যারাথন,

–তাঁর স্ত্রী , **প্রিন্সেস ইলিয়া**, হাউস মার্টেল, কিংস ল্যান্ডিংয়ে লুঠতরাজের সময় হত্যা করা হয়,

– তাঁদের সন্তান :

– **প্রিন্সেস রেনিস** , কিংস ল্যান্ডিং দখল করার সময় ছোট্ট মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয়,

– **প্রিন্স ইগন** , কিংস ল্যান্ডিং দখলের সময় দুধের শিশুটিকে হত্যা করা হয়,

– **প্রিন্স ভিসেরিস**, নিজেকে তিনি ভিসেরিস, দা থার্ড অব হিজ নেম এবং লর্ড অব দা সেভেন কিংস বলে পরিচয় দিতেন, লোকে তাকে বলত বেগার কিং বা ভিখিরি রাজা,

– **প্রিন্সেস ডেনেরিস** , ওরফে ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, ত্রয়োদশী বালিকা।



পূর্বাভাস

'আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত,' জঙ্গলে আঁধার নামছে দেখে ব্যাকুল গলায় বলল গেয়ার্ড। 'ওয়াইল্ডলিংরা মারা গেছে।'

'মরা মানুষে ভয় পাও তুমি?' ঠোঁটে মৃদু হাসি ফোটাল স্যর ওয়েমার রয়েস।

গেয়ার্ড ওর ফাঁদে পা দিল না। সে বয়সে পৌঢ়, পঞ্চাশ পেরিয়েছে, লর্ডলিংদের আসতে এবং যেতে দেখেছে। 'মৃত সবসময়ই মৃত,' বলল সে। 'মৃতদের সঙ্গে আমাদের কোনো লেন দেন নেই।'

'ওরা কি সত্যি মৃত?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল রয়েস। 'কী প্রমাণ আছে আমাদের কাছে?'

'উইল ওদেরকে দেখেছে,' বলল গেয়ার্ড। ' সে যদি বলে ওরা মারা গেছে, সেটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ।'

উইল জানত ওরা তাকে এখন হোক বা পরে, তর্কের মধ্যে টেনে আনবেই। তবে পরে হলেই ভালো হতো। 'আমার মা বলেছে মরা মানুষ কখনো গান গায় না।'

'আমার দাইমাও একই কথা বলেছে, উইল,' বলল রয়েস। 'মহিলাদের কথা বিশ্বাস করতে নেই। বরং মৃতদের কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।' গোধূলিবেলার অরণ্যে তার কণ্ঠ উচ্চকিত প্রতিধ্বনি তুলল।

'আমাদের সামনে লম্বা পথ,' বলল গেয়ার্ড। ' যেতে সম্ভবত আট নয় দিন লাগবে। এদিকে রাত নামছে।'

স্যর ওয়েমার রয়েস নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একবার আকাশের দিকে তাকাল। 'প্রতিদিন এ সময়েই সন্ধ্যা নামে। তুমি কি অন্ধকারে ভয় পাও, গেয়ার্ড?'

উইল দেখল গেয়ার্ডের মুখ শক্ত হয়ে গেছে কথাটা শুনে। আলখেল্লার কালো, মোটা হুডের নিচে চোখজোড়া জ্বলে উঠল রাগে। গেয়ার্ড চল্লিশ বছর নাইট'স ওয়াচে কাটিয়েছে। কিন্তু ওটার মাজেজা কখনো বুঝে উঠতে পারেনি। সে বুঝতে পারছে একরকম টেনশনে আছে গেয়ার্ড।

গেয়ার্ডের অস্বস্তির কারণ উপলব্ধি করতে পারছে উইল । সে নিজে ওয়ালে ছিল বছর চারেক। প্রথমবার যখন তাকে ওখানে পাঠানো হলো, নানারকম অদ্ভুতুড়ে গল্প মনে পড়ে যাচ্ছিল তার আর ভয়ের চোটে পেটের ভাত চাল হওয়ার উপক্রম। পরে অবশ্য এ নিয়ে সে নিজেই রসিকতা করেছে। সে এখন অভিজ্ঞ শিকারী, সীমাহীন আঁধার অরণ্য, দক্ষিণীরা যার নাম দিয়েছে ভুতুড়ে অরণ্য, ওটা এখন আর তাকে ভীত করতে পারে না।

তবে আজ রাতের ব্যাপারটা ভিন্ন। আজ যেন ভিন্ন একটি রাত।

এ অন্ধকারের কেমন যেন একটা ধার আছে যা তার ঘাড়ের লোম খাড়া করে দিল। টানা নয় দিন ওরা ঘোড়া চালিয়েছে। প্রথমে উত্তর– উত্তর পশ্চিম অভিমুখে, তারপর আবার উত্তরের ওয়াল বা দেয়াল থেকে অনেক অনেক দূরে, ওয়াইল্ডিং রেইডারদের ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেছে মাটিতে। প্রতিটি দিন আগের দিনটির চেয়ে খারাপ ছিল। আর আজকের দিনটি তো সবচেয়ে বাজে।

উত্তর থেকে হু হু করে ধেয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, গাছপালাগুলোকে জ্যান্ত প্রাণীর মতো ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। সারাটা দিনই উইলের মনে হয়েছে কেউ তাকে লক্ষ করছে। শীতল এবং নির্দয়, নিষ্করুণ কেউ যে ওকে ভালবাসে না। গেয়ার্ডও একই অনুভূতির শিকার। তবে দলনেতাকে এসব নিয়ে কিছু বলা যাবে না। বলা বারণ।

বিশেষ করে এরকম একজন দলনেতাকে।

স্যর ওয়েমার রয়েস এক প্রাচীন পরিবারের কনিষ্ঠতম পুত্র। এ পরিবারটির রয়েছে অসংখ্য উত্তরাধিকারী। রয়েসের বয়স আঠারো, সুদর্শন,

হয়েছে তার প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায়। উইল এবং গেয়ার্ডের বাহন দুটো টাট্টুঘোড়া। রয়েসের পায়ে কালো চামড়ার বুট জুতো, কালো উলের প্যান্ট, হাতে গন্ধমূষিকের চামড়ার কালো হাত মোজা, এবং গায়ে চমৎকার একখানা কোট। সে নাইট'স ওয়াচের ব্লাড ব্রাদার ছিল ছয় মাসেরও বেশি সময়। তবে রয়েসকে নিয়ে গেয়ার্ড ব্যারাকে বসে মদ খেতে খেতে হাসিঠাট্টা করত। আর যাকে নিয়ে তামাশা করা হয়, তাকে দলনেতা হিসেবে মেনে নেয়া এবং তার হুকুম তামিল করা একটু কঠিনই বটে।

'মরমন্ট বলেছিলেন ওদের চিহ্ন খুঁজে বের করতে, আমরা তাই করেছি,' বলল গেয়ার্ড। 'ওরা মারা যাবে। আমাদেরকে আর ঝামেলায় ফেলবে না। সামনে দুর্গম পথ। আর এরকম আবহাওয়াও আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুষারপাত শুরু হলে আমাদের দিন পনের সময় লাগবে ফিরে যেতে। আপনি কখনো তুষারঝড় দেখেছেন, মাই লর্ড?'

লর্ডলিং তার কথা শুনেছে বলে মনে হলো না। ঘন হয়ে আসা সাঁঝের আঁধারে তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি। এই নাইটটির সঙ্গে দীর্ঘযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে উইল জানে একে এখন বিরক্ত না করাই ভালো। বিশেষ করে তার চেহারায় যখন বিরক্তি আর উদাসীনতার মিশেল দেয়া ভাব ফুটে থাকে। 'তুমি ঠিক কী দেখেছ আমি আবার জানতে চাই, উইল,' বলল রয়েস। 'বিস্তারিত বলবে। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

নাইট'স ওয়াচে যোগ দেয়ার আগে শিকারী ছিল উইল। চোরা শিকারীই বলা যায়। ম্যালিস্টার ফ্রি রাইডাররা তাকে তাদের মালিকানাধীন জঙ্গলে হাতে নাতে ধরে ফেলে। উইল তখন ম্যালিস্টারদের একটা হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছিল। সে জঙ্গলে খুব নিশব্দে চলাফেলা করতে পারে। তার মতো শব্দহীন হাঁটাচলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ব্ল্যাক ব্রাদার্স খুব শীঘ্রি তার এ প্রতিভার কথা জেনে গিয়েছিল।

'ক্যাম্পটা মাইল দুয়েক দূরে, ওই পাথুরে টিবির ওপারে, ঝর্নার পাশে,' বলল উইল। 'আমি সাহস করে অনেকটা এগিয়ে যাই। ওরা নারী পুরুষ মিলে সংখ্যায় ছিল আটজন। তবে কোনো বাচ্চা কাচ্চা চোখে পড়েনি। ওরা পাথরের গায়ে হেলান দেয়া একটা চালাঘর বানিয়েছিল। বরফে ঘরের ছাদ ঢেকে গেলেও আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আগুন

জ্বলছিল না তবে অগ্নিকুণ্ড ছিল। কেউ নড়াচড়া করছিল না। আমি অনেকক্ষণ লক্ষ করেছি। কেউ নড়াচড়া করছিল না। কোনো জীবিত মানুষ ওভাবে নিশ্চল শুয়ে থাকতে পারে না।'

'রক্ত দেখেছ?'

'না।' বলল উইল।

' কোনো অস্ত্রশস্ত্র?'

'খানকয়েক তরবারি আর ধনুক। এক লোকের কাছে একটি কুঠার ছিল। ভারী কুঠার। দ্বিধার ফলা, লোহার তৈরি। মাটিতে পড়ে ছিল ওটা, লোকটার ঠিক হাতের পাশে।'

'লাশগুলো কীভাবে পড়ে ছিল লক্ষ করেছিলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল উইল। 'কয়েকজন পাথরের গায়ে হেলান দেয়া ছিল। বেশিরভাগ ছিল মাটিতে শোয়া অবস্থায়।'

'ওরা ঘুমিয়েও থাকতে পারে,' মন্তব্য করল রয়েস।

'ওরা মাটিতে নিশ্চল পড়েছিল,' বলল উইল। 'এক মহিলাকে আয়রনউড গাছের ডালের আড়ালে আমি দেখতে পাই,' ক্ষীণ হাসল উইল। 'নিজেকে আড়াল করে ওদিকে এগিয়ে যাই। দেখি ওই মহিলাও নড়াচড়া করছে না।' শিউরে উঠল সে।

' তোমার শীত লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রয়েস।

'অল্প,' বিড়বিড় করল উইল। 'বাতাস, মাই লর্ড।'

তরুণ নাইট তার ভল্লুকের মতো প্রকাণ্ডদেহী সৈনিকের দিকে তাকাল। ঝরাপাতা ফিসফিসিয়ে তাদের পাশ কাটাল। রয়েসের ঘোড়া অস্থির ভঙ্গিতে গা ঝাড়া দিল। 'এ লোকগুলোকে কীভাবে খুন করা হয়েছে বলে তোমার ধারণা, গেয়ার্ড?' নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করল স্যর ওয়েমার। লম্বা আলখেল্লা ভালভাবে জড়িয়ে নিল গায়ে।

'ঠাণ্ডা ওদেরকে হত্যা করেছে,' দৃঢ় গলায় জবাব দিল গেয়ার্ড। 'আমি গত শীতে ঠাণ্ডায় মানুষ জমে মরে যেতে দেখেছি। তখন আমি বালকমাত্র। চল্লিশ ফুট গভীর বরফের কথা নিয়ে সবার মধ্যে কানাকানি চলছিল। বলছিল কীভাবে উত্তুরে শীতল হাওয়া হু হু করে ধেয়ে আসছে। তবে আসল দুশমন হলো ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় প্রথমে আপনার শরীর কেঁপে উঠবে, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ তুলবে। আপনি মাটিতে পা ঠুকবেন শরীর

গরম করার নিয়তে। স্বপ্ন দেখবেন মদ আর আগুনের। ঠাণ্ডা আপনার শরীর খুঁড়িয়ে দেবে। ওটা আপনার শরীরের ভেতরে ঢুকে দখল করে নেবে গোটা দেহ, কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তিটুকু পর্যন্ত থাকবে না। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়বেন। ওরা বলে ঘুমের মধ্যে কখন যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করবে টেরই পাবেন না। প্রথমে শরীর দুর্বল ঠেকবে, ঝিমঝিম করবে মাথা, সবকিছু আবছা হয়ে আসবে, তারপর মনে হবে ডুবে গেছেন গরম দুধের শান্তিময় সাগরে।'

'তুমি দেখছি ভালোই কথা বলতে পারো, গেয়ার্ড,' বলল স্যর ওয়েমার। ' তোমার বাকপটুতা সম্পর্কে জানতাম না।'

'ওই শীত কী জিনিস আমি টের পেয়েছিলাম, লর্ডলিং,' মাথার হুড খুলে ফেলল গেয়ার্ড, তার প্রভুকে দেখতে দিল যেখানে কান থাকার কথা সেখানে কেবল দুটি বেঢপ মাংসপিণ্ড উঁকি দিচ্ছে।

'শীত কেড়ে নিয়েছে আমার দুই কান, পায়ের তিনটা আঙুল এবং বাম হাতের কড়ে আঙুল। আমার ভাই বরফে জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনো তার মুখে হাসি ছিল।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যর ওয়েমার। ' তোমাদের আরও গরম পোশাক পরা উচিত ছিল, গেয়ার্ড।'

লর্ডলিংয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল গেয়ার্ড। কাটা কানের গর্তের পাশের মাংসপিণ্ডে রক্ত জমল রাগে। ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হওয়ায় মাস্টার ইমন গেয়ার্ডের কান দুটো কেটে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'শীত এলে দেখা যাবে আপনি কত গরম কাপড় পরতে পারেন।' মাথার হুড টেনে নিয়ে নিজের বাহনের ওপর কুঁজো হয়ে বসল সে। নিরব এবং গম্ভীর।

রয়েস বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না স্রেফ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আটজন তাগড়া পুরুষ মারা যেতে পারে। পুরুষদের গায়ে পশম আর চামড়ার কাপড় থাকে। উইল, আমাদেরকে ওখানে নিয়ে চলো। এই মৃত লোকগুলোকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

আদেশ দেয়া হয়েছে। এখন পালন করতেই হবে।

উইল ছোট্ট দলটির আগে বাড়ল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে চলছে তার টাট্টুঘোড়া। আগের রাতে হালকা তুষারপাত হয়েছে। মুড়মুড়ে বরফের নিচেই ওঁৎ পেতে রয়েছে পাথর এবং গাছের শিকড়। অসাবধানী পদক্ষেপে হড়কে যাওয়ার অশেষ সম্ভাবনা।

উইলের পেছনে স্যর ওয়েমার রয়েস। তার বিরাট কালো ঘোড়াটা অস্থির ভঙ্গিতে মাঝে মাঝেই ছাড়ছে হ্রেস্বারব। সে যুদ্ধের ঘোড়া, এরকম পাহাড়ি পথে চলতে অভ্যস্ত নয়। বুড়ো সৈনিক ঘোড়া চালাতে চালাতে অসন্তোষে বিড়বিড় করছে।

সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে এল। মেঘহীন আকাশ পেল পুরানো ক্ষতচিহ্নের গাঢ় বেগুনি রঙ। বেগুনি রঙ দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল। আকাশের সামিয়ানায় একটা দুটো করে ফুটতে শুরু করল তারা। উঁকি দিল আধখানা চাঁদ। জোসনার আলোয় পথ দেখে চলতে পারছে বলে চাঁদের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল উইল।

'আমাদের আরও দ্রুত পথ চলা দরকার,' চাঁদ তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলে মন্তব্য করল রয়েস।

'এ ঘোড়া দিয়ে তা সম্ভব নয়,' বলল উইল। ভয় তার আচরণ উদ্ধত করে তুলেছে। 'আমার প্রভু কি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চান?'

জবাবে নিশ্চুপ রইল রয়েস।

জঙ্গলে কোথাও ডেকে উঠল একটা নেকড়ে।

উইল দাঁতমুখ খিঁচানো, প্রাচীন একটা আয়রনউড গাছের নিচে ঘোড়াটিকে টেনে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল স্যর ওয়েমার।

'বাকি পথটুকু হেঁটেই পাড়ি দেয়া যাবে, মি. লর্ড। ওই তো টিবিটার ওপাশে।'

এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দিল রয়েস। দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে। চিন্তিত চেহারা। গাছের ফাঁকে ফিসফিসানি তুলল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। তার আলখেল্লা পেছনে উড়ল পতপত করে।

'এখানে কোনো ঝামেলা আছে,' বিড়বিড় করল গেয়ার্ড।

তরুণ নাইট তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। 'আছে নাকি?'

'আপনি টের পাচ্ছেন না?' জিজ্ঞেস করল গেয়ার্ড। 'অন্ধকারে কান পাতুন।'

উইল টের পাচ্ছে। চার বছর সে নাইট'স ওয়াচে কাটিয়েছে। এমন ভয় জীবনে পায়নি। কী ওটা?

'বাতাস। গাছের পাতার খসখস। নেকড়ের ডাক। এর মধ্যে কোন্ শব্দটা তোমাকে ভয় পাইয়ে দিল, গেয়ার্ড?' গেয়ার্ডের কাছ থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে রয়েস সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। গাছের নিচু একটা ডালের সঙ্গে বেঁধে নিল নিজের ঘোড়া, অন্য ঘোড়াগুলো থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে। খাপ খুলে বের করল তরবারি। ওটার হাতলে খোদাই করা রত্নরাজি ঝিকিয়ে উঠল চন্দ্রালোকে, ধারাল ফলা চকচক করছে। চমৎকার একখানা অস্ত্র, দেখেই বোঝা যায় নির্মাণকাল অতি সম্প্রতি। উইল ভাবল এ অস্ত্র দিয়ে তার প্রভু রাগের বশেও একবার বাতাস কেটেছে কিনা সন্দেহ।

'এখানে গাছপালা খুব ঘন,' সতর্ক করল উইল। 'আপনার তরবারি ডালপালার সঙ্গে আটকে যেতে পারে, মি. লর্ড। বরং ছুরি ব্যবহার করুন।'

'আমার পরামর্শের দরকার হলে চাইব,' বলল তরুণ লর্ড।

' গেয়ার্ড, তুমি এখানেই থাকো। ঘোড়াগুলোকে পাহারা দাও।'

গেয়ার্ড ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। 'আগুন জ্বালানো দরকার। দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।

'তুমি এত নির্বোধ কেন, বুড়ো? এ জঙ্গলে আমাদের শত্রুরা থাকলে আগুন জ্বালালেই বুঝে ফেলবে আমরা কোথায় আছি।'

'কিছু শত্রু আছে আগুন দেখলে ভয় পায়,' বলল গেয়ার্ড। 'ভল্লুক এবং ডায়ারউলফ... আরও জন্তু জানোয়ার আছে...'

কঠোর দেখাল স্যর ওয়েমারের চেহারা। ' কোনো আগুন জ্বালানো চলবে না।'

গেয়ার্ডের মাথায় হুড পরানো তবু উইল দেখতে পেল সে তার নাইটের দিকে রোষকষায়িত নয়নে তাকিয়ে আছে। উইলের আশংকা হলো বুড়ো না আবার তরবারি বের করে তার প্রভুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও

গেয়ার্ডের তরবারিটি ছোট এবং ঘাম লেগে হাতলের রঙ চটে গেছে, তবু ওটা সে খাপ থেকে বের করলে উইল লর্ডলিংয়ের জীবন বাঁচানোর ঝুঁকি নিতে যাবে না।

অবশেষে মাটিতে চোখ নামাল গেয়ার্ড। দাঁতে দাঁত ঘষে, অনুচ্চ গলায় বলল, ' কোনো আগুন জ্বালানো চলবে না।'

গেয়ার্ডের কথাকে মৌন সম্মতি ধরে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রয়েস। 'পথ দেখাও।' উইলকে বলল সে।

একটা ঝোপের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল উইল। তারপর পাথুরে ঢিবির ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। একটি সেন্টিনেল গাছের নিচে সুবিধেজনক জায়গাটি খুঁজে পেল সে। মিহি বরফের আস্তরণের নিচে মাটি স্যাঁতসেঁতে এবং কর্দমাক্ত। ওখানে লুকিয়ে আছে পাথর এবং গাছের শিকড়। কাজেই খুব সাবধানে পা ফেলতে হলো। আরোহণের সময় কোনো শব্দ করল না উইল। তবে পেছনে তার লর্ডলিংয়ের রিংমেইলের ধাতব ঠুং ঠাং এবং পাতার খসখস আওয়াজ কানে আঘাত হানল। রয়েস দাঁতে দাঁত চেপে ওপরে উঠছে আর বিড়বিড় করে গাল পাড়ছে।

বিশাল সেন্টিনেল গাছটি ঢিবির ঠিক চুড়োয়। ওটার সবচেয়ে নিচু ডালপালা মাটি থেকে হাতখানেক ওপরেও নেই। উইল ডালপালার নিচে সেধিয়ে গেল, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বরফ এবং কাদার ওপর। তাকাল নিচের খালি জায়গাটায়।

ওর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য শ্বাস নিতে সাহসই পেল না। ফাঁকা জায়গাটা ধুয়ে যাচ্ছে অমলধবল জোছনায়, রয়েছে অগ্নিকুণ্ডের ছাই, বরফ আচ্ছাদিত চালাঘর, সেই প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড, বরফে আধ জমাট ঝর্না। সবকিছুই কয়েক ঘন্টা আগের সেই দৃশ্যপটের পুনরাবৃত্তি করছে।

শুধু লোকগুলো নেই। সমস্ত লাশ উধাও।

'ঈশ্বর!' পেছনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল উইল। একটা ডাল কাটার শব্দ হলো। স্যর ওয়েমার রয়েস অবশেষে উঠে এসেছে চুড়োয়। গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে, হাতে তরবারি, দমকা বাতাস তার আলখেল্লা ফুলিয়ে তুলল।

'মাথা নামান!' কণ্ঠে জরুরি আর্তি এনে ফিসফিস করল উইল। 'কিছু একটা ঘটেছে।'

নড়ল না রয়েস। নিচের শূন্য খোলা জায়গাটি দেখে হেসে উঠল। 'আমার মরা মানুষগুলো বোধহয় তাঁবু গুটিয়ে চলে গেছে, উইল।'

উইলের গলা থেকে রা হারিয়ে গেছে। বলার জন্য শব্দ খুঁজেও ব্যর্থ হলো। পরিত্যক্ত ক্যাম্পসাইটের চারপাশে নজর বুলাল সে। দৃষ্টি থেমে গেল কুঠারের ওপর। দ্বিধার প্রকাণ্ড যুদ্ধ কুঠার। শেষবার যেভাবে দেখে গিয়েছিল, ওভাবেই পড়ে রয়েছে। মূল্যবান একখানা অস্ত্র...

'উঠে পড়ো, উইল,' হুকুম করল স্যর ওয়েমার। 'এখানে কেউ নেই। ঝোপের নিচে লুকিয়ে থাকার দরকার নেই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ পালন করল উইল।

স্যর ওয়েমার বিরক্তির চোখে তার দিকে তাকাল। 'আমার প্রথম পালায় ব্যর্থ হয়ে ক্যাসল ব্লাকে ফিরতে চাই না। এ লোকগুলোকে খুঁজে বের করতেই হবে,' চারপাশে নজর বুলাল সে। 'ওই গাছটায় জলদি উঠে পড়ো। দ্যাখো কোথাও আগুন জ্বলছে কিনা।'

বাক্যহারা উইল ঘুরে দাঁড়াল। তর্ক করে লাভ নেই জানে। সাঁই সাঁই বইছে বাতাস । ওকে যেন দু টুকরো করে দিচ্ছে। ধূসর সবুজ সেন্টিনেল গাছটির ধারে গেল সে। বাইতে লাগল। শীঘ্রি হাত আঠালো হয়ে গেল গাছের রসে। সুচাল পাতার রাজ্যে হারিয়ে গেল একটু পরেই।

ভয়ে ওর আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। অরণ্যের নামহীন দেবতাদের উদ্দেশে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে। গাছ বেয়ে উঠতে উঠতে খাপ থেকে বের করে নিল ছুরি। ফলা আটকে নিল দুই সারি দাঁতের ফাঁকে। শীতল লোহার স্পর্শ তাকে স্বস্তি দিল।

নিচে থেকে হঠাৎ লর্ডলিংয়ের চিৎকার ভেসে এল। 'কে যায়?' উইল থমকে গেল। কান পাতল।

জঙ্গল জবাব দিল পাতার খসখস, ঝর্নার শীতল জলের কুলকুল স্রোত, স্নো আউলের দূরাগত ডাক।

'আদার্স'রা কখনো শব্দ করে না।

উইলের চোখের কোনে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। আবছায়া কতগুলো মূর্তি জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে যাচ্ছে। মাথা ঘোরাল উইল।

আঁধারে সাদা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল এক ঝলক। পর মুহূর্তে উধাও। বাতাসে ভদ্রলোকের মতো ডালপালা নাড়ছে গাছ, কাঠের আঙুল দিয়ে একে অপরের গা চুলকে দিল।

মুখ হাঁ করল উইল। তার প্রভুকে সাবধান করে দেবে। কিন্তু শব্দগুলো যেন বরফ হয়ে জমাট বেঁধে গেল গলায়। হয়তো ও ভুল দেখেছে। হয়তো ওটা কোনো পাখি ছিল, চাঁদের আলোর কারসাজিতে অন্য কিছু ভেবেছে উইল। কিন্তু আসলে কী দেখেছে ও?

'উইল, তুমি আছ ওখানে?' হাঁক ছাড়ল স্যর ওয়েমার। ' দেখতে পাচ্ছ কিছু?' সে মন্থরগতিতে চক্কর দিচ্ছে, হাতে খোলা তরবারি। স্যর ওয়েমার হয়তো উইলের মতোই কিছু একটার উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিন্তু চোখে পড়ছে না কিছু।

'জবাব দাও! হঠাৎ এত শীত লাগছে কেন?'

আঁধার জঙ্গল দিয়ে এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল। দাঁড়াল রয়েসের সামনে। ছায়ামূর্তিটি বেশ লম্বা, কৃশকায়, হাড় জিরজিরে, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে সাদা। ওটার নড়াচড়ার সঙ্গে বর্মের রঙও যেন বদলে যাচ্ছে। এখন সাদা দেখাচ্ছে, পরমুহূর্তে ছায়ার মতো কালো।

উইল শুনল হিসিয়ে উঠেছে স্যর ওয়েমার রয়েস। 'আর সামনে এগোবে না । খবরদার!' হুঁশিয়ার করে দিল লর্ডলিং। গলার স্বর বাচ্চাদের মতো ভাঙা শোনাল। লম্বা আলখেল্লাটি কাঁধের ওপর ছুড়ে দিল লড়াইয়ের জন্য হাত জোড়া মুক্ত রাখতে। দুই হাতে চেপে ধরল তরবারি। থেমে গেল বাতাস। ভীষণ ঠাণ্ডা।

ছায়ামূর্তি বা 'আদার' নিশব্দ পায়ে সামনে এগিয়ে গেল। তার হাতে লংসোর্ড। এমন অস্ত্র জীবনে দেখেনি উইল। কোনো মানুষের পক্ষে অমন ফলা তৈরি করা বোধকরি সম্ভব নয়। চাঁদের আলোয় তরবারিটি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, আলো ভেদ করে যাচ্ছে ফলার ভেতর দিয়ে, ভীষণ পাতলা, যেন ক্রিস্টালের তৈরি। জিনিসটা থেকে নীলচে আলোর ফিকে একটা আভার বিচ্ছুরণ হচ্ছে, ভৌতিক আলোটা ফলার ধারগুলোয় খেলা করছে। উইলের কেন জানি মনে হচ্ছে এ জিনিস পৃথিবীর যে কোনো তরবারির চেয়ে ধারালো।

সাহসের সঙ্গে ছায়ামূর্তির মোকাবেলা করল স্যর ওয়েমার। 'তাহলে আমার সঙ্গে নাচো,' সে মাথার ওপরে তরবারি তুলল বেপরোয়া ভঙ্গিতে। অস্ত্রের ওজনের ভারে তার হাত কাঁপছে। শীতেও কাঁপুনি আসতে পারে শরীরে। তবে ওকে দেখে উইলের আর বালকমাত্র বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে নাইট'স ওয়াচের একজন পুরুষ।

থমকে গেল আদার। ওটার চোখ দেখতে পেল উইল। মানুষের চোখ অমন নীল হয় না। দৃষ্টি নিবদ্ধ লংসোর্ডের ওপর। শীতল ধাতবের গায়ে জোছনার প্রতিফলন।

ওরা নিরবে বেরিয়ে এল ছায়া থেকে। প্রথমে একজোড়া। তারপর তৃতীয় জন... চতুর্থ... পঞ্চম... ওদের আগমনের সঙ্গে শীতল হাওয়ার ঝাপটাটা হয়তো টের পেয়েছে স্যর ওয়েমার। তবে সে কোনদিন এদেরকে আগে দেখেনি, এদের কথা শোনেনি। উইলের কর্তব্য চিৎকার করে স্যর ওয়েমারকে সাবধান করে দেয়া। কিন্তু অজানা ভয়ে কেঁপে উঠে সে গাছটাকে আঁকড়ে ধরল এবং নিরব থাকল।

ফ্যাকাসে তরবারি নড়ে উঠল বাতাসে।

স্যর ওয়েমার ঠেকিয়ে দিল তরবারির আঘাত। কিন্তু ধাতবে ধাতব লেগে কোনো শব্দ হলো না। রয়েস বারকয়েক তরবারি চালিয়ে পিছু হঠল. এক কদম। ভৌতিক ছায়ামূর্তি দ্রুত কয়েকবার আঘাত হানল। রয়েস আবার পিছাল।

আর পেছনে, ডানে, বামে, সর্বত্র ঘিরে রেখেছে ওরা। ধৈর্যশীল, নিশ্চুপ। গায়ের বর্মে শুধু আলো পড়ে চকচক করছে, এছাড়া তাদের চেহারা অদৃশ্য। কিন্তু তারা দাঁড়িয়েই থাকল। লড়াইতে নাক গলাল না।

তরবারির সঙ্গে তরবারির সংঘর্ষ হচ্ছে, জানোয়ারের আর্তনাদের মতো উচ্চকিত, একটা শব্দ আসছে। কুৎসিত আওয়াজ। উইলের ইচ্ছে করছে কানে হাত চাপা দেয়।

স্যর ওয়েমার লড়াই করে হাঁপিয়ে গেছে, চাঁদের আলোয় দেখা যায় তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে বাষ্প। তরবারির ফলা তুষার লেগে সাদা। 'আদার'এর তলোয়ারের ফলায় নৃত্য করছে ফ্যাকাসে নীলচে আলো।

রয়েস ছায়ামূর্তির মারটা ঠেকাতে একটু দেরি করে ফেলল। ফ্যাকাসে তরবারি তার বাহুর নিচে রিংমেইলে খোঁচা মারল। ব্যথায় চিৎকার

দিল তরুণ লর্ড। রক্ত বেরিয়ে এল রিংয়ের মাঝ দিয়ে। টপটপ করে পড়তে লাগল বরফের ওপর। স্যর ওয়েমারের মোলস্কিনের হাত মোজা ভিজে গেল রক্তে।

আদার কী একটা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে উঠল, বুঝতে পারল না উইল। তবে গলার স্বরটা শীতের হ্রদে জমাট বাঁধা বরফ ভেঙে যাওয়ার মতো কর্কশ। কথায় বিদ্রুপের সুর।

স্যর ওয়েমার মার খেয়ে খেপে গেছে। 'রবার্টের জন্য।' বলে হুংকার ছেড়ে লাফ মেরে সামনে বাড়ল। দুই হাতে চেপে ধরেছে তরবারি, বিদুৎগতিতে মাথার ওপর এক পাক ঘুরিয়ে কোপ মারল আদারকে লক্ষ্য করে। ভৌতিক ছায়ামূর্তি প্রায় অলস ভঙ্গিতে ঠেকিয়ে দিল আঘাত।

ফলায় ফলা লেগে স্যর ওয়েমারের তরবারি টুকরো টুকরো হয়ে সুঁচ বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে গেল। হাঁটু ভেঙে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল রয়েস। বুজে আছে চোখ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়াচ্ছে রক্ত।

ভুতুড়ে দর্শকরা এক সঙ্গে সামনে বাড়ল, যেন কোনো সংকেত পেয়েছে। তাদের তরবারিগুলো ওপরে উঠল এবং নামল। সবকিছুই ঘটল মৃত্যুবৎ নিস্তব্ধতায়। ঠাণ্ডা মাথায় চলল নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। তরবারির ফলা রিং মেইল স্বচ্ছন্দে কেটে ফেলল যেন ওগুলো মখমলের। চোখ বুজল উইল। তার অনেক নিচে ওদের ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর এবং তীক্ষ্ণ হাসি শোনা গেল।

অনেকক্ষণ পরে যখন আবার নিচে তাকানোর সাহস ফিরে পেল উইল, দেখল পাথুরে ঢিবির নিচে কেউ নেই।

গাছেই বসে রইল সে, শ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছে। কালো আকাশের বুকে মন্থরগতিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে চাঁদ। শীতে যখন খিঁচ ধরে গেল পেশীতে, অসার হয়ে এল আঙুল, গাছ বেয়ে নেমে এল উইল।

বরফের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে রয়েস। একটা হস্ত শরীরের পাশে ছড়ানো। মোটা আলখেল্লা ছিন্নভিন্ন। ভাঙা তরবারি কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে। উইল হাঁটু মুড়ে বসল অস্ত্রটি তুলে নিতে। ভাঙা এ তরবারিই প্রমাণ করবে মারা গেছে রয়েস। গেয়ার্ড বলতে পারবে এটা দিয়ে সে কী করবে। সে করণীয় ঠিক করতে না পারলে সিদ্ধান্ত নেবেন বুড়ো ভল্লুক মরমন্ট অথবা মাস্টার ইমন। গেয়ার্ড কি এখনো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে? ওর জলদি করা দরকার।

সিধে হলো উইল। দেখল স্যর ওয়েমার রয়েস তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তার দামী পোশাক ছিড়ে একসা, মুখখানা পরিণত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে। তরবারির ভাঙা একটা টুকরো গেঁথে রয়েছে বাম চোখে। চোখের মণি সাদা।

ডান চোখটা খোলা। এ চোখের মণি নীল। এ চোখটা দেখছে উইলকে।

উইলের অনুভূতিশূন্য হাত থেকে খসে পড়ল ভাঙা তরবারি। প্রার্থনা করার জন্য বুজল চোখ। এক জোড়া লম্বা হাত স্পর্শ করল তার গাল, তারপর চেপে বসল গলায়। মোলস্কিনের মোজা পরা হাত। রক্তে ভিজে চটচটে। এবং বরফের মতো ঠাণ্ডা।



ব্রান

এক

সকালটা পরিস্কার, শীতল এবং মুচমুচে, ইঙ্গিত দিচ্ছে গ্রীষ্মকালের অবসানের। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেছে দলটি। মোট কুড়িজন। তাদের মধ্যে ব্রানও আছে। উত্তেজনায় অস্থির। একজন মানুষের শিরচ্ছেদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে সবাই। ব্রানের ভেতরে অতিমাত্রার উত্তেজনার কারণ এই প্রথম সে তার লর্ড পিতা এবং ভাইদের সঙ্গে রাজার বিচার দেখতে চলেছে। গ্রীষ্মের নবম বছর চলছে, ব্রান পা দিয়েছে সাতে।

পাহাড়ে ছোট একটি হাড়িকাঠ তৈরি করা হয়েছে। ওখানে লোকটা জবাই হবে। রবের ধারণা লোকটা ওয়াইল্ডিং। বুড়ি ন্যানের কাছে ওয়াইল্ডিংয়ের ভয়ঙ্কর সব গল্প শুনেছে ব্রান। সে কথা মনে পড়তে শিরশির করে উঠল গা। বুড়ি বলেছিল ওয়াইল্ডিংরা খুবই নিষ্ঠুর প্রজাতির। তাদের মধ্যে আছে খুনী- চোর- ডাকাত। ভূত- প্রেত- দত্যি- দানোর সঙ্গে তাদের সখ্য। তারা রাতের বেলা বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যায় এবং শিঙের চোঙে রক্ত পান করে। তাদের মেয়েরা লং নাইটে আদার্সদের সঙ্গে ঘুমায় যাতে ভয়াল অর্ধ মানব সন্তান জন্ম নিতে পারে।

তবে ওরা হাড়িকাঠে হাত পা বাঁধা অবস্থায় যে লোকটিকে দেখতে পেল সে একেবারেই হাড় জিরজিরে চেহারার এক বয়সী লোক, লম্বায় রবের চেয়ে বেশি নয়। তার দুটি কানের একটিও নেই, ফ্রস্টবাইটে হারিয়েছে

হাতের আঙুল, নাইট'স ওয়াচের ভাইদের মতো তারও পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক তবে এর পরিচ্ছদ ছেড়া এবং ময়লা।

মানুষ এবং ঘোড়ার নিশ্বাস শীতল সকালের বাতাসে মিশে গেল। ব্রানের লর্ড পিতার নির্দেশে লোকটাকে পাথুরে দেয়াল থেকে রশি কেটে নামিয়ে এনে ব্রানদের সামনে থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। রব এবং জন তাদের ঘোড়ার পিঠে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে রইল। ব্রানের টাট্টু ঘোড়াটা তাদের মাঝখানে।

ব্রান এমন ভান করছে যেন সে সাত বছরের বালক নয়, তার বয়স আরও বেশি এবং এসব দৃশ্য সে আগেও দেখেছে। হাড়িকাঠের ফটক থেকে অল্প হাওয়া বয়ে গেল। ওদের মাথার ওপরে উইন্টারফেলের স্টার্কদের পতাকা, সেই বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হলো। পতাকা বা ব্যানারের গায়ে আঁকা ধূসর ডায়ারউলফের ছবি। বরফ সাদা মাঠ ধরে ছুটছে নেকড়েটা।

ব্রানের বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন ঘোড়ার পিঠে। তাঁর লম্বা বাদামী চুল এলোমেলো বাতাসে। ছোট করে ছাঁটা দাড়িতে সাদার ছোপ, বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও দেখায় অনেক বেশি। ধূসর চোখে থমথমে চাউনি। তাঁকে দেখে মনেই হচ্ছে না এ মানুষটি সন্ধ্যা বেলা আগুনের সামনে বসে বীরদের গল্প বলেন।

লোকটাকে কিছু প্রশ্ন করা হলো। অবশেষে ব্রানের লর্ড পিতা একটি আদেশ উচ্চারণ করলেন। তাঁর দুজন গার্ড নোংরা, ছেঁড়া জামা পরা, বিধ্বস্ত চেহারার লোকটাকে উন্মুক্ত জায়গাটির মাঝখানে বসানো লোহাকাঠের হাড়িকাঠের কাছে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন লর্ড এডার্ড স্টার্ক। তাঁর খাস বান্দা বা ব্যক্তিগত প্রহরী থিয়ন গ্রেজয় তরবারি এনে দিল। আইস নামের এ তরবারিটি চওড়ায় মানুষের হাতের সমান, লম্বায় রবকে ছাড়িয়ে গেছে। ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতে তৈরি ফলা। আর ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতের মতো ধারালো ফলার তলোয়ার পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

ব্রানের বাবা হাত মোজা খুলে ধরিয়ে দিলেন তাঁর বাড়ির পাহারাদারদের সর্দার জোরি ক্যাসেলকে। তিনি আইস দু'হাতে চেপে ধরে বললেন, 'হাউস ব্যারাথনের রবার্টের নামে, যিনি আন্দাল, রয়নার এবং ফার্স্টমেনদের রাজা, সাত রাজ্যের প্রভু এবং রাজ্য রক্ষক এবং ফার্স্টমেন ও

হাউস স্টার্কের এডার্ড, আমি উইন্টারফেলের লর্ড ও উত্তরের তত্ত্বাবধায়ক, তোমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।' প্রকাণ্ড তরবারিটি তিনি মাথার ওপরে তুলে নিলেন।

ব্রানের জারজ ভাই জন স্নো সামনে এগিয়ে এল। ' ঘোড়ার লাগাম শক্ত হাতে ধরে রাখো,' ফিসফিস করল সে। 'আর মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাবে না। বাবা কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যাবেন।'

ব্রান তার টাট্টু ঘোড়ার লাগাম শক্ত হাতে চেপে ধরে রইল এবং অন্য দিকে তাকাল না।

এক কোপে লোকটার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেললেন ওর বাবা। মদের মতো টকটকে লাল রক্ত ছিটকে পড়ল বরফের ওপর। একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে পিছু হঠল। তাকে শক্ত করে ধরে রাখা হলো যাতে ছুটে না পালায়। রক্তের নহরের ওপর থেকে নজর সরাতে পারছে না ব্রান। দ্রুত লাল হয়ে যাচ্ছে বরফ।

কাটা মুণ্ডুটা একটা গাছের মোটা শিকড়ের গায়ে ছিটকে পড়ে বার কয়েক গড়িয়ে শেষে থিতু হলো গ্রেজয়ের পায়ের কাছে। থিয়নের বয়স উনিশ, লম্বা, রোগা। সে সবকিছুর মধ্যে মজা খুঁজে পায়। সে হেসে উঠে এক লাথি মেরে সরিয়ে দিল মুণ্ডু।

'গর্দভ,' বিড়বিড় করে বলল জন যাতে গ্রেজয় শুনতে না পায়। সে ব্রানের কাঁধে হাত রাখল। জারজ ভ্রাতার দিকে তাকাল ব্রান।

'তুমি খারাপ করনি,' গম্ভীর গলায় বলল সে ওকে। জনের বয়স চোদ্দ, সে জাস্টিসের একজন পুরানো কর্মী।

দুই

ওইন্টারফেলে প্রত্যাবর্তন ব্রানের কাছে দীর্ঘ এবং আরও বেশী শীতল ঠেকল। যদিও এতক্ষণে কমেছে বাতাসের তেজ এবং সূর্য মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে। ব্রান তার ভাইদের সঙ্গে মূল দলটির আগে আগে থাকল। তবে বড় ভাইদের তাগড়া ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিজের টাট্টু নিয়ে পাল্লা দিতে তার হাঁপ উঠে যাচ্ছিল।

'সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে ডেজার্টার,' মন্তব্য করল রব। সে বেশ লম্বা-চওড়া, প্রতিদিনই যেন তার আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মায়ের ফর্সা রঙ, লাল বাদামী চুল এবং নীল চোখ পেয়েছে সে। রিভাররানের টালি বংশের মেয়ে ওর মা। 'ওর সাহস ছিল বলতেই হবে।'

'না,' মৃদু গলায় বলল জন স্নো। 'ব্যাপারটাতে সাহসের কিছু ছিল না। এ লোকটা ভয় পেয়ে মারা গেছে। ওর চোখ দেখলেই তুমি বুঝতে পারতে, স্টার্ক।' জনের চোখ ধূসর, তবে এতটাই গাঢ়, প্রায় কালো মনে হয়। সে রবের সমবয়সী যদিও চেহারায় কোনো মিল নেই। জন ছিপছিপে, রব পেশীবহুল, জনের গায়ের রঙ তামাটে, রব দুধে আলতা, তার চলাফেরায় রয়েছে সাবলীলতা এবং ক্ষিপ্রতা। তবে তার সৎভাইয়ের তাগত অনেক বেশি এবং সাংঘাতিক দ্রুত।

রব ঠোঁট ওল্টাল, 'আদার্সরা ওর চোখ তুলে নিয়েছে। সে যাকগে, ব্রিজ পর্যন্ত রেস লাগাবে?'

'আপত্তি নেই।' বলল জন। ঘোড়ার পেটে লাথি কষাল জোরে ছোটার ইঙ্গিত দিয়ে। রব ওকে অনুসরণ করল। চিৎকার করতে করতে এবং হাসতে হাসতে রব ঘোড়া ছোটাচ্ছে। জন নিরব। তার সমস্ত মনোযোগ ঘোড়ার ওপর। ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে ঝর্ণার মতো উৎসারিত হলো বরফ।

ব্রান ওদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিল না। তার টাট্টু ঘোড়া পারবেও না। সে মৃত লোকটার চোখ দেখেছে। এ মুহূর্তে ওই চোখ নিয়েই ভাবছে। একটু পরে রবের উচ্চকিত হাসির আওয়াজ আবছা হয়ে এল। জঙ্গলে আবার নামল নৈশব্দ।

নিজের চিন্তায় এমন বুঁদ হয়েছিল ব্রান টেরই পায়নি কখন বাবা তাঁর দলবল নিয়ে চলে এসেছেন পাশে। 'তুমি ঠিক আছ তো, ব্রান?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি সদয় কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, বাবা,' জবাব দিল ব্রান। চাইল চোখ তুলে। লোম এবং চামড়ার পোশাকে সজ্জিত প্রকাণ্ড যুদ্ধ ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট লর্ড পিতাকে তাঁর দানবের মতো বিশাল লাগল। 'রব ভাইয়া বলল লোকটা সাহসের সঙ্গে মারা গেছে কিন্তু জন ভাইয়া বলছে লোকটা নাকি ভয় পেয়েছিল।'

' তোমার কী মনে হয়?' জানতে চাইলেন পিতা।

ব্রান একটু ভেবে বলল, কেউ ভয় পাবার পরেও কি সাহসী থাকতে পারে?'

'ওই একটাই মাত্র সময় যখন মানুষ সাহস রাখতে পারে মনে,' বললেন ওর বাবা। 'আমি কেন কাজটা করলাম বুঝতে পেরেছ?'

'ও ওয়াইল্ডিং ছিল,' বলল ব্রান। 'ওরা মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে আদার্সদের কাছে বিক্রি করে দেয়।'

ওর লর্ড পিতা হাসলেন। 'বুড়ি ন্যান দেখছি তোমাকে আবার গল্প বলতে শুরু করেছে। আসলে ওই লোকটা ছিল শপথভঙ্গকারী, নাইট'স ওয়াচের একজন ডেজার্টার। কোনো মানুষই এদের চেয়ে বিপজ্জনক নয়। একজন ডেজার্টার জানে ধরা পড়লে মৃত্যু তার অনিবার্য। কাজেই যে অপরাধই করুক না কেন, সে ধরা পড়ার ভয়ে পিছিয়ে যাবে না। তবে তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি। প্রশ্ন ছিল লোকটাকে কেন মরতে হলো তা নয়, আমার কেন তাকে হত্যা করতে হলো।'

ব্রানের কাছে এ প্রশ্নের জবাব নেই। সে কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'রাজা রবার্টের তো একজন জল্লাদ আছে।'

'তা আছে,' স্বীকার করলেন ওর বাবা। 'তাঁর আগে টারগারিয়ান রাজাদেরও ছিল। তবে আমাদের পদ্ধতিটি অনেক পুরানো। ফার্স্টমেনদের রক্ত এখনো স্টার্কদের শিরায় বইছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেবে সে-ই তরবারি চালাবে। তুমি কারও জীবন কেড়ে নিতে চাইলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার শেষ কথাগুলো শুনতে হবে। আর তা যদি করতে না পার তাহলে ওই লোকটিকে হত্যা করা যাবে না।

'একদিন, ব্রান, তুমি হবে রবের ধ্বজাধারী, নিজের এবং তোমার ভাই এবং তোমার রাজার জন্য কাজ করবে, তখন তোমাকে ন্যায়বিচার করতে হবে। সেদিন যখন আসবে, কাজটি তোমার জন্য খুব একটা সুখকর হবে না, কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেও পারবে না। যে শাসক ভাড়া করা জল্লাদের পেছনে লুকিয়ে থাকে সে শীঘ্রি ভুলে যায় মৃত্যু কী জিনিস।'

এমন সময় ওদের সামনের পাহাড়চূড়ায় আবির্ভূত হলো জন। সে হাত নেড়ে ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা, ব্রান, জলদি আসুন। দেখে যান রব কী পেয়েছে!' তারপর সে আবার উধাও হয়ে গেল।

জোরি ঘোড়া নিয়ে ওদের পাশে চলে এল। ' কোনো ঝামেলা, প্রভু?'

'তাতে আর সন্দেহ কী?' বললেন ওর লর্ড পিতা। 'চলো, দেখি আমার ছেলেরা আবার কী বাঁদরামি করল।' তিনি দুলকি চালে ঘোড়া ছোটালেন। জোরি, ব্রান এবং দলের বাকিরা তাঁকে অনুসরণ করল।

তিন

সেতুর উত্তরে, নদীর ধারে রবকে দেখা গেল। যথারীতি জন তার সঙ্গী। শেষ গ্রীষ্মের এ চন্দ্র মাসে প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। রব হাঁটু পর্যন্ত গভীর বরফে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার হুড ফেলে দিয়েছে। সূর্যের আলো পড়েছে চুলে। সে কিছু একটা ধরে রেখেছে কোলে। উত্তেজিত গলায় ফিসফাস চলছে ছেলে দুটির মধ্যে।

অমসৃণ, এবড়ো খেবড়ো মাটিতে পা ফেলার নিরেট জায়গা খুঁজে নিয়ে ঘোড়সওয়াররা সাবধানে বরফের মধ্যে পথ করে এগোল। জোরি ক্যাসেল এবং থিয়ন গ্রেজয় সবার আগে ওদের কাছে পৌঁছাল। ঘোড়া চালানোর সময় খুব হাসাহাসি আর ঠাট্টা তামাশা করেছিল গ্রেজয়। কিন্তু এবার তাকে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করতে শুনল ব্রান। 'দেবতারা রক্ষা করো!' চেঁচিয়ে উঠল সে, ঘোড়াটাকে সামলাতে সামলাতে তরবারির দিকে হাত বাড়াল।

জোরির হাতে ইতিমধ্যে চলে এসেছে তরবারি। 'রব, ওটার সামনে থেকে সরে যাও!' হাঁক ছাড়ল সে। তার ঘোড়াও অস্থির হয়ে উঠেছে।

হাসল রব। কোলের জিনিসটার ওপর থেকে চোখ তুলে চাইল। 'ও তোমাকে হামলা করবে না,' বলল সে, 'ও মারা গেছে, জোরি।'

দারুণ কৌতূহলে মরে যাচ্ছে ব্রান। সে তার টাট্টু ঘোড়াকে জোরে চালাতে পারত কিন্তু ওর বাবা সেতুর পাশে ওদেরকে নেমে হেঁটে যেতে বললেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল ব্রান। ছুট দিল।

ততক্ষণে জন, জোরি এবং থিওন গ্রেজয় সবাই নেমে পড়েছে যাদের বাহন থেকে। 'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করল গ্রেজয়।

'একটা নেকড়ে,' ওকে জানাল রব। 'সাইজটা দ্যাখো।'

'কিম্ভূত,' মন্তব্য করল গ্রেজয়।

কোমর সমান বরফ ঠেলে ভাইদের কাছে এগোল ব্রান বুকে প্রবল ঢিপঢিপ নিয়ে।

রক্তমাখা বরফে অর্ধ কবর হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী জন্তুটা। ধূসর লোমে জমে গেছে তুষার, কেমন একটা হালকা গন্ধ আসছে গা থেকে। অনেকটা মেয়েদের প্রসাধনীর মতো। জানোয়ারটার দুই চোখের জায়গা ফাঁকা। খেয়ে ফেলেছে পোকায়। লাখ লাখ পোকা কিলবিল করছে ওখানে। বিরাট মাথা হাঁ হয়ে বেরিয়ে আছে হলুদ দাঁত। তবে ওটার আকার সবচেয়ে অবাক করল ব্রানকে। ওর টাট্টু ঘোড়াটার চেয়েও বড়, বাবার খোয়াড়ে যে শিকারী কুকুরগুলো আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টারও দ্বিগুণ হবে এ প্রাণীটা।

'এটা কোনো কিম্ভূত নয়,' শান্ত গলায় বলল জন। 'এটা একটা ডায়ারউলফ। অন্যান্য নেকড়েদের চেয়ে এরা আকারে অনেক বড় হয়।'

থিয়ন গ্রেজয় বলল, 'কিন্তু গত দুশো বছরেও ওয়ালের দক্ষিণে কোনো ডায়ারউলফের দেখা মেলেনি।'

'এখন তো একটাকে দেখতেই পাচ্ছি,' প্রত্যুত্তরে বলল জন।

দানবটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল ব্রান। রবের হাতের দিকে নজর গেল। উচ্ছসিত একটা চিৎকার দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে। ওটা একটা ছানা, ধূসর কালো লোমে ঢাকা ছোট একটা বল যেন। এখনো বুজে আছে চোখ। রবের বুকে অন্ধের মতো নাক ঘষছে, বোধহয় দুধ খেতে চাইছে, গলা দিয়ে করুণ কুঁইকুঁই আওয়াজ বেরুচ্ছে। ইতস্তত ভঙ্গিতে হাত বাড়াল ব্রান। 'ভয় নেই,' বলল রব ছোট ভাইকে, 'ওকে তুমি স্পর্শ করতে পারো।'

চট করে বাচ্চাটাকে গায়ে একবার হাত বুলিয়েই ঘুরল সে জনের গলা শুনে। 'এটা তুমি নাও,' তার সৎভাই দ্বিতীয় একটি ছানা তার কোলে তুলে দিল। ' মোট পাঁচটি আছে।' বরফের ওপর বসে পড়ল ব্রান। নেকড়ে বাচ্চার মুখটা ঠেসে ধরল নিজের মুখের সঙ্গে। কী নরম লোম! আর উষ্ণ।

'ডায়ারউলফদের বহু বছর পরে এ তল্লাটে দেখা গেল,' বিড়বিড় করল হালেন। সে ঘোড়াদের দেখাশোনা করে। 'আমার কাছে ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।'

'এটা একটা সংকেত,' বলল জোরি।

লর্ডের ভুরু কুঁচকে গেল। 'এটা স্রেফ একটা মরা জন্তু, জোরি।' বললেন তিনি। তবে তাঁকে উদ্বিগ্ন লাগছে। লাশটার দিকে এগোলেন তিনি জুতোর নিচে মুড় মুড় করে বরফ ভেঙে। 'এটাকে মারল কে?'

'ওর গলায় কী যেন বিঁধে আছে,' বলল রব, ওর বাবা প্রশ্ন করার আগেই জবাব পেয়ে গেছে বলে গর্বিত। 'ওখানে, চোয়ালের নিচে।'

ওর বাবা সামনে ঝুঁকে জানোয়ারটার মাথার নিচে ঢুকিয়ে দিলেন হাত। তারপর টান মেরে উঁচু করলেন মাথা যাতে সবাই দেখতে পায়। একটা হরিণের ফুটখানেক লম্বা ভাঙা শিং বেরিয়ে আছে চোয়ালের নিচ থেকে। রক্তাক্ত।

দলটার ওপর অকস্মাৎ নেমে এল নিরবতা। ভাঙা শিংয়ের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে ওরা, কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। এমনকী ব্রানও ওদের ভয়টা টের পেল, যদিও বুঝতে পারছে না এতে ভয় পাবার কী আছে।

ভাঙা শিংটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বরফে হাত মুছে নিলেন ওর বাবা। 'গলায় শিং বেঁধে যাওয়ার পরেও এটা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য বেঁচে ছিল ভাবতেই অবাক লাগছে,' বললেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ ভঙ্গ করল নিরবতা।

'হয়তো তখন সে বাচ্চার জন্ম দেয়নি,' বলল জোরি। 'গল্পে শুনেছি... হয়তো ও মারা যাওয়ার পরে বাচ্চাগুলো জন্ম নিয়েছে।'

'মৃতের সঙ্গে জন্ম,' মন্তব্য করল একজন। 'এরা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বলল হালেন। 'ওরাও শীঘ্রি মারা যাবে।'

'যত তাড়াতাড়ি মারা যায় ততই ভাল,' সায় দিল থিয়ন গ্রেজয়। সে তরবারি বের করল। 'বাচ্চাটাকে এদিকে দাও, ব্রান।'

থিয়নের কথা যেন শুনতে পেয়েছে নেকড়ে ছানা, গুঙিয়ে উঠে আছড়ে গেল ব্রানের কোলে। 'না!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রান। 'এটা আমার।'

'তরবারি সরাও, গ্রেজয়।' বাপের মতো হুকুম দিল রব, অবশ্য কোনোদিন সেও লর্ড হবে। 'আমরা এ ছানাগুলোকে নিয়ে যাব।'

'তা সম্ভব নয়, খোকা।' মাথা নাড়ল হালেনের ছেলে হারবিন।

'বরং মেরে ফেললেই ওদের প্রতি দয়া দেখানো হবে,' বলল হালেন।

সমাধান পেতে লর্ড পিতার দিকে তাকাল ব্রান, বদলে শুধু ঘন ভুরুর ভ্রুকুটি পেল। 'হালেন ঠিকই বলেছে, বেটা। শীত আর অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে দ্রুত মৃত্যুই ওদের জন্য মঙ্গল।'

'না!' ব্রানের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। 'স্যর রডরিকের লাল কুত্তিটা গত সপ্তাহে বাচ্চা দিয়েছে। ছোট দুটো বাচ্চা। তার বুকে দুধের অভাব নেই।'

'কিন্তু ওরা দুধ খেতে চাইলে কুত্তিটা ওদেরকে ছিড়ে টুকরো করবে।'

'লর্ড স্টার্ক,' বলল জন। নিজের বাপকে আনুষ্ঠানিক সম্বোধন অদ্ভুতই শোনাল। ব্রান ওর দিকে এক বুক আশা নিয়ে তাকাল। 'ছানার সংখ্যা পাঁচটি। তিনটে পুরুষ, দুটো মেয়ে।'

' তো?'

'আপনার ছেলেমেয়েও পাঁচ জন।' বলল জন। ' তিন ছেলে, দুই মেয়ে। আপনার হাউসের সিলমোহর ডায়ারউলফ। আপনার বাচ্চাদের জন্য এ ছানাগুলো রেখে দিতে পারেন, মাই লর্ড।'

ব্রান লক্ষ করল তার বাবার মুখের ভাব বদলে গেছে। অন্যরা দৃষ্টি বিনিময় করল। ওই মুহূর্তে জন ভাইয়াকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে ইচ্ছে করল ব্রানের। বয়স সাত হলেও ব্রান বুঝতে পারছে তার ভাই কী করেছে।

ওদের বাবাও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। 'তুমি নিজের জন্য কোনো ছানা নেবে না, জন?' নরম গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

'ডায়ারউলফ হাউস স্টার্কের ঝাণ্ডার গৌরব বহন করে,' ব্যাখ্যা দিল জন। 'আর আমি কোনো স্টার্ক নই, বাবা।'

ওদের লর্ড পিতা জনের কথাটা নিয়ে ভাবছেন, রব বলে উঠল। 'আমি নিজে ওর দেখাশোনা করব, বাবা,' প্রতিশ্রুতি দিল সে। 'আমি গরম দুধে তোয়ালে ভিজিয়ে ওকে খাওয়াব।'

'আমিও!' প্রতিধ্বনি তুলল ব্রান।

ছেলেদের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লর্ড, যেন ওদেরকে জরিপ করছেন। 'বলা সহজ করা কঠিন। আমি চাই না এ কাজ করতে গিয়ে চাকর বাকরদের সময় নষ্ট হোক। ছানাগুলোকে রাখতে চাইলে তোমাদের নিজেদের ওদেরকে খাওয়াতে হবে। বোঝা গেল?'

ব্রান সোৎসাহে মাথা ঝাঁকাল। নেকড়ের বাচ্চাটা গরম জিভ বের করে ওর মুখ চেটে দিল।

'ওদেরকে সেই সঙ্গে ট্রেনিংও দিতে হবে,' বললেন ওদের বাবা। 'কেনেলমাস্টার কিন্তু এই দানবগুলোর ধারে কাছেও ঘেঁষবে না তা আমি এক্ষুনি বলে রাখলাম। আর তোমরা যদি ছানাগুলোর যত্ন না নাও, ওদেরকে ধরে মারপিট কর কিংবা ঠিকঠাক ট্রেনিং না দাও, তাহলে তোমাদের কপালে খারাবী আছে। এরা সাধারণ কুকুর নয় যে লাথি মারলে পালিয়ে যাবে। ডায়ারউলফ বড় ভয়ানক জিনিস। কুকুর যেভাবে ইঁদুর হত্যা করে, একটা ডায়ারউলফও সেভাবে এক কামড়ে মানুষের কাঁধের নীচ থেকে ছিড়ে নিতে পারে হাত। এখন বলো তোমরা কি সত্যি এগুলো রাখবে?'

'জি, বাবা,' বলল ব্রান।

'জি।' মাথা দোলাল রব।

' তোমরা যতই সেবা যত্ন করো, ছানাগুলো মারাও যেতে পারে।'

'মারা যাবে না,' বলল রব। 'আমরা মারা যেতে দেব না।'

'তাহলে ওদেরকে রাখতে পারো। জোরি, ডেসমন্ড, বাকি বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে এসো। আমরা এখন উইন্টারফেলে ফিরব।'

খুশি মনে বাড়ি ফিরছিল ব্রান ছানাটাকে নিয়ে। ওটা গুটিশুটি মেরে রয়েছে কোলে। ব্রান ভাবছিল নেকড়ের বাচ্চার কী নাম রাখা যায়।

সেতুর মাঝামাঝি আসতে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল জন।

'কী হলো, জন?' জিজ্ঞেস করলেন লর্ড পিতা।

'শুনতে পাচ্ছেন না?'

ব্রান শুধু গাছের ফাঁকে রয়ে যাওয়া বাতাস, সেতুর লোহাকাঠের তক্তার গায়ে ঘোড়ার খুড়ের খটখট আর ক্ষুধার্ত ছানাটির গোঙানি শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ে অন্য কিছু ধরা পড়েছে।

'ওই যে,' বলল জন। সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সেতু বেয়ে নেমে গেল। বরফের মধ্যে পড়ে থাকা মৃত ডায়ারউলফের সামনে গেল। একটু ঝুঁকে লক্ষ করছে। একটু পরে সে দলটির সঙ্গে যোগ দিল। হাসছে।

'এটা নিশ্চয় অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল,' বলল জন।

'কিংবা দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল,' বললেন ওদের বাবা, তাকিয়ে আছেন ষষ্ঠ ছানাটির দিকে। এটার পশম ধবধবে সাদা, যদিও অন্যদের গায়ের রঙ ধূসর। টকটকে লাল চোখ। ব্রানের অবাকই লাগল দেখে অন্য বাচ্চাগুলোর এখনো চোখ ফোটেনি অথচ এটা কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

'এটা আলবিনো,' বলল থিয়ন গ্রেজয়। 'অন্যগুলোর চেয়ে এটা মরবে সবার আগে।'

জন স্নো তার বাবার ব্যক্তিগত প্রহরীর দিকে শীতল চোখে তাকাল। 'আমার তা মনে হয় না, গ্রেজয়। কারণ এটাকে আমার কাছে রেখে দেব।'



ক্যাটলিন

চার

প্রাচীর ঘেরা এ জঙ্গল বা গডসউড কখনোই পছন্দ ছিল না ক্যাটলিনের।

দক্ষিণের সুদূরে, ট্রাইডেন্টের রেডফর্কের রিভাররানে টালি বংশে জন্ম তাঁর। সেখানকার গডসউড বা দেবতার জঙ্গল ছিল একটি বাগান, ঝলমলে, আলো বাতাসে পরিপূর্ণ, লম্বা লম্বা রেডউডের গাছ কলকল ছলছল শব্দে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনীর ওপরে ছায়া ফেলে যেখানে লুকানো বাসায় বসে পাখিরা গান গায় এবং হাওয়া বয়ে আনে ফুলের মিষ্টি সুবাস।

কিন্তু উইন্টারফেলের দেবতাদের জঙ্গলটি অন্যরকম। এটি আঁধারে ঘেরা, প্রাগৈতিহাসিক একটি জায়গা, তিন একর জমি জুড়ে সুপ্রাচীন একটি অরণ্য যেটি দশ হাজার বছর কেউ স্পর্শ করেনি। ওটার চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে থমথমে চেহারার প্রাসাদ।

এখানকার বাতাস স্যাঁতসেঁতে, তাতে মাটি এবং পচা পাতার দুর্গন্ধ। এ জঙ্গলে রয়েছে ঋজু চেহারার সেন্টিনেল গাছের সারি, তাদের ধূসর-সবুজ পাতা সুচের মতো তীক্ষ্ণ, গাছগুলোকে যেন বর্ম পরিয়ে রেখেছে। রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আদ্যিকালের ওক এবং আয়রনউড গাছ।

মোটা মোটা কালো কালো কাণ্ডগুলো একটি আরেকটিকে জড়িয়ে রেখেছে, মোচড় খাওয়া বৃক্ষশাখা মাথার ওপরে তৈরি করেছে ঘন চাঁদোয়া,

গাছের শিকড়গুলো মাটির নিচে ঢুকে গিয়ে কুস্তি লড়ছে। এখানে সারাক্ষণ বিরাজ করে গভীর নৈশব্দ এবং ছায়া, আর এখানকার দেবতাদের কোনো নাম নেই।

তবে ক্যাটলিন জানেন আজ রাতে তাঁর স্বামীকে এখানেই পাওয়া যাবে। কারও প্রাণসংহার করার পরে তিনি গডসউডের নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ সময় কাটান।

ক্যাটলিনকে সাত রকম তেল গায়ে মাখিয়ে নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর বাপ-দাদার মতোই ফেইথ অব দা সেভেন-এর পূজারী। তাঁর দেবতাদের নাম আছে, তাঁদের চেহারা আছে। সেই চেহারার সঙ্গে তাঁর বাবা মায়ের মিল রয়েছে। সকল বিখ্যাত হাউস বা বংশের মতো টালিদেরও গডসউড রয়েছে তবে সেই বাগান তৈরি করা হয়েছে হাঁটাহাঁটি কিংবা গায়ে রোদ লাগিয়ে শুয়ে বসে বই পড়ার জন্য। পূজা অর্চনা করা হয় সেপ্টের মধ্যে। এটি একটি মন্দির বিশেষ।

ক্যাটলিনের সুবিধার জন্য তাঁর স্বামী নেড মানে লর্ড এডার্ড স্টার্ক একটি ছোট সেপ্ট বানিয়ে দিয়েছেন যেখানে বসে তিনি দেবতাদের বন্দনা করতে পারবেন। তবে স্টার্কদের শিরায় এখনো ফার্স্টমেনদের রক্ত বহমান এবং নেডের দেবতারা হলেন প্রাচীন কয়েকজন দেবতা যাদের কোনো নাম বা চেহারা নেই।

কুঞ্জবনের মাঝখানে, কালো এবং শীতল জলের একটি ছোট পুকুরের ওপর ঝুঁকে আছে আদ্যিকালের একটি উইয়ারউড গাছ। নেড এর নাম দিয়েছেন 'হৃদয় বৃক্ষ'। উইয়ারউডের ছাল হাড়ের মতো সাদা ফকফকে, পাতাগুলো গাঢ় লাল, যেন রক্তমাখা সহস্র হাত। বিরাট গাছটির গুঁড়িতে একটি মুখের ছবি খোদাই করা। বিষণ্ন চেহারা। লাল চোখ। তাতে আশ্চর্য অর্ন্তভেদী দৃষ্টি।

এ চোখজোড়া বহু বহু প্রাচীন; উইন্টারফেলের চেয়েও বয়সী। গল্প সত্যি হয়ে থাকলে বলতে হবে ওই চোখ জোড়া দেখেছে ব্রানডন দা বিল্ডার কীভাবে প্রথম পাথরটি বসিয়েছিলেন প্রাসাদ তুলবার জন্য।

ওই চোখ লক্ষ করেছে কীভাবে তাদের চারপাশে গ্রানিটের প্রাচীর উঠে গিয়েছিল। বলা হয় অরণ্যের অদৃশ্য সন্তানরা গাছে মুখের ছবি এঁকে রেখেছিল। তখনো ন্যারো সী থেকে ফার্স্টমেনরা এসে হাজির হয়নি।

দক্ষিণে, শেষ উইয়ারউড গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে হাজার বছর আগে, শুধু আইল অব ফেস-এ এ ধরনের কিছু গাছ রয়ে গেছে। ওখানে সবুজ মানুষরা নিরবে সবকিছু লক্ষ করে। তবে এখানকার কথা ভিন্ন। এখানকার প্রতিটি প্রাসাদে গডসউড রয়েছে আর প্রতিটি দেবতার জঙ্গলের রয়েছে তার হৃদয় বৃক্ষ, এবং প্রতিটি হৃদয় বৃক্ষের রয়েছে একটি করে মুখ।

পাঁচ

ক্যাটলিন দেখলেন তাঁর স্বামী উইয়ারউডের নিচে, শ্যাওলা পড়া একটি পাথরের ওপর বসে আছেন। বিশাল তলোয়ার আইস তাঁর কোলের ওপর। তিনি রাতের মতো কালো পুকুরের জলে তরবারি ধুয়ে নিচ্ছেন। গডসউডের মেঝে পুরু হয়ে আছে হাজার বছরের গাছ, লতা পাতা পচে তৈরি মাটিতে। এ মাটি ক্যাটলিনের পদশব্দ গিলে খেল তবে উইয়ারউডের লাল চক্ষু যেন তাঁকে অনুসরণ করছিল। ‘ নেড,’ মৃদু গলায় ডাকলেন তিনি।

মুখ তুলে তাকালেন তিনি স্ত্রীর দিকে। ‘ক্যাটলিন।’ তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাল দূরাগত। ‘বাচ্চারা কোথায়?’

তিনি সবসময়ই স্ত্রীকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করেন। ‘রান্নাঘরে, নেকড়ে বাচ্চাদের কী নাম রাখবে তা নিয়ে তর্ক করছে। ’ জঙ্গলের মেঝেয় আলখেল্লাটি পেতে নিয়ে পুকুর পাড়ে বসলেন ক্যাটলিন উইয়ারউডের দিকে পিঠ রেখে। টের পেলেন চক্ষুজোড়া তাঁকে লক্ষ্য করছে তবে তিনি ওগুলোকে অগ্রাহ্যের চেষ্টা করলেন। ‘আরিয়া এবং সানসা আছে ওদের মতো ফুর্তিতে। তবে রিকন ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে।’

‘ও কি ভয় পাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করলেন নেড।

‘খানিকটা,’ স্বীকার করলেন ক্যাটলিন। ‘তবে ওর বয়স মাত্র তিন।’

কপালে ভাঁজ পড়ল নেডের। ‘ভয়ের মুখোমুখি কীভাবে হতে হয় শিখতে হবে তাকে। সবসময় তো আর তিন বছরের বাচ্চা থাকবে না। তাছাড়া শীত আসছে।’

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাটলিন। শব্দগুলো তাঁর শরীরে শীতল একটা অনুভূতি এনে দিল। সবসময়ই এরকম হয়, প্রতিটি অভিজাত হাউসের নিজস্ব কিছু উক্ত বা শব্দ রয়েছে। যেমন স্টার্কদের কথাগুলো হলো– *শীত আসছে*। এ কথা এবারই যে প্রথম শুনেছেন ক্যাটলিন তা নয়। তিনি ভাবছিলেন উত্তরের এই মানুষগুলো বড্ড অদ্ভুত।

' লোকটা যন্ত্রণাহীন মৃত্যুবরণ করেছে। আমি ওকে সেরকম মৃত্যুই উপহার দিয়েছি।' বললেন নেড। তাঁর এক হাতে তেল মাখানো এক টুকরো চামড়া। ওটা দিয়ে পালিশ করতে লাগলেন প্রকাণ্ড তরবারিটি। চকচক করছে ধাতব ফলা। 'ব্রানকে নিয়ে আমি গর্বিত। তোমারও ব্রানকে নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত।'

'আমি সবসময় ব্রানকে নিয়ে গর্বিত।' বললেন ক্যাটলিন। তাকিয়ে আছেন তরবারিটির দিকে। তিনি তরবারি টরবারি পছন্দ করেন না তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আইস- এর নিজস্ব একটি সৌন্দর্য রয়েছে।

এটি তৈরি করা হয়েছে ভ্যালেরিয়াতে, তখনো প্রাচীন ফ্রিহোল্ডে কেয়ামতের দিন নেমে আসেনি। ওই সময় কামাররা হাতুড়ির পাশাপাশি ধাতব নিয়ে তুকতাক করত, মন্ত্র পড়ত। এ তরবারির বয়স চারশো বছর, তৈরির সময়কালের মতো এখনো সমান ধারালো। ওই সময় স্টার্করা উত্তরের রাজা ছিলেন।

' বেচারা লোকটা ছিল অর্ধ উন্মাদ,' গম্ভীর গলায় বললেন নেড। ' কোনো কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় সে। তাই আমার কথাগুলো তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

'বিষয়টি কি ওয়াইল্ডিংদের নিয়ে?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাটলিন।

'তাছাড়া আর কারা?' আইস হাতে তুলে নিলেন নেড, শীতল ফলার দৈর্ঘে চোখ বুলাচ্ছেন। 'অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। হয়তো এমন একটা দিন আসবে যেদিন আর উপায় থাকবে না ব্যানারদের নিয়ে উত্তরে গিয়ে এই ওয়ালের ওপারে যারা আছে তাদের মোকাবেলা করা ছাড়া।'

'ওয়ালের ওপারে যাবে?' শিউরে উঠলেন ক্যাটলিন।

স্ত্রীর চোখেমুখে ভয় দেখতে পেলেন নেড। 'ম্যান্স রেডারকে ভয় পাবার কিছু নেই।'

' দেয়ালের ওপাশে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব জীব,' ক্যাটলিন আড়চোখে একবার তাঁর পেছনের হৃদয় বৃক্ষের দিকে তাকালেন। ফ্যাকাসে ছাল আর লাল চোখ দেখলেন। চোখদুটো তাঁকে দেখছে, তাঁদের কথা শুনছে, মন্থর মস্তিষ্কে ভাবছে।

নেড সদয় হাসলেন। 'তুমি বুড়ি ন্যানের গল্প বড্ড শুনছ। অরণ্যের সন্তানদের মতো আদার্সরাও মৃত, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আট হাজার বছর আগে। মাস্টার লুইন তোমাকে বলবেন ওদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না কোনকালে। জীবিত কোনো মানুষ ওদেরকে দেখতে পায়নি।'

'আজ সকালের আগেও কিন্তু কেউ কোনদিন কোনো ডায়ারউলফ দেখেনি।' স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ক্যাটলিন।

'টালিদের সঙ্গে তর্ক করাই মুশকিল,' হাসলেন তিনি। খাপে পুরে রাখলেন আইস। 'তুমি নিশ্চয় এখানে আজগুবি সব গল্প বলতে আসনি। এ জায়গাটা তোমার খুব অপছন্দের জানি আমি। কী হয়েছে, মাই লেডি?'

স্বামীর হাত ধরলেন ক্যাটলিন। 'আজ নিদারুণ একটি সংবাদ পেয়েছি, মাই লর্ড। তুমি গোসল টোসল সেরে পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত এ খবরটি তোমাকে দিতে চাইনি।' সংবাদটি এতটাই মারাত্মক যে সরাসরি না বলা ছাড়া উপায় নেই। 'আমি অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, প্রিয়তম, মারা গেছেন জন আরিন।'

ক্যাটলিনের চোখে চোখ রাখলেন লর্ড স্টার্ক। ক্যাটলিন বুঝতে পারছিলেন মর্মান্তিক এ সংবাদটি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর স্বামীর। এরিতে দত্তক নেয়া হয়েছিল নেডকে, সন্তানহীন লর্ড আরিন ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পিতা। নেডের বন্ধু রবার্ট ব্যারাথনের কাছেও তাই ছিলেন আরিন। ম্যাড কিং এরিস দ্বিতীয় টারগারিন যখন তাঁদের কাটা মুণ্ডু দাবি করছিলেন, ওই সময় লর্ড অব দা ইরি তাঁর চাঁদ আর বাজপাখি আঁকা ঝাণ্ডা তুলে বলেছিলেন তিনি প্রয়োজনে বিদ্রোহ করবেন তবু রাজার হাতে কাউকে তুলে দেবেন না।

পনের বছর আগে একদিন এই দ্বিতীয় পিতা বন্ধুতে পরিণত হন এবং তিনি ও নেড রিভাররানের সেপ্টে দাঁড়িয়ে লর্ড হোস্টার টালির দুই কন্যাকে বিয়ে করেন।

'জন...' বললেন নেড। ' এ খবর কি সত্য?'

'চিঠিতে রাজার সিলমোহর ছিল, রবার্ট নিজে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। চিঠিটি তোমার পড়ার জন্য রেখে দিয়েছি। রবার্ট বলেছেন লর্ড আরিন খুব দ্রুত মারা যান। এমনকী মাস্টার পাইসেলও কিছু করতে পারেননি। তবে তিনি পপি ফুলের দুধ পান করান। ফলে জনকে খুব বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি।'

'যাক তবু তো একটু কষ্ট লাঘব হয়েছে,' বললেন তিনি। ক্যাটলিন লক্ষ করছেন তাঁর স্বামীর চেহারায় শোকের ছায়া, তবু তিনি সবার আগে ভাবলেন স্ত্রীর কথা। ' তোমার বোন,' বললেন তিনি। 'এবং জনের ছেলে। ওদের কী খবর?'

'চিঠিতে শুধু লেখা আছে ওরা ভালো আছে। ওরা ইরিতে ফিরে গেছে,' প্রত্যুত্তরে বললেন ক্যাটলিন। 'তবে রিভাররানে গেলেই ভাল করত। ইরিতে ওদের একা লাগবে। তাছাড়া ওটা ওর স্বামীর রাজ্য, নিজের নয়। লর্ড জনের স্মৃতি ওকে দারুণভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে। আমার বোনকে তো আমি চিনি। সে পরিবার এবং বন্ধুবেস্টিত হয়ে থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে।'

' তোমার চাচা ভেল-এ অপেক্ষা করছেন, তাই না? শুনেছিলাম জন তাঁকে নাইট অব দা গেট উপাধি দিয়েছিলেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাটলিন। ব্রেন্ডেন আমার বোন এবং ওর ছেলেটার জন্য যতটুকু পারবেন করবেন। এতে ও কিছুটা স্বস্তি পাবে। তবু...'

'তুমি ওর কাছে যাও,' তাড়া দিলেন নেড। 'বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নাও। চিৎকার চেঁচামেচি আর হাসাহাসিতে ভরে ফেলো হলঘর। ছেলেটার সমবয়সী সঙ্গী দরকার। আর লাইসারও শোকের এ সময়ে একা থাকা ঠিক হবে না।'

'তা অবশ্য যেতে পারতাম,' বললেন ক্যাটলিন। 'তবে চিঠিতে আরও কিছু লেখা ছিল। রাজা উইন্টারফেলে আসছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

খবরটি হজম করতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন নেড। তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'রবার্ট এখানে আসছে?' ক্যাটলিন প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকালে নেডের মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

ক্যাটলিন স্বামীর আনন্দ ভাগ করতে পারলে খুশিই হতেন। তবে তিনি প্রাঙ্গণে নানান কথা শুনে এসেছেন, বরফের মধ্যে একটা ডায়ারউলফকে পাওয়া গেছে মৃত অবস্থায়, তার গলায় ঢুকে ছিল হরিণের ভাঙা শিং। ভয় তাঁকে সাপের মতো জড়িয়ে ধরছে তবু জোর করে ভালবাসার মানুষটির জন্য হাসি ফোটালেন মুখে। 'জানতাম খবর শুনে তুমি খুশিই হবে।' বললেন তিনি। 'ওয়ালে তোমার ভাইয়ের কাছে খবরটা পাঠানো উচিত।'

'নিশ্চয়।' সায় দিলেন নেড। বেন এখানে উপস্থিত থাকতে চাইবে। আমি মাস্টার লুইনকে বলে দেব তাঁর সবচেয়ে দ্রুতগামী পাখি দিয়ে খবর পৌঁছাতে।' খাড়া হলেন তিনি, স্ত্রীকে ধরে সিধে হতে সাহায্য করলেন। 'কত বছর হলো? সে আমাদেরকে এই চিঠিটা ছাড়া আর কোনভাবে খবর পাঠায়নি, না? কতজন লোক আসছে বলেছে কিছু চিঠিতে?'

'কম করে হলেও একশো নাইট তো আসবেনই, সঙ্গে তাঁদের চ্যালাচামুণ্ডা। সের্সি এবং তার ছেলেমেয়েরাও আসছে। এবং সের্সির ভাইয়েরাও থাকছে এ দলে।'

রাণি সের্সির ভাইদের কথা শুনে মুখ বাঁকালেন নেড। রাণির পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব একটা সদ্ভাব নেই, জানেন ক্যাটলিন। ক্যাস্টারলি রকের ল্যানিস্টার পরিবারকে তিনি পছন্দ করেন না কারণ রবার্টের লড়াইয়ের সময় এদেরকে কাছে পাওয়া যায়নি।' রবার্টের সঙ্গের মূল্য যদি ল্যানিস্টারদের জন্য হয়রানি হয়, তবে তাই হোক। তোমার কথা শুনে মনে হয় রবার্ট তার দরবারের অর্ধেক লোক নিয়ে আসছে।'

'রাজা যেখানে যায়, তার রাজ্যও সঙ্গে যায়।' মন্তব্য করলেন ক্যাটলিন।

'যাক বাচ্চাগুলোকে তো দেখা হবে। শেষ যেবার দেখা হলো সবচেয়ে ছোটটা ওই ল্যানিস্টার মহিলার মাই চুষছিল। এখন ওর বয়স কত হবে, পাঁচই তো নাকি?'

'প্রিন্স টোমেনের বয়স সাত,' বললেন ক্যাটলিন। 'ব্রানের বয়সী। তবে নেড, দয়া করে মুখটা একটু সামলে। ওই ল্যানিস্টার মহিলা আমাদের রাণি এবং প্রতিবছরই নাকি তাঁর সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

স্ত্রীর হাতে চাপ দিলেন নেড। ' ভোজ হবে, নাচ গান হবে। আর রবার্ট নিশ্চয় শিকারে যাবে। আমি জোরিকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিংসরোডে ওদেরকে অনার গার্ড দেয়ার জন্য। ও রাজাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে। ঈশ্বর, এতগুলো মানুষকে খাওয়াব কীভাবে? তুমি বলছ রাজা রওনা হয়ে গেছেন? ধুত্তোর রাজা!'



ডেনেরিস

ছয়

ওকে দেখানোর জন্য গাউনটি তুলে ধরল ওর ভাই। 'একেই বলে সুন্দর। নাও, ধরো। কাপড়ে হাত বুলাও।'

ডেনি পোশাকটি স্পর্শ করল। অত্যন্ত মসৃণ কাপড়, যেন জলের ভেতরে ঢুকে গেছে ওর আঙুল। এত নরম কোনো পোশাক জীবনেও পরেনি সে। ভয় লাগল ডেনেরিসের। সরিয়ে নিল হাত। 'এটা সত্যি আমার?'

'ম্যাজিস্টার ইলিরিওর তরফ থেকে উপহার,' হাসছে ভিসেরিস। ডেনির ভাই আজ রাতে বেশ চনমনে মুডে আছে। ' তোমার চোখের বেগুনি আভা ফুটিয়ে তুলবে এ রঙ। তুমি সোনাদানা, মণিমুক্তাও অনেক পাবে। ইলিরিও কথা দিয়েছে। আজ রাতে তোমাকে যেন রাজকুমারীর মতো দেখায়।'

রাজকুমারী, ভাবছে ডেনি। সে ভুলেই গিয়েছিল তার চেহারা কেমন। 'উনি আমাদের জন্য এত কিছু কেন করছেন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আমাদের কাছ থেকে উনি কী চান?' ওরা ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ম্যাজিস্টারের বাড়িতে আছে, তাঁর খাবার খাচ্ছে, তাঁর চাকরবাকরদের সেবা নিচ্ছে। ডেনির বয়স তেরো, সে খুব ভালো জানে পেন্টোস নামের এ মুক্ত নগরীতে কেউ কাউকে উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো উপহার দেয় না।

'ইলিরিও বোকা নয়,' বলল ভিসেরিস। সে তরুণ যুবক, হাতজোড়া সবসময় অস্থিরভাবে কচলাতে থাকে এবং বেগুনি চোখে সর্বদা ফুটে থাকে উত্তেজিত, ব্যাকুল চাউনি। 'ম্যাজিস্টার জানে আমি যখন সিংহাসনে বসব তখন আমার বন্ধুদের কথা বিস্মৃত হবো না।'

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না ডেনি। ম্যাজিস্টার ইলিরিও মসলা, রত্নপাথর, ড্রাগনের হাড়গোড়সহ নানান জিনিসের ব্যবসা করেন। লোকে বলে নাইন ফ্রি সিটির সব জায়গায় তাঁর বন্ধুবান্ধব তো আছেই, এমনকী ভাইস ডোথ্রাক এবং জেড সী'র তীরের উপকথার রাজ্যেও তাঁর পরিচিত লোকের সংখ্যা নাকি কম নয়। তবে এমনও কথা শোনা যায় ইলিরিওর নাকি এমন কোনো বন্ধু নেই যার কাছে স্বতস্ফূর্তভাবে এবং সঠিকমূল্যে তিনি কোনো কিছু কখনো বিক্রি করেছেন।

ডেনি রাস্তাঘাটের লোকজনের কাছে এসব গল্প শুনেছে তবে তার ভাইকে এ নিয়ে কখনো প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি। বড় ভাইকে সে খুবই ভয় পায় তার চণ্ডাল রাগের কারণে। রেগে গেলে ভাইয়ের কোনো হুঁশ থাকে না। ভিসেরিস তার হিতাহিতশূন্য এ ক্রোধের নাম দিয়েছে ' *ড্রাগনের জেগে ওঠা।*'

ডেনির ভাই দরজার পাশে ঝুলিয়ে রাখল গাউন। 'ইলিরিও ক্রীতদাস পাঠাবে তোমাকে গোসল করাতে। গা থেকে যেন আস্তাবলের গন্ধ দূর হয়। খাল ড্রোগোর হাজারটা ঘোড়া তবে আজ রাতে সে অন্য রকমের ঘোড়ায় চড়বে।' বোনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তুমি দেখছি এখনো জবুথবু হয়ে আছ। সিনা টান করে দাঁড়াও।' সে ডেনির কাঁধে ধাক্কা মারল। 'ওরা যেন দেখে বুঝতে পারে তুমি এখন নারী হয়েছ।' প্রস্ফূটিত বক্ষে হাত বুলাল সে, চেপে ধরল একটা স্তন। 'আজ রাতে আমাকে যেন হতাশ কোরো না। হতাশ করলে কিন্তু তোমার খবর আছে। তুমি নিশ্চয় ড্রাগনটাকে জাগিয়ে তুলতে চাও না, চাও কি?' শক্ত কাপড়ে তৈরি টিউনিক ভেদ করে হালকা দৃশ্যমান ডেনির স্তনের বোঁটায় জোরে চিমটি কাটল ভিসেরিস। 'চাও কি? ' পুনরাবৃত্তি করল সে।

'না,' ভীরু গলায় জবাব দিল ডেনি।

হাসল তার ভাই। 'বেশ।' সে ডেনির চুলে হাত বোলাল সস্নেহে। 'ওরা যখন আমার রাজত্বকালের ইতিহাস লিখবে, আমার আদরণীয় বোনটি, জানবে আজ রাতে সবকিছুর শুরু হয়েছিল।'

ভিসেরিস চলে যাওয়ার পরে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ডেনেরিস। তাকাল উপসাগরের দিকে। অস্তগামী সূর্যের গায়ে যেন কালো কালো ছায়া ফেলেছে পেন্টোস শহরের ইটের তৈরি চৌকোনা ইমারতগুলো। রেড প্রিস্টরা মশাল জ্বালিয়ে গান গাইতে শুরু করেছে।

রাস্তার শিশুদের খেলার হৈহুল্লোড় আর চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে এস্টেটের দেয়ালের ওপাশ থেকে। ডেনির এক মুহূর্তের জন্য মন চাইল নগ্ন গায়ে, ছেঁড়া জামা পরে ছুটে যায় ওখানে, ওদের সঙ্গে খেলা করবে। ওই জায়গাটি, যেখানে থাকবে না ওর কোনো অতীত কিংবা ভবিষ্যত এবং যেখানে খাল ড্রোগোর বাড়ির ভোজসভায় যোগ দিতে হবে না।

সূর্যাস্ত ছাড়িয়ে, ন্যারো সী'র ওপারে সবুজ পাহাড়, ফুলে ভরা ঘাসভূমি আর খর স্রোতস্বিনী নদীর একটি দেশ রয়েছে যেখানে নীলচে ধূসর পর্বতমালার মাঝখানে কালো পাথরের তৈরি টাওয়ার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বর্মপরা নাইটরা তাঁদের লর্ড বা প্রভুদের পতাকার তলে সমবেত হয়ে ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

ডোথ্রাকিরা ওই দেশের নাম দিয়েছে *রাহেশ আন্দালি* বা আন্দালদের দেশ। ফ্রি সিটি বা মুক্ত নগরীতে ওরা ওয়েস্টোরস এবং সূর্যাস্ত রাজ্যের গল্প বলে। তার ভাই বলে 'আমাদের দেশ,' এ শব্দগুলো তার কাছে প্রার্থনার মতো। এ কথাগুলো যত বেশি বলবে ততই তা দেবতাদের কানে পৌঁছাবে, বিশ্বাস করে তার ভাই। সে বলে, 'আমাদের রয়েছে রক্তের অধিকার, বিশ্বাসঘাতকতা করে সে অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই দেশ এখনো আমাদের আছে, চিরদিন থাকবে। ড্রাগনের কাছ থেকে তোমরা কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। ড্রাগন সব কথা মনে রাখে।'

ড্রাগনের সব কথা স্মরণে থাকতে পারে কিন্তু ডেনির নেই। তার ভাই যে দেশটিকে তাদের বলে দাবি করছে সেই দেশটিকে কোনদিন

দেখেইনি ডেনি। সেই দেশের অবস্থান এই ন্যারো সীকে ছাড়িয়ে। তার ভাই ক্যাস্টারলি রক, ইরি, হাইগার্ডেন, ভেল অব আরিন, ডর্ন, আইল অব ফেসেস ইত্যাদির কথা বলে।

কিন্তু ডেনির কাছে এসব বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে না। তার কাছে এগুলো শব্দমাত্র। ইউসারপারের অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পেতে কিংস ল্যান্ডিং থেকে ভিসেরিসকে যখন পালিয়ে আসতে হলো তখন তার বয়স মাত্র আট। আর ডেনেরিস তার মায়ের পেটে।

তবু মাঝে মাঝে ডেনি যেন সেই দিনগুলোকে চোখের সামনে দেখতে পায় তার বড় ভাইয়ের বারবার গল্প বলার সুবাদে। মধ্যরাতে ড্রাগনস্টোনে জাহাজে চড়ে এসেছিল ওর ভাই। বলেছে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল জাহাজের কালো পাল।

ট্রাইডেন্টের লাল টকটকে জলের মধ্যে ডেনির আরেক ভাই রেগার ইউসারপারের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং যে মেয়েটিকে সে ভালবাসত তার জন্য জীবন দিয়েছিল।

কিংস ল্যান্ডিংয়ের লর্ডগণ ল্যানিস্টার এবং স্টার্ক, যাদেরকে ভিসেরিস ইউসারপারের কুকুর বলে সম্বোধন করে, তারা লুঠতরাজ চালিয়েছিল। ডোর্নের রাজকন্যা ইলিয়া দয়া ভিক্ষা চাইছিল কিন্তু রেগারের উত্তরাধিকারকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনে হত্যা করা হয়। সিংহাসন কক্ষের দেয়ালে ঝোলানো চক্ষুহীন ড্রাগনগুলোর খুলি যেন চেয়ে চেয়ে দেখছিল কিংস্লেয়ার যখন সোনার তরবারি দিয়ে তার বাবার গলা কেটে ফেলে।

সাত

যাত্রার নয় মাস পরে ড্রাগনস্টোনে জন্ম হয় ডেনেরিসের। তখন গরমকাল। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে কী ভয়ানক ঝড়! টারগেরিয়ান জাহাজ নোঙর করা অবস্থাতেই ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর খণ্ড প্যারাপেট থেকে ছিটকে এসে আছড়ে পড়ছিল ন্যারো সী'র বিক্ষুব্ধ বুকে। ডেনেরিসকে জন্ম দিতে গিয়ে তার মা মারা যায়। এজন্য তার ভাই ডেনিকে কোনদিন ক্ষমা করেনি।

ড্রাগনস্টোনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না ডেনির। আসারপার'এর ভাই তার নব নির্মিত নৌবহর নিয়ে হাজির হওয়ার আগেই ওরা আবার ওখান থেকে পালায়।

এক রাতে স্যর উইলিয়াম ডেরি এবং তাঁর চারজন বিশ্বস্ত মানুষ এসে নার্সারীতে ঢুকে ওদেরকে এবং ওদের দাইমাসহ নিয়ে যান। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে তাঁরা চলে যান ব্রাভোসিয়ান উপকূলে। ড্রাগনস্টোন ছিল ওদের হাউসের প্রাচীনতম দুর্গ এবং সেভেন কিংডমস বা সাতরাজ্যের একটি আগ্নেয় দ্বীপ।

স্যর উইলেমকে আবছা মনে পড়ে ডেনির। মানুষটার মুখ ভর্তি ছিল দাড়ি, একটা চোখ কানা, বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে শুয়েই তর্জন গর্জন করতেন, আদেশ নির্দেশ দিতেন। চাকরবাকররা তাঁকে যমের মতো ডরাত। তবে ডেনির প্রতি তিনি খুব সদয় ছিলেন। ডেনিকে তিনি ডাকতেন ছোট্ট রাজকুমারী। কখনো বা 'মাই লেডি' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর হাতজোড়া

ছিল চামড়ার মতোই নরম। কখনো বিছানা থেকে উঠতেন না তিনি। অসুস্থতার একটা গন্ধ দিন রাত তাঁকে ঘিরে থাকত।

ওইসময় ওরা ব্রাভোসে একটি বড় বাড়িতে বাস করত। সেই বাড়ির দরজার রং ছিল লাল। সেখানে ডেনির নিজস্ব একটি কামরা ছিল। জানালার বাইরে ছিল একটি লেবু গাছ। স্যর উইলেম মারা যাওয়ার পরে তাঁর যে সামান্য অর্থ ছিল তা ভৃত্যরা চুরি করে এবং ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। লাল দরজাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাউমাউ করে কেঁদেছিল ডেনেরিস।

তারপর থেকে ওদেরকে শুধু চলার ওপর থাকতে হয়েছে। ব্রাভোস থেকে মির, মির থেকে টাইরশ এবং সেখান থেকে কোহোর ও ভলান্টিস এবং লিস, কোনো জায়গাতেই বেশিদিন থাকার সুযোগ হয়নি। ওর ভাই-ই থাকতে দেয়নি। ইউসারপারের ভাড়া করা গুণ্ডারা নাকি ওদের পিছু নিয়েছে, সুযোগ পেলেই মেরে ফেলবে, ডেনির ভাই বলত ওকে। যদিও ডেনি কখনো কোনো গুণ্ডাকে দেখেনি ধাওয়া করতে।

টারগারিন বংশের শেষ বংশধরদের শুরুতে সাদর অভ্যর্থনাই জানিয়েছেন ম্যাজিস্টার, আর্কন এবং সওদাগররা। কিন্তু যখন কয়েক বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসারপার ক্রমে থিতু হতে লাগল আয়রন থ্রোন বা লৌহ সিংহাসনে, এসব কর্তাব্যক্তির দরজা ওদের সামনে একে একে বন্ধ হতে থাকে এবং জীবন হয়ে ওঠে কঠিনতর।

ওরা বাধ্য হয়েছে সঞ্চিত স্বল্প ধনরত্নগুলো বিক্রি করে দিতে, এমনকী মায়ের মুকুট থেকে পাওয়া মুদ্রাও শেষে খরচ করতে হয়েছে। পেন্টোসের গলি এবং মদের দোকানে ওরা তার ভাইকে 'ভিখিরি রাজা' বলে ঠাট্টা করে। তবে ডেনিকে ওরা কী বলে তা কখনো সে জানতে চায়নি।

'আমরা একদিন সব ফিরে পাব, মিষ্টি বোনটি আমার,' ডেনির ভাই তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে। হাত নাড়িয়ে বলেছে, 'হিরেজহরত, মখমল, ড্রাগনস্টোন এবং কিংস ল্যান্ডিং, আয়রন থ্রোন এবং সেভেন কিংডমস যা ওরা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। সব আমরা ফিরে পাব।'

ভিসেরিস সেই দিনটির অপেক্ষায় আছে। তবে ডেনেরিস শুধু লালদরজাঅলা সেই বিশাল বাড়িটি ফিরে পেতে চায় যার জানালার বাইরে রয়েছে লেবু গাছ এবং সেই শৈশব যে শৈশবকে ওর জানা হয়ে ওঠেনি।

আট

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। ' ভেতরে এসো,' বলল ডেনি। ঘুরল জানালা থেকে। ইলিরিও'র ভৃত্যরা ঢুকেছে ঘরে। তারা মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। তারপর নেমে পড়ল কাজে।

এই ভৃত্যরা ক্রীতদাস। ম্যাজিস্টারের অসংখ্য ডোথ্রাকি বন্ধুদের কেউ এ উপহার পাঠিয়েছে। পেন্টোসের মুক্ত শহরে ক্রীতদাসত্বের ব্যাপারটি না থাকলেও এরা ক্রীতদাস হিসেবেই পরিচিত। এদের মধ্যে বেঁটেখাটো পক্ককেশ এক বুঁড়ি আছে, কখনো কথা বলে না। তবে ফর্সা রঙের, নীল চোখের ষোল বছরের ক্রীতদাসীটি আবার এ অভাব পূরণ করে দিয়েছে সারাক্ষণ মুখে কথার খই ফুটিয়ে। এ মেয়েটি ইলিরিয়ের প্রিয় চাকরানি।

রান্নাঘর থেকে আনা গরম জলে ওরা বাথটাব ভরে দিল। জলে সুগন্ধী তেল মেশানো হয়েছে। চমৎকার গন্ধ আসছে। ডেনির পরনের শক্ত, মোটা টিউনিকটি খুলে ফেলল ষোড়শী ক্রীতদাসী এবং ওকে বাথটাবে বসতে সাহায্য করল।

জল চামড়াপোড়া গরম হলেও ডেনেরিস কুঁকড়ে গেল না কিংবা চিৎকার দিল না। এ উত্তাপটুকু সে উপভোগ করে। নিজেকে পরিচ্ছন্ন লাগে। তাছাড়া তার ভাই প্রায়ই তাকে বলে এটুকু উত্তাপ একজন টারগারিয়ানের জন্য কোনো তাপমাত্রাই নয়। 'আমাদের বংশ হলো ড্রাগন হাউস বংশ,' বলে সে। 'আগুন আমাদের রক্তে মিশে আছে।'

বুড়ি ডেনেরিসের লম্বা, রুপোলি কেশরাজি ধুয়ে নিয়ে আঁচড়ে দিল নিরবে। মেয়েটি ওর পিঠ এবং পা ঘষতে ঘষতে বলল ডেনি কত ভাগ্যবতী। ‘ দ্রোগো এতই ধনী যে তার ক্রীতদাসরা পর্যন্ত সোনার গলবন্ধ পরে। একশো হাজার ঘোড়সওয়ার থাকে দ্রোগোর খালাসারের সঙ্গী হিসেবে, ভাইস ডোট্রাকে তার যে প্রাসাদ আছে সেখানে কামরার সংখ্যা দুশো এবং দরজাগুলো খাঁটি রূপোয় মোড়ানো। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। দ্রোগো দেখতে অতিশয় সুদর্শন, যেমন লম্বা তেমনি হিংস্র, যুদ্ধের ময়দানে সে অকুতোভয়, তার মতো দক্ষ ঘোড়সওয়ার সাতরাজ্যে দ্বিতীয়টি নেই, তীরন্দাজ হিসেবেও অতুলনীয়।’

ডেনেরিস শুধু শুনে গেল, বলল না কিছুই। সে বড় হওয়ার পরে সবসময় ভাবত ভিসেরিসের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। শতাব্দী কাল ধরে টারগারিয়ানদের মধ্যে ভাইবোনের বিবাহের চল রয়েছে, যবে থেকে ইগন দা কনকারার বধূ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সহোদরাকে।

ভিসেরিস জাঁক করে বলে তারা হলো রাজরক্ত, প্রাচীন ভ্যালিরিয়ার সোনালি রক্ত বইছে তাদের দেহে, ড্রাগনের খুন। আর ড্রাগনরা মাঠে ময়দানের জানোয়ারদের সঙ্গে মিলিত হয় না। এবং টারগারিয়ানরা তাদের চেয়ে বংশ মর্যাদায় নিচু কারও সঙ্গে সম্পর্কও করে না। অথচ এখন সে তার বোনকে এক অচেনা, বর্বরের কাছে বিক্রি করতে চলেছে।

গোসল পর্ব শেষ হলে ক্রীতদাসীরা ডেনেরিসকে বাথটাব থেকে নেমে পড়তে সাহায্য করল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল গা। মেয়েটি ওর চুল আঁচড়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না গলানো রূপানো মতো চকচক করতে থাকল কেশ। বুড়ি ওর গায়ে মাখিয়ে দিল ডোট্রাকি সমভূমি থেকে আনা মসলাফুলের সুগন্ধী। দুই কব্জি, কানের পেছনে, বুকের ডগায়, ঠোঁটে এবং সবশেষে দুই পায়ের মাঝখানে।

ম্যাজিস্টার ইলিরিওর পাঠানো গাউন পরিয়ে দিল ওরা, ডেনি পায়ে গলাল চপ্পল। বুড়ি ওর মাথায় পরাল টায়রা এবং কব্জিতে সোনার ব্রেসলেট। সবশেষে ভারী সোনার কলার বা গলবন্ধ পরতে হলো গলায়।

'এখন আপনাকে রাজকুমারীর মতো লাগছে,' সাজগোজ শেষ হলে রুদ্ধশ্বাসে বলল ষোড়শী। রূপোলি আয়নায় নিজেকে দেখল ডেনেরিস। এটিও ইলিরিও পাঠিয়েছেন। *রাজকুমারী*, মনে মনে বলল সে। মনে পড়ল মেয়েটি খাল ড্রোগোর ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কী বলেছে। তারাও সোনার গলবন্ধ পরে। হঠাৎ শিউরে উঠল ডেনেরিস, নগ্ন বাহুর লোমগুলো যেন কাঁটা দিল।

শীতল প্রবেশ কক্ষে তার ভাই অপেক্ষা করছিল। বসে আছে পুকুরের ধারে, হাত দিয়ে নাড়ছে জল। ডেনেরিসকে দেখে উঠে দাঁড়াল, সমালোচকের চোখ পরখ করল। 'ওখানে দাঁড়াও,' বলল সে। 'এবার ঘোরো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমাকে দেখতে লাগছে...'

'রাজকীয়,' বললেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। তিনি খিলানের পথ ধরে ঘরে ঢুকেছেন। বিশালদেহী হলেও তাঁর চলাফেরায় রয়েছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা। তাঁর পরনে সিল্কের ঢিলেঢালা গাউন, দুই হাতের প্রতিটি আঙুলে রত্ন বসানো আংটি, মুখের সুচালো হলুদ দাড়ি তেল মাখানোর কারণে সোনার মতো চকচকে।

'লর্ড অব লাইট যেন আজকের এই পয়মন্ত দিনটিতে তোমাকে দু'হাতে আশীর্বাদ করেন, প্রিন্সেস ডেনেরিস।' ডেনেরিসের হাত ধরে ' বো' করলেন তিনি। হলুদ দাঁত বের করে হাসলেন। 'ও দেখার মতো একটি মেয়ে, মহামান্য,' বললেন তিনি তাঁর ভাইকে ' ড্রোগো মুগ্ধ হয়ে যাবে।'

'তবে ও বড্ড রোগা,' বলল ভিসেরিস। তার চুলও তার বোনের মতোই রূপোলি - সোনালি, মাথার পেছনে ড্রাগনহাড়ের ব্রুচ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তার চাউনিতে একটা বুনো ভাব মুখের রেখাগুলোকে আরও কঠোরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। 'তুমি ঠিক জানো খাল ড্রোগোর এত ছোট একটি মেয়েকে পছন্দ হবে?'

'অবশ্যই পছন্দ হবে,' বললেন ইলিরিও। 'ওকে দেখুন। ওই সোনালি রূপোলি কেশ, ওই বেগুনি চোখ... ওর শরীরে বইছে প্রাচীন ভ্যালিরিয়ার রক্ত, কোনো সন্দেহ নেই... ও অভিজাত বংশের মেয়ে, পুরানো

রাজার কন্যা, নতুন রাজার বোন, সে আমাদের দ্রোগোকে মুগ্ধ করে ছাড়বেই।' তিনি যখন ডেনেরিসের হাত ছেড়ে দিলেন, মেয়েটি তখন কাঁপছে।

'কিন্তু,' সন্দেহ তার ভাইয়ের কণ্ঠে, 'বুনোগুলো তো বিকৃত রুচির। ওরা পছন্দ করে ছেলে, ঘোড়া, ভেড়া...'

'খাল দ্রোগোর রুচি এত বিকৃত নয়,' বললেন ইলিরিও।

রাগে জ্বলে উঠল ভিসেরিসের বেগুনি চক্ষু। 'তুমি কি আমাকে বোকা ভাবছ?'

ম্যাজিস্টার মৃদু বো করলেন। 'আপনাকে আমি রাজার মতো মানি। রাজারা সাধারণ মানুষদের হুঁশিয়ারি অনেক সময় বুঝতে পারেন না। আমি যদি অপমানকর কিছু বলে থাকি সেজন্য ক্ষমা চাইছি।' তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। হাততালি দিলেন পালকিবাহকদের ডাকতে।

নয়

ওরা যখন ইলিরিও'র সুসজ্জিত এবং অলংকৃত পালকি চড়ে রওনা হলো, পেন্টোস শহরের রাস্তাঘাট তখন কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে। দুই ভৃত্য আলো নিয়ে আগে আগে হাঁটছে। নীলচে কাচ লাগানো তেলের লণ্ঠন তাদের হাতে। আর পালকি কাঁধে তুলে নিয়েছে জনা বারো গাট্টাগোট্টা লোক।

পর্দার পেছনে পালকির ভেতরটা উষ্ণ এবং আরামদায়ক। প্রচুর সুগন্ধি মাখলেও ইলিরিও তাঁর শরীরের দুর্গন্ধ পুরোপুরি ঢাকা দিতে পারেন নি। ডেনেরিসের নাকে এসে লাগছে।

ওর ভাই ওর পাশে বসে আছে বালিশে হেলান দিয়ে, হাত পা ছড়িয়ে। বোনের দিকে তার খেয়ালই নেই। তার মন চলে গেছে ন্যারো সীতে। ' ড্রোগোর পুরো *খালাসার* আমার দরকার নেই,' বলল ভিসেরিস। ধার করে আনা তরবারির হাতলে খেলা করছে তার হাত। ডেনি জানে তার ভাই কোনদিন তলোয়ার চালায়নি। 'দশ হাজার হলেই যথেষ্ট। দশ হাজার ডোথ্রাকি আর্তনাদকারীকে দিয়েই আমি কেড়ে নিতে পারব সেভেন কিংডমস। দেশ পাবে তার প্রকৃত রাজাকে। টাইরেল, রেডউইন, ডেরি, গ্রেজয় এদের কারোরই ইউসারপারের প্রতি কোনো প্রেম প্রীতি নেই আমার মতো। ডোর্নিশরা ইলিয়া এবং তার বাচ্চাদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জ্বলছে। ছোট গোষ্ঠীগুলো আমাদের পক্ষেই থাকবে। তারা তাদের রাজা পেতে উদগ্রীব হয়ে আছে।' ইলিরিয়ের দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল সে। 'তাই নয় কি?'

'ওরা আপনার লোক এবং আপনাকে ওরা ভালবাসে,' অমায়িক গলায় বললেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। দেশজুড়ে সবাই আপনার জন্য গোপনে প্রার্থনা করে, মেয়েরা ড্রাগন পতাকা সেলাই করে লুকিয়ে রাখছে। অপেক্ষা করছে আপনি কবে সাগর পাড়ি দিয়ে ফিরবেন।' তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আমার প্রতিনিধিরা তো সে কথাই বলল।'

ডেনির কোনো প্রতিনিধি নেই ফলে জানারও সুযোগ নেই ন্যারো সী'র ওপারে কে কী ভাবছে বা করছে। কিন্তু ইলিরিও'র কথা তার বিশ্বাস হলো না। এ লোকের কোনো কিছুতেই তার বিশ্বাস কিংবা আস্থা নেই। যদিও তার ভাই প্রত্যুত্তরে সাগ্রহে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'ইউসারপারকে আমি নিজের হাতে খুন করব,' শপথ নিল সে, যদিও কোনদিন কোনো মানুষকে সে হত্যা করেনি। 'কারণ সে আমার ভাই রেগারের জীবন কেড়ে নিয়েছে। ল্যানিস্টার দা কিংস্লেয়ারকেও ছাড়ব না। আমার বাবার ও যা দশা করেছে!'

'তাই করা উচিত হবে,' সায় দিলেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। ডেনি লক্ষ করল লোকটার পুরু ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি খেলা করছে কিন্তু তার ভাইয়ের নজরে তা নেই। ভিসেরিস পালকির পর্দা টেনে সরিয়ে রাতের আঁধারে তাকাল। ডেনি জানে তার ভাই কল্পনায় আবার ট্রাইডেন্টের লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে গেছে।

খাল ড্রোগোর নয়টি ইমারত বিশিষ্ট আবাসস্থলটি উপসাগরের ঠিক তীরে। সুউচ্চ ইটের প্রাচীর বেয়ে গজিয়ে উঠেছে আইভিলতার ঝাড়। এ বাড়ি পেন্টোসের ম্যাজিস্টাররা খালকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন, জানালেন ইলিরিও।

ফ্রিসিটি বা মুক্ত নগরীর শাসক গোষ্ঠী হর্সলর্ডদের প্রতি সবসময়ই উদার আচরণ করে থাকেন, 'এর মানে এ নয় যে আমরা এই বর্বরদেরকে ডরাই,' হাসিমুখে ব্যাখ্যা করলেন ইলিরিও। 'লর্ড অব লাইট এরকম লাখ লাখ ডোথ্রাকিকে নগরীর প্রাচীর দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, রেড প্রিস্টরা অন্তত তাই দাবি করেন... তবু কেন ঝুঁকি নেয়া যখন এত সস্তায় ওদের বন্ধুত্ব মিলছে?'

ফটকে এসে থামল পালকি। বাড়ির নিরাপত্তা প্রহরীদের একজন এসে টান মেরে সরাল পালকির পর্দা। তার গায়ের রঙ তামাটে এবং

ডোথ্রাকিদের মতো গাঢ় বাদামী চোখ হলেও মুখে দাড়িগোঁফের বালাই নেই, মাথায় আনসালিডদের মতো ব্রোঞ্জের সুচালো টুপি। সে শীতল চোখে ওদেরকে দেখল। ডোথ্রাকি ভাষায় ঘোঁতঘোঁত করে ম্যাজিস্টার ইলিরিও কী যেন বললেন ওকে। একই সুরে প্রত্যুত্তর দিল গার্ড এবং হাত নেড়ে ওদেরকে ফটকের ভেতরে যেতে অনুমতি দিল।

ডেনি লক্ষ করল তার ভাই শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে কোমরে ঝোলানো তরবারির হাতল। তাকে প্রায় ডেনির মতোই ভীত লাগছে। 'দুবির্নীত খোজা।' পালকি ফটকের দিকে রওনা হলে বিড়বিড় করল সে।

ম্যাজিস্টার ইলিরিও মুখে মধু মাখিয়ে বললেন, 'আজ ভোজে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন। এসব মানুষের শত্রুর অভাব নেই। তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া খালের দায়িত্ব মহামান্য, আপনাকেও তাই। ইউসারপার আপনার মস্তকের মূল্য উচ্চ হারে নির্ধারণ করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

'হুঁ,' গম্ভীর গলায় বলল ভিসেরিস। সে এরকম চেষ্টা করেছে, ইলিরিও, তাতে আমি নিঃসন্দেহে। তার ভাড়া করা গুণ্ডারা সর্বত্র আমাদেরকে অনুসরণ করছে। আমিই শেষ ড্রাগন কাজেই আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না সে।'

মন্থর হয়ে এল পালকির গতি। তারপর থেমে গেল। সরিয়ে ফেলা হলো পর্দা। এক ক্রীতদাস হাত বাড়িয়ে দিল ডেনেরিসকে পালকি থেকে নামতে সাহায্য করার জন্য। ডেনেরিস লক্ষ করল এ লোকের গলবন্ধ ব্রোঞ্জের তৈরি। তাই ভাই পেছন পেছন নামল, এখনো এক হাত তরবারির হাতলে। ম্যাজিস্টার ইলিরিওকে পালকি থেকে নামাতে দুজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হলো।

বাড়ির ভেতরকার বাতাস ভারী হয়ে আছে মসলা, লেবু আর দারুচিনির গন্ধে। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো প্রবেশ কক্ষে। এ কামরায় রয়েছে ভ্যালেরিয়ার কেয়ামতের ছবি, রঙিন কাচের গায়ে আঁকা। সমস্ত দেয়াল জুড়ে জ্বলছে অসংখ্য লণ্ঠন। কালো লোহার লণ্ঠন।

দুটি পাথরের পাতা অলংকৃত একটি খিলানের নিচে বসে এক খোজা ওদেরকে স্বাগত জানাতে মিষ্টি, উচ্চকিত সুরে গেয়ে উঠল, ' স্বাগতম ওগো হাউস টারগারিয়ানের ভিসেরিস, আন্দাল, রয়নার এবং ফার্স্টমেনদের

রাজা, সাত রাজ্যের প্রভু এবং রাজ্য রক্ষক। তার বোন ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনস্টোনের রাজকুমারী। মাননীয় অতিথি সেবক, ইলিরিও মোপাটিস, মুক্ত নগরী পেন্টোসের ম্যাজিস্টার।'

খোজাকে পাশ কাটিয়ে ওরা পিলার দিয়ে সাজানো প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল। আইভিলতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে পিলারের গায়ে। পাতার গায়ে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করেছে রূপা এবং হাড়ের ছায়া। আজ এখানে অনেক ডোথ্রাকি হর্সলর্ড উপস্থিত।

তারা প্রত্যেকে বিশালদেহী, গায়ের চামড়া লালচে বাদামী, ঠোঁটের দুই পাশে ঝুলে পড়া গোঁফে ধাতব রিং লাগানো, তেল মাখা কালো চুল বিনুনী করা, তাতে বেঁধে রেখেছে ঘন্টা। এদের মধ্যে পোন্টাস, মির এবং টাইলসের মানুষজনও আছে।

একজন রেড প্রিস্টকে দেখতে পেল ডেনেরিস। ইলিরিওর চেয়েও স্থূলকায়। পোর্ট অব ইবেন থেকে এসেছে গা ভর্তি লোমের একজন লোক। সামার আইলের লর্ডরাও এসেছে। তাদের গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মতো কালো। ডেনেরিস হাঁ করে এদেরকে দেখছিল... এবং এতগুলো মর্দা পুরুষের মাঝে সে-ই একমাত্র নারী বুঝতে পেরে বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে।

ইলিরিও ওদেরকে ফিসফিস করে বললেন, 'ওই তিনজন ড্রোগোর ব্লাডরাইডার, ওই যে ওখানে। পিলারের ধারে আছে খাল মরো, তার ছেলে রগোরোসহ। সবুজ দেড়ে লোকটা আর্কন অব টাইরশের ভাই এবং তার পেছনের মানুষটি স্যর জোরাহ্ মরমন্ট।'

শেষ নামটি মনোযোগ কাড়ল ডেনেরিসের। 'উনি নাইট?'

'তারচেয়ে কম নয়,' হাসলেন ইলিরিও। 'হাই সেপটন নিজে ওকে সপ্ত তেল গায়ে মাখিয়ে দিয়েছেন।'

'উনি এখানে কী করছেন?' অস্ফূটে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'ইউসারপার তার মুণ্ডু চায়,' জবাব দিলেন ইলিরিও। 'তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ। সে নাইট'স ওয়াচের বদলে এক টাইরশি ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর কাছে কয়েকজন চোরা শিকারীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। যত্তসব ফালতু আইন কানুন। নিজের মাল একজন লোক কোথায়, কার কাছে বিক্রি করবে সেটা তার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি আজ রাতেই স্যর জোরাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল ডেনির ভাই। সে নাইটের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। লোকটি বয়সী,

চল্লিশ পার হয়েছে তবে এখনো সবল, সুঠাম দেহ। সিল্ক এবং সুতির বদলে তাঁর পরনে উল এবং চামড়ার পরিচ্ছদ। টিউনিকের রঙ গাঢ় সবুজ, তাতে দুই পায়ে দণ্ডায়মান কালো একটি ভল্লুকের ছবি চিত্রিত।

ডেনেরিস তার দেশ থেকে আসা এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। মনোযোগ ভঙ্গ হলো নগ্ন কাঁধে ম্যাজিস্টার ইলিরিওর ভেজা, চটচটে হাতের স্পর্শে। 'ওদিকে দ্যাখো, মিষ্টি রাজকুমারী,' ফিসফিসালেন তিনি। 'ওই যে খাল স্বয়ং।'

ডেনির ইচ্ছে করল এক ছুটে পালিয়ে যায় কিন্তু তার ভাই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাইকে অসন্তুষ্ট করা মানে ড্রাগনকে জাগিয়ে তোলা। উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও এবং তাকাল সেই লোকটির দিকে যার সঙ্গে আজ রাতেই ওর বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য মুখিয়ে আছে ভিসেরিস।

ক্রীতদাস মেয়েটি খুব একটা ভুল বলেনি, ভাবল ডেনেরিস, ঘরের সবচেয়ে লম্বা লোকটিকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে গেছে খাল ড্রোগো, ইলিরিওর পোষা প্যান্থারের মতো শরীর ড্রোগোর। বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। পালিশ করা তামার মতো গায়ের রঙ, মোটা, ঘন গোঁফের কিনারে ঝুলে আছে সোনা ও ব্রোঞ্জের রিং।

'আমি যাই। ওর কাছে আমার আনুগত্য প্রকাশ করে আসি।' বললেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। 'তুমি এখানেই থাকো। আমি ওকে নিয়ে আসব তোমার কাছে।'

ইলিরিও খালের কাছে গেছেন, ডেনির ভাই তার বাহু এমন জোরে চেপে ধরল যে ব্যথা পেল মেয়েটি। 'ওর চুলের বিনুনী দেখেছ, আদরণীয় বোনটি?'

ড্রোগোর চুল মধ্যরাতের মতো কালো এবং সুগন্ধী তেল মাখানো। বিণুনীর মাথায় ছোট ছোট ঘন্টা বাঁধা, হাঁটার তালে মৃদু টুংটাং শব্দে বেজে উঠছে। চুল তার কোমর এবং নিতম্ব ছাড়িয়ে প্রায় উরু ছুঁয়েছে।

'কত লম্বা চুল দেখছ?' বলল ভিসেরিস। 'ডোথ্রাকিরা মারামারিতে হেরে গেলে মাথার চুল কেটে ফেলে অপমানের জ্বালায়। কিন্তু খাল ড্রোগো কখনো কোনো লড়াইতে পরাজিত হয়নি। সে আবার ইগন দা ড্রাগনলর্ড হবে আর তুমি তবে তার রানি।'

খাল ড্রোগোর দিকে তাকাল ডেনি। মুখটা কঠোর এবং নিষ্ঠুর, চোখ জোড়া শীতল ও কালো। ভাইয়ের ড্রাগন জেগে উঠলে সে বোনের গায়ে হাত

তোলে, কিন্তু এ লোকটাকে দেখে এমন ডর লাগছে ডেনেরিসের যা ভাইয়ের প্রহার ভীতির কাছে কিচ্ছু না। 'আমি ওর রানি হতে চাই না,' ক্ষীণ, মিনমিনে গলায় বলল সে। 'প্লিজ, ভাইয়া, প্লিজ। আমি চাই না। আমি বাড়ি যাব।'

'*বাড়ি!*' ভিসেরিস গলার স্বর নামালেও তাতে ক্রোধের আভাস সুস্পষ্ট। 'আমরা কী করে বাড়ি যাব, মিষ্টি বোন? ওরা আমাদের কাছ থেকে আমাদের বাড়ি কেড়ে নিয়েছে!' লোকচক্ষুর অন্তরালে, ছায়ায় সে টেনে নিয়ে গেল বোনকে, নখ বসে গেল ডেনির মাংসে। 'আমরা কী করে বাড়ি যাব?' পুনরাবৃত্তি করল সে হিসহিসিয়ে।

ডেনি আসলে বাড়ি বলতে ইলিরিও'র বাসা বুঝিয়েছে, দেশের বাড়ি নয়। ভিসেরিস ব্যাপারটা বুঝলেও বোনের মুখ থেকে 'বাড়ি' শব্দটা শুনতেই রাজি নয়। তার কোনো বাড়ি নেই। এমনকী লাল দরজাঅলা বিরাট বাড়িটিও তার নিবাস ছিল না। ডেনির বাহুর নরম মাংসে আরও জোরে গাঁথল ভিসেরিসের আঙুল। ব্যথায় চোখে জল এসে গেল বেচারীর। 'আমি জানি না...' অবশেষে ভাঙা গলায় বলল সে।

'আমি জানি,' তীক্ষ্ণ গলা ভিসেরিসের। 'আমরা বাড়ি যাব বাহিনী নিয়ে, মিষ্টি বোন। খাল ড্রোগোর বাহিনী। তুমি যদি ওকে বিয়ে কর এবং ওর সঙ্গে বিছানায় যাও তাহলে তা সম্ভব,' হাসল সে বোনের দিকে তাকিয়ে। 'প্রয়োজনে গোটা খালাসারকে তোমার বিছানায় আমি তুলে দেব, মিষ্টি বোন, পুরো চল্লিশ হাজার লোককে, তাদের ঘোড়াগুলোসহ, যদি এর বিনিময়ে আমি আমার বাহিনী পেয়ে যাই। তবে কৃতজ্ঞ থাকো এজন্য যে শুধু ড্রোগোকে তোমার নিতে হবে। একসময় ওকে হয়তো তোমার পছন্দও হয়ে যাবে। এখন মুছে ফেলো চোখ। ইলিরিও ওকে নিয়ে আসছে। আমি চাই না সে তোমার চোখে পানি দেখুক।'

ডেনি ঘুরে দেখল সত্যি তাই। ম্যাজিস্টার ইলিরিও হাসতে হাসতে, কুর্নিশ করতে করতে খাল ড্রোগোকে ওদের কাছে নিয়ে আসছেন। ডেনি হাতের চেটো দিয়ে মুছে ফেলল অশ্রু।

'হাসো,' ফিসফিস করল ভিসেরিস, হাত চলে গেছে তরবারির বাঁটে। সোজা হয়ে দাঁড়াও। ও যেন তোমার বুক দেখতে পায়। ঈশ্বর জানেন, তোমার বুক দুটো এত ছোট কেন।'

ডেনেরিস হাসল এবং বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।



এডার্ড

দশ

সোনা, রূপা আর চকচকে ইস্পাতের বন্যা নিয়ে ফটকে প্রবেশ করলেন অতিথিরা। এদের মধ্যে আছেন তিনশো ব্যানারম্যান, নাইট এবং ফ্রি রাইডার। তাঁদের মাথার ওপর উত্তুরে হাওয়ায় পতপত উড়ছে ডজনখানেক সোনালি পতাকা, তাতে ব্যারাথনের মুকুট পরা হরিণের ছবি অলংকৃত।

এসব রাইডার বা ঘোড়সওয়ারদের অনেকেই চেনেন নেড। ওই যে আসছে স্যর জেমি ল্যানিস্টার, সোনার মতো ঝলমলে একমাথা চুল, তারপর এল ঝলসানো মুখের স্যান্ডর ক্লিগেন। তার পাশের লম্বা ছেলেটি নিশ্চয় যুবরাজ, আর ওদের পেছনে বেঁটে মানুষটি নিঃসন্দেহে ইমপ, টিরিয়ন ল্যানিস্টার।

সারির সবার সামনে অতিকায় একজন মানুষ, তাঁর দুই পাশে কিংসগার্ডের বরফ সাদা আলখেল্লা পরা দুই নাইট, লোকটিকে প্রথম দর্শনে চিনতে পারলেন না এড। তবে যুদ্ধঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে এসে যখন হাড় ভাঙা আলিঙ্গনে নেডকে তিনি জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললেন, 'ওহ, নেড! তোমার বরফ জমাট বাঁধা মুখখানা দেখে কী যে আহ্লাদ লাগছে আমার।' তখন বোঝা গেল ইনিই সেই রাজা রবার্ট! নেডের আপাদমস্তকে নজর বুলিয়ে হাসলেন তিনি। 'তুমি দেখছি একদমই বদলাও নি!'

নেড অবশ্য একই কথা পুনরাবৃত্তি করতে পারলেন না। পনের বছর কেটে গেছে সিংহাসন নিয়ে লড়াই করার পরে। লর্ড অব স্টর্মস্‌স এন্ড তখন ছিলেন দাড়িগোঁফ কামানো, ঝকঝকে চোখের, পেশীবহুল দেহের এক তরুণ যুবক, মেয়েদের স্বপ্নপুরুষ।

ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এ মানুষটি যখন বর্ম চড়াতেন গায়ে আর মাথায় পরতেন তাঁর হাউস বা বংশের হরিণের শিং-এর শিরস্ত্রাণ, প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মতোই লাগত তাঁকে। দেহেও ছিল আসুরিক শক্তি, তাঁর প্রিয় অস্ত্র ছিল গজাল বসানো লোহার যুদ্ধ হাতুড়ি। ওই জিনিস নেডের পক্ষে তোলা সম্ভব হতো না। সেই দিনগুলোতে রবার্টের গায়ে চামড়া আর রক্তের গন্ধ লেগে থাকত সুগন্ধীর মতো।

এখন তাঁর শরীরে সুগন্ধীরই ঘ্রাণ, উচ্চতা অনুসারে তাঁর দেহের পরিধিও বেড়েছে অত্যধিক। ব্যালন গ্রেজয়ের বিদ্রোহের সময়, নয় বছর আগে রাজাকে শেষবার দেখেছিলেন নেড। ওইসময় দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। গ্রেজয় সেই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। নেড গ্রেজয়ের ছেলে যিওনকে জিম্মি করেছিলেন নেড।

রাজা গত প্রায় এক দশকে শরীরের ওজন বাড়িয়েছেন কমপক্ষে নয় স্টোন। তাঁর মুখভর্তি শক্ত, মোটা দাড়ি, চর্বিভরা চিবুক আড়াল করে রেখেছে। মেদের আধিক্যে ফুলো ফুলো গাল। মস্ত ভুঁড়ি। আর চোখের নিচে কালি।

তবে রবার্ট এখন নেডের রাজা, শুধু বন্ধু নন। তাই তিনি বললেন, 'মহামান্য, উইন্টারফেল আপনার সেবায় নিয়োজিত।'

অন্যান্যরাও ততক্ষণে ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করেছেন। রবার্টের পত্নী, রানি সের্সি ল্যানিস্টার তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোলেন। রানি এসেছেন প্রকাণ্ড এক হুইলহাউসে চড়ে। এটি ডাবল ডেকের একটি ক্যারিজ, তেল চকচকে ওক কাঠ এবং ধাতু দিয়ে তৈরি। চল্লিশটি তাগড়া ঘোড়া টেনে এনেছে হুইলহাউস। এতটাই প্রশস্ত যে প্রাসাদের ফটক দিয়ে ঢোকানো যায় নি। ফলে রানিকে বাচ্চাকাচ্চাসহ ক্যারিজ থেকে নেমে আসতে হয়েছে।

নেড বরফে হাঁটু মুড়ে বসে চুম্বন করলেন রানির হাতের আংটি। রবার্ট ক্যাটেলিনকে আলিঙ্গন করলেন যেন অনেক দিনের হারানো বোনকে

করে পেয়েছেন। তারপর বাচ্চারা সামনে এগিয়ে এল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো সবাইকে।

প্রথাগত কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পরে রাজা তাঁর নিমন্ত্রণকর্তাকে বললেন, ‘ আমাকে তোমার পাতালঘরে নিয়ে চলো, এডার্ড। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করব।’

নেড এ কারণেই রাজাকে খুব ভালোবাসেন। এখনো পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটা রয়ে গেছে। তিনি একটি লণ্ঠন চাইলেন। তবে ব্যাপারটা পছন্দ হলো না রানির। তাঁরা সেই ভোরবেলা রওনা হয়েছেন, দীর্ঘ যাত্রায় সকলেই ক্লান্ত এবং শীতার্ত, আগে অন্তত হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। মরা মানুষরা তো অপেক্ষা করতেই পারবেন। রানি এর বেশি আপত্তি জানান নি, তাতেই রবার্ট এমন চোখে তাঁর দিকে তাকালেন যে চুপ মেরে গেলেন সের্সি। তাঁর যমজ ভাই জেমি তাঁর বাহুতে হাত রাখল। রানি আর কিছুই বললেন না।

এগারো

ওঁরা একসঙ্গে পাতালঘর বা ভূগর্ভস্থ কক্ষে গেলেন। পেঁচানো সিঁড়িগুলো সরু। আগে আগে লণ্ঠন নিয়ে চললেন এডার্ড। 'আমি তো একটা সময় আশংকা করছিলাম এ জনমে বুঝি উইন্টারফেলে পৌঁছা হলো না।' সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অনুযোগ করলেন রবার্ট। 'দক্ষিণে ওরা যেভাবে আমার সেভেন কিংডমস নিয়ে কথা বলে, লোকে ভুলে যায় তোমার রাজ্যটি বাকি ছয়টি রাজ্যের সমান বড়।'

'ভ্রমণটা উপভোগ্য ছিল তো, মহামান্য?'

নাক দিয়ে ঘোঁত শব্দ করলেন রবার্ট। 'জলা-জঙ্গল আর মাঠ, উত্তরে মাত্র একটা সরাইখানা পেয়েছিলাম। এমন বিরানভূমি বাপের জন্মে দেখিনি। তোমার পরিবার কোথায়?'

'ওরা আপনার সামনে আসতে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে,' বললেন নেড। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা ঠাণ্ডাটা টের পাচ্ছেন তিনি। মাটির গভীরের শীতল নিশ্বাস যেন। 'উত্তরে রাজা-মহারাজারা তো আসেনই না বলতে গেলে।'

আবারও নাক দিয়ে শব্দ করলেন রবার্ট। 'ওরা বরফের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বরফ, নেড!' নামার সময় ভারসাম্য রক্ষায় একটা দেয়ালে হাত রাখলেন তিনি।

'গরমের শেষাশেষি বরফ খুব সাধারণ ব্যাপার,' বললেন নেড। 'আশা করি আসতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। এ বরফগুলো তো হালকা।'

'তোমার আদার্সরা হালকা বরফগুলো নিয়ে নিয়েছে,' বললেন রবার্ট, 'শীতে এখানকার অবস্থা কেমন হয়? ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'এখানকার শীতকাল খুব কঠিন,' স্বীকার গেলেন নেড। 'তবে স্টার্করা এ শীত সহ্য করে টিকে থাকবে। সবসময়ই আমরা তাই করি।'

' তোমার একবার দক্ষিণে আসা উচিত,' বললেন রবার্ট। 'গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার আগে যদি একবার এর স্বাদ নিতে। হাই গার্ডেনে মাঠ ভর্তি যত দূর চোখ যায় শুধু সোনালি গোলাপ। ফলগুলো এমন রসালো, মুখে দিলেই গলে যায়– তরমুজ, পীচ, বরই। এমন মিষ্টি স্বাদের ফল তুমি কোনদিন খাওনি। তোমার জন্য কিছু ফল নিয়ে এসেছি। এমনকী স্টর্মস এন্ডে, উপসাগর থেকে ঝিরঝিরে বাতাস বইলেও দিনগুলো এমন উত্তপ্ত থাকে, রাস্তায় বেরুনো দায়। আর শহরগুলো যদি তুমি দেখতে নেড! সবখানে ফুল আর ফুল, বাজারভর্তি খাদ্য সম্ভার, সামার ওয়াইন এত সস্তা এবং সুস্বাদু, পেটে গেলেই মাতাল। ওখানকার সবাই মোটা, মদ্যপ এবং ধনী।' তিনি হেসে উঠে নিজের ভুঁড়িতে চাপড় বসালেন। 'আর মেয়েগুলো, নেড!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, চকচক করছে চোখ। 'সৃষ্টিকর্তার দিব্যি, গরমের চোটে মেয়েগুলো তাদের সমস্ত ভব্যতা ভুলে যায়। ওরা প্রাসাদের নিচের নদীতে ন্যাংটো হয়ে সাঁতার কাটে। আর রাস্তায় ভীষণ গরমে উল বা পশমের পোশাক গায়ে রাখা দায় বলে ওরা ছোট ছোট গাউন পরে ঘুরে বেড়ায়। ঘামে সিল্ক বা সুতির পাতলা গাউনগুলো ভিজে ওদের শরীরে সেঁটে থাকে, দেখলে মনে হয় ন্যাংটো।' রাজা হো হো করে হাসতে লাগলেন।

রবার্ট ব্যারাথনের খিদে সবসময়ই বেশি এবং জীবনের আনন্দও উপভোগ করতে জানেন। তবে খুব বেশি ভোগ বিলাসে কাটানোর ফলও ভোগ করতে হচ্ছে। মেদবহুল শরীর নিয়ে সিড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে গেলেন। সিড়ির শেষে, পাতালঘরের অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলেন। মুখ টকটকে লাল।

'মহামান্য,' সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন নেড। হাতের লণ্ঠনটি অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরালেন। ছায়াগুলো নড়েচড়ে নেচে উঠল। দপদপ করা

আলো স্পর্শ করল পায়ের নিচের পাথর এবং গ্রানিট পাথরের লম্বা সারির পিলারগুলো।

পিলারের মাঝখান দিয়ে লণ্ঠন হাতে চললেন নেড। পেছনে রাজা রবার্ট। ভূগর্ভস্থ কক্ষের ঠাণ্ডায় দুজনেই কেঁপে উঠলেন। এখানে সবসময়ই ঠাণ্ডা লাগে। পাথরে তাদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল মাথার ওপরের ভল্টে বাড়ি খেয়ে। তাঁরা হাউস স্টার্কের মৃতদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। উইন্টারফেলের প্রভুরা দেখলেন ওদেরকে হেঁটে যেতে। লম্বা সারিতে বসে আছেন সকলে, অন্ধ চক্ষু নিমীলিত অনন্ত আঁধারে, তাঁদের পায়ের নিচে খোদাই করা পাথরের ডায়ারউলফ। নৃত্যরত ছায়ায় পাথুরে মূর্তিগুলোকে মনে হলো জ্যান্ত।

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, উইন্টারফেলের প্রতিটি লর্ডের কোলে শোভা পাচ্ছে লোহার লম্বা তরবারি, যাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মাগুলো পাতালঘর ছেড়ে কোথাও যেতে না পারে। সবচেয়ে পুরানো তরবারিগুলোয় জং ধরে গেছে, ধাতবের গায়ে লাল লাল ছোপ।

অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়লেন নেড। হাতের তেলের লণ্ঠনটি উঁচিয়ে ধরলেন। ওঁদের সামনে বিস্তৃত অন্ধকার পাতালঘর, তবে এখানে কবরগুলো খালি এবং ঢাকনা খোলা কালো গর্তগুলো অপেক্ষা করছে মৃতদের জন্য, অপেক্ষা করছে নেড এবং তাঁর সন্তানদের জন্য। তবে ভাবনাটি পছন্দ হলো না তাঁর। 'এখানে,' তিনি বললেন রাজাকে।

রবার্ট নিরবে মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন। নিচু করলেন মস্তক।

এখানে পাশাপাশি তিনটে সমাধি। প্রথমজন লর্ড রিকার্ড স্টার্ক, নেডের বাবা। তিনি চেহারায় আত্মমর্যাদার ভাব নিয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখখানা লম্বাটে এবং কঠোর। ভাস্কর চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। কোলের ওপর রাখা তরবারি শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে পাথুরে আঙুল। তবে বেঁচে থাকার সময় কোনো তরবারিই তাঁর জন্য জয় এনে দিতে পারেনি। দুইপাশে দুটি ছোট সমাধিতে তাঁর সন্তানরা।

মৃত্যুর সময় ব্রানডনের বয়স ছিল কুড়ি। রিভাররানের ক্যাটলিন টালিকে তার বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের মাত্র ক'দিন আগে ম্যাড কিং বা পাগলা রাজা এরিস টারগারিয়েনার আদেশে তার ফাঁসি হয়ে যায়। সেই মৃত্যুদৃশ্য তার বাবাকে দেখতে বাধ্য করা হয়। সে ছিল পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

লিয়ানাকে মাত্র ষোল বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ভারী সুন্দরী ছিল সে দেখতে। নেড তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। রবার্ট আরও বেশি। রবার্টের বধূ হওয়ার কথা ছিল লিয়ানার।

'ও দেখতে এর চেয়েও বেশি সুন্দরী ছিল,' নিরবতা ভেঙে বললেন রাজা। লিয়ানার প্রস্তর মূর্তির ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, যেন পারলে তাকে জীবিত করে তুলবেন। অবশেষে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অতিরিক্ত ওজনের কারণে বসা অবস্থা থেকে সিধে হতে তাঁর কষ্টই হয়। 'ওহ্, এটা একটা কাজ হলো, নেড? এরকম একটা জায়গায় ওকে কবর দিলে?' স্মৃতিচারণের শোকে গলা কর্কশ শোনাল। 'অন্ধকারে থাকা ওকে মানায় না...'

'ও উইন্টারফেলের একজন স্টার্ক ছিল,' মৃদু গলায় বললেন নেড। 'এটাই ওর জায়গা।'

'পাহাড়ের ওপর, কোনো ফলের গাছের নিচে ওর সমাধি হওয়া উচিত ছিল যেখানে মাথার ওপর আলো দেবে সূর্য, মেঘ দেবে ছায়া আর বৃষ্টি ওর গা ধুইয়ে দেবে।'

'মৃত্যুর সময় আমি ওর সঙ্গে ছিলাম,' রাজাকে মনে করিয়ে দিলেন নেড। 'ও বাড়ি ফিরে আসতে চেয়েছিল, ব্রানডন এবং বাবার পাশে বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল।' তিনি এখনো যেন লিয়ানার কান্না শুনতে পাচ্ছেন। '*আমাকে কথা দাও*,' কাঁদতে কাঁদতে বলছিল লিয়ানা। ওর ঘরে ছিল রক্ত আর গোলাপের গন্ধ। 'কথা দাও, নেড।' প্রচণ্ড জ্বর ওর শরীরের শক্তি আর গলার স্বর কেড়ে নিয়েছিল। ফিসফিসে শোনাচ্ছিল কণ্ঠ। তবে নেডের প্রতিশ্রুতিতে লিয়ানার চোখ থেকে দূর হয়ে যায় ভয়।

বোনের সেই মিষ্টি হাসিটির কথা মনে আছে নেডের। মৃত্যুর আগে ভাইয়ের হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল সে। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত থেকে পড়ে যায় শুকনো এবং কালো গোলাপের পাপড়িগুলো। এরপরে কী ঘটেছে মনে নেই নেডের। তবে ওরা তাকে আবিষ্কার করে লিয়ানার শরীর জড়িয়ে ধরে থাকা অবস্থায়। শোকে স্তব্ধ। খুদে ক্রাগনম্যান হাওল্যান্ড রিন লিয়ানার হাত ছাড়িয়ে নেয় নেডের হাত থেকে। তবে এসব কিছুই স্মরণে নেই নেডের। 'আমি যখনই পারি ওর জন্য ফুল নিয়ে আসি,' বললেন তিনি। 'লিয়ানা... ফুল বড় ভালবাসত।'

রাজা লিয়ানার গাল স্পর্শ করলেন, শক্ত পাথরে বুলালেন আঙুল যেন ওটা জীবন্ত। 'ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী রেগারকে আমি হত্যা করব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

'আপনি তা করেছেন,' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন নেড।

'তবে সেটা মাত্র একবার,' তিক্ত গলায় বললেন রাজা।

প্রিন্স রেগারের সঙ্গে ট্রাইডেন্টের হাঁটু পানিতে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন রবার্ট। লড়াই করেছেন তাঁর যুদ্ধ হাতুড়ি দিয়ে। মাথায় ছিল হরিণের শিংয়ের শিরস্ত্রাণ। টারগারিয়ান প্রিন্সের পরনে ছিল কালো বর্ম। ব্রেস্টপ্লেটে তাঁর হাউসের তিন মাথা ড্রাগনের ছবি। ব্রেস্টপ্লেটের চুনি পাথরগুলো রোদ পড়ে ঝিলিক মারত।

হয়েছিল এক ধুন্ধুমার লড়াই। রক্তে লাল হয়ে যায় ট্রাইডেন্টের জল। রবার্টের হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় প্রিন্সের ব্রেস্টপ্লেট। ওই সময় অকুস্থলে হাজির হন নেড। রেগার মৃত অবস্থায় জলে ভাসছিলেন, তখন দুই পক্ষের সেনারা খাবলা খাবলি করে প্রিন্সের বর্ম থেকে চুনি পাথরগুলো তুলে নিচ্ছিল।

'আমার স্বপ্নের মধ্যে প্রতিরাতেই আমি ওকে হত্যা করি,' বললেন রবার্ট। 'হাজার বার মৃত্যুও ওর জন্য কম হয়ে যায়।'

নেড জবাবে নিরব রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাদের এখন ফেরা উচিত, মহামান্য। আপনার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন।'

'আদার্সরা আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে,' দাঁতে দাঁত পিষলেন রবার্ট তবে যে পথে এসেছিলেন সেই রাস্তায় ফিরে চললেন। 'আবার আমাকে 'মহামান্য' বলেছ তো তোমার মাথাটা কেটে গজালে ঝুলিয়ে রাখব। তোমার সঙ্গে তো আমার এমন আনুষ্ঠানিক কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

'ভুলিনি আমি,' বললেন নেড। রাজা প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না দেখে যোগ করলেন, 'জনের কথা বলুন।'

মাথা নাড়লেন রবার্ট। 'এত দ্রুত কাউকে অসুস্থ হতে দেখিনি। আমার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করেছিলাম। তখন যদি জনকে দেখতে তুমি ভাবতে তিনি সারাজীবন বেঁচে থাকবেন। কিন্তু এর পক্ষকাল পরেই তিনি মারা যান। অসুস্থতা তাঁর শিরায় ঢুকে গিয়েছিল। তাঁকে আগুনের মতো পুড়িয়ে মারছিল।' একটি পিলারের পাশে, বহুদিন আগে মৃত এক স্টার্কের সমাধিস্তম্ভের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। 'বুড়ো মানুষটিকে আমি খুব ভালবাসতাম।'

'আমরা দুজনেই ভালবাসতাম,' বললেন নেড। বোনকে নিয়ে ভয়ে আছে ক্যাটলিন। লাইসা এ শোক কী করে সামলাবে?'

রবার্টের মুখটা তিক্ত ভঙ্গিতে একটু বেঁকে গেল। ' সে ভাল নেই,' বললেন তিনি। 'জনকে হারিয়ে মহিলা পাগলপারা হয়ে গেছে, নেড। ইরিতে ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার ইচ্ছা ছিল ক্যাস্টারলি রকে টাইউইন ল্যানিস্টারের কাছে ওকে দত্তক দেব। জনের কোনো ভাই নেই, আর কোনো ছেলেও নেই। এই মহিলার কাছে ওকে লালনপালনের জন্য ছেড়ে দেয়া কি আমার উচিত হলো?'

লর্ড টাইউইনকে সাপের মতো খল বলে মনে হয় নেডের। তবে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা মনেই পুষে রাখলেন। কিছু পুরানো ক্ষত সারে না কিছুতেই এবং অতি সামান্য কথাতেও শুরু হয়ে যায় রক্তক্ষণ। 'স্ত্রী হারিয়েছে তার স্বামীকে,' সাবধানে বললেন তিনি। 'মা হয়তো তার সন্তানকে হারাতে ভয় পাচ্ছিল। বাচ্চাটা খুবই ছোট।'

'ছয় বছর এবং মানসিকভাবে অসুস্থ,' বললেন রাজা। 'ঈশ্বর ওর সহায় হোন। লর্ড টাইউইন কখনো তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ পায়নি। লাইসার বরং সম্মানিত বোধ করা উচিত ছিল। ল্যানিস্টাররা বিখ্যাত এবং অভিজাত হাউস। কিন্তু সে কোনো কথাই কানে তুলতে রাজি নয়।

কারও কাছে বিদায় না বলে রাতের বেলা সে বাচ্চা নিয়ে চলে যায়। সের্সি তো রেগে আগুন,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। ' ছেলেটির আমার নামে নাম, তুমি কি তা জানো? রবার্ট আরিন। ওকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু তার মা তাকে নিয়ে চোরের মতো চলে গেলে কিইবা করার আছে আমার?'

'আপনি চাইলে আমি ওর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিতে পারি,' বললেন নেড। 'তবে তাতে লাইসার সম্মতি থাকতে হবে। তার এবং ক্যাটলিনের বন্ধুর মতো সম্পর্ক, ও-ও ছেলেটিকে সাদরে টেনে নেবে কাছে।'

'মহানুভব প্রস্তাব, বন্ধু,' বললেন রাজা। 'তবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। লর্ড টাইউইন ইতিমধ্যে তার মতামত জানিয়ে দিয়েছে। অন্য কেউ দত্তক নেয়ার চেষ্টা করলে রক্তারক্তি কাণ্ড বেঁধে যাবে।

'ল্যানিস্টারদের অহংবোধের চেয়ে আমার ভাগ্নের কল্যাণ আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ,' ঘোষণার সুরে বললেন নেড।

'এর কারণ তুমি ল্যানিস্টারদের সঙ্গে ঘুমাও না,' হেসে উঠলেন রবার্ট। তাঁর হাসি সমাধিস্তম্ভগুলোতে বাড়ি খেয়ে ছাতের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল। ঘন দাড়ির ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। 'আহ, নেড,' বললেন তিনি। 'তুমি দেখছি খুব সিরিয়াস।' তিনি নেডের কাঁধে বিশাল একখানা হাত রাখলেন। ভেবেছিলাম কয়েকদিন এখানে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন দেখছি তার কোনো প্রয়োজনই নেই। চলো, এগোই।'

বারো

পিলারের মাঝখান দিয়ে কদম বাড়ালেন তাঁরা। পাথুরে অন্ধ চোখগুলো যেন তাঁদেরকে অনুসরণ করছে। রাজা নেডের কাঁধ থেকে হাত সরাননি। 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ এতদিন পরে কেন উইন্টারফেলে এলাম?'

নেড কিছু সন্দেহ করলেও গলার স্বরে তা ফুটতে দিলেন না। 'আমার সঙ্গ উপভোগ করতে নিশ্চয়,' হালকা গলায় বললেন তিনি। 'তাছাড়া ওয়ালটাও আপনার একবার দেখা দরকার, মহামান্য। ওয়ালের দুর্গ ধরে হাঁটবেন আপনি, ওখানে যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। একদা এটা যা ছিল নাইট'স ওয়াচ এখন তার ছায়া মাত্র। বেনজিন বলে–'

' তোমার ভাই কী বলে তা শীঘ্রি শুনব আমি' বললেন রবার্ট। 'এ ওয়াল কত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে-আট হাজার বছর? আরও কিছুদিন দেয়ালটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। আমার মাথায় এখন নানান দুশ্চিন্তা। সময়টা খুব কঠিন যাচ্ছে। জন আরিনের মতো ভাল লোক দরকার আমার। তিনি লর্ড অব দা ইরি হিসেবে কাজ করেছেন, ওয়ার্ডেন অব দা ইস্ট এবং হ্যান্ড অব দা কিং হিসেবে সেবা দিয়েছেন। তাঁর জায়গা সহজে কেউ দখল করতে পারবে না।'

'তাঁর ছেলে..' বললেন গেলেন নেড।

'তাঁর ছেলে ইরি এবং এ রাজ্যের সমস্ত আয়ের উত্তরাধিকার হতে পারবে বড় জোর,' ঝামটে উঠলেন রবার্ট। 'এর বেশি কিছু নয়।'

এ কথাটি বিস্মিত করল নেডকে। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। চমকে গেছেন। ফিরে তাকালেন রাজার দিকে। অনাহূত শব্দগুলো বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। 'আরিনরা সবসময় ওয়ার্ডেন অব দা ইস্ট ছিল। পুবের অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে জানে সবাই।'

'বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটার পরে এ সম্মান ফিরে পেতে পারে সে।' বললেন রবার্ট। 'এ বছরটি এবং আগামী বছর আমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ছয় বছরের একটি বালক কোনো যুদ্ধনেতা নয়, নেড।'

'শান্তির সময়ে এ পদবীটি শুধুই একটি সম্মান। সেটুকু বাচ্চাটার জন্য বজায় থাকুক। অন্তত তার বাবার খাতিরেও। জনের কাছে আপনার ঋণ নিশ্চয় এরচেয়ে অনেক বেশি।'

নেডের কথা খুশি করতে পারল না রাজাকে। তিনি নেডের কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন হাত। 'জন তাঁর কর্তব্য কর্ম পালন করেছেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই, নেড। তোমরা সবাই তা জানো। কিন্তু পুত্রটি পিতা নয়। একজন বালকের পক্ষে পুবের ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়।' তাঁর গলার স্বর নরম হয়ে এল। 'যাক, এসব এখন বাদ দাও। আরও অনেক জরুরি কথা আছে। এবং আমি তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না।' তিনি নেডের কনুই আঁকড়ে ধরলেন। ' তোমাকে আমার দরকার নেড।'

'আমি আপনার হুকুমের চাকর, মহামান্য। সবসময়।' বললেন নেড।

রবার্ট বলতে লাগলেন, 'ইরিতে আমাদের একত্রে কাটানোর সেই দিনগুলো। গড! কী দারুণ ছিল সেই দিনগুলো। তোমাকে আবার আমার পাশে চাই, নেড। কিংস ল্যান্ডিংয়ে তোমাকে আমার দরকার, পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এভাবে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না যেখানে কোনো কাজেই আসতে পারছ না তুমি।' স্টার্কদের মতো বিষণ্ন দৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকালেন তিনি। তোমাকে দিব্যি দিয়ে বলছি, সিংহাসন রক্ষা করা সিংহাসন জয় করার চেয়ে হাজার গুণ বেশি কঠিন। আইন কানুনের ব্যাপারগুলো বড্ড ক্লান্তির এবং টাকা পয়সার বিষয়গুলো আরও বিশ্রী। আর লোকজন... এদের কোনো শেষ নেই। ওই বালের লোহার আসনে বসে তাদের নানান অভিযোগ আর নালিশ শুনতে শুনতে আমার মনটাই যায় ভোঁতা হয়ে আর বসে থেকে পাছা করে ব্যথা। ওরা সবসময়ই কিছু না কিছু চাইছে, টাকা, জমি কিংবা

ন্যায়বিচার। ওরা অনর্গল মিথ্যা কথা বলে... আমার লর্ড এবং লেডিরাও কম যায় না। তোষামদকারী আর নির্বোধ পরিবৃষ্ট হয়ে আছি আমি। এসব যে কোনো মানুষকে পাগল বানিয়ে দিতে যথেষ্ট, নেড। ওদের অর্ধেক মানুষই আমাকে সত্য কথা বলতে সাহস পায় না। মাঝে মাঝে কোনো কোনো রাতে ভাবি সেদিন ট্রাইডেন্ট নদীতে যদি ডুবে মরতাম। না, ঠিক ওভাবে চিন্তা করি না, তবে...'

'আমি বুঝতে পারছি,' মৃদু গলায় বললেন নেড।

রবার্ট তাকালেন তাঁর দিকে। 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে। একমাত্র তুমিই বুঝতে পারবে, নেড, বন্ধু আমার।' হাসলেন তিনি। 'লর্ড এডার্ড স্টার্ক, আমি তোমাকে হ্যান্ড অব দা কিং হিসেবে ঘোষণা করব।'

নেড এক হাঁটু মুড়ে বসলেন। এ প্রস্তাব তাঁকে অবাক করেনি; অন্য কী কারণে রবার্ট এত দূর ঠেঙিয়ে আসতেন? হ্যাণ্ড অব দা কিং সেভেন কিংডমস বা সাতরাজ্যের দ্বিতীয় সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। তিনি রাজার পক্ষে কথা বলেন, রাজার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন, রাজার আইনকানুনের মুসাবিদা তৈরি করেন। মাঝে মাঝে তিনি রাজার হয়ে বিচার করতে লৌহ সিংহাসনেও বসেন, যদি কোনো কারণে রাজা অসুস্থ থাকেন বা থাকেন অনুপস্থিত কিংবা রাজ্য চালনায় অক্ষমতার পরিচয় দেন।

তবে হ্যান্ড অব দা কিং হওয়ার কোনোই খায়েশ নেই নেডের।

'মহামান্য,' বললেন তিনি, 'এ সম্মান পাবার উপযুক্ত আমি নই।'

রবার্ট অধৈর্য গলায় ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন। 'আমি যদি তোমাকে সম্মান দিতে চাইতাম, তোমাকে অবসরে যেতে বলতাম। আমি তোমাকে নিয়ে রাজ্য চালনা করতে চাই, লড়াইগুলো লড়তে চাই যাতে সেই অবসরে খেয়ে খেয়ে আরও মোটা হয়ে তাড়াতাড়ি কবরে যেতে পারি।' তিনি ভুড়িতে চাপড় মেরে হাসলেন। 'রাজা এবং তার হ্যান্ড সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে জানো তো?'

নেড জানেন। 'রাজা যা স্বপ্ন দেখেন হ্যান্ড তা তৈরি করেন।'

'আমি একবার এক ফিশমেডের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলাম,' বললেন রবার্ট। ' সে একটা মজার প্রবচন বলেছিল: রাজা খায় ভাত, হ্যান্ড মারে পাদ।' তিনি মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। অন্ধকার তাঁর হাসি প্রতিধ্বনি তুলল। উইন্টারফেলের মৃতরা রাজাকে যেন শীতল এবং বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল।

হাসির রেশ কমে এল। তারপর থেমে গেল। নেড এখনো এক হাঁটু মুড়ে বসে আছেন, চাউনি রাজার দিকে। 'ধুত্তোর, নেড,' নালিশের সুরে বললেন রাজা। 'আমার ঠাট্টাটা শুনে মুখে অন্তত একটু হাসি ফোটাতে পারতে।'

'প্রবচন বলে শীতকালে এখানে এমন শীত পড়ে যে লোকের হাসি তার গলায় জমে গিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে।' মসৃণ গলায় বললেন নেড। 'হয়তো এজন্যই স্টার্করা হাসিঠাট্টা করে কম।'

'আমার সঙ্গে দক্ষিণে চলো। আমি তোমাকে আবার হাসতে শেখাব।' বললেন রাজা। 'তুমি আমাকে এই ছাতার সিংহাসন জয় করতে সাহায্য করেছ, এখন এটাকে ধরে রাখতে হাত বাড়াও। আমাদের এক সঙ্গে রাজ্য শাসন করার কথা ছিল। লিয়ানা বেঁচে থাকলে আমরা ভাই হিসেবে থাকতে পারতাম। তবে এখনো সবকিছু ফুরিয়ে যায়নি। আমার একটি ছেলে আছে। তোমার আছে মেয়ে। আমরা জফ এবং তোমার সানসা আমাদের হাউসে যোগ দেবে, লিয়ানা এবং আমি একসময় যা করতে পারতাম।'

এ প্রস্তাব বিস্মিত করল নেডকে। 'সানসার বয়স মাত্র এগারো।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন রবার্ট। 'বাগদান হওয়ার জন্য যথেষ্ট বয়স। বিয়েটা না হয় কয়েক বছর পরেই হবে।' হাসলেন রাজা। 'এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'হ্যাঁ' বলো।'

'এরচেয়ে আনন্দের সংবাদ আর হয় না, মহামান্য।' বললেন নেড। ইতস্তত করছেন। 'এত সম্মান সত্যি অপ্রত্যাশিত। আমি কি বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য ক'টা দিন সময় পেতে পারি? আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার...'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। ক্যাটলিনকে বলবে।' রাজা ঝুঁকলেন, নেডকে দুই হাতে চেপে ধরে একটানে সিধে করলেন। 'তবে খুব বেশি সময় নিও না। আমার ধৈর্য কিন্তু কম।'

এক মুহূর্তের জন্য অমঙ্গল চিন্তায় বুকটা কেঁপে উঠল এডার্ড স্টার্কের। এটাই তাঁর জায়গা, এই উত্তরে। চারপাশের পাথুরে মূর্তিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলালেন। মৃতদের চাউনি যেন অনুভব করতে পারছিলেন। ওরা সবাই শুনছে, জানেন তিনি। আর ওদিকে এগিয়ে আসছে শীত।



জন

তেরো

মাঝে মাঝে জন স্নো এ কথা ভেবে খুশি হয় যে সে একজন বেজন্মা। সোরাহি থেকে মদ ঢেলে নিয়ে কাপ বোঝাই করতে করতে এ কথাই ভাবছিল সে। তরুণ পরিচারকদের মধ্যে একটি বেঞ্চিতে বসে মদ পান করছে জন। সামারওয়াইনের মিষ্টি ফলের স্বাদে ভরে আছে মুখ, নিজেকে লাওয়ারিশ ভাবার চিন্তাটা হাসি এনে দিল মুখে।

উইন্টারফেলের গ্রেট হল ভারী হয়ে আছে ঝলসানো মাংসের ধোঁয়া এবং সদ্য তৈরি রুটির জিভে জল আনা গন্ধে। গ্রেট হলের ধূসর পাথরের দেয়াল ছেয়ে রয়েছে নানান ব্যানারে। সাদা, সোনালি, লাল : স্টার্ক হাউসের ডায়ারউলফ, ব্যারাথনদের শিংঅলা হরিণ আর ল্যানিস্টারদের সিংহের ছবি শোভা পাচ্ছে এ সব পতাকায়।

হার্পে চড়া সুর তুলে যুদ্ধের গান গাইছে একজন গায়ক, তবে হলের এ প্রান্তে আগুনের শোঁ শোঁ গর্জন, কাপ-পিরিচের ঠুনঠান আওয়াজ আর শত শত মাতালের চেঁচামেচিতে তার কণ্ঠ শোনা দায়।

রাজার সম্মানে আয়োজিত ভোজের চতুর্থ ঘন্টা চলছে। জনের ভাইবোনরা বসেছে রাজার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উঁচু করে তৈরি মঞ্চের নিচে যেখানে লর্ড এবং লেডি স্টার্ক রাজা ও রাণির আপ্যায়নে ব্যস্ত। অনুষ্ঠান

উপলক্ষে জনের লর্ড পিতা তাঁর সন্তানদের বড় জোর এক গ্লাস করে মদ পানের অনুমতি দেবেন, তার বেশি নয়। তবে, এখানে, কাঠের টুলে বসা জনকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। সে যত ইচ্ছা মদ গিলতে পারে।

তা জন গিলছেও বটে। তাকে ঘিরে থাকা তরুণের দল, সে একটি গ্লাস খালি করা মাত্র আরেক গ্লাস সাবাড় করতে প্রবল উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। ওরা সংখ্যায় পাঁচজন, ওদের মুখে যুদ্ধ আর শিকারের গল্প এবং কে কোন মেয়ের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছে সে সব কাহিনি উপভোগই করছে জন। রাজার বাচ্চাকাচ্চাদের চেয়ে এদের সঙ্গ তার কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

অতিথিদের আগমনকালে তাদেরকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে মনের কৌতূহল মিটিয়েছে জন। তাকে যেখানে বসতে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে মাত্র এক হাত দূর দিয়ে মিছিলটি যায়। ফলে ওদের সবাইকে খুব ভালভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছে জন।

প্রথমে আসেন ওর লর্ড পিতা, রাণিকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলেন। লোকে যেমনটি বলাবলি করে রাণি দেখতে তেমনই সুন্দরী। তাঁর সোনালি চুলের মস্তকে সজ্জিত ছিল রত্নখচিত টায়রা, পান্নাগুলো যেন তাঁর সবুজ চোখের রং ধারণ করছিল। জনের বাবা রাণির হাত ধরে মঞ্চের সিড়ি বেয়ে উঠতে সাহায্য করেন এবং তাঁর আসন দেখিয়ে দেন। কিন্তু রাণি তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকাননি। জনের বয়স চোদ্দ হলেও সে বেশ বুঝতে পারছিল রাণির ঠোঁটে ফুটে আছে এক ধরণের অবজ্ঞার হাসি।

তারপর এসেছেন রাজা রবার্ট স্বয়ং, সঙ্গে লেডি স্টার্ক। রাজাকে দেখে মহা হতাশ জন। তাঁর বাবা রাজা সম্পর্কে অনেক গল্প করেছেন। বলেছেন রবার্ট ব্যারাথন একজন অকুতোভয় মানুষ, তাঁকে বলা হয় ট্রাইডেন্টের দানব, রাজ্যের ভয়ঙ্করতম যোদ্ধা, রাজকুমারদের মধ্যে সবচেয়ে অতিকায়। কিন্তু রাজাকে দেখে জনের মনে হয়েছে তিনি অত্যন্ত স্থুলকায় একজন মানুষ, যাঁর লাল টকটকে মুখভর্তি দাড়ি এবং সিল্কের পোশাক পরেও বেদম ঘামছেন।

এরপরে আসে ছেলেমেয়েরা। সবার আগে ছোট্ট রিকন, তিন বছর বয়স হলেও দারুণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে হাঁটছিল। তার পেছনে ছিল রব, পরনে ধূসর সাদা উলের পোশাক। সে প্রিন্সেস মার্সেল্লার হাত ধরে হাঁটছিল।

রাজকুমারী মার্সেল্লার বয়স আট, রোগা ডিগডিগে, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো সোনালি কেশ। ভোজের টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় সে লাজুক দৃষ্টিতে রবের দিকে তাকাচ্ছিল আর ভীরু ভঙ্গিতে হাসছিল। মেয়েটিকে জনের নীরস মনে হয়েছে। রবের এটুকু বোধ বুদ্ধিও নেই মেয়েটা কতটা নির্বোধ। উল্টো সে নিজেও বোকার মতো হাসছিল।

জনের সৎ বোনেরা রাজকুমারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। আরিয়ার সঙ্গে ছিল মোটকু টোমেন, তার সাদা সোনালি চুল আরিয়ার চেয়ে লম্বা। আরিয়ার দুই বছরের বড় বোন সানসার সঙ্গী ছিল ক্রাউন প্রিন্স যুবরাজ জফ্রি ব্যারাথন। জফ্রির বয়স বারো, জন এবং রবের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও লম্বায় ওদের দুজনকেই ছাড়িয়ে গেছে।

প্রিন্স জফ্রি তার বোনের চুল আর মায়ের গভীর সবুজ চোখ পেয়েছে। তার সোনার গলবন্ধনী এবং উঁচু ভেলভেট কলার ছাড়িয়ে নেমে এসেছে কোঁকড়ানো ঘন সোনালি চুলের একটা গুচ্ছ। তার পাশে সানসাকে ঝকঝকে লাগছিল, তবে জফ্রির ঠোঁট ওল্টানো অভিব্যক্তি আর উইন্টারফেলের গ্রেট হলের প্রতি তাচ্ছিল্যের চাউনি মোটেই ভাল লাগেনি জনের।

তবে জফ্রির পেছন পেছন যে জুটিটি এসেছিল সেটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জনের : ওরা রানির দুই ভাই। ক্যাস্টারলি রকের দুই যমজ যারা দা লায়ন এবং দা ইমপ নামে পরিচিত। কে কোন্‌জন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

প্রথম জন স্যর জেমি ল্যানিস্টার। বেশ লম্বা, সোনালি চুল, ঝকঝকে সবুজ চোখ এবং ছুরির মতো ধারালো হাসি ওষ্ঠে। পরনে লাল সিল্কের পোশাক, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু কালো বুট, কাঁধের ওপর ছড়ানো স্যাটিনের কালো আলখেল্লা। তার টিউনিকের বুকে তার হাউস বা বংশের প্রতীক গর্জনরত সিংহের ছবি সোনালি সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। লোকে সামনে তাকে লায়ন অব ল্যানিস্টার বলে সম্বোধন করে, পেছনে ফিসফিসিয়ে বলে 'কিং স্লেয়ার' বা রাজঘাতক।

সুদর্শন এ লোকটার ওপর থেকে চোখ সরছিল না জনের। লোকটা তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জন মনে মনে বলছিল রাজা হলে এমনই দেখতে হওয়া উচিত।

তারপর সে দেখতে পায় দ্বিতীয় জনকে, ভাইয়ের শরীরে প্রায় আড়াল হয়ে ছিল। নাম তার টিরিয়ন ল্যানিস্টার, লর্ড টাইউইনের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং সবচেয়ে কুৎসিত দর্শন। দেবতারা রূপ এবং সৌন্দর্য দু'হাত ভরে তুলে দিয়েছেন সের্সি এবং জেমিকে কিন্তু সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন টিরিয়নকে। সে আকারে বামন, উচ্চতায় ভাইয়ের কোমরের নিচে পড়ে থাকে, বাঁকানো পা নিয়ে দ্রুত হাঁটাচলা তার জন্য বেশ মুশকিল। দেহের তুলনায় মাথাটা মস্ত বড়, ঝোপের মতো ভুরুর নিচে নিষ্ঠুর, নির্দয় একটা মুখ। তার একটা চোখ সবুজ, আরেকটা কালো। সোনালি চুল পড়ে আছে কপালে ছাপিয়ে চোখের ওপর। চুলের আড়াল থেকে সে ড্যাবড্যাব করে তাকায়। এই ইমপ বা বামন ভূতটাকে হাঁ করে দেখছিল জন।

হাই লর্ডদের মধ্যে সবশেষে প্রবেশ করেন জনের চাচা, নাইট'স ওয়াচের বেনজিন স্টার্ক। তাঁর সঙ্গে আসে জনের পিতার সহচর তরুণ থিয়ন গ্রেজয়। জনতে দেখে উষ্ণ হাসি উপহার দেন বেনজিন চাচা। তবে থিয়ন তাকে দেখেও না দেখারও ভান করে। অবশ্য এ ধরণের আচরণ নতুন কিছু নয়। সবাই বসার পরে মদের গ্লাস নিয়ে টোস্ট করা হয়, পরস্পরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষে শুরু হয় ভোজ।

জন তখন থেকে মদ্যপান শুরু করেছে। বিরতি দেয়নি এখনো।

টেবিলের নিচে কী যেন ঘষা খেল তার পায়ের সঙ্গে। জন লাল চোখ তুলে তাকে দেখল। 'আবার খিদে লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল সে। টেবিলের মাঝখানে মধু মাখানো একটা মুরগির আধখাওয়া শরীর তখনো পড়েছিল। হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ছিড়ে নিল জন। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। সে মুরগিটাকে ছুরি দিয়ে গেঁথে নিয়ে চালান করে দিল দুই পায়ের মাঝখানে, মেঝেতে। গোস্ট নিশব্দে হামলে পড়ল লাশটার ওপর।

ভোজসভায় তার ভাইবোনদের পোষা নেকড়েদের নিয়ে আসার অনুমতি মেলেনি। তবে হলঘরের এ প্রান্তে প্রচুর নেড়িকুত্তা ঘুরঘুর করছে এবং জনের নেকড়ে বাচ্চার ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগও তোলেনি। নিজেকে সেজন্য সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে জনের।

চোখ জ্বালা করছে। জোরে জোরে চোখ ডলতে ডলতে ধোঁয়ার উদ্দেশ্য করে গাল পাড়ল জন। আরেক ঢোক মদ পেটে চালান করে দিয়ে দেখল তার ডায়ারউলফ মুরগিটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

টেবিলগুলোর মাঝখানে ঘুরঘুর করছে কুকুরের দল, লোভীর মতো পিছু নিচ্ছে খাবার পরিবেশনকারী মেয়েগুলোর। একটা সঙ্করজাতের মাদী কুকুর, কালো রঙের, চোখ হলুদ, মুরগির গন্ধ পেয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল এবং জন যে বেঞ্চিতে বসে আছে তার নিচে ঢুকে পড়ল ভাগ পাবার আশায়। জন কুকুর আর নেকড়ের দ্বন্দ্ব দেখল।

মাদীটা অনুচ্চ গলায় গর্জন করে এগিয়ে গেল সামনে। মুখ তুলে চাইল গোস্ট। লাল টকটকে চক্ষু মেলে নিরবে তাকাল মাদীটার দিকে। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ঘাউ করে উঠল মাদী। আকারে সে ডায়ারউলফ বাচ্চার তিনগুণ। কিন্তু গোস্ট জায়গা ছাড়ল না। সে তার উপহার নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। শুধু মুখ হাঁ করে দেখিয়ে দিল তীক্ষ্ণধার দাঁতের সারি।

আড়ষ্ট হয়ে গেল মাদী, আবারও ঘেউ করল, তারপর বোধহয় ভাবল এর সঙ্গে মারামারিতে যাওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। তবে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে শেষবারের মতো ঘাউ করল। মাদীকে পাত্তা না দিয়ে নিজের খাবারে মনোযোগ দিল গোস্ট।

মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে নেকড়ে শিশুর সাদা লোমে আদর করল জন। মুখ তুলে চাইল ডায়ারউলফ, আস্তে করে হাতে একটা কামড় দিয়ে আবার মাংস খেতে লাগল।

চোদ্দ

'আমি ডায়ারউলফের বাচ্চাদের অনেক গল্প শুনেছি এটি সেগুলোর একটা নাকি?' পাশ থেকে ভেসে এল পরিচিত একটি কণ্ঠ।

জন মুখ তুলল হাসিমুখে। তার বেনজিন চাচা তার মতোই গোস্টের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন।

'জি,' বলল জন। 'ওর নাম গোস্ট।'

বেনজিন স্টার্ক কাঠের টুলে বসে পড়লেন। জনের হাত থেকে মদের কাপ নিয়ে এক চুমুক দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'সামারওয়াইন। এত মিষ্টি মদ আর হয় না। তুমি কয় কাপ মেরে দিয়েছ, জন?'

জন প্রত্যুত্তরে শুধু হাসল। কিছু বলল না।

বেন স্টার্ক হেসে উঠে বললেন, 'কতটা গিলেছ চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তবে তোমার চেয়েও কম বয়সে আমি প্রথম মদের স্বাদ নিই।' তিনি রোস্ট করা একটা পেঁয়াজ প্লেটের ঝোলে চুবিয়ে তাতে কামড় বসালেন।

ওর বেন চাচা রোগা পাতলা একজন মানুষ। তাঁর নীলচে ধূসর চোখে সবসময় চিকমিক করে হাসি। পরনে কালো পোশাক, নাইট'স ওয়াচের মানুষজন এমন ড্রেসই পরে। আজ তিনি দামী ভেলভেটের কাপড়

পরেছেন, পায়ে চামড়ার উঁচু বুট, কোমরে রূপোলি বগলসের চওড়া বেল্ট। গলায় ঝুলছে রূপোর ভারী চেইন। তিনি রোস্ট করা পেঁয়াজ চিবুতে চিবুতে সকৌতুকে তাকালেন গোস্টের দিকে। 'খুব শান্ত জানোয়ার।'

'ও অন্যদের মতো নয়,' বলল জন। 'কখনো শব্দ করে না। এজন্যই নাম দিয়েছি গোস্ট। তাছাড়া ওর গায়ের রঙ ভূতের মতোই সাদা। অন্যদের গায়ের রঙ বাদামী, ধূসর কিংবা কালো।'

'ওয়ালের ওপাশে এখনো ডায়ারউলফরা আছে। মাঝে মধ্যে ওদের সাড়াশব্দ পাই।' তিনি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জনের দিকে। 'তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাও না?'

বেশিরভাগ সময়ই খাই,' হালকা গলা জনের। 'তবে লেডি স্টার্কের ধারণা আজ রাতে রাজ পরিবারের সঙ্গে কোনো বেজন্মাকে খেতে বসালে তাতে তাঁদেরকে অসম্মান করা হবে।'

'ও আচ্ছা,' হলঘরের দূরপ্রান্তে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন জনের চাচা। 'তবে আমার ভাইকে দেখে মনে হচ্ছে না সে ভোজ খাওয়ার আনন্দে রয়েছে।'

জনেরও তা চোখে পড়েছে। একজন বেজন্মাকে অনেক কিছুই লক্ষ করতে হয়। লোকে যে সত্য গোপন করে তা তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে হয়। জনের বাবা পারিষদবর্গকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাঁর চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটে উঠেছে, লক্ষ করেছে জন। তিনি কথা বলছেন খুব কম।

তাঁর থেকে দুই আসন দূরে বসা রাজা আকণ্ঠ মদ গিলেই চলেছেন। কালো দাড়ির জঙ্গলে মুখখানা চকচক করছে। তিনি একের পর এক টোস্ট করে চলেছেন এবং প্রতিবার বেদম হাসিতে ফেটে পড়ছেন, সেই সাথে প্রতিটি খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ক্ষুধার্ত মানুষের মতো। তবে তাঁর পাশে বসা রানিকে লাগছে বরফে তৈরি ভাস্কর্যের মতো শীতল। 'রানি রেগে আছেন,' গলা নামিয়ে চাচাকে বলল জন। 'বাবা রাজাকে আজ বিকেলে পাতালঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। রানি তাঁর সঙ্গে যেতে চাননি।'

বেনজিন সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন জনের দিকে। ' তোমার চোখ কিছুই এড়ায় না, তাই না, জন? তোমার মতো একজনকে ওয়ালে পেলে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম।'

জনের বুক ফুলে গেল গর্বে। 'রব আমার চেয়ে ভালো বর্শা ছুঁড়তে পারে তবে আমি আবার ভালো তরবারি চালাতে পারি। হালেন বলে আমি নাকি প্রাসাদের অন্য সবার মতোই ঘোড়া চালাতে জানি।'

'খুব ভালো কথা।'

'আপনি যখন ওয়ালে যাবেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?' হঠাৎ বলে উঠল জন। 'আপনি বাবাকে বললে তিনি আমাকে যেতে দেবেন, আমি জানি।'

বেনজিন চাচা ওর মুখের ওপর চোখ বুলালেন।

'পোলাপানদের জন্য ওয়াল খুব শক্ত জায়গা, জন।'

'আমি এখন আর পোলাপান নেই,' আপত্তি করল জন। 'আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। আর কয়েকদিন পনেই পনেরোতে পা দেব, আমার নেম ডেতে। মাস্টার লুইন বলেন বেজন্মারা নাকি অন্যদের চেয়ে দ্রুত বড় হয়।'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকালেন বেনজিন। টেবিল থেকে জনের কাপটি তুলে নিয়ে কাছের একটি বড় জগ থেকে মদ ঢেলে লম্বা ঢোকে সবটুকু তরল গলাধকরণ করলেন।

ডোর্ন জয় করার সময় ডেরেক টারগারিয়ানের বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ,' বলল জন। ইয়ং ড্রাগনটি তার স্বপ্নের নায়ক।

'তবে সেই বিজয় এক গ্রীষ্মের বেশি টেকেনি,' বললেন ওর চাচা। ' তোমার বালক রাজা যুদ্ধে জিততে দশ হাজার লোক খুইয়েছিল, আরও পঞ্চাশ হাজার মানুষ এটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। কারও তাকে বলা উচিত ছিল যুদ্ধ কোনো খেলা নয়।' তিনি মদের কাপে আরেকটা চুমুক দিলেন। 'তাছাড়া,' মুখ মুছে নিয়ে বললেন বেন, ' ডেরেন টারগারিয়ান মাত্র আঠারো বছর বয়সে মারা যায়। নাকি তুমি ভুলে গেছ কথাটা?'

'আমি কিছুই ভুলিনি,' উত্তপ্ত গলায় বলল জন। মদ তার রক্তে যেন সাহসের বান ডেকেছে, সে শিরদাঁড়া টানটান করে বসার চেষ্টা করল যাতে তাকে লম্বা দেখায়। 'আমি নাইট'স ওয়াচে কাজ করতে চাই, চাচা।'

এ বিষয়টি নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিদ্রাহীন রাতগুলোতে অনেক ভেবেছে। ওইসময় তার ভাইয়েরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। একদিন উইন্টারফেলের উত্তরাধিকার লাভ করবে রব, ওয়ার্ডেন অব দা নর্থ হিসেবে বিরাট সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। ব্রান এবং রিকন হবে রবের ব্যানারম্যান বা পতাকাবাহী, রব নিজের নামে শাসন করবে দেশ। তার বোন আরিয়া এবং সানসা বিখ্যাত হাউস বা বংশের উত্তরাধিকারীদের বিয়ে করে দক্ষিণে নিজেদের প্রাসাদে চলে যাবে। কিন্তু জনের মতো একজন বেজন্মার অর্জনের জায়গাটা কোথায়?

'তুমি কী চাইছ তা বুঝতে পারছ না, জন। নাইট'স ওয়াচ সোর্ন ব্রাদারহুডের জায়গা। আমাদের কোনো পরিবার নেই। আমাদের কর্তব্যকে আমরা মনে করি আমাদের স্ত্রী। আমাদের উপপত্নী আমাদের সম্মান।'

'একজন বেজন্মাও সম্মান পেতে পারে,' বলল জন। 'আমি আপনাদের শপথ নিতে প্রস্তুত।'

' তোমার বয়স মাত্র চোদ্দ,' বললেন বেনজেন। 'এখনো পুরুষ হয়ে ওঠোন। কোনো নারীর সঙ্গে মেলামেশা না করা পর্যন্ত বুঝতে পারবে না কী বিসর্জন দিচ্ছ।'

'ওসব নিয়ে আমি মোটেই ভাবছি না,' রাগী গলায় বলল জন।

'ভাবতে যদি বুঝতে আমি কী বলতে চেয়েছি,' বললেন বেনজিন। 'শপথের বিনিময়ে তোমাকে কী খোয়াতে হবে জানলে এতটা মূল্য দেয়ার চিন্তাই মাথায় আনতে না, পুত্র।'

জনের ভেতরে পাকিয়ে উঠছে ক্রোধ। 'আমি আপনার পুত্র নই।'

সিধে হলেন বেনজিন। জনের কাঁধে হাত রাখলেন। তোমার মতো কয়েকজন বেজন্মার বাপ হওয়ার পরে আমার কাছে ফিরে এসো। তখন দেখব তোমার মনের ভেতরে কী অনুভূতি খেলছে।'

জন কেঁপে উঠল। 'আমি কখনো কোনো বেজন্মার বাপ হবো না। কক্ষনো না।' যেন বিষোদগারণ হলো ওর মুখ থেকে।

ও লক্ষ করল হঠাৎ নিরব হয়ে গেছে টেবিলের লোকগুলো। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জনের চোখে জমতে শুরু করেছে কান্না। জোর করে শরীরটাকে টেনে তুলল ও।

'আমি গেলাম,' বলে ঝড়ের গতিতে টেবিল ছাড়ল জন যাতে ওরা দেখতে না পায় কাঁদছে সে। বুঝতে পারছে অনেকটা গিলে ফেলেছে মদ। হাঁটার সময় টলল পা, মদ পরিবেশনকারী একটি মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে মশলাদার মদের একটা সোরাহি ফেলে দিল। মদের পাত্রটি মেঝেতে পড়ে ভেঙে ছত্রখান হলো। সবাই বিস্ফোরিত হল অট্টহাসিতে।

জন টের পাচ্ছে উত্তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। কেউ ওকে খাড়া করে ধরে রাখতে সাহায্য করতে এসেছিল। ঝাঁকি মেরে তার হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটল জন। জল ভরা চোখ আধা অন্ধ, দরজার দিকে এগোল ও। গোস্ট ওকে অনুসরণ করল।

পনেরো

উঠোনটি খালি এবং নির্জন। প্রাসাদের ভেতরের দিকে দেয়ালের ব্যাটলমেন্টে প্রহরারত একজন সান্ত্রী, শীত ঠেকাতে পরনের আলখেল্লা শক্ত করে জড়ানো গায়ে। একা একা পায়চারি করে পাহারা দিচ্ছে সে নিতান্তই বিরস বদনে। ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই অন্ধকার প্রাসাদে।

জনের পেছনের খোলা জানালা দিয়ে গান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। গান বাজনা শোনার বিন্দুমাত্র খায়েশ নেই. ওর। জামার আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছে নিল জন, কান্না এসেছে বলে নিজের ওপরেই রাগ লাগছে। ঘুরল ও । চলে যাবে।

' খোকা,' একটি কণ্ঠ ডাকল ওকে। ঘুরে দাঁড়াল জন।

গ্রেট হল-এর দরজার ওপরে পাথুরে তাকে গারগয়েলের মতো লাগছে দেখতে। বসে আছে টিরিয়ন ল্যানিস্টার। জনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল বামন। 'ওটা জন্তু নাকি নেকড়ে?'

' ডায়ারউলফ,' জবাব দিল জন। 'ওর নাম গোস্ট।' হতাশা বিস্মৃত হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছোটখাট মানুষটার দিকে। 'আপনি ওখানে কী করছেন? ভোজসভায় যান নি?'

' ওখানে বড্ড গরম আর চেঁচামেচি। তাছাড়া আমি অনেক বেশি মদ খেয়ে ফেলেছি,' বামন বলল ওকে। 'ভাইয়ের সামনে বমি করে ফেলাটা যে শোভনীয় হবে না সে শিক্ষা আমার আছে। তোমার নেকড়েটাকে একটু ভাল করে দেখতে পারি?'

জন প্রথমে ইতস্তত করল, তারপর ধীরগতিতে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'আপনি কি নিচে নামতে পারবেন নাকি মই নিয়ে আসব?'

'আরে মইটই লাগবে না,' বলল ছোট মানুষটা। সে তাক থেকে লাফ মারল। আঁতকে উঠল জন। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখল টিরিয়ন ল্যানিস্টার শূন্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটা বলে পরিণত করেছে, প্রথমে তার হাত হালকাভাবে স্পর্শ করল জমিন, তারপর ডিগবাজি খেয়ে খাড়া হলো।

ভয় পেয়ে পিছু হঠল গোস্ট।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে উঠল বামন। তোমার নেকড়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'ও ভয় পায়নি,' বলল জন। হাঁটু গেড়ে বসে ডাকল ও। ' গোস্ট, এদিকে আয়। আয়।'

নেকড়ের বাচ্চা এগিয়ে এসে নাক ঘষল জনের মুখে তবে সতর্ক একটা চোখ থাকল টিরিয়ন ল্যানিস্টারের ওপর। বামন হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শের চেষ্টা করলে সে পিছিয়ে গিয়ে নিরবে দাঁত খিঁচাল।

'বসো, গোস্ট।' হুকুম দিল জন। 'হ্যাঁ, চুপচাপ বসে থাকো।' বামনের দিকে তাকাল ও। 'এখন আপনি ওকে ছুঁতে পারেন। আমি না বলা পর্যন্ত এক চুলও নড়বে না। আমি ওকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

'আচ্ছা!' বলল ল্যানিস্টার। সে গোস্টের বরফ সাদা দুই কানের মাঝের লোমে হাত বুলিয়ে দিল। 'চমৎকার নেকড়ে।'

'আমি এখানে না থাকলে ও আপনাকে আজ দু'টুকরো করে ফেলত,' বলল জন। কথাটি সত্য নয়, তবে হতেও পারত।

সেক্ষেত্রে তোমার কাছাকাছি থাকাই দরকার,' বলল বামন। প্রকাণ্ড মাথাটা কাত করে ড্যাবডেবে চোখে তাকাল জনের দিকে। 'আমি টিরিয়ন ল্যানিস্টার।'

'জানি আমি,' বলল জন। সিধে হলো। সে বামনের চেয়ে অনেক লম্বা।

'তুমি নেড স্টার্কের বেজন্মা, তাই না?'

শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল জনের দেহে। ঠোঁটে ঠোঁট শক্তভাবে চেপে বসল তবে বলল না কিছুই।

'তুমি কি আমার কথায় কষ্ট পেলে?' বলল ল্যানিস্টার। 'দুঃখিত, বামনরা আসলে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। তাদের মাথায় যা আসে তাই বলে ফেলে।'

'লর্ড এডার্ড স্টার্ক আমার বাবা,' আড়ষ্ট গলায় বলল জন।

ল্যানিস্টার ওর মুখে নজর বুলাল। 'হুম,' বলল সে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তোমার ভাইদের চেয়ে তোমার চেহারায় উত্তরের ছাপ বেশি।'

'সৎভাই,' শুধরে দিল জন।

' তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই, বেজন্মা,' বলল ল্যানিস্টার। 'তুমি কী তা কখনো ভুলে যেয়ো না, পৃথিবী তোমাকে তা ভুলতে দেবে না। এটাকে তোমার শক্তিতে পরিণত করো। তাহলে এটা আর কখনো তোমার দুর্বলতা হতে পারবে না। এটাকে বর্মে পরিণত করো, তোমাকে এটা কখনো আঘাত করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে না কেউ।'

এ মুহূর্তে কারও উপদেশ বা পরামর্শ শোনার মুডে নেই জন।

' বেজন্মা হওয়ার ব্যাপারে আপনি কী জানেন?'

'সকল বামনই তাদের বাবাদের চোখে বেজন্মা।'

'আপনি আপনার মায়ের প্রকৃত সন্তান।'

'তাই কি?' ব্যঙ্গ বামনের কণ্ঠে। 'তাহলে আমার লর্ড পিতাকে কথাটা বলো গিয়ে। আমার মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়।'

'কিন্তু আমি তো জানিই না আমার মা কে ছিল।'

'নিশ্চয় কোনো না কোনো নারী তাতে সন্দেহ নেই।' হাসল বামন। 'একটা কথা স্মরণে রেখো খোকা সকল বামন হয়তো বেজন্মা হতে পারে তবে সকল বেজন্মার বামন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।' এ কথা বলে সে ঘুরে দাঁড়াল। শিস দিতে দিতে চলল ভোজকক্ষের দিকে।

যখন দরজা খুলল, ভেতরের আলো তার গায়ে পড়ে উঠোনে তার ছায়াটিকে পরিস্কার এবং লম্বাভাবে ফুটিয়ে তুলল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো একজন রাজার মতোই ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিরিয়ন ল্যানিস্টার।



ক্যাটলিন

ষোলো

উইন্টারফেলের গ্রেট কীপের সবগুলো কামরার মধ্যে ক্যাটলিনের কক্ষটি উষ্ণতম। এ ঘরে তাঁকে খুব কমই আগুন জ্বালাতে হয়। প্রাসাদটি গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণের ওপর, টগবগ করে ফোটা পানি এর দেয়াল এবং কক্ষগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যায় মানুষের শরীরে শিরা উপশিরায় প্রবাহমান রক্তের মতো।

গরম পানি পাথরের হলঘরগুলোর শীতল ভাবটা তাড়িয়ে দিয়ে কাচের বাগানগুলোকে আর্দ্রতায় ভরিয়ে তোলে। ফলে মাটি বরফে জমাট বাঁধার আশংকা নেই। প্রাঙ্গণের ডজনখানেক খোলা পুকুর থেকে দিনরাত নির্গত হচ্ছে বাষ্প। গ্রীষ্মের দৃশ্য এটি। তবে শীতকালে এর চেহারা বদলে যায় আমূল।

ক্যাটলিনের বাথটাবের পানি সবসময় থাকে ধোঁয়া ওঠা গরম। দেয়ালে হাত দিলে আঙুল যেন ছ্যাঁকা খায়। এ উষ্ণতা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় রিভাররানের দিনগুলোর কথা, সূর্যের নিচে লাইসা আর এডমুরকে নিয়ে

আনন্দ করার মুহূর্তগুলো। তবে নেড এ উত্তাপে কদাপি অভ্যস্ত নন। স্টার্কদের শরীর ঠাণ্ডা দিয়ে তৈরি, তিনি বলে ক্যাটলিনকে। শুনে ক্যাটলিন হাসেন। বলেন সেক্ষেত্রে নেড ভুল জায়গায় প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন।

ক্যাটলিনের সঙ্গে রতিক্রিয়া শেষে নেড গড়ান দিয়ে তাঁর বিছানা থেকে নেমে পড়লেন যে কাজটি তিনি আগেও সহস্রবার করেছেন। রুম পার হয়ে গেলেন জানালার ধারে, ভারী পর্দা টেনে দিয়ে ধাক্কা মেরে এক এক করে খুললেন উঁচু এবং সরু জানালাগুলো। ঘরে রাতের বাতাসের প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিলেন।

অন্ধকারে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছেন নেড। তাঁর চারপাশে পাক খেল বাতাস। ক্যাটলিন পশমের কম্বল টেনে নিলেন চিবুকে, লক্ষ করছেন স্বামীকে। পনের বছর আগে রিভাররানের সেপ্টে বসে যে তরুণকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, সেই মানুষটিকে এখন অনেক বেশি ক্ষুদ্রকায় আর ভঙ্গুর লাগছে।

নেডের প্রেমের দুরন্তপনায় ক্যাটলিনের কুঁচকির কাছটা ব্যথা করছে। তবে এ সুখের যন্ত্রণা। নেডের বীজ শরীরের ভেতরে টের পাচ্ছেন তিনি। প্রার্থনা করলেন বীজ যেন দ্রুত অংকুরিত হয়। রিকনের জন্মের পরে তিন বছর গেল। ক্যাটলিন এমন কিছু বুড়িয়ে যাননি। স্বামীকে আরেকটি সন্তান উপহার দিতেই পারেন।

'আমি ওঁকে না বলে দেব,' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন নেড। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে, গলার স্বর মোটা শোনাল। তাতে অনিশ্চয়তা।

বিছানায় উঠে বসলেন ক্যাটলিন। 'তা তুমি পারবে না। তোমার উচিতও হবে না।'

'আমার কাজ এখানে– উত্তরে। রবার্টের হ্যান্ড হওয়ার কোনো খায়েশ আমার নেই।'

'তিনি বললেও তা শুনবেন না বা বুঝবেন না। তিনি এখন রাজা আর রাজারা অন্যদের মতো নয়। তুমি যদি তাঁকে প্রত্যাখান কর, তাঁর মনে প্রশ্ন জাগবে, আজ হোক বা কাল হোক তিনি সন্দেহ করতে শুরু করবেন তুমি ওনার বিরুদ্ধাচরণ করছ। তুমি আমাদেরকে কী বিপদের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছ বুঝতে পারছ না?'

মাথা নাড়লেন নেড, স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। 'রবার্ট কোনদিন আমার বা আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি করবে না। আমাদের সম্পর্ক ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। সে আমাকে ভালবাসে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলে সে রেগে যাবে, তর্জন গর্জন করবে, গালিগালাজ দেবে কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই আবার এ ব্যাপারটা নিয়ে হাসিতামাশা করবে। আমি এই মানুষটাকে চিনি।'

'তুমি মানুষটাকে চিনতে,' বললেন ক্যাটলিন। 'কিন্তু রাজা তোমার কাছে অচেনা একজন। রাজাদের কাছে তাদের আত্মঅহংকারটাই মুখ্য, মাই লর্ড। রবার্ট এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তোমাকে এ সম্মান দিতে। তুমি তা তাঁর মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দিতে পার না।'

'সম্মান?' তিক্ত হাসলেন নেড।

'তাঁর চোখে, হ্যাঁ,' বললেন ক্যাটলিন।

'আর তোমার চোখে?'

'এবং আমার চোখেও,' রাগত গলায় বললেন ক্যাটলিন, তাঁর স্বামী কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? 'তিনি তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে চান, এটাকে তুমি কী বলবে? সানসা একদিন রানি হবে। তার ছেলেরা ওয়াল থেকে ডোর্নের পর্বতমালা পর্যন্ত শাসন করবে। এতে দোষটা কী?'

'হা ঈশ্বর, ক্যাটলিন, সানসার বয়স মাত্র এগারো,' বললেন নেড। 'আর জফ্রি... জফ্রি হলো..'

নেডের অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করলেন ক্যাটলিন, '...যুবরাজ এবং আয়রন থ্রোনের উত্তরাধিকার। তোমার ভাই ব্রানডনের সঙ্গে আমার বাবা যখন বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো।'

নেডের মুখটা একটু বেঁকে গেল। 'ব্রানডন? হুঁ। ব্রানডন জানত কী করা উচিত। সবসময়ই সেভাবে কাজ করত। তার জন্মই হয়েছিল কিংস হ্যান্ড এবং রানিদের পিতা হওয়ার জন্য। আমি কখনো চাই নি পেয়ালাটি আমার দিকে ঠেলে দেয়া হোক।'

'হয়তো চাওনি,' বললেন ক্যাটলিন, 'কিন্তু ব্রানডন মারা গেছে। আর পেয়ালাটি এখন তোমার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তোমাকে এখন এ থেকে পান করতেই হবে। সে তুমি পছন্দ কর বা না-ই করো।'

নেড ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে থাকলেন অন্ধকারের দিকে। দেখছেন আকাশের চাঁদ-তারা এবং সম্ভবত দেয়ালের ওপরে সান্ত্রীদেরকে।

নেডের মনোবেদনা উপলব্ধি করে একটু নরম হলেন ক্যাটলিন। ব্রানডনের বদলে এডার্ড স্টার্ক তাঁকে বিয়ে করেছেন প্রথা অনুযায়ী, তবে মৃত ভাইয়ের ছায়া এখনো তাদের মধ্যে পড়ে আছে। এবং আরেকটি মহিলার ছায়াও নেডের ওপর ছায়া ফেলছে যার নাম তিনি কখনো মুখে নেবেন না, সেই মহিলা যে তার বেজন্মা পুত্রের জন্মদাত্রী।

তিনি স্বামীর কাছে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিত এবং সজোর কে যেন টোকা দিল দরজায়। ভুরু কুঁচকে গেল নেডের। ঘুরলেন তিনি। ' কে?'

দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো ডেসমন্ডের কণ্ঠস্বর। 'মাই লর্ড, মাস্টার লুইন এসেছেন। বলছেন খুব জরুরি দরকার।'

'তুমি তাকে বলোনি যে আমি কাউকে বিরক্ত করতে মানা করেছি?'

'বলেছি, মাই লর্ড। কিন্তু তবু তিনি দেখা করতে চাইছেন।'

' বেশ। তাহলে ওকে আসতে বলো।'

নেড ওয়াড্রোব খুলে গায়ে একটি ভারী রোব জড়ালেন। ক্যাটলিনের হঠাৎ খুব শীত লাগল। তিনি থুতনি পর্যন্ত টেনে নিলেন লম্বল। 'জানালাটা বন্ধ করে দাও। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।'

প্রত্যুত্তরে নেড শুধু অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালেন। ঘরে ঢুকলেন মাস্টার লুইন।

মাস্টার লুইন ছোটখাট একজন ধূসর মানব। তাঁর চোখ ধূসর এবং চঞ্চল। এ চোখ অনেক কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর মাথার চুলও ধূসর। গায়ের রোবটি ধূসর উলে তৈরি। ঢিলে গাউনের হাতার ভেতরের দিকে অনেকগুলো পকেট। এসব পকেটে নানান জিনিস লুকিয়ে রাখেন লুইন বই, বার্তা, অদ্ভুত আর্টিফ্যাক্ট, শিশুদের জন্য খেলনা। যার জামার আস্তিনের মধ্যে এত কিছু জিনিস লুকানো, এসবের ভারে মানুষটা আদৌ হাত তুলতে বা উঁচু করতে পারেন কিনা ভেবে বিস্মিত হন ক্যাটলিন।

পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মাস্টার লুইন। তারপর বললেন, 'মাই লর্ড, আপনাদের বিশ্রামের সময় আসবার জন্য মার্জনা করবেন। আমার কাছে একটি বার্তা এসেছে।'

বিরক্ত দেখাল নেডকে। 'বার্তা এসেছে? কে পাঠাল? কোনো অশ্বারোহী দিয়ে গেছে? আমাকে বলেনি তো কেউ!'

কোনো অশ্বারোহী আসেনি, মাই লর্ড। কাঠের একটি বাক্সে আমার মানমন্দিরের টেবিলে কেউ এটা রেখে গেছে। আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম। আমার ভৃত্যরা কাউকে দেখতেও পায়নি। তবে রাজার তরফের কেউ এটা নিশ্চয় দিয়ে গেছে। দক্ষিণ থেকে আর কোনো দর্শনার্থী তো আসেনি।'

'কাঠের বাক্স?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাটলিন।

' ভেতরে মানমন্দিরের জন্য অপূর্ব সুন্দর আতস কাচ। দেখে মনে হয় মির থেকে আসা জিনিস। মিরের কাচ নির্মাতাদের সমতুল্য তো কেউ নেই।'

কপালে ভাঁজ পড়ল নেডের। ক্যাটলিন জানেন এসব এলেবেলে বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় তাঁর স্বামীর নেই। 'আতস কাচ।' বললেন নেড। ' তো এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আমারও একই কথা।' বললেন মাস্টার লুইন। 'মনে হয় এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার রয়েছে।'

ভারী পশমী কম্বল গায়ে থাকা সত্ত্বেও কেঁপে উঠলেন ক্যাটলিন। 'আতস কাচ দিয়ে তো আমরা দেখি। কিন্তু ওরা আমাদেরকে কাচ দিয়ে আরও পরিস্কারভাবে কী দেখার ইঙ্গিত করছে?'

'এ প্রশ্নটি আমি নিজেকে করেছি,' আস্তিনের পকেট থেকে গোল করে গোটানো এক টুকরো কাগজ বের করলেন মাস্টার লুইন।

'বাক্স খুলে আতস কাচের সঙ্গে এই কাগজটি আমি পেয়ে যাই। বাক্সের নিচে ফাঁপা একটি গর্তের মধ্যে লুকানো ছিল বার্তাটি। তবে এটি আমার জন্য নয়।'

হাত বাড়ালেন নেড। 'তাহলে আমাকে দাও। দেখি।'

লুইন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ড। এ বার্তা আপনার জন্যও লেখা হয়নি। এটি শুধু লেডি ক্যাটলিনকে উদ্দেশ্য করে

...া হয়েছে। তাও তাঁকে একাকী পড়তে বলা হয়েছে। আমি কি বার্তাটি ...তে পারি?'

ক্যাটলিন প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা ঝাঁকালেন, কথা বলতে যেন সাহস ...লেন না। মাস্টার কাগজখানা বিছানার পাশের টেবিলের ওপর রেখে ...লেন। নীল মোম দিয়ে সিলগালা করা। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে চলে ...লেন লুইন।

'তুমি থাকো,' হুকুম করলেন নেড। তাঁর গলার স্বর থমথমে। ...কালেন ক্যাটলিনের দিকে। 'কী হয়েছে, মাই লেডি? তুমি কাঁপছ?'

'আমার ভয় লাগছে,' স্বীকার করলেন ক্যাটলিন। কম্পিত হাতে গোল করে গোটানো কাগজের টুকরোটি তুলে নিলেন। গা থেকে কম্বল খসে গিয়ে প্রকাশ করে দিল তাঁর নগ্নতা। তবে সেদিকে খেয়াল নেই ক্যাটলিনের। তিনি তাকিয়ে আছেন কাগজের গায়ে নীল মোমের সিলগালার দিকে। হাউস আরিনের চাঁদ ও বাজপাখির ছাপ মারা ওতে। 'লাইসার চিঠি,' স্বামীর দিকে তাকালেন ক্যাটলিন। 'মনে হয় না কোনো সুখবর আছে। মন আমার কুডাক ডাকছে, নেড। বোধকরি কোনো দুসংবাদ।'

নেডের কপালের ভাঁজ আরও প্রকট হলো। আঁধার ঘনাল মুখে। 'খোলো।'

সতেরো

ক্যাটলিন ভেঙে ফেললেন সিলগালা।

শব্দগুলোর ওপর নড়তে লাগল তাঁর চোখ। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর একটি কথা মনে পড়ে গেল। 'লাইসা কোনো ঝুঁকি নেয়নি। ছেলেবেলায় আমরা দুজনে একটি গোপন ভাষায় কথা চালাচালি করতাম। ও সেই ভাষায় বার্তা লিখেছে।'

'পড়তে পারবে?'

'পারব।'

' বেশ তাহলে বলো কী লিখেছে তোমার বোন,' বললেন নেড।

'আমি বরং যাই,' বললেন মাস্টার লুইন।

'না,' বললেন ক্যাটলিন। 'আপনি থাকুন। আপনার পরামর্শের দরকার হবে আমাদের।' তিনি কম্বল ফেলে দিয়ে নেমে পড়লেন বিছানা থেকে। কবরের মতো ঠাণ্ডা রাতের বাতাস কামড় বসাল ক্যাটলিনের উন্মুক্ত দেহে।

মাস্টার লুইন মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। নেড তাঁর স্ত্রীর এহেন কাণ্ডে চমকে গেছেন। 'করছ কী তুমি?'

'আগুন জ্বালছি,' বললেন ক্যাটলিন। একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে নিভন্ত চুলার সামনে ঝুঁকে বসলেন।

'মাস্টার লুইন–' বললেন নেড।

'মাস্টার লুইন আমার সমস্ত সন্তানের প্রসব করিয়েছেন,' বললেন ক্যাটলিন, 'এখন তাঁর সামনে ভুয়া শালীনতা দেখানোর সময় নেই।' তিনি আগুন জ্বালাবার কাঠের মধ্যে চিঠিটি ঢুকিয়ে দিয়ে তার ওপর কিছু ভারী লাকড়ি চাপালেন।

নেড তাঁর কাছে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে দাঁড়া করালেন। ক্যাটলিনের মুখ থেকে তাঁর মুখ কয়েক ইঞ্চি দূরে। 'মাই লেডি, বলো আমাকে! ওই বার্তায় কী ছিল?'

স্বামীর দৃঢ় বন্ধনে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ক্যাটলিন। 'একটি সতর্কবার্তা,' মৃদু গলায় বললেন তিনি।

স্ত্রীর মুখে কিছু খুঁজলেন নেড। 'বলে যাও।'

'লাইসা বলছে জন আরিনকে হত্যা করা হয়েছে।'

ক্যাটলিনের বাহুতে নেডের নখ বসে গেল। ' কে হত্যা করেছে?'

'ল্যানিস্টাররা,' জবাব দিলেন ক্যাটলিন। 'রানি।'

ক্যাটলিনের হাত ছেড়ে দিলেন নেড। ক্যাটলিনের ফর্সা বাহুতে লাল দাগ পড়ে গেছে। 'ঈশ্বর,' ফিসফিস করলেন নেড। কর্কশ শোনাল গলার স্বর। ' শোকে তোমার বোনের মাথা গেছে নষ্ট হয়ে। কী বকছে নিজেই জানে না।'

'ও জানে,' বললেন ক্যাটলিন। 'লাইসা আবেগপ্রবণ মানছি তবে এ বার্তাটি ও লিখেছে সুকৌশলে, ভেবেচিন্তে। ও জানত ভুল হাতে চিঠিখানা পড়লে ওর মৃত্যু সুনিশ্চিত। দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে আমার বোন এবং শুধু সন্দেহের বশে এ চিঠি লেখা হয়নি।' স্বামীর দিকে তাকালেন ক্যাটলিন। 'এখন আর আমাদের কোনো উপায় রইল না। তোমাকে রবার্টের হ্যান্ডের দায়িত্ব নিতেই হবে। তোমাকে অবশ্যই দক্ষিণে গিয়ে প্রকৃত সত্য জানতে হবে।'

কিন্তু স্ত্রীর কথায় চিড়ে ভিজল না। নেড বললেন, 'প্রকৃত সত্য বলতে আমি যা বুঝি তা রয়েছে এখানেই। দক্ষিণে রয়েছে কতগুলো সাপ এবং আমি ওদেরকে এড়িয়ে চলতে চাই।'

এতক্ষণে আবার কথা বললেন মাস্টার লুইন। 'হ্যান্ড অব দা কিং-এর অপার ক্ষমতা, মাই লর্ড। এ ক্ষমতা দিয়ে লর্ড আরিনের মৃত্যুর আসল সত্য জানা যাবে, তাঁর হত্যাকারীদেরকে রাজার বিচারের আওতায় আনা

সম্ভব হবে। যদি ওই কথাটিই সত্য হয় তাহলে এ ক্ষমতা দিয়ে লেডি আরিন এবং তাঁর পুত্রকে রক্ষা করতে পারবেন।'

অসহায়ভাবে শয়নকক্ষে চোখ বুলালেন নেড। স্বামীর জন্য খুব মায়া হলো ক্যাটলিনের। তবে তিনি জানেন স্বামীকে। এ মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে সহানুভূতিসূচক কোনো কথা বলতে পারবেন না। সন্তানদের স্বার্থে আগে বিজয় অর্জন প্রয়োজন। 'তুমিই তো বল যে রবার্টকে তুমি ভাইয়ের মতো ভালবাস। তুমি কি চাইবে তোমার ভাইকে ল্যানিস্টাররা ঘিরে থাকুক?'

'আদার্সরা তোমাদের দুজনকেই হত্যা করবে,' অন্ধকার মুখে বিড়বিড় করলেন নেড। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালেন জানালার দিকে। ক্যাটলিন কিংবা মাস্টার কেউই কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁরা চুপচাপ অপেক্ষা করছেন।

ওদিকে এডার্ড স্টার্ক নিরবে বিদায় জানালেন তাঁর প্রিয় ভিটেকে। অবশেষে যখন জানালার পাশ থেকে ফিরলেন, তাঁর কণ্ঠ শোনাল অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিষণ্ন, চোখের কোণে টলমল অশ্রুবিন্দু। 'আমার বাবা একবার দক্ষিণে গিয়েছিলেন এক রাজার আদেশে। তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি।'

'এখন সময়টা আলাদা,' বললেন মাস্টার লুইন। 'রাজা আলাদা।'

'হুঁ,' ম্রিয়মাণ গলায় বললেন নেড। চুল্লির ধারে একটি চেয়ারে বসলেন। 'ক্যাটলিন, তুমি এখানে, উইন্টারফেলে থাকবে।'

তাঁর কথাগুলো যেন তীব্র শীতল হাওয়ার ঝাপটা দিল ক্যাটলিনের হৃদপিণ্ডে। 'না।' বললেন তিনি। অকস্মাৎ ভয় লাগছে তাঁর। এটি কি তাঁর শাস্তি? তিনি কি আর স্বামীর মুখখানা দেখতে পাবেন না বা তাঁর বাহুডোরে বাঁধা পড়বেন না?

'হ্যাঁ,' নেডের গলা শুনে বোঝা গেল এ নিয়ে আর তর্ক করা চলবে না। 'আমার অবর্তমানে উত্তরের শাসনকাজ তুমি পরিচালনা করবে। উইন্টারফেলে একজন স্টার্ককে থাকতেই হবে। রবের বয়স চোদ্দ। শিগগির ও পুরুষ হয়ে উঠবে। কীভাবে রাজ্য শাসন করতে হয় তা ওকে শিখতে হবে। আর এখানে আমি ওর জন্য থাকতে পারছি না। তোমার কাউন্সিলে ওর জন্য জায়গা করে দেবে। যখন সময় আসবে তখন যেন সে প্রস্তুত থাকে।'

' দেবতাদের ইচ্ছায় যেন আপনার ফিরতে খুব বেশি দেরি না হয়,' বিড়বিড় করলেন মাস্টার লুইন।

'মাস্টার লুইন আমি আপনাকে আমার নিজের রক্তের মতো বিশ্বাস করি। ছোট বড় সব বিষয়ে আপনি আমার স্ত্রীকে পরামর্শ দেবেন। আমার সন্তানের যা যা শেখা দরকার সব শেখাবেন। শীত আসছে।'

মাস্টার লুইন গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর নেমে এলো নিরবতা। ক্যাটলিন বুকে সাহস বেঁধে সেই প্রশ্নটি করলেন যার জবাব শুনতে তিনি ভয় পাচ্ছেন। 'আর বাকি ছেলেমেয়েরা?'

নেড রানিকে আলিঙ্গনে বাঁধলেন। তাঁর মুখখানা বন্দি করলেন দুই হাতের চেটোতে।

'রিকন একেবারেই বাচ্চা,' নরম গলায় বললেন তিনি। ' তোমার আর রবের সঙ্গে ও এখানে থাকুক। আমি বাকিদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'আমি তা সইতে পারব না,' কেঁপে উঠলেন ক্যাটলিন।

'সইতে হবে,' বললেন নেড। 'সানসার সঙ্গে জফ্রির বিয়ে হচ্ছে, বিষয়টি এখন পরিস্কার। আমাদের আনুগত্য নিয়ে ওদের মনে যেন কোনো সংশয় না জাগে। আর কয়েক বছরের মধ্যে আরিয়াও বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠবে।'

সানসা দক্ষিণে গেলে ঝলমলে হয়ে উঠবে, ভাবছেন ক্যাটলিন। তবে আরিয়া যেরকম চঞ্চল, ওকে নারী হিসেবে গড়ে পিঠে তুলতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই মেয়েকে তাঁর ত্যাগ করতেই হচ্ছে। তবে ব্রানকে ছাড়া তিনি থাকতে পারবেন না। কক্ষনো না।

'তা বটে,' সায় দিলেন ক্যাটলিন। 'তবে নেড, দয়া করে ব্রানকে নিয়ে যেয়ো না। ওকে উইন্টারফেলে থাকতে দাও। ওর বয়স মাত্র সাত।'

'আমার বাবা আমার আট বছর বয়সে আমাকে ইরিতে দত্তক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন,' বললেন নেড। 'স্যর রডরিক আমাকে বলল রব এবং প্রিন্স জফ্রির মধ্যে নাকি সদ্ভাব নেই। এটা ভালো কথা নয়। ব্রান এ দূরত্ব ঘোচাতে পারবে। ও ভারী মিষ্টি, হাসিখুশি, সবাই ওকে ভালবাসে। ওকে কিশোর রাজকুমারদের সঙ্গে বড় হতে দাও, রবার্টের সঙ্গে আমার যেরকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সেভাবে ওকেও ওদের বন্ধু হয়ে উঠতে দাও। আমাদের হাউসের জন্য সেটি বরং ভালোই হবে।'

নেড ঠিক কথাই বলছেন, জানেন ক্যাটলিন। কিন্তু তাহলে তো ওদের চারজনকেই তাঁর হারাতে হবে : নেড, দুটি কন্যা এবং তাঁর অতি প্রিয় মিষ্টি ব্রান। শুধু রব আর ছোট্ট রিকন থাকবে তাঁর সঙ্গে। ইতিমধ্যে একাকী লাগতে শুরু করেছে তাঁর। উইন্টারফেল এত বিশাল একটা জায়গা। 'তাহলে ওকে প্রাচীর থেকে দূরে রাখবে,' সাহস করে কথাটা বলেই ফেললেন ক্যাটলিন। 'জানোই তো দেয়াল বাইতে কী পছন্দ করে ব্রান।'

স্ত্রীর অশ্রু গাল বেয়ে ঝরে পড়তে দিলেন না নেড, ছোট্ট চুম্বনে তা ধারণ করলেন ওষ্ঠে। 'ধন্যবাদ, মাই লেডি,' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি। 'আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'জন স্নো'র কী হবে, মাই লর্ড?' জানতে চাইলেন মাস্টার লুইন।

নামটির উচ্চারণে নেডের বাহুলগ্ন ক্যাটলিনের শরীর শক্ত হয়ে গেল। টের পেলেন তাঁর স্ত্রীর ক্রোধ। ক্যাটলিনকে তিনি আলিঙ্গনমুক্ত করলেন।

বহু পুরুষই লাওয়ারিশ সন্তানের জন্ম দেয়। ক্যাটলিন জানেন একথা। বিয়ের প্রথম বছরে তিনি যখন শোনেন নেড এক যুদ্ধে গিয়ে কোনো এক মেয়েকে গর্ভবতী করেছেন, এ তথ্য তাঁকে বিস্মিত করেনি। নারীসঙ্গ পুরুষের দরকার, শত হলেও তারা বছরের পর বছর স্ত্রীদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।

নেড সেবার দক্ষিণে যুদ্ধ করতে যান। ক্যাটলিন ছিলেন রিভাররানে তাঁর বাবার প্রাসাদে। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল প্রথম সন্তান রব। শিশু রব তখন মায়ের বুকের দুধ পান করে। ক্যাটলিন তাঁর স্বামীকে কখনো খুব ভাল করে চিনে বা বুঝে উঠতে পারেননি। নেড তখন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। লড়াইয়ের ফাঁকে যে অল্প কদিন স্বামীর দেখা মিলত সেটুকুই ছিল ক্যাটলিনের সান্ত্বনা।

তবে নেড সন্তানদের দায়িত্ব পালনে কখনো অবহেলা করেননি। স্টার্করা অন্যদের মতো নয়। তিনি তাঁর লাওয়ারিশ পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তাকে সবার সামনে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। যুদ্ধ শেষ হলে ক্যাটলিন যখন উইন্টারফেলে প্রত্যাবর্তন করেন ততদিনে জন এবং তার দাইমা বাড়িতে পাকাপাকি আসন গেড়ে বসেছে।

এ ব্যাপারটি ক্যাটলিনকে আহত করে। নেড তাঁর বেজন্মা পুত্রের মা সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি তবে প্রাসাদে কোনো কিছু গোপন থাকে না। ক্যাটলিন তাঁর পরিচারিকাদের এ বিষয়টি নিয়ে কানাকানি করতে শুনেছেন। তারা আবার ঘটনা শুনেছে নেডের সৈন্যদের কাছ থেকে। তারা স্যর আর্থার ডেনের কথা ফিসফিস করে বলত।

স্যর আর্থার ডেনকে বলা হতো সোর্ড অব দা মর্নিং বা ভোরের তরবারি, সেভেন কিংডমসের এরিসের কিংস গার্ডের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নাইট। একে মুখোমুখি লড়াইতে বধ করেন তরুণ নেড। এরপরে স্যর আর্থারের তরবারিটি তাঁর সুন্দরী তরুণী বোনকে ফিরিয়ে দিতে যান নেড।

সামার সী'র উপকূলে, স্টারফল প্রাসাদে নেডের জন্য অপেক্ষা করছিলেন অপরূপা লেডি আশারা ডেন। যিনি ছিলেন বেশ লম্বা, ফর্সা, এবং যাঁর বেগুনি চোখে চিকচিক করত কামনা।

প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে এক পক্ষকাল ধরে বুকের মধ্যে সাহস জোগাতে হয়েছে ক্যাটলিনকে। তারপর এক রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি তাঁর স্বামীর কাছে জানতে চান লোকমুখে যা শুনছেন তা আসলে কতটা সত্যি।

এত বছরের সংসার জীবনে শুধু ওইদিনই স্বামীকে দারুণ ভয় পেয়েছিলেন ক্যাটলিন।

'আমার কাছে কক্ষনো জন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে না,' বরফ শীতল গলায় বলেছিলেন নেড। 'ও আমার রক্ত, শুধু এটুকু জানলেই তোমার চলবে। এখন বলো তোমাকে এসব কথা কে বলেছে।'

স্বামীর আদেশ মান্য করা ছাড়া উপায় ছিল না ক্যাটলিনের। তিনি বলে দেন কার কাছ থেকে এসব গুঞ্জন শুনেছেন। তারপর থেকে এ নিয়ে কানাকানি, ফিসফাস সব বন্ধ হয়ে যায় এবং উইন্টারফেলে আর কোনদিন আশারা ডেনের নামটি উচ্চারিত হয়নি।

জনের মা যে-ই হোক না কেন, নেড তাঁকে দারুণ ভালবাসতেন। ক্যাটলিন জনকে প্রাসাদ থেকে বের করে দেয়ার জন্য স্বামীকে বললেও তিনি তা শুনবেন না, এ কথা খুব ভালই জানেন তিনি। এ কারণে জনকে তিনি কখনো ক্ষমা করতে পারবেন না।

স্বামীকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন কিন্তু জনের জন্য তাঁর হৃদয়ে কোনো স্নেহ বা ভালোবাসা নেই। নেডের ডজনখানেক লাওয়ারিশ

সন্তান থাকলেও তাঁর কিছু এসে যেত না যদি তারা তাঁর চোখের আড়ালে থাকত। কিন্তু জন সবসময় থাকছে তাঁর চোখের সামনে এবং যত বড় হচ্ছে ততই নেডের আদল বসে যাচ্ছে তার চেহারায়। অথচ ক্যাটলিনের নিজ সন্তানদের কারোরই তাঁর স্বামীর চেহারার সঙ্গে এত মিল নেই। এ কারণে তিনি জনকে আরও বেশি সহ্য করতে পারেন না। 'জনকে সঙ্গে নিয়ে যাও,' বললেন তিনি।

'ও আর রব তো খুব বন্ধু,' বললেন নেড। 'আমি ভেবেছিলাম...'

'ওর এখানে থাকা চলবে না,' সাফ জানিয়ে দিলেন ক্যাটলিন। ' সে তোমার ছেলে, আমার নয়। আমি ওকে এখানে রাখতে পারব না।'

'কিন্তু তুমি তো জানো ওকে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়,' ব্যথিত গলায় বললেন নেড। 'রাজ দরবারে ওর কোনো জায়গা হবে না। বেজন্মা নামধারী একটি ছেলে... তুমি তো জানোই ওরা ওকে নিয়ে কী কঠিন সমালোচনা করবে। ওকে সবাই এড়িয়ে চলবে।'

স্বামীর চোখের নিরব আকুতি গ্রাহ্য করলেন না ক্যাটলিন। ' লোকে বলে তোমার বন্ধু রবার্ট নাকি নিজে ডজনখানেক বেজন্মা সন্তানের পিতা।'

'কিন্তু তাদের কাউকে কখনো রাজদরবারে দেখা যায়নি,' তেলেরেগুনে জ্বলে উঠলেন নেড। 'ওই ল্যানিস্টার মহিলা তা করতে দেয়নি। তুমি কী করে এত নিষ্ঠুর হলে, ক্যাটলিন? ও একটি কিশোর মাত্র। ও–'

নেড রাগের চোটে আরও অনেক কথাই বলতেন, তাঁকে থামিয়ে দিলেন মাস্টার লুইন। 'এর আরেকটি সমাধান রয়েছে,' মৃদু গলায় বললেন তিনি। 'আপনার ভাই বেনজিন কয়েকদিন আগে এসেছিলেন আমার কাছে। জন নাইট'স ওয়াচে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাঁর কাছে।'

নেড চমকে গেলেন। 'ও নাইট'স ওয়াচে যোগ দিতে চায়?'

ক্যাটলিন কিছু বললেন না। নেড যা খুশি সিদ্ধান্ত নিন। তবে মাস্টার লুইনের কথায় তিনি মনে মনে খুশিই হয়েছেন। এটি একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে। বেনজিন স্টার্ক একজন সোর্ড ব্রাদার। জন তাঁর পুত্র হয়ে উঠবে।

বেনজিন নিজে কোনদিন বাপ হতে পারবেন না। যারা শপথ নেয় তারা কোনদিন বিয়েশাদী করতে পারে না। একটা সময়ে এ শপথ নিতে

হবে জনকেও। সে-ও কোনদিন বাবা হতে পারবে না। ফলে উইন্টারফেলে ক্যাটলিনের নাতিদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে না কেউ।

মাস্টার লুইন বললেন, 'ওয়ালে কাজ করা বিরাট সম্মানের ব্যাপার, মাই লর্ড।'

'কিন্তু জন তো বাচ্চা ছেলে,' বললেন নেড, 'বড় হয়ে যদি ও নাইট'স ওয়াচে যোগ দিতে চাইত তাহলে ভিন্ন ব্যাপার ছিল। কিন্তু চোদ্দ বছরের একটা ছেলে...'

'এক কঠিন আত্মত্যাগ,' স্বীকার গেলেন মাস্টার লুইন। 'কিন্তু সময়টা এখন কঠিন যাচ্ছে, মাই লর্ড। তার পথ আপনার বা লেডির চেয়ে কম নিষ্করুণ নয়। '

ক্যাটলিন তাঁর তিন সন্তানের কথা ভাবলেন যাদেরকে হারাতে হবে। নেড জানালার দিকে ঘুরে তাকালেন। চিন্তাক্লিষ্ট অবয়ব। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঁদের দিকে ফিরলেন।

বেশ,' মাস্টার লুইনকে বললেন তিনি। 'এটাই হয়তো ভালো হবে। আমি বেনের সঙ্গে কথা বলব।'

'জনকে কবে জানাব?' জানতে চাইলেন মাস্টার।

'যখন যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। যাত্রা শুরু করতে আরও পক্ষকাল সময় লাগবে। জন সে ক'টা দিন একটু আনন্দ ফুর্তি করুক। গ্রীষ্ম ফুরিয়ে আসবে শিগগির, উৎকন্টারও ঘটবে অবসান। সময় হলে আমি নিজেই ওকে বলব।'



আরিয়া

আঠেরো

আরিয়ার সূচের ফোঁড়গুলো আবার আঁকাবাঁকা হয়ে গেল।

ভুরু কুঁচকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ওদিকে তাকাল সে। তারপর আড়চোখে দেখল বড় বোন সানসাকে। সে কতগুলো মেয়ের সঙ্গে বসে সেলাই করছে। তার সূচের কাজ অনবদ্য। সবাই বলে, 'সানসা দেখতে যেমন সুন্দর, ওর সূচিকর্মও তেমন দারুণ!' সেপটা মরডেন একবার ওদের মাকে বলেছিল সানসার হাতজোড়া ভারী কমনীয়। লেডি ক্যাটলিন তাঁর ছোট মেয়ে আরিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে নাক সিঁটকেছে। 'আরিয়ার হাত কামারের মতো।'

আরিয়ার চোরা চাউনি ঘুরে গেল রুমের ওপাশে। সেপটা মরডেন ওর মনের কথাগুলো বুঝে ফেলল কিনা কে জানে। তবে আজ তার আরিয়ার দিকে মনোযোগ নেই। সে ব্যস্ত রাজকুমারী মার্সেল্লাকে নিয়ে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসছে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।

সূচিকর্মের মতো কাজে রাজকন্যাদের ট্রেনিং দেয়ার মতো সুযোগ সেপটার জীবনে খুব কম আসে। রানি মার্সেল্লাকে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার সময় কথাটি বলেছিল সে। মার্সেল্লার সেলাইও যে খুব জুৎসই হচ্ছে এমন নয় তবে সেপটা যেভাবে প্রশংসার ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছে তাতে মনে হবে সেলাইকর্মে রাজকুমারী না জানি কত পাকা।

আরিয়া নিজের সূচিকর্মের দিকে আরেকবার নজর ফেরাল। ভাবল কোনভাবে এটাকে মানুষ করা যায় কিনা। কিন্তু সেটি সম্ভব নয় বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রেখে দিল সুঁই। মুখ ভার করে তাকাল বোনের দিকে।

কাজ করতে করতে খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছে সানসা। স্যর রডরিকের ছোট মেয়ে বেথ ক্যাসেল সানসার পায়ের ধারে বসে তার প্রতিটি শব্দ হাঁ করে গিলছে। জেনি পুল তার কানে কানে কী যেন বলল।

'তুমি কী বলছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আরিয়া।

চমকে উঠল জেনি তারপর খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল। সানসাকে দেখে মনে হলো লজ্জা পেয়েছে। বেথের গাল লাল হলো। তবে কেউ কোনো জবাব দিল না।

'বলো না শুনি,' বলল আরিয়া।

জেনি আড়চোখে একবার দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল সেপটা মরডেন ওদের কথা শুনছে না। মার্সেল্লা কী যেন বলেছে তাকে, সেপটা দুলে দুলে হাসতে লাগল।

'আমরা রাজকুমারকে নিয়ে কথা বলছিলাম,' মিষ্টি, নরম গলায় বলল সানসা।

রাজকুমারটা কে ভালোই জানে আরিয়া : প্রিন্স জফ্রি। লম্বা, সুদর্শন কিশোরটি। ভোজ সভায় তার পাশে বসেছিল সানসা। আরিয়াকে ছোট, মোটা রাজকুমারের সঙ্গে বসতে হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই।

'জফ্রির তোমার বোনকে মনে ধরেছে,' ফিসফিস করল জেনি, গর্বিত শোনাল কণ্ঠ যেন রাজকুমারের পছন্দ করার ব্যাপারে তার ভূমিকা আছে। সে উইন্টারফেলের গোমস্তার মেয়ে এবং সানসার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। 'বলেছে সানসা দেখতে খুব সুন্দরী।'

'সে ওকে বিয়ে করবে,' স্বপ্নাতুর গলায় বলল খুদে বেথ। বুকে হাত বাঁধল। 'তখন সানসা গোটা রাজ্যের রানি হবে।'

সানসা লজ্জা পাবার সুযোগ পেল এবং ভারী সুন্দরভাবে প্রকাশ করল তার লাজুকতা। ওর সবকিছুতেই থাকে সৌন্দর্যের ছাপ, একটু বিরক্তি নিয়েই ভাবল আরিয়া।

বেথ, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হয় না,' সানসা ছোট্ট মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তাকাল আরিয়ার দিকে। 'প্রিন্স জফকে তোমার কেমন লাগে, বোন? বীরপুরুষ না?'

'জন ভাইয়া বলে সে দেখতে মেয়েদের মতো,' বলল আরিয়া।

সেলাই করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সানসা। বেচারা জন। ও নিজে বেজন্মা বলে সবাইকে হিংসে করে।'

'ও আমাদের ভাই।' উচ্চকিত গলায় বলল আরিয়া। টাওয়ার রুমের শান্ত বিকেলে তার কণ্ঠ যেন ছন্দপতন ঘটাল।

সেপটা মরডেন চোখ তুলে চাইল। তার চেহারা হাড্ডিসার, তীক্ষ্ণ চোখ, পাতলা, প্রায় ওষ্ঠহীন মুখটা যেন তৈরিই হয়েছে কুঁচকে থাকার জন্য। এ মুহূর্তে ভাঁজ পড়ে আছে মুখে।

' তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ, বাচ্চারা?'

'আমাদের সৎভাই,' ছোটবোনকে শুধরে দিল সানসা নরম এবং দৃঢ় গলায়। সেপটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আরিয়া এবং আমি বলছিলাম আজ রাজকুমারীকে আমাদের মধ্যে পেয়ে সবাই খুব খুশি হয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল সেপটা মরডেন। 'সত্যি, এটা আমাদের সবার জন্য বড়ই সম্মানের বিষয়।' প্রশংসা শুনে আড়ষ্ট হাসল মার্সেল্লা।

'আরিয়া, তুমি কাজ করছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল সেপটা। সে সিধে হলো, স্কার্টে খসখস শব্দ তুলে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। ' দেখি, কী সেলাই করেছ।'

আরিয়ার ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয়। 'এই যে,' সে তার সূচিকর্ম তুলে ধরল।

সেপটা কাপড়ের গায়ে ফুটিয়ে তোলা সেলাই পরীক্ষা করল। 'আরিয়া, আরিয়া, আরিয়া। এটা কিচ্ছু হয়নি। একদমই কিচ্ছু হয়নি।'

ঘরের সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বোনের অপমান দেখে সানসা যে হাসবে না সেটা আরিয়া জানে। তবে জেনি যেন ওর পক্ষ নিয়ে মুখ বাঁকা করে হাসছে। এমনকী প্রিন্সেস মার্সেল্লাকে দেখেও মনে হলো আরিয়ার দুর্দশায় সে দু:খিত। আরিয়ার চোখ ভরে গেল পানিতে। সে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। ছুটল দরজার দিকে।

পেছন থেকে ডাকল সেপটা মরডেন। 'আরিয়া, ফিরে এসো! আর এক পাও এগোবে না! তোমার লেডি মাতাকে কিন্তু সব বলে দেব। তুমি আমাদের সবাইকে লজ্জায় ফেলছ। আমাদের রাজকুমারীর সামনে একী কাণ্ড!'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আরিয়া। ফিরল। ঠোঁট কামড়াল, তার গাল বেয়ে এখন গড়াচ্ছে অশ্রু। মার্সেল্লার উদ্দেশে কোনমতে ছোট্ট, আড়ষ্ট বো করল সে। 'তোমার অনুমতি চাই, মাই লেডি।'

মার্সেল্লা চোখ পিটপিট করে তাকাল ওর দিকে। তারপর ফিরল মেয়েদের দিকে প্রত্যুত্তরে কী বলা যায় পরামর্শের জন্য। তার ভেতরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করলেও সেপটা মরডেনের মধ্যে সেসব কিছু নেই। 'তুমি কোন্ মুলুকে রওনা হয়েছিলে, আরিয়া?' হুংকার ছাড়ল সে।

আরিয়া কটমট করে তাকাল তার দিকে। 'ঘোড়ার নাল পরাতে,' মিষ্টি গলায় বলল সে এবং সেপটা তার কথা শুনে বেকুব বনে গেছে দেখে মনে মনে ভারী আমোদ পেল। তারপর পাঁই করে ঘুরল সে এবং দরজা খুলে বেরিয়ে ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

এটা ঠিক হচ্ছে না। সানসা সবকিছু পেয়ে যায়। সানসা ওর চেয়ে দুই বছরের বড়। হয়তো আরিয়ার জন্মের আগেই সবকিছু দিয়ে দেয়া হয়েছে সানসাকে, ওর জন্য অবশিষ্ট নেই কিছুই। আরিয়ার প্রায়ই এরকম মনে হয়।

সানসা সেলাই করতে জানে, নাচতে পারে, তার গানের গলাটিও খাসা। সে কবিতা লেখে। জানে কীভাবে সুন্দর করে পোশাক পরতে হয়। বাজাতে পারে হার্প। এবং সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার ও দেখতে অনেক সুন্দরী। সানসা তার মায়ের চমৎকার উঁচু চোয়াল আর টালি বংশের মেয়েদের ঘন লালচে বাদামী কেশ পেয়েছে।

আরিয়ার চেহারা তার লর্ড পিতার মতো। চুল ম্যাটমেটে বাদামি, মুখটা লম্বা এবং গম্ভীর। জেনি তাকে আরিয়া ঘোড়ামুখি বলে খেপায় এবং ওকে দেখলেই চিঁহিহি করে ঘোড়ার ডাক ছাড়ে। তবে আরিয়া তার বোনের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ঘোড়সওয়ার। এবং সানসার চেয়ে অংকেও তার মাথাটা সাফ। তবে সানসা ঘরকন্নার কাজ ভাল পারে বলে প্রিন্স জফ্রির সঙ্গে তার বিয়ে হলে রাজকুমার একজন ভাল বাঁদী পাবে।

উনিশ

সিড়ির নিচে, গার্ডরুমে আরিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল নামেরিয়া। আরিয়াকে দেখা মাত্র এক লাফে তার কাছে হাজির। আরিয়া হাসল। নেকড়ের বাচ্চাটা ওকে খুব ভালবাসে। আরিয়াকে এত ভালো আর কেউ বাসে না। ওরা যেখানেই যায় সবসময় একসঙ্গে থাকে। নামেরিয়া আরিয়ার ঘরে ঘুমায়, বিছানার নিচে। মা মানা করেছে বলে নইলে আরিয়া নামেরিয়াকে ঠিকই ওদের সেলাইয়ের ক্লাসে নিয়ে যেত। সেপটা মরডেন তখন সেলাই নিয়ে অনুযোগ করলেও কিছু আসত যেত না আরিয়ার।

নামেরিয়ার বাঁধন খুলে দিল আরিয়া। জানোয়ারটা খুশিতে আস্তে কামড় দিল আরিয়ার হাতে। মাদী নেকড়েটার চোখ হলুদ। সূর্যের আলোতে স্বর্ণ মুদ্রার মতো জ্বলজ্বল করে। রোয়েনের যোদ্ধা রানির নামে ওর নাম রেখেছে আরিয়া। সানসা তার নেকড়েছানার নাম দিয়েছে 'লেডি'। নামটা মনে পড়তে মুখ বাঁকাল আরিয়া, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল নামেরিয়াকে। নামেরিয়া ওর কান চেটে দিল। খিলখিলিয়ে হাসল আরিয়া।

এতক্ষণে নিশ্চয় সেপটা মরডেন তার লেডি মাতার কানে পৌঁছে দিয়েছে নালিশ। এখন ঘরে গেলে ওরা দেখে ফেলবে আরিয়াকে। কে ওকে দেখে ফেলল তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আরিয়ার। তার মাথায় এখন অন্য মতলব। প্রাঙ্গণে প্রাকটিস করছে ছেলেরা। আরিয়া দেখতে চায় তার রব ভাইয়া বীরপুরুষ প্রিন্স জফ্রিকে পিটিয়ে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে।

'এসো,' ফিসফিস করে ডাকল ও নামেরিয়াকে। সিধে হয়ে ছুটল। নেকড়ের বাচ্চা দৌড়াল ওর সঙ্গে।

অস্ত্রাগার এবং গ্রেট কীপের মাঝখানে, ছাউনি ঢাকা সেতুতে একখানা জানালা আছে। ওখান দিয়ে গোটা উঠোন চোখে পড়ে। সেদিকেই চলেছে ওরা দুজনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গন্তব্যে পৌছুল আরিয়া নামেরিয়াকে নিয়ে। দেখে তার জন ভাইয়া জানালার গোবরাটে বসে আছে। উঠোনে এতটাই নিমগ্ন দৃষ্টি, আরিয়াদের আগমন টেরও পেল না সাদা নেকড়েটা ওদের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত। সতর্ক পায়ে এগোল নামেরিয়া। গোস্ট, ওর চেয়ে আকারে বড়, নামেরিয়াকে দেখে গায়ের গন্ধ শুঁকল, কানে ছোট্ট করে কামড় বসাল তারপর আবার দখল করল নিজের জায়গা।

জন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল আরিয়ার দিকে। ' তোমার না এখন সেলাইয়ের ক্লাসে থাকার কথা, ছোট্ট বোন?'

আরিয়া মুখ বাঁকাল। 'আমি ওদের মারামারি দেখব।'

হাসল জন। 'এসো তাহলে।'

জানালায় উঠে পড়ল আরিয়া, বসল ভাইয়ের পাশে। নিচের প্রাঙ্গণ বা উঠোন থেকে ভেসে আসছে ধুপধাপ মারপিটের শব্দ আর ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ।

আরিয়া হতাশ হয়ে গেল দেখে ক্ষুদেগুলো প্রাকটিস করছে। ব্রানের গায়ে প্যাড মোড়ানো পোশাক, যেন পালকের একটা বিছানা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে গায়ে। প্রিন্স টোমেনও তাই। প্যাডের কারণে গোলাকার একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে কাঠের তরবারি দিয়ে একে অপরকে আঘাত করছে। ওদের প্রাকটিস তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছেন বুড়ো স্যর রডরিক ক্যাসল। তিনি ওদের মাস্টার-অ্যাট-আর্মস, তরবারি চালানো শেখান। বিরাট পিপার মতো তাঁর শরীর, ঠোঁটের ওপর প্রকাণ্ড সাদা গোঁফ।

ডজনখানেক দর্শক, তাদের মধ্যে ছেলেবুড়ো সবাই আছে, দুই যোদ্ধাকে চেঁচামেচি করে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে রবের গলা। থিয়ন গ্রেজয়কে রব ভাইয়ার পাশে দেখতে পেল আরিয়া। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। দুই বাচ্চা যোদ্ধাই টলমল করছে। আরিয়া অনুমান করল ওরা অল্পক্ষণ আগে লড়াইতে নেমেছে।

সেলাইফোঁড়াই'র চেয়ে অনেক ক্লান্তিকর কাজ তলোয়ারবাজি,' মন্তব্য করল জন।

'সেলাইফোঁড়াই'র চেয়ে অনেক মজাদার তলোয়ারবাজি,' পাল্টা বলে উঠল আরিয়া।

আরিয়া জনের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল। হাসল জন। হাত বাড়িয়ে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। আরিয়ার মুখ রাঙা হলো। সৎভাই হলেও জনের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

আরিয়ার বাবার মতো চেহারা জনের। কিন্তু রব, সানসা, ব্রান এমনকী ছোট্ট রিকন পর্যন্ত টালি বংশের আদল পেয়েছে। ওদের মুখে সবসময় লেগে থাকে সহজসরল হাসি এবং লাল চুলে যেন আগুন জ্বলে। ছোটবেলায় আরিয়া ভাবত সে বুঝি বেজন্মা। কারণ আপন ভাইবোনদের চেহারাসুরতের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তার মন থেকে ভয় দূর করে দেয় জন।

'তুমি উঠোনে গেলে না যে?' আরিয়া জিজ্ঞেস করল ওকে।

আরিয়াকে আধখানা হাসি উপহার দিল জন। 'বাচ্চা রাজকুমারদের সঙ্গে লড়াইয়ের অনুমতি নেই বেজন্মাদের পাছে তারা ব্যথাট্যথা পায়। একমাত্র রাজরক্তের মানুষরাই তাদেরকে আঘাত করার অধিকার রাখে।'

'ওহ্,' লজ্জা পেল আরিয়া। ব্যাপারটা ওর বোঝা উচিত ছিল। আজ দ্বিতীয়বারের মতো আরিয়ার মনে হলো জীবন আসলে সুপ্রসন্ন নয়।

সে তার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল। ব্রান তরবারির বাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে টোমেনকে। 'আমি ব্রানের মতোই তলোয়ার চালাতে পারি।' বলল ও। 'ওর বয়স মাত্র সাত। আমি নয়।'

জন আরিয়ার দিকে তাকাল। চোদ্দ বছরের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ওকে জরিপ করল। 'তুমি বড্ড রোগা,' বলল সে। আরিয়ার হাত ধরে পেশী মাপল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'মনে হয় না তুমি কোনো লং সোর্ড তুলতে পারবে, ছোট্ট বোন। ওটা চালানো দূরে থাক।'

আরিয়া হাত সরিয়ে নিয়ে সরোষে তাকাল জনের দিকে। জন আবার ওর চুল এলোমেলো করে দিল। ওরা দেখছে ব্রান এবং টোমেন একজন অপরজনকে ঘিরে পাক খাচ্ছে।

'প্রিন্স জফ্রিকে দেখলে?' জিজ্ঞেস করল জন।

প্রথম দর্শনে জফ্রিকে দেখতে পায়নি আরিয়া, তবে ভাল করে তাকাতে দেখল সে উঁচু পাথরের দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে রেখেছে অচেনা কিছু লোক। এরা ল্যানিস্টার এবং ব্যারাথনদের ভৃত্য।

...টিতে কয়েকজন বয়সী লোকও আছে। বোধহয় নাইট, অনুমান করল আরিয়া।

'ওর আঙরাখার আর্মস দেখো,' বলল জন।

তাকাল আরিয়া। রাজকুমারের প্যাড পরানো আঙরাখায় চিত্রিত ...এমব্রয়ডারি করা। সূচিকর্মের কাজ অনবদ্য। আঙরাখার বাহু মাঝখানে ...: একপাশে রয়েছে রাজবংশের প্রতীক মুকুটপরানো হরিণ, অন্য পাশে ...নিস্টারদের সিংহ।

নিচে একটা শব্দ হতে ওদিকে চোখ ফেরাল আরিয়া।

ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে প্রিন্স টোমেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পড়ে গেল। প্যাডগুলোর কারণে তাকে দেখাচ্ছে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা কচ্ছপের মতো। হাতে কাঠের তরবারি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রান। রাজকুমার উঠে দাঁড়ালেই কষে বাড়ি লাগাবে। লোকগুলো হাসতে শুরু করল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' হুংকার ছাড়লেন স্যর রডরিক। তিনি হাত বাড়িয়ে রাজকুমারকে টেনে তুললেন। বেশ ভাল লড়াই করেছ। লিউ, ডনিস, ওদের বর্ম খুলে দাও।' তিনি চারপাশে একবার চোখ বুলালেন। 'প্রিন্স জফ্রি, রব, তোমার আরেক দফা লড়বে নাকি?'

আগের লড়াইয়ের কারণে এখনো ঘর্মাক্ত রব সাগ্রহে এগিয়ে এল। 'সানন্দে।'

রডরিকের আহ্বানে সাড়া দিতে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল জফ্রি। তার চুল গলানো সোনার মতো চকচকে। তবে তাকে খুবই বিরক্ত লাগছে। 'এটা শিশুদের খেলা, স্যর রডরিক।'

হো হো করে হেসে উঠল থিয়ন গ্রেজয়। ' তোমরা তো শিশুই।' উপহাসের গলায় বলল সে।

'রব শিশু হতে পারে,' বলল জফ্রি। 'কিন্তু আমি একজন প্রিন্স। খেলনা তরবারি দিয়ে স্টার্কদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে আমি বেজায় ক্লান্ত।'

'তবে তুমি যতটা না ঠোকা দিয়েছ তারচেয়ে বেশি ঠোকা খেয়েছ, জফ্রি,' বলল রব। 'ভয় পেলে নাকি?'

প্রিন্স জফ্রি তার দিকে তাকাল। 'আসলে আতঙ্কবোধ করছি,' বলল সে। 'তুমি তো বয়সে আমার চেয়ে বুড়ো।' তার কথায় ল্যানিস্টারের লোকজন হেসে উঠল।

জন কপালে ভাঁজ ফেলে দৃশ্যটি দেখছিল। 'জফ্রি আসলেই একটা ফাজিল।' আরিয়াকে বলল সে।

স্যর রডরিক তাঁর সাদা গোঁফ কিছুক্ষণ চুমড়ে নিয়ে বললেন, ' তো তোমার ইচ্ছেটা কী?'

'ইস্পাতের তরবারি দিয়ে লড়াই হোক।'

' ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে উঠল রব। 'এজন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।'

মাস্টার-অ্যাট-আর্মস রবের কাঁধে হাত রাখলেন ওকে শান্ত করার জন্য। 'ইস্পাতের তরবারি খুব বিপজ্জনক জিনিস। নকল এবং ভোঁতা তরবারি দিয়ে আমি তোমাদেরকে লড়াই করতে দিতে পারি।'

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না জফ্রি তবে লম্বা এক নাইট, যাকে চেনে না আরিয়া, মাথায় কালো চুল, মুখে বিশ্রী পোড়া দাগ, প্রিন্সের সামনে এসে দাঁড়াল। 'এ আপনাদের রাজকুমার। সে ধারালো তরবারি দিয়ে লড়াই করতে পারবে না এ কথা বলার আপনি কে, স্যর?'

'আমি উইন্টারফেলের মাস্টার-অব-আর্মস, ক্লেগেন, এবং কথাটি তুমি ভুলে যেয়ো না।'

'এখানে আপনারা মেয়েদের ট্রেনিং দেন নাকি?' পোড়া মুখের লোকটি জানতে চাইল। ষাঁড়ের মতো পেশল শরীর তার।

'আমি নাইটদের ট্রেনিং দিই,' স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দিলেন স্যর রডরিক। 'যখন সময় হবে ওদেরকে ইস্পাতের তরবারি দেয়া হবে। আসল তরবারি ব্যবহারের বয়স এখনো ওদের হয়নি।'

মুখপোড়া লোকটি তাকাল রবের দিকে। তোমার বয়স কত, খোকা?'

' চোদ্দ,' জবাব দিল রব।

' আমি বারো বছর বয়সে এক লোককে হত্যা করেছি। এবং সেটি কোনো ভোঁতা তরবারি দিয়ে নয়।'

আরিয়া দেখল রব ভাইয়া রেগে যাচ্ছে। তার আত্মসম্মানে লেগেছে খুব। স্যর রডরিকের দিকে ফিরল সে।

'আমাকে লড়াই করতে দিন। আমি ওকে শুইয়ে দেব।'

'তাহলে নকল তরবারি দিয়ে শুইয়ে দাও,' বললেন স্যর রডরিক।

কাঁধ ঝাঁকাল জফ্রি। ' তোমার যখন বয়স হবে তখন আমার সঙ্গে লড়তে এসো, স্টার্ক। তবে একেবারে বুড়ো হাবড়া হয়ে আবার এসো না,' তার কথায় ল্যানিস্টারের লোকজনের মধ্যে পড়ে গেল হাসির হররা।

রব চিৎকার করে গালি দিল। তার কুৎসিত গালি শুনে বিস্মিত আরিয়া মুখে হাত চাপা দিল। থিয়ন গ্রেজয় রবের হাত চেপে ধরে রাখল যাতে প্রিন্সের ওপর হামলে পড়তে না পারে। বিরক্তি এবং বিতৃষ্ণায় গোঁফ চুমরাতে লাগলেন স্যর রডরিক।

হাই তোলার ভান করে ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরল জফ্রি। 'চলো, টোমেন। তোমার খেলাধুলার সময় শেষ। এখন বাচ্চারা একটু কৌতুক করুক।'

ল্যানিস্টাররা মজা পেয়ে আবার হেসে উঠল। রব আবার গালি দিল। সাদা গোঁফের নিচে স্যর রডরিকের মুখখানা গাজরের মতো লাল হয়ে গেছে রাগে। রাজকুমারদ্বয় এবং তাদের লোকজন চলে না যাওয়া পর্যন্ত রবের হাত লৌহমুষ্ঠিতে ধরে থাকল থিয়ন।

জন ওদেরকে চলে যেতে দেখল। আরিয়া লক্ষ করছিল জনকে। তার মুখখানা গডসউডের সরোবরের মতো স্থির। অবশেষে জানালা দিয়ে নেমে পড়ল জন।

'প্রদর্শনী শেষ।' মন্তব্য করল সে। উবু হয়ে গোস্টের কান চুলকে দিল। সাদা নেকড়ে উঠে দাঁড়াল, প্রভুর গায়ে গা ঘষল। 'তুমি তোমার ঘরে যাও, ছোট্ট বোন। সেপটা মরডেন নির্ঘাত তোমার খোঁজ করছে। তুমি যত লুকিয়ে থাকবে, তোমাকে তত বেশি কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। সারাটা শীতকাল সেলাই করতে হবে। সেলাই করতে করতেই শীতে তুমি জমে গিয়ে অক্কা পাবে।'

জন কথাটা মজা করে বললেও এতে কোনো রসিকতার উপাদান পেল না আরিয়া। 'আমি সেলাই ঘেন্না করি।' দাঁত কিড়মিড় করল সে। 'এটা মোটেই ঠিক নয়।'

'কোনোকিছুই ঠিকঠাকভাবে চলে না,' বলল জন। সে আবার আরিয়ার চুলে আদর করে চলে গেল। তাকে নি:শব্দে অনুসরণ করল গোস্ট। নামেরিয়াও পেছন পেছন যেতে শুরু করেছিল কিন্তু আরিয়া আসছে না দেখে থেমে গেল। ফিরে এল আরিয়ার কাছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপরীত দিকে পা বাড়াল আরিয়া।

জন যা ভেবেছিল অবস্থা তারচেয়েও খারাপ। আরিয়ার ঘরে শুধু সেপটা মরডেন নয়, তার সঙ্গে আরিয়ার মাও রয়েছেন।



ব্রান

কুড়ি

ভোরবেলায় শুরু হয়েছে শিকার। রাজার ইচ্ছে আজ রাতে ভোজ হবে বরাহের মাংস দিয়ে। প্রিন্স জফ্রি গেছে তার বাবার সঙ্গে। কাজেই রব ভাইয়াও শিকারী দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বেনজিন চাচা, জোরি, থিয়ন গ্রেজয়, স্যর রডরিক এমনকী রানির হাস্যকর চেহারার বামন ভাইটিও শিকার পর্বের সঙ্গী হয়েছে।

তবে ব্রানকে কেউ সঙ্গে নেয়নি। বাড়িতে রয়ে গেছে সে, জন ভাইয়া, রিকন আর মেয়েরা। রিকন একেবারেই ক্ষুদে আর মেয়েরা তো মেয়েরাই, ওদের শিকারে যাওয়ার অনুমতি নেই। জন ভাইয়া এবং তার নেকড়েটাকে কোথাও দেখতে পায়নি ব্রান। অবশ্য তেমন খোঁজাখুঁজি করেনি। তার ধারণা জন ভাইয়া তার ওপর রেগে আছে। আজকাল তার এ ভাইটি যেন সবার ওপরেই ক্ষেপে থাকে। কারণটা ব্রান জানে না। শুনেছে জন ভাইয়া বেনজিন চাচার সঙ্গে ওয়ালে যাবে নাইট'স ওয়াচে যোগ দিতে। এ ব্যাপারটি রাজার সঙ্গে দক্ষিণে যাওয়ার মতোই রোমাঞ্চকর। তাছাড়া রব ভাইয়াকে বাড়িতে রেখে যাওয়া হচ্ছে, জন ভাইয়াকে নয়।

কয়েকদিন ধরে যেন তার সইছিল না ব্রানের। সে নিজের ঘোড়ায় চড়ে কিংসরোড ধরে যাবে, টাট্টু ঘোড়া নয়, আসল ঘোড়া। তার বাবা হ্যান্ড

অব দা কিং হবেন, ওরা কিংস ল্যান্ডিংয়ের লাল প্রাসাদে বাস করবে যে প্রাসাদের নির্মাতা ড্রাগনলর্ডগণ।

বুড়ি ন্যান বলেছে ওখানে নাকি ভূত আছে, অন্ধকূপগুলোতে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেছে, দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে ড্রাগনের মাথা। শুনে ব্রান শিউরে উঠলেও ভয় পায়নি। সে কেন ভয় পাবে? তার সঙ্গে তার বাবা থাকবেন, আরও আছেন রাজার সকল নাইট এবং সোর্ন গার্ড।

ব্রান ঠিক করেছে বড় হয়ে সে কিংসগার্ডের নাইট হবে। বুড়ি ন্যান বলেছে এঁরা নাকি গোটা রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। সংখ্যায় তাঁরা সাতজন, তাঁরা সাদা বর্ম পরেন। তাঁদের কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই। তাঁরা শুধু রাজার সেবা করেন। এঁদের কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই। এঁদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে ব্রান। তাঁদের নামগুলো ওর কাছে সঙ্গীতের মতো মধুর লাগে। স্যরউইন অভ দা মিরকশিল্ড। স্যর ডিয়াম রেডউইন। প্রিন্স ইমন দা ড্রাগননাইট। যমজ ভাই স্যর ইরিক এবং স্যর আরিক। এঁরা শত বছর আগে একে অপরের তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেটি ছিল ডান্স অব দা ড্রাগনের যুদ্ধ। আরও আছেন দ্য হোয়াইট বোল্ড, জেরল্ড হাই-টাওয়ার। স্যর আর্থার ডেন, দ্য সোর্ড অব দা মর্নিং। ব্যারিস্টান দা বোল্ড।

রাজা রবার্টের সঙ্গে কিংসগার্ডের দু'জন নাইট.এসেছেন। তাঁদেরকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে ব্রান, কাছে গিয়ে কথা বলার সাহসই পায়নি। এদের একজন স্যর বরস, মাথায় টাক, হাসিখুশি মুখ। অপরজন স্যর মেরিন। তাঁর চোখ ঢুলু ঢুলু, মুখে মরিচা রঙের দাড়ি। তবে স্যর জেমি ল্যানিস্টারকে দেখতে গল্পের নাইটদের মতোই লাগে। তিনিও কিংসগার্ডের নাইট।

রব ভাইয়া বলেছে তিনি নাকি বুড়ো পাগলা রাজাকে হত্যা করেছেন যদিও এ ব্যাপারটাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। তবে জীবিত সেরা নাইটদের মধ্যে রয়েছেন স্যর ব্যারিস্টান সেলমি বা ব্যারিস্টান দা বোল্ড, কিংসগার্ডের লর্ড কমান্ডার। বাবা বলেছেন কিংস ল্যান্ডে পৌছার পরে স্যর ব্যারিস্টানের সঙ্গে ওদের সাক্ষাত করিয়ে দেবেন। তখন থেকে দিন গুণছে ব্রান এবং দেয়ালে তারিখ লিখে রাখছে আর ক'দিন পরে তারা রওনা হবে সেই রাজ্যে যা শুধু স্বপ্নেই দেখা যায় এবং যেখানে সে গড়ে তুলবে কল্পনাতীত এক জীবন।

তবে এখনো যখন মাত্র একটা দিন হাতে আছে, হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল ব্রানের। তার একমাত্র পরিচিত পরিধি উইন্টারফেল। ওর বাবা ওকে বলেছেন আজ সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে। চেষ্টা করেছিল ব্রান। শিকারে সবাই চলে যাওয়ার পরে সে তার নেকড়েটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের নানান জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে যাদেরকে ফেলে চলে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এদের মধ্যে ছিল বুড়ি ন্যান, রাধুঁনি গেজ, কামার মিকেন, আস্তাবলের কাজে নিযুক্ত হডর যে সবসময় শুধু হাসে এবং ব্রানের টাট্টু ঘোড়াটির যত্ন নেয় এবং 'হডর' নামটি ছাড়া আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। ছিল কাচ বাগানের লোকটা যে ব্রান বাগানে এলেই কালো জাম খেতে দেয়...

কিন্তু এ অভিজ্ঞতা ওর জন্য সুখের ছিল না। ব্রান সবার আগে গিয়েছিল আস্তাবলে। নিজের টাট্টুঘোড়াটিকে দেখতে পেল অশ্বশালায়। তবে এটি তখন আর ওর ঘোড়া নয়। সে সত্যিকারের ঘোড়া পেতে চলেছে এবং টাট্টুটাকে ফেলে রেখে যেতে হবে।

হঠাৎ ব্রানের ইচ্ছে করল বসে ডাক ছেড়ে কাঁদে। বদলে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং এক ছুটে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে যাতে হডর কিংবা আস্তাবলের অন্যরা ওর চোখে. পানি দেখতে না পায়। ব্যস, এখানেই ওর লোককে বিদায় জানানো শেষ।

একুশ

এরপর ব্রান গোটা সকাল ব্যয় করেছে গডসউডে একাকী হাঁটাহাঁটি করে। ওর নেকড়েটিকে শেখাতে চেয়েছে লাঠি দূরে ছুড়ে মারলে কীভাবে দৌড়ে সেটি মুখে করে নিয়ে আসতে হয়। নেকড়ের এই বাচ্চাটি ব্রানের বাবার কুকুরশালার যে কোনো শিকারী কুকুরের চেয়ে বুদ্ধিমান কিন্তু ছুড়ে মারা লাঠি তুলে নিয়ে আসতে কোনোই আগ্রহ দেখা গেল না তার মধ্যে।

ব্রান ওর নেকড়ের একটি নাম দিতে চায়। রব ভাইয়া তার নেকড়েকে ডাকে গ্রে উইন্ড বলে কারণ সে বাতাসের বেগে দৌড়ায়।

সানসা আপু তার নেকড়ের নাম রেখেছে লেডি, আরিয়া আপু তার নেকড়ের নামকরণ করেছে এক ডাইনি রাণির নামে আর খুদে রিকনটার নেকড়ে বাচ্চার নাম শ্যাগিডগ। ডায়ারউলফের এরকম হাস্যকর নাম হয় নাকি? ভাবে ব্রান।

জন ভাইয়ার সাদা নেকড়েটির নাম গোস্ট। ব্রানও ওর নেকড়ের নাম পছন্দ করেছিল গোস্ট কিন্তু তার নেকড়ের গায়ের রঙ সাদা নয় বলে ওই নামটি আর ধার করেনি। গত পনের দিনে শতাধিক নামের কথা চিন্তা করেছে ব্রান কিন্তু একটিও মনে ধরেনি।

লাঠি ছোড়া খেলায় একসময় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ব্রান ভাবল এর চেয়ে দেয়াল বেয়ে ওঠা অনেক মজার। বাড়িতে আকস্মিক এত মেহমানের

আগমন, হৈ চৈ ইত্যাদি নানান কারণে বেশ কয়েকদিন হলো ভগ্ন ইমারতে যাওয়া হয়নি ব্রানের। আজকেই শেষ সুযোগ।

সে গডসউড ধরে ছুট দিল। পুকুড় পাড় এড়াতে লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হলো তাকে। পুকুরের ধারে যেতে ভয় লাগে ওর ওখানে হৃদয় বৃক্ষ আছে। ভুতুড়ে একটা গাছ যার আবার চোখ আছে! ডালপালাগুলো হাতের মতো, যেন নখর বাগিয়ে ধরতে আসছে। ওর নেকড়ে ওর পায়ে পায়ে ছুটল। 'তুই এখানে থাক,' অস্ত্রাগারের দেয়ালের কাছে, একটি সেন্টিনেল গাছের গোড়ায় এসে নেকড়েকে আদেশ করল ব্রান। 'এখানটায় বোস। ঠিক আছে। এখন চুপচাপ বসে থাক।'

ব্রানের হুকুম তামিল করল নেকড়ে। ব্রান জানোয়ারটির কানের পেছনে চুলকে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। লাফ মেরে ধরে ফেলল নিচু একটি শাখা। টেনে তুলল নিজেকে। তরতর করে বাইতে লাগল গাছ, এক ডাল থেকে আরেক ডালে, এমন সময় নেকড়েটা খাড়া হয়ে আউউ করে ডাকতে লাগল।

নিচে তাকাল ব্রান। চুপ হয়ে গেল নেকড়ে, হলুদ চোখ মেলে অপলক তাকিয়ে রইল ওর দিকে। একটা অদ্ভুত শীতল বরফের জল যেন নেমে গেল ব্রানের শিরদাঁড়া বেয়ে।

আবার গাছ বাইতে লাগল ও। আবার ডাক ছাড়ল নেকড়ে। 'চুপ,' চেঁচাল ব্রান। 'চুপচাপ বসতে বলেছি না! তুই তো দেখছি আমার মার চেয়েও খারাপ।' কিন্তু নেকড়ের ডাক থামল না। ব্রান গাছ বেয়ে মগডালে উঠে গেল, সেখান থেকে এক লাফে অস্ত্রাগারের ছাদে এবং পরক্ষণে নেকড়ের দৃষ্টির বাইরে।

উইন্টারফেলের ছাদ ব্রানের দ্বিতীয় ঘরবাড়ি। ওর মা প্রায়ই বলেন ব্রান নাকি হাঁটতে শেখার আগেই দেয়াল বাইতে শিখেছে। ব্রানের অবশ্য মনে নেই কবে সে প্রথম হাঁটতে শিখেছে। আর কবে দেয়াল বাইতে শুরু করেছে তাও ওর স্মরণে নেই। কাজেই মায়ের কথা সত্যি হতেই পারে।

কোনো বাচ্চা ছেলের জন্য উইন্টারফেল হলো চর্তুদিকে ছড়ানো দেয়াল, টাওয়ার, কোর্ট ইয়ার্ড এবং টানেলের এক গোলকধাঁধা। প্রাসাদের পুরানো অংশে হলঘরগুলোতে এমন চড়াই উৎরাই, বোঝা মুশকিল কোন্ তলায় তুমি রয়েছ। দানব পাথুরে বৃক্ষের মতো শতাব্দীকাল ধরে এ জায়গাটি

গড়ে উঠেছে, মাস্টার লুইন একবার বলেছিলেন ব্রানকে। আর এর শাখা প্রশাখাগুলো গ্রন্থিল, পুরু এবং বাঁকা কিংবা দোমড়ানো মোচড়ানো। এর শিকড় সেঁধিয়েছে মাটির গভীরে।

ছাদের আড়াল থেকে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ব্রান, তখন সে আর আকাশ প্রায় ছুঁইছুঁই। এখান থেকে এক লহমায় গোটা উইন্টারফেল চোখে পড়ে। এভাবে উইন্টারফেলকে দেখতে ভারী ভালো লাগে ওর। মনে হয় গোটা রাজ্য যেন পায়ের নিচে ছড়িয়ে রয়েছে, মাথার ওপরে শুধু পক্ষীকুল আর প্রাসাদের প্রাণচাঞ্চল্য ওর কাছ থেকে অনেক অনেক নিচে। ফার্স্ট কীপের দিকে ঝুঁকে থাকা, রোদ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাহিল হওয়া, আকার-আকৃতিহীন জায়গাগুলোর ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে পারে ব্রান। এবং নিচের সমস্ত দৃশ্য সে পর্যবেক্ষণ করে প্রাঙ্গণে কাঠ আর ইস্পাতের তরবারি নিয়ে প্রাকটিস করছে লোকজন, কাচ বাগানে রাঁধুনীরা সব্জি তুলছে, খোঁয়াড়ের কুকুরগুলো ছোটাছুটি করছে, গডসউডের নিরবতা, কুয়োর ধারে মেয়েদের গল্পগুজব। এ সময়ে ব্রানের মনে হয় সে প্রাসাদের মালিক।

উইন্টারফেলের অনেক রহস্য ব্রান জেনে ফেলেছে যা অন্যরা জানে না। নির্মাণকারীরা প্রাসাদ তৈরি করার সময় গর্ত খুঁড়ে তোলা মাটি সমান করে রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি।

উইন্টারফেলের দেয়ালের পেছনে আছে মাটির পাহাড় এবং উপত্যকা। বেল টাওয়ারের চারতলা থেকে দোতলার দাঁড়কাকের বাসা তক চলে গেছে ছাউনিঅলা একটি সেতু। ব্রান এটা জানে। তার এটাও জানা আছে দক্ষিণ ফটক দিয়ে ভেতরের দেয়ালে প্রবেশ করা যায় এবং তিন তলায় উঠে পাথরের সরু একটা টানেল দিয়ে গোটা উইন্টারফেলে চক্কর মেরে উত্তর ফটক দিয়ে গ্রাউন্ড লেভেল বরাবর আবার বেরিয়ে আসা যায়। তখন দেখা যাবে ও দিকটায় একশো ফুট উঁচু দেয়াল তোমার দিকে ঝুঁকে আছে। মাস্টার লুইনের এ পথটি জানা নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ব্রান।

ওর মায়ের ভয় দেয়াল বাইতে গিয়ে একদিন পা হড়কে পড়ে গিয়ে মারা যাবে ব্রান। ব্রান বলেছিল অমনটি কখনো ঘটবে না। কিন্তু ওর মা কথাটি বিশ্বাস করেননি।

একবার তিনি ওকে কসম খাওয়ান সে আর দেয়ালে উঠবে না। তেরো- চোদ্দদিন বহু কষ্টে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল ব্রান। সেই দিনগুলো বড় কষ্টের ছিল। শেষে এক রাতে আর থাকতে না পেরে শোবার ঘরের জানালা দিয়ে ও পালিয়ে যায়। ওর ভাইরা তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

পরদিন অপরাধের তাড়নায় মা'র কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিল ব্রান। লর্ড এডার্ড ওকে গডসউডে পাঠিয়ে দেন পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য। প্রহরার ব্যবস্থা ছিল দেখতে ব্রান সারা রাত ওখানে থাকে কিনা। পরদিন সকালে ব্রানকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে প্রহরীরা ওকে বনের সবচেয়ে লম্বা সেন্টিনেল গাছের উঁচু ডালে আবিস্কার করে ঘুমন্ত অবস্থায়।

ব্রানের বাবা ছেলের কাণ্ডে ক্ষিপ্ত হলেও বেশিক্ষণ রাগ ধরে রাখতে পারেননি। ওকে গাছ থেকে নামিয়ে আনার পরে হেসে ফেলে বলেছিলেন, 'তুমি আসলে আমার ছেলে না। তুমি একটা কাঠবিড়ালি। তবে তাই হোক। তোমার যদি দেয়াল বাইতে শখ জাগে, বাইবে। তবে তোমার মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে।'

ব্রান তাই করার চেষ্টা করেছে। তবে নিশ্চিত নয় মাকে আদৌ বোকা বানাতে পেরেছে কিনা। যেহেতু বাবার আশকারা পেয়েছে ছেলে, কাজেই মা একরকম হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি তখন তাঁর অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেন।

বুড়ি ন্যান ব্রানকে এক দুষ্ট ছেলের গল্প বলেছিল। ছেলেটি অনেক উঁচুতে দেয়াল বেয়ে উঠত। একদিন তার মাথায় বজ্রপাত হয়। তারপর কাকের দল এসে তার চোখ ঠুকরে নেয়। এ গল্প ব্রানের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। ভগ্ন ইমারতের মাথায় কাকের বাসা আছে বটে এবং সেখানে ব্রান ছাড়া আর কেউ কোনদিন যায়ওনি, মাঝে মাঝে ওখানে যাওয়ার আগে সে পকেট ভর্তি ভুট্টার দানা নিয়ে গেছে এবং কাকেরা তার হাত থেকে ভুট্টা ঠুকরে খেয়েছে। ব্রানের চোখ ঠুকরে নেয়ার সামান্যতম আগ্রহও তাদের আচরণে পরিলক্ষিত হয়নি।

পরে মাস্টার লুইন মাটি দিয়ে একটি ছেলের মূর্তি তৈরি করেন এবং ব্রানের জামা কাপড় পরিয়ে দেয়ালের ওপর থেকে নিচের উঠোনে ফেলে দেন দেখাতে দেয়াল বাইতে গিয়ে হাত পা পিছলে পড়ে গেলে ওর কী দশা হবে।

এ ঘটনায় বেশ মজাই পেয়েছিল ব্রান এবং মাস্টারের চোখে চোখ রেখে বলেছিল : 'আমি কাদা দিয়ে তৈরি নই। আর আমি কখনো দেয়াল পিছলে পড়েও যাব না।'

তারপর কয়েকদিন গার্ডরা ব্রানকে ছাদের ওপর দেখলেই ধাওয়া করেছে, চিৎকার চেঁচামেচি করে নিচে নামতে বলেছে। কিন্তু ব্রান তাদের কথা শুনলে তো! বরং গার্ডদের ধাওয়া খেতে মজা লাগত ওর। ওর কাছে এটা ছিল একটা খেলা। এ খেলায় সবসময় জিতে যেত ব্রানডন।

ব্রানের মতো অত উঁচুতে ওঠার ক্ষমতাই নেই কোনো গার্ডের। এমনকী জোরির পক্ষেও সম্ভব নয়। বেশিরভাগ সময়ই ওরা ওকে খুঁজে পেত না। যারা ওকে খুঁজত তারা কখনো ওপরের দিকে তাকাত না। দেয়াল বাইবার আরেক মজা; প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা যায়।

একটার পর একটা পাথর ধরে শরীরটাকে টেনে তুলবার আনন্দই আলাদা। ওই সময় ওর হাত এবং পায়ের আঙুল খুঁজতে থাকে ছোট কোন ফাটল বা গর্ত। দেয়াল বাইবার সময় সবসময় জুতো খুলে রাখে ব্রান। তখন মনে হয় ওর দুটো নয়, চারটে হাত। এভাবে দেয়াল বাইতে গিয়ে ব্যথা করে শরীর। কিন্তু এ যন্ত্রণাটুকু হাসিমুখে সহ্য করে ব্রান।

অনেক ওপরের বাতাসটা শীতকালের পীচ ফলের মতোই মিষ্টি এবং ঠাণ্ডা। ও পাখি ভালবাসে। পছন্দ করে ভগ্ন ইমারত বা ব্রোকেন টাওয়ারের কাকগুলোকে, ভালবাসে পাথরের ফাটলে বাসা করা ছোট্ট চড়ুইদের কিংবা পুরানো অস্ত্রাগারের ধুলোময় চিলেকোঠায় ঘুমিয়ে থাকা প্রাচীন পেঁচাটিকেও। ব্রান এদের সবাইকে চেনে।

ও সেইসব জায়গায় যেতে পছন্দ করে যেখানে কেউ কোনদিন যাবে না। সেখানে গিয়ে ও ধূসর উইন্টারফেলের বিস্তৃতি উপভোগ করে যা কেউ কোনদিন দেখেনি। গোটা প্রাসাদই যেন ব্রানের গোপন আস্তানা।

ব্রানের প্রিয় জায়গা ব্রোকেন টাওয়ার। ভাঙাচোরা এ ভবনটি একদা ওয়াচ টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এটি ছিল উইন্টারফেলের সবচেয়ে উঁচু ইমারত। বহু বহু আগে, ওর বাবার জন্মেরও একশো বছর আগে বজ্রপাতে ইমারতে আগুন ধরে গিয়েছিল। ভবনটির ওপরের দিকের অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়ে যায় নিচের দিকে। তারপর থেকে টাওয়ারটির সংস্কার করা হয়নি।

মাঝে মধ্যে ব্রানের বাবা লোক পাঠিয়ে টাওয়ারের ভিতে জমে থাকা পাথর, লোহার ভাঙা চোরা বিম ইত্যাদি পরিস্কার করান। তবে ভাঙা ইমারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত চুড়োয় ব্রান এবং কাক ছাড়া কেউ যায় না।

ওখানে যাওয়ার দুটো রাস্তা জানা আছে ব্রানের। টাওয়ারের পাশ দিয়ে সোজা ওঠা যায় তবে সেদিকের পাথরগুলো আলগা বলে সাহস পায় না ব্রান। পাছে আলগা পাথর ওর ওজন সহ্য করতে না পারে!

তবে ওখানে যাওয়ার আরেক রাস্তা গডসউড। লম্বা লম্বা সেন্টিনেল গাছের মগডাল দিয়ে লাফিয়ে, অস্ত্রাগারের ছাদ এবং প্রহরীদের হলঘর দিয়ে পার হয়ে, একটার পর একটা ছাদ ডিঙিয়ে যেতে হবে নগ্ন পায়ে যাতে গার্ডরা পদশব্দ শুনতে না পায়। এরপরে তুমি পৌঁছাবে ফার্স্ট কীপের সবচেয়ে পুরানো এবং অন্ধকার অংশে।

এটি হলো গোলাকার একটি দুর্গ বিশেষ। আকারে বেঁটে হলেও দেখতে লম্বাই লাগে। ওখানে শুধু ইঁদুর আর মাকড়সাদের বাস। তবে প্রাচীন পাথরগুলোর কারণে সহজে দেয়াল বাওয়া যায়।

ওই জায়গাটা দিয়ে সোজা ওপরের দিকে গেলেই দেখা যাবে গারগয়েলদের, শূন্যে ঝুঁকে আছে। তারপর একটার পর একটা গারগয়েল পার হয়ে উত্তর দিকে যেতে থাকো। সেখান থেকে হাত বাড়ানো দূরত্বে ভগ্ন ইমারত।

শেষ অংশটাতে কালো পাথরের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে। সেটি দশ ফুটের বেশি নয়। এরপরেই পাখির বাসা। কাক এসে ভিড় করবে দেখতে তুমি ভুট্টা এনেছ কিনা।

দীর্ঘদিনের প্রাকটিসের কারণে ব্রান স্বচ্ছন্দে একটার পর একটা গারগয়েল টপকে যাচ্ছিল। এমন সময় মনুষ্য কণ্ঠ শুনতে পেল। মানুষের গলার আওয়াজে এমন চমকে গিয়েছিল ও যে আরেকটু হলেই ফস্কে যাচ্ছিল হাত।

বাইশ

'আমার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না,' বলছে এক নারী কণ্ঠ। ব্রানের নিচে সারি সারি জানালা এবং ওর দিকের শেষ জানালা দিয়ে গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

' তোমারই হ্যান্ড হওয়া উচিত।'

'ঈশ্বর মাফ করুন,' সাড়া দিল একটি অলস পুরুষ কণ্ঠ। 'এ সম্মানের আমার প্রয়োজন নেই। প্রচুর খাটনি।'

ব্রান কান পেতে শুনছে। হঠাৎ ভয় লাগল। গারগয়েলের ওপর ঝুলে আছে ও। এখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ওরা যদি ওর পা দেখে ফেলে!

'আমরা কী বিপদের মধ্যে আছি চোখে পড়ছে না তোমার?' বলল মহিলা। 'রবার্ট ওই লোকটাকে তার ভাইয়ের মতো ভালবাসে।'

'বাসুক না। ক্ষতি কী! স্ট্যানিসরা এত ভালবাসা দিয়ে অন্যদের বদ হজম করে ফেলবে।'

' বোকার মতো কথা বোলো না। স্ট্যানিস আর রেনলি এক জিনিস, এডার্ড স্টার্ক অন্য জিনিস। স্টার্কের কথা মানবে রবার্ট। দুটোই জাহান্নামে যাক। আমার উচিত ছিল সে যাতে তোমার নামটা বলে সে জন্য জোরাজুরি করা। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম স্টার্ক তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে।'

'আমাদের বরং নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবা উচিত,' বলল লোকটা। 'রাজা তাঁর যে কোনো ভাইয়ের নাম প্রস্তাব করতে পারতেন,

এমনকী লিটলফিঙ্গারের নামও। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। উচ্চাকাঙ্খীদের চেয়ে সম্মানিত শত্রু আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। তাতে বরং রাতের ঘুমটা আরও জম্পেশ হবে।'

ব্রান বুঝতে পারল ওরা ওর বাবাকে নিয়ে কথা বলছে। আরও কথা শুনতে ইচ্ছে করছে ওর। আর কয়েক হাত যদি আগ বাড়ানো যেত.. কিন্তু জানালার সামনে গেলেই ওরা ওকে দেখে ফেরবে।

'ওর ওপর আমাদের সতর্ক নজর রাখা দরকার,' বলল মহিলা।

'আমি বরং তোমার ওপর এখন নজর রাখতে চাই,' বলল লোকটা। তার গলার স্বরে ঔদাসীন্য। 'এদিকে এসো।'

'দক্ষিণে কী ঘটল না ঘটল তা নিয়ে লর্ড এডার্ডের কোনো আগ্রহ নেই,' বলল মহিলা। ' কোনদিন ছিলও না। আচ্ছা,যে আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, সে কেন ক্ষমতা ছাড়তে চাইবে?'

'এর হাজারটা কারণ রয়েছে। কর্তব্য। সম্মান। সে চায় ইতিহাসের বইতে তার নাম লেখা থাকবে কর্তব্যের খাতিরে সে নিজ রাজ্যের ক্ষমতা এবং স্ত্রী পরিবারকে ছেড়ে রাজাকে সাহায্য করার জন্য দক্ষিণে গিয়েছিল।'

'তার স্ত্রী লেডি আরিনের বোন। লাইসা এখানে কেন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে এল না ভেবে অবাক লাগছে।'

নিচে তাকাল ব্রান। জানালাটির নিচে সরু একটি পাথুরে তাক গজিয়ে আছে। কয়েক ইঞ্চি চওড়া। সে ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। নাহ্, অনেকটা দূর। ওখানে সে পৌছাতে পারবে না।

'তুমি বড্ড বেশি ছটফট করছ। লাইসা আরিন এখন ভয়ে আধমরা গাভী।'

'কিন্তু ভয়ে আধমরা ওই গাভীটাই জন আরিনের সঙ্গে ঘুমাত।'

'ও কিছু টের পেলে কিংস ল্যান্ডিং থেকে পালাবার আগে রবার্টের কাছে যেত।'

'যখন রবার্ট রাজি হয়ে গেছে তার ক্যাবলাকান্ত ছেলেটাকে ক্যাস্টারলি রকে দত্তক নেবে বলে, আমার তা মনে হয় না। সে জানত চুপ করে থাকলে তার পুত্রধনের জীবন জিম্মি হয়ে থাকবে। ইরিতে পৌছে লাইসার সাহস এখন বেড়ে গেছে।'

'লেডি আরিনের সাহস যতখুশি বাড়ুক তাতে কী এসে যায়?' তেতো গলায় বলল পুরুষটা। 'ও যা-ই জানুক বা ভাবছে সে অনেক কিছু জানে– কিন্তু প্রমাণ কই?' এক মুহূর্ত বিরতি দিল সে। 'নাকি প্রমাণ আছে তার কাছে?'

' তোমার কি মনে হয় রাজাকে প্রমাণ দেখানো খুব জরুরি?' বলল মহিলা। ' তোমাকে তো বলেইছি রাজা আমাকে ভালবাসে না।'

' সে জন্য কে দায়ী, মিষ্টি বোন?'

পাথুরে তাকটির ওপর চোখ বুলাল ব্রান। ওটা এতই সরু যে পা রাখার জায়গাও নেই। তবে ও যদি নিজেকে গড়িয়ে দেয় এবং পড়ার সময় চট করে ধরে ফেলতে পারে তাকটি তাহলে নিজেকে টেনে তুলতে পারবে... কিন্তু তাতে শব্দ হবে এবং ওরা টের পেয়ে চলে আসবে জানালার ধারে। ও যেসব কথাবার্তা শুনছে সব বুঝতেও পারছে না। তবে মন বলছে এসব কথা না শোনাই ভাল।

' তুমি আসলে রবার্টের মতোই অন্ধ,' বলল মহিলা।

'যদি এর অর্থ হয় আমি একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি তাহলে বলব ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল লোকটা। 'আমি দেখতে পাচ্ছি একজন লোককে যে তার রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে মৃত্যুকেই বেছে নেবে।'

' সে ইতিমধ্যে একজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নাকি ভুলে গেলে কথাটা?' বলল মহিলা। 'অস্বীকার করছি না রবার্টের প্রতি সে খুবই অনুগত। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু রবার্ট মারা যাওয়ার পরে জফ সিংহাসনে বসলে কী ঘটবে? এ ব্যাপারটি যত তাড়াতাড়ি ঘটবে ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমার স্বামী দিন দিন অস্থির হয়ে উঠছে। আর স্টার্ককে পাশে পেলে তাকে আর পায় কে? সে এখনো স্টার্কের সেই মৃত, নীরস ষোড়শী বোনটির প্রেমে দিওয়ানা। আরেকজন নতুন লিয়ানার সন্ধান পেলে সে যে আমাকে দূরে ঠেলে দেবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

ব্রানের হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল। এ মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যেতে ভয়ানক মন চাইছে। তার ভাইদেরকে ঘটনাটা বলে দেবে। কিন্তু কী বলবে? সে তো এখন পর্যন্ত দেখেইনি কারা এসব কথা বলছে। এদেরকে তার দেখা দরকার।

পুরুষটা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। 'তুমি বরং ভবিষ্যতের কথা একটু কম কম ভেবে বর্তমানের আনন্দের কথা একটু বেশি বেশি ভাবো।'

'থামো!' খেঁকিয়ে উঠল মহিলা। অকস্মাৎ চটাস করে থাপ্পরের শব্দ শুনতে পেল ব্রান। তারপর হেসে উঠল লোকটা।

ব্রান সামনে বাড়ল। গরগয়েলের গা বেয়ে ছাদের ওপর চলে এল। এটাই সহজ পথ।

আরেকটা গারগয়েলের ওপর উঠে পড়ল ও। পাথরের এ মূর্তিটার অবস্থান ওরা যে রুমে বসে কথা বলছে তার জানালাটার ঠিক ওপরে।

'আজাইরা প্যাঁচাল পাড়তে আর ভাল্লাগছে না, বোন,' বলল লোকটা। 'এখানে এসো এবং চুপটি করে থাকো।'

গারগয়েলের ওপর দুই পা দুইদিকে ঝুলিয়ে বসল ব্রান। তারপর শক্তভাবে পা দুটো আংটার মতো আটকে নিয়ে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিল নিচের দিকে। ওর পা এখন ওপরে, মাথা নিচু হয়ে ঝুলছে। ধীরে ধীরে মাথাটা বাড়িয়ে দিল জানালায়। উল্টো অবস্থায় পৃথিবীটাকে বড্ড অদ্ভুত লাগছে। নিচের উঠোন চোখের সামনে ঝিমঝিম করে দুলে উঠল, ওটার মেঝের পাথর গলানো বরফে এখনো ভিজে রয়েছে।

জানালায় তাকাল ব্রান।

ঘরের ভেতরে একজন পুরুষ এবং একজন নারী কুস্তি লড়ছে। দুজনেই ন্যাংটো। ব্রান চিনতে পারল না ওরা কারা। পুরুষটার পিঠ ওর দিকে, মহিলাকে সে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে বলে তার চেহারাও দেখা যাচ্ছে না।

ওদের মুখ দিয়ে ভেজা, চটচটে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ব্রান বুঝতে পারল ওরা চুমু খাচ্ছে। বিস্ফারিত এবং ত্রস্ত নয়নে ওদেরকে দেখছে ব্রান। নিশ্বাস আটকে রইল গলায়।

লোকটা মহিলার দুই পায়ের মাঝখানে চালিয়ে দিয়েছে হাত, নির্ঘাত সে মহিলাকে ব্যথা দিচ্ছে কারণ মহিলা গোঙাতে গোঙাতে বলছে, 'থামো, থামো। ওহ্, থামো! ওহ্, প্লিজ...' তবে তার গলার স্বর নিচু এবং দুর্বল, এবং সে লোকটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়েও দিচ্ছে না। উল্টো লোকটার এলোমেলো সোনালি চুল ধরে টানছে এবং টানতে টানতে নিজের বুকের ওপর মাথাটা নামিয়ে আনল।

৩বে মুখ খোলা। গোঙানি বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। মাথাটা বারবার এপাশ-ওপাশ করছে, ফলে সোনালি চুলগুলো ডানে বামে দোল খাচ্ছে। তবে রানিকে চিনতে পারল ব্রান।

নিশ্চয় ও কোনো শব্দ করে ফেলেছিল। হঠাৎ রানির মুদিত চোখ খুলে গেল। তিনি সরাসরি তাকালেন ব্রানের দিকে। এবং গগনবিদারী চিৎকার দিলেন।

তারপর সবকিছু ঘটে গেল একসঙ্গে। মহিলাটি পাগলের মতো লোকটিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন, চিৎকার- চেঁচামেচি করতে করতে আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে লাগলেন ব্রানকে। ব্রান শরীরটাকে ভাঁজ করে উঠে আসতে চাইছিল জানালার ধার থেকে। তবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তার হাত মসৃণ পাথরে ঘষা খেল এবং তাকে আতঙ্কিত করে পা গেল হড়কে। পরমুহূর্তে শুরু হলো পতন।

খাড়াভাবে পড়তে শুরু করল ব্রান। জানালাটাকে এক ঝলক দেখতে পেল ও। সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে।

পাগলের মতো হাত বাড়াল ব্রান। আঁকড়ে ধরল পাথুরে তাক। পিছলে গেল হাত। পরমুহূর্তে অপর হাতটি দিয়ে খামচে ধরল। বিল্ডিংয়ের গায়ে সজোর বাড়ি খেল। ফোঁস করে ফুসফুসের সমস্ত বাতাসটুকু বেরিয়ে গেল। এক হাতে পাথুরে তাক ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঝুলতে লাগল ব্রান।

ওর মাথার ওপরে জানালায় উদয় হলো দুটি মুখ।

প্রথমজন রানি। দ্বিতীয়জনকে এবারে চিনতে পেরেছে ব্রান। রানির যমজ ভাই।

'ও আমাদেরকে দেখে ফেলেছে,' চিলের গলায় বললেন রানি।

'হ্যাঁ দেখেছি তো,' সায় দিল তার ভাই।

ব্রানের আঙুল পিছলে যেতে শুরু করেছে তাক থেকে। সে অপর হাত দিয়ে চেপে ধরল তাক। নখ চেপে বসল আঁকাবাঁকা অমসৃণ পাথরে। লোকটা তার হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার হাত ধরো। নইলে পড়ে যাবে।'

ব্রান সর্বশক্তি দিয়ে তার হাত চেপে ধরল। লোকটা তাকে টেনে তুলতে লাগল।

'তুমি এসব কী করছ?' রানি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন।

তাঁকে অগ্রাহ্য করল লোকটা। তার গায়ে অনেক শক্তি। ব্রানকে তাকের ওপর দাঁড়া করিয়ে জিজ্ঞেস করল, ' তোমার বয়স কত?'

'সাত,' জবাব দিল ব্রান। স্বস্তিতে কাঁপুনি উঠে গেছে গায়ে। সে এখনো লোকটার বাহু চেপে ধরে আছে। লোকটা তার হাত সরিয়ে নিল।

লোকটা মহিলার দিকে তাকাল। 'ভালবাসার জন্য এ কাজটি আমি করলাম।' দাঁত কিড়মিড় করল সে। তারপর জোরে ধাক্কা মারল ব্রানকে।

গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ব্রানের। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো তার শরীর।

কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার নেই। নিচের পাথুরে উঠোন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে।

দূরে কোথাও আউউ করে ডাক ছাড়ল একটি নেকড়ে। আর কাকের দল ভগ্ন ইমারতের মাথায় চক্কর দিতে লাগল ভুট্টার দানা খাওয়ার আশায়।



টিরিয়ন

তেইশ

উইন্টারফেলের সুবিশাল পাথুরে গোলকধাঁধার মধ্যে কোথাও ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। শোকের পতাকার মতো প্রাসাদের ওপর ঝুলে রইল শব্দটা।

বইয়ের ওপর থেকে মুখ তুলল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। তার শরীর শিরশির করে উঠল যদিও পাঠকক্ষের ভেতরটা আরামপ্রদ এবং উষ্ণ। তবে ডায়ারউলফ যখন আবারও ডেকে উঠল ভারী চামড়ার বইটি বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে দিল টিরিয়ন। এটি একশো বছরের পুরানো একখানা বই। ঋতুবদল নিয়ে লিখেছেন এক পণ্ডিত ব্যক্তি। বহু আগেই তিনি মারা গেছেন।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ ঢেকে হাই তুলল টিরিয়ন। এতক্ষণ ধরে যে বাতির আলোয় সে বই পড়ছিল ওটার আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তেলের অভাবে। দপদপ করছে শিখা।

উঁচু জানালা দিয়ে প্রবেশ করল ভোরের প্রথম আলো। সারাটা রাত লাইব্রেরিতেই কেটেছে টিরিয়নের তবে এটি নতুন কিছু নয়। টিরিয়ন ল্যানিস্টারের রাত জেগে পড়াশোনার অভ্যাস আছে।

টুল থেকে পা নামাল সে। অসাড় হয়ে আছে পা জোড়া। ব্যথাও করছে। খানিকক্ষণ হাত দিয়ে পা ডলল টিরিয়ন। সাড়া ফিরিয়ে আনল পদযুগলে। ঝুঁকল টেবিলের ওপর। ওখানে শুয়ে হালকা নাক ডাকছে সেপটন খোলা একটি বইকে বালিশ বানিয়ে। বইয়ের নাম পড়ল টিরিয়ন। গ্রান্ড মাস্টার ইথেলমুরের জীবন কাহিনী।

‘ চেইল’ নরম গলায় ডাকল সে। তরুণটি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, পিটপিট করছে চোখ, কী করবে বুঝতে পারছে না।

‘আমি নাশতা খেতে গেলাম,’ বলল টিরিয়ন। ‘বইগুলো তাকে গুছিয়ে রেখো। ভ্যালিরিয়ান স্ক্রল বইটির ব্যাপারে সাবধান, পার্চমেন্ট শুকিয়ে ঝরঝরে আছে। আরমিডনের ইঞ্জিনস অব ওঅর দুর্লভ একটি বই আর তোমার মাথার নিচের বইখানার কিন্তু ওই একটি মাত্র কপিই আছে।’

চেইল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার মনিবের দিকে। এখনো ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ধৈর্য ধরে নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করল টিরিয়ন, তারপর সেপটনের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে এসে বুক ভরে সকালের তাজা বাতাস টানল টিরিয়ন। তারপর লাইব্রেরির সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল। ঢালু সিড়ি বেয়ে নামা তার জন্য বেশ কষ্টকর। ফলে মন্থর হয়ে এল গতি।

সিড়িগুলো উঁচু উঁচু এবং সরু। খাটো এবং বাঁকানো পায়ে এরকম সিড়ি বেয়ে নামা পরিশ্রমসাধ্য কাজ। ভোরের সূর্য এখনো উইন্টারফেলের দেয়াল টপকাতে পারেনি, ইতিমধ্যে নিচের লোকজনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ক্লেগেনের কর্কশ গলা ভেসে এল কানে। ‘ ছেলেটা মারা যেতে সময় নিচ্ছে। ওর জলদি মৃত্যু হওয়াই ভালো।’

টিরিয়ন নিচে তাকিয়ে দেখে কিশোর জফ্রির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে হাউন্ড কিছু অনুচর পরিবৃষ্ট হয়ে। ‘অন্তত সাড়াশব্দ না করে মারা যাচ্ছে ছেলেটা,’ প্রত্যুত্তরে বলল রাজকুমার। ‘ওই নেকড়েটাই বড্ড চেঁচামেচি করছে। ফলে রাতে একটুও ঘুমাতে পারিনি।’

এক অনুচর হাউন্ড বা ক্লেগেনের মাথার কালো শিরস্ত্রাণ একটু নিচের দিকে টেনে দিল। শক্ত মাটিতে লম্বা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে। ‘আপনি বললে আমি জন্তুটাকে চুপ করিয়ে দিতে পারতাম,’ খোলা মুখোশের ফাঁক দিয়ে বলল সে। তার ভৃত্য তার হাতে একটি লংসোর্ড ধরিয়ে দিল।

ওটার ওজন পরখ করল ক্লেগেন, তারপর তরবারি দিয়ে সাঁই সাঁই কাটল শীতল বাতাস। তার পেছনে ইস্পাতে ইস্পাত বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দ তুলল।

আমোদ পেল প্রিন্স। 'কুকুরটাকে হত্যা করতে কুকুর পাঠাও!' চেঁচাল সে। 'উইন্টারফেলে এত বেশি নেকড়ের উপদ্রব যে একটা গেলে স্টার্করা টেরও পাবে না।'

শেষ সিড়িটা লাফ মেরে পার হলো টিরিয়ন। নেমে এল জমিনে। 'তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, ভাগ্নে। স্টার্করা ছয়ের বেশি গুণতে জানে। কিন্তু কিছু রাজকুমার তা-ও পারে না।'

জফ্রির মুখ লাল হলো।

'একটা গলা শুনলাম মনে হলো,' মন্তব্য করল স্যান্ডর ক্লেগন। উঁকি দিল শিরস্ত্রাণের ভেতর দিয়ে, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। 'নির্ঘাত বাতাস-ভূত।'

হেসে উঠল প্রিন্স। সে সবসময়ই হাসে তার দেহরক্ষীরা যখন এ ধরণের মজা করে। টিরিয়নের এসবের গা সওয়া হয়ে গেছে। 'নীচের দিকে তাকাও।'

লম্বা লোকটা মাটিতে তাকাল, ভান করল যেন এই প্রথম টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে দেখছে। 'আমাদের ছোট্ট লর্ড টিরিয়ন,' বলল সে। 'ক্ষমা করবেন। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই করিনি!'

'তোমার ধাষ্টামো শোনার মুডে আজ আমি নেই,' সে ফিরল ভাগ্নের দিকে। 'জফ্রি, তুমি এখনো কিন্তু লর্ড এডার্ড এবং তাঁর লেডিকে সান্ত্বনা জানাতে যাওনি।'

জফ্রি বিরক্তি ফোটাল চেহারায়। 'ওদেরকে আমার সান্ত্বনা জানিয়ে কী লাভ?'

'কোনো লাভ নেই,' বলল টিরিয়ন। 'তবু এটা তোমার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে। তোমার অনুপস্থিতি কিন্তু সবাই লক্ষ করবে।'

'স্টার্ক ছেলেটা আমার এমন কোনো বন্ধু নয় যে তাকে আমার দেখতে যেতে হবে,' বলল জফ্রি। 'তাছাড়া মহিলাদের কান্নাকাটি আমার মোটেই ভাল্লাগে না!'

টিরিয়ন ল্যানিস্টার এগিয়ে গিয়ে সপাটে চড় কষাল ভাগ্নের গালে। সাথে সাথে লাল হয়ে গেল গাল।

'আরেকটা কথা বলেছ কী আবার মারব,' বলল টিরিয়ন।

'আমি মাকে গিয়ে বলব তুমি আমাকে চড় মেরেছ।' চেঁচিয়ে উঠল জফ্রি।

আবার মারল টিরিয়ন। এবার জফ্রির দু'গালই জ্বলছে।

'বলো গে,' বলল টিরিয়ন। 'তবে আগে তোমাকে অবশ্যই লর্ড এবং লেডি স্টার্কের কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলবে তুমি এ ঘটনায় অনেক দু:খ পেয়েছ এবং তুমি যদি তাঁদের কোনো সাহায্যে আসতে পার তাহলে অবশ্যই তা করবে। এবং বলবে তুমি ওদের জন্য প্রার্থনা করবে। বোঝা গেছে কী বলেছি? বোঝা গেছে?'

জফ্রির চেহারা দেখে মনে হলো এক্ষুনি সে কেঁদে উঠবে। বদলে দুবর্ল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল উঠোন থেকে গালে হাত চাপা দিয়ে। তার গমন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল টিরিয়ন।

তার গায়ে একটা ছায়া পড়ল। ঘুরে দেখে পাহাড়ের মতো শরীর নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে ক্লেগেন। কালিঝুলি মাখা কালো বর্ম যেন ঢেকে ফেলেছে সূর্য। শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলেছে সে। বীভৎস পোড়া মুখ। যেন সত্যি একটা শিকারী কুকুর।

'আজকের আচরণ প্রিন্স মনে রাখবেন, খুদে লর্ড,' টিরিয়নকে সতর্ক করে দিল হাউন্ড। তারপর ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

'প্রার্থনা করি সে যেন তাই করে,' প্রত্যুত্তরে বলল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। 'আজকের কথাটা যদি সে ভুলে যায় বিশ্বস্ত কুকুরের মতো ওকে মনে করিয়ে দিও।' সে উঠোনে চোখ বুলাল। 'আমার ভাইটিকে কোথায় পাব বলতে পার?'

'তিনি রানির সঙ্গে নাশতা করছেন।'

'অ:।' বলল টিরিয়ন। স্যান্ডর ক্লেগেনের উদ্দেশে যন্ত্রবৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বাঁকা পায়ে যতটা দ্রুত এগোনো সম্ভব, সে শিস দিতে দিতে হাঁটা দিল।

চব্বিশ

গেস্ট হাউসের মর্নিং রুমের টেবিলে শীতল এবং মরাটে চেহারার নাশতা সাজানো। সের্সি এবং তার বাচ্চাদের সঙ্গে টেবিলে বসে আছে জেমি। নিচু গলায় কথা বলছে।

'রবার্ট এখনো ঘুমাচ্ছে নাকি?' টেবিলে এসে বসল টিরিয়ন কেউ তাকে আমন্ত্রণ না জানানো সত্ত্বেও।

তার বোন তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। জন্মের পর থেকেই তার প্রতি সের্সির এ অবহেলা দেখে আসছে টিরিয়ন। 'রাজা রাতে ঘুমাননি,' রাণি বললেন তাকে। 'তিনি আছেন লর্ড এডার্ডের সঙ্গে। ওদের শোকের ভাগীদার হয়েছেন।'

'ওর কলিজাটা বিশাল, আমাদের রবার্ট দুলাভাইয়ের কথা বলছি,' অলস হাসল জেমি। সে খুব কম জিনিসই সিরিয়াসভাবে নেয়। টিরিয়ন ব্যাপারটা জানে তবে এজন্য ভাইকে সে ক্ষমাও করে দিয়েছে। শৈশবের বিশ্রী লম্বা বছরগুলোতে একমাত্র জেমিই যা হোক তাকে একটু সম্মান করেছে বা স্নেহ-ভালোবাসা দেখিয়েছে। এজন্য টিরিয়ন তার যে কোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারে।

এগিয়ে এল এক ভৃত্য। 'রুটি নিয়ে এসো,' তাকে বলল টিরিয়ন, 'সঙ্গে মাছ আনবে আর বিয়ার। ওহ্, বেকন আনতেও ভুলো না। কালো করে ভাজবে বেকন।'

ভৃত্য কুর্নিশ করে চলে গেল। টিরিয়ন ফিরল তার ভাইবোনদের দিকে, দুই যমজ। অবিকল একরকম চেহারা। দুজনেরই গভীর সবুজ চোখ, কোঁকড়া সোনালি চুল। উভয়েই কব্জি, আঙুল এবং গলায় স্বর্ণালংকার পরেছে।

টিরিয়ন ভাবল তারও যদি জমজ ভাই বোন বোন থাকত তাহলে কেমন হতো। নাহ্, মোটেই ভাল হতো না। তারই মতো আরেকজনকে প্রতিদিন দেখতে নিশ্চয় ভালো লাগত না।

প্রিন্স টোমেন বলে উঠল, 'ব্রানের কোনো খবর জানো, মামা?'

'গত রাতে সিকরুমে গিয়েছিলাম,' জানালো টিরিয়ন। ' কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। তবে মাস্টারের মতে ওটা আশাব্যঞ্জক চিহ্ন।'

'আমি চাই না ব্রান মারা যাক,' ভীরু গলায় বলল টোমেন। ও ভালো ছেলে। জফ্রির মতো নয়।

'লর্ড এডার্ডের ব্রানডন নামে এক ভাই ছিল,' অন্যমনস্কভাবে বলল জেমি। 'টারগারিয়ানদের একজন তাকে মেরে ফেলেছিল। এটা একটা কুফা নাম।'

'তুমি যেভাবে বলছ অমন কুফা কোনো নাম নয়,' বলল টিরিয়ন। ভৃত্য তার নাশতার প্লেট নিয়ে এসেছে। এক টুকরো কালো রুটি ছিড়ে নিল সে।

সতর্ক চোখে ভাইকে দেখছেন সের্সি। 'মানে?'

বাঁকা হাসল টিরিয়ন। ' টোমেনের আশাই হয়তো পূরণ হবে। মাস্টারের ধারণা ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে।' এক ঢোক বিয়ার পান করল সে।

মার্সেল্লা মুখ দিয়ে খুশির ধ্বনি করল, টোমেন হাসল নার্ভাস ভঙ্গিতে। তবে বাচ্চাদেরকে লক্ষ করছিল না টিরিয়ন। সে দেখছিল তার কথা শুনে চকিতের জন্য জেমি এবং সের্সি চোখ চাওয়া চাওয়ি করেছে। তার বোন চোখ নামাল টেবিলে। 'এটা এক ধরণের নিষ্ঠুরতা। উত্তরের দেবতারা বাচ্চাদের যন্ত্রণা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে।'

'মাস্টার ঠিক কী বলেছেন?' জানতে চাইল জেমি।

কামড় বসাতে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল বেকন। টিরিয়ন মাংসটা চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'তার ধারণা ছেলেটার ভাগ্যে মৃত্যু লেখা থাকলে আরও আগেই মারা যেত। চারদিন ধরে সে অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'ব্রান কি সুস্থ হয়ে যাবে, মামা?' জিজ্ঞেস করল ছোট্ট মার্সেল্লা। মায়ের রূপ পেয়েছে সে তবে প্রকৃতি নয়।

'ওর মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেছে রে, সোনা,' তাকে বলল টিরিয়ন। 'পাও ভেঙে চুড়চুড়। ওকে মধু আর পানি খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে যদি জ্ঞান ফেরে, সত্যিকারের খাবার খেতে পারবে ছেলেটা কিন্তু হাঁটতে পারবে না কোনদিন।'

'যদি ওর জ্ঞান ফেরে,' পুনরাবৃত্তি করলেন সের্সি। 'সে সুযোগ আছে নাকি?'

'দেবতারা জানেন,' বলল টিরিয়ন। 'মাস্টার শুধু আশা ব্যক্ত করেছেন।' সে আরও খানিকটা রুটি চিবাল। 'তবে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওর নেকড়েটা। জানালার বাইরে দিনরাত পড়ে থেকে আর্তনাদ করে। ধাওয়া দিলেও পরে আবার ফিরে আসে। মাস্টার বললেন নেকড়ের চেঁচামেচি থেকে রেহাই পেতে তাঁরা একবার জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রানের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ে। জানালা খুলে দিলে ওর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।'

শিউরে ওঠেন রানি। 'ওই জন্তুগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার আছে। ওগুলো ভীষণ বিপজ্জনক। এদের কাউকে আমি দক্ষিণে নিয়ে যাব না।'

জেমি বলল, 'পারবে না, বোন। ওরা সবসময় ওই মেয়েগুলোর লেজে জুড়ে আছে।'

মাছে কামড় বসাল টিরিয়ন। 'তোমরা জলদি যাচ্ছ নাকি?'

'খুব জলদি না,' বললেন সের্সি। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ' আমরা যাচ্ছি নাকি?' প্রতিধ্বনি তুললেন। 'কিন্তু তুমি? বোলো না যেন তুমি এখানে থাকছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিরিয়ন। 'বেনজিন স্টার্ক নাইট'স ওয়াচে ফিরছে তার ভাইয়ের বেজন্মাকে নিয়ে। ভাবছি ওদের সঙ্গে যাব। দেখে আসব বহুল আলোচিত সেই ওয়াল।'

এরপর টিরিয়ন দেয়াল নিয়ে কান ঝাঁঝাঁ করা এমন একটি অশ্লীল মন্তব্য করে বসল যে সের্সি রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি গেলাম। টোমেন, মার্সেল্লা, এসো।' তিনি মর্নিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন বাচ্চাদের নিয়ে।'

শীতল সবুজ চোখে ভাইকে পরখ করছিল জেমি। 'ছেলেকে মৃত্যু শয্যায় রেখে স্টার্ক মনে হয় না উইন্টারফেল ফেলে চলে যেতে রাজি হবে।'

'রবার্ট হুকুম দিলে অবশ্যই যাবে,' বলল টিরিয়ন। 'আর রবার্ট হুকুমও দেবে। তাছাড়া ছেলেটার জন্য লর্ড এডার্ডের কিছু করারও তো নেই।'

'কিন্তু ছেলেটার যন্ত্রণা তো সে ঘুচিয়ে দিতে পারে,' বলল জেমি। 'আমার নিজের ছেলে হলে তাই করতাম। তাতে বরং দয়া দেখানো হতো।'

'লর্ড এডার্ডের কাছে এসব কথা ভুলেও বলতে যেয়ো না, ব্রাদার।' বলল টিরিয়ন। 'ব্যাপারটা সে মোটেই ভালভাবে নেবে না।'

'কিন্তু তার ছেলে বেঁচে গেলেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে। পঙ্গুর চেয়েও খারাপ। একটা সৃষ্টিছাড়া জীবে পরিণত হবে সে। এরচেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।'

প্রত্যুত্তরে কাঁধ ঝাঁকাল টিরিয়ন। 'সৃষ্টিছাড়া কথাটির সঙ্গে আমি দ্বিমত প্রকাশ করছি।' বলল সে। 'মৃত্যু যেখানে ভীষণভাবে চূড়ান্ত সেখানে জীবনের রয়েছে অনেক সম্ভাবনা।'

হাসল জেমি। 'তুমি নিজে একটা বিকৃত চেহারার বামন ভূত, নও কি?'

'তা তো বটেই,' স্বীকার গেল টিরিয়ন। 'তবে আশা করি ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসবে। ওর কথা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি।'

টক দুধের দইয়ের মতো হাসিটা জমে গেল তার ভাইয়ের ওষ্ঠে। 'টিরিয়ন, মাই সুইট ব্রাদার,' গম্ভীর গলায় বলল সে, 'মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি তুমি আসলে কার পক্ষাবলম্বন করছ।'

টিরিয়নের মুখ ভরে আছে রুটি আর মাছে। সে কড়া মদ এক ঢোক গিলে খাবারগুলো পাঠিয়ে দিল পাকস্থলিতে, তারপর নেকড়ের মতো হাসল জেমির দিকে তাকিয়ে। ' কেন, জেমি, আমার মিষ্টি ভাইটি,' বলল সে, তোমার কথায় আমি মর্মাহত হলুম। তুমি খুব ভাল করেই জানো আমি আমার পরিবারকে কতটা ভালবাসি।'



জন

পঁচিশ

ধীর পায়ে সিড়ি ভাঙছে জন, এখানে আসা এটাই শেষবার হতে পারে এ চিন্তাটা ঠাঁই দিতে চাইছে না মাথায়। গোস্ট নিশব্দে আসছে ওর পেছন পেছন। বাইরে প্রাসাদের ফটক দিয়ে পাক খেয়ে ঢুকে পড়ছে তুষার, উঠোন হইচই চেঁচামেচিতে নরক গুলজার হয়ে থাকলেও পুরু.চার দেয়ালের ভেতরে বিরাজমান উষ্ণতা এবং নিরবতা। তবে বড্ড বেশি নিরব যা পছন্দ নয় জনের।

সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে গেল জন। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ ভীতচকিত মনে। গোস্ট ওর হাতে নাক ঘষল। গোস্টের স্পর্শে বুকে যেন একটু সাহস ফিরে পেল জন। টানটান করল শিরদাঁড়া এবং প্রবেশ করল রুমে।

ব্রানের বিছানায়, ছেলের পাশে বসে আছেন লেডি স্টার্ক। প্রায় এক পক্ষকাল ধরে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা একঠায় ওখানে বসে রয়েছেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্যেও ছেলের পাশ থেকে নড়েননি। তাঁর খাবার ওখানে পৌঁছে দেয়া হয়, একটি খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে শোবার জন্য। কিন্তু ওখানে তিনি পিঠ লাগিয়েছেন কিনা সন্দেহ। ব্রানকে তিনি মধু, পানি আর ভেষজ মিশিয়ে খাওয়ান। তবে একবারের জন্যও ত্যাগ করেননি কামরা। ফলে জন এ ঘরে ঢুকবার সুযোগই পায়নি।

কিন্তু এখন আর ওর না এসে উপায় ছিল না।

দোরগোড়ায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল জন, কথা বলার সাহস পাচ্ছে না, সামনে এগিয়ে যাওয়ার হিম্মতও নেই। জানালা খোলা। নিচে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। শব্দ শুনে মাথা তুলল গোস্ট।

মুখ তুলে চাইলেন লেডি স্টার্ক। এক মুহূর্তের জন্য চিনতে পারলেন না জনকে। তারপর পিটপিট করলেন চোখ। 'তুমি এখানে কী করছ?' নিরুত্তাপ, আবেগশূন্য গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ব্রানকে দেখতে এসেছি,' বলল জন। 'ওকে বিদায় বলতে এসেছি।'

লেডি স্টার্কের মুখভঙ্গির পরিবর্তন হলো না। তাঁর লম্বা লালচে বাদামী চুলগুলো ফ্যাকাশে এবং আলুথালু। দেখে মনে হচ্ছে বয়স বেড়ে গেছে কুড়ি বছর। 'বলা হয়েছে তো। এখন যাও।'

জনের মনের একটা অংশ ওকে পালাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে, কিন্তু ও জানে এখন চলে গেলে ভবিষ্যতে আর কোনদিন হয়তো ভাইটার মুখদর্শনের সুযোগ না-ও হতে পারে। ভীরু পদক্ষেপ রাখল সে ঘরে। 'প্লিজ।'

শীতল চাউনি ক্যাটলিনের চোখে। তোমাকে আমি চলে যেতে বলেছি।' বললেন তিনি। ' তোমাকে এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

এ কথা আগে কখনো শুনলে পালিয়ে যেত জন। কেঁদে ফেলত। কিন্তু এখন খুব রাগ লাগছে। শীঘ্রি সে নাইট'স ওয়াচের সোর্ন ব্রাদার হবে এবং সেখানে ক্যাটলিন টালি স্টার্কের চেয়ে ঢের বেশি বিপদ সামাল দিতে হবে। 'ও আমার ভাই,' বলল সে।

'আমি কি গার্ডদের ডাকব?'

'ডাকুন।' বলল মরিয়া জন। 'তবু ওকে দেখতে আমাকে বাধা দিতে পারবেন না।' বিছানা এবং নিজের মাঝখানে ব্যবধান রেখে রুম পার হলো ও, তাকাল ব্রানের দিকে।

লেডি স্টার্ক ব্রানের একটি হাত ধরে আছেন। হাতখানা লাগছে থাবার মতো। এ ব্রানকে চেনে না জন। হাড্ডিসার দেহ। কাঠির মতো শরীরে কোনো মাংস নেই, চামড়া ছাড়া। কম্বলের নিচে পা জোড়া এমনভাবে বেঁকে আছে দেখে অসুস্থবোধ করল জন।

ব্রানের চোখ কোটরের গভীরে ঢুকে গেছে। চোখ খোলা তবে কিছুই দেখছে না। বিল্ডিং থেকে পতন যেভাবেই হোক ছেলেটাকে দুমড়েমুচড়ে একেবারে ছোট এবং শীর্ণকায় করে তুলেছে। যেন ছেড়া পাতা, দমকা একটা হাওয়া এলেই উড়ে গিয়ে পড়বে কবরের মধ্যে।

তবে কংকালসার দেহটায় প্রাণের স্পন্দন রয়েছে বোঝা যায় মন্থর গতিতে বুকের ওঠানামা দেখলে।

'ব্রান,' বলল জন, 'আমি দু:খিত আগে আসতে পারিনি বলে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।' গাল বেয়ে জল পড়ছে জনের। তবে গ্রাহ্য করল না। 'মরে যেয়োনা, ব্রান। প্লিজ। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি তোমার জ্ঞান ফেরার জন্য। আমি, রব, মেয়েরা, সকলেই...'

লেডি স্টার্ক দেখছেন। তিনি আর চিৎকার চেঁচামেচি করেননি। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল জন। জানালার বাইরে আবার ডাক ছাড়ল ডায়ারউলফ। এটা ব্রানের নেকড়ে যার নামকরণ করা হয়নি।

'আমি এখন যাব,' বলল জন। ' বেনজিন চাচা অপেক্ষা করছেন। আমি উত্তরে যাচ্ছি, ওয়ালে। আজই রওনা হবো।' ওর মনে পড়ল সফরের ব্যাপারে কতটা উৎসাহ ছিল ব্রানের। এভাবে ওকে ছেড়ে যেতে বুক ভেঙে যাচ্ছে জনের। সে হাতের চেষ্টা দিয়ে মুছে নিল অশ্রু। হালকা চুম্বন করল ভাইয়ের ঠোঁটে।

'আমি চেয়েছিলাম ও এখানেই থাকবে আমার সঙ্গে,' মৃদু গলায় বললেন লেডি স্টার্ক।

জন সতর্কভাবে মহিলাকে লক্ষ করছে। তিনি ওর দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাচ্ছেন না। কথা বলছেন বটে তবে ভাবখানা জনের যেন কোনো অস্তিত্বই নেই এ ঘরে।

'আমি প্রার্থনা করেছি,' ভোঁতা গলায় বললেন তিনি। 'ও আমার কলিজার টুকরা। আমি সাত দেবতার কাছে সাতবার প্রার্থনা করেছিলাম যাতে নেড তার মত বদলে ফেলে এবং ওকে আমার কাছে রেখে যায়। মাঝে মাঝে প্রার্থনার জবাব পাওয়া যায়।'

প্রত্যুত্তরে কী সান্ত্বনা দেবে বুঝে পেল না জন। 'এতে আপনার কোনো দোষ নেই,' শুধু এটুকুই বলতে পারল সে অস্বস্তিকর নিরবতা ভেঙে।

জনকে খুঁজে নিল ক্যাটলিনের চোখ। তাতে তীব্র বিষ। ' তোমার কোনো সমর্থন আমি চাইনি, বেজন্মা।'

চোখ নামিয়ে নিল জন। তিনি ব্রানের একটি হাত ধরে দোলাচ্ছেন। তারপর আরেকখানা হাত তুলে নিয়ে তাতে চাপ দিলেন। আঙুল না যেন পাখির হাড্ডি। 'বিদায়,' বলল জন।

ও দরজার কাছে গেছে, পেছন থেকে ডাক পড়ল।

'জন।'

জনের চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু এর আগে কোনদিন লেডি স্টার্ক ওর নাম ধরে ডাকেননি। ঘুরল জন। লেডি স্টার্ক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এই প্রথম ওকে দেখছেন।

'বলুন?' বলল ও।

'এ জায়গায় তোমার থাকা উচিত ছিল।' তিনি বললেন ওকে। তারপর ঘুরলেন ছেলের দিকে। কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার দমকে বারবার কেঁপে উঠল শরীর। জন লেডি স্টার্ককে কোনদিন কাঁদতে দেখেনি।

উঠোনে ফিরে আসতে ওর আরও অনেক সময় লাগল।

এখানে হাউকাউ চেঁচামেচি হল্লার বাজার বসে গেছে। ওয়াগনগুলোতে তোলা হচ্ছে মালপত্র, লোকজন চেঁচাচ্ছে, ঘোড়াদের আস্তাবল থেকে এনে হার্নেস পড়িয়ে পিঠে জিন চড়ানো হচ্ছে। হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে। সবাই যাত্রার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ দিচ্ছে রব। হঠাৎ করেই যেন বড় হয়ে গেছে ছেলেটা। ব্রানের দুর্ঘটনা এবং মায়ের ভেঙে পড়া তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তার পাশেই আছে গ্রে উইন্ড।

' বেনজিন চাচা তোমাকে খুঁজছেন,' বলল সে জনকে। 'এক ঘন্টা আগেই তিনি রওনা হতে চেয়েছেন।'

'জানি আমি,' বলল জন্য।

রবের মাথার বরফ শরীরের তাপে গলতে শুরু করেছে।

'ওর সঙ্গে দেখা হলো?'

মাথা ঝাঁকাল জন, মুখে রা কাটল না।

'ও মরবে না,' বলল রব। 'জানি আমি।'

'স্টার্কদের কই মাছের প্রাণ,' সায় দিল জন।

'আর আমার মা?' জানতে চাইল রব।

'উনি... আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন,' বলল জন।

স্বস্তি ফুটল রবের চেহারায়। 'ভালো।' তারপর জড়িয়ে ধরল জনকে। 'বিদায়, স্নো।'

জনও ওকে আলিঙ্গন করল। 'বিদায়, স্টার্ক। ব্রানের যত্ন নিও।'

'নিশ্চয়,' ওরা আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

বেনজিন চাচা তোমাকে আস্তাবলে যেতে বলেছেন,' অবশেষে বলল রব।

'আমার আরও একজনের কাছে বিদায় নিতে হবে,' বলল জন। তারপর চলে গেল ওখান থেকে। হাঁটা দিয়েছে অস্ত্রাগারের দিকে। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ছাউনি দেয়া ব্রিজ ধরে এগোল গ্রেট কীপে।

ছাব্বিশ

আরিয়া ওর ঘরেই ছিল। লোহাকাঠের চকচকে একটি সিন্দুক, আয়তনে ওর দ্বিগুন, তাতে জামাকাপড় ভরছে। নামেরিয়া ওকে সাহায্য করছে। আরিয়া ইশারা করলেই হলো, নেকড়েটা এক ছুটে গিয়ে সেই জিনিসটি মুখে তুলে নিয়ে আসছে। তবে গোস্টের আগমন টের পেয়ে সে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল। কুঁইকুঁই শব্দ করতে লাগল।

আরিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে জনকে দেখতে পেয়ে এক লাফে খাড়া হলো। সরু সরু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ভাইয়ের গলা। 'ওরা আমাকে কাউকে বিদায় বলার জন্য বাইরে যেতে দেয়নি।'

'তুমি কী করছিলে?' জানতে চাইল জন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আরিয়া। মুখ বাঁকাল। ' তেমন কিছু না। জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলাম।' প্রকাণ্ড সিন্দুকটি দেখাল সে। তিন ভাগের এক ভাগও ভরেনি সিন্দুক, জামাকাপড় ঘরময় ছড়ানো। সেপটা মরডেনের আদেশ সব কাজ আমার একাই করতে হবে। আমার জিনিসপত্র নাকি ঠিকঠাক গোছানো নেই। দক্ষিণী কোনো লেডি নাকি তার জামা কাপড় ছেড়া ত্যানার মতো সিন্দুকে ছুড়ে মারে না,' বলে সে।

'তুমি কি তাই করেছ, ছোট্ট বোন?'

'আরে, ওগুলো তো এমনিতেও সব হ্যাড়াব্যাড়া অবস্থা হয়ে যাবে,' বলল আরিয়া। 'তাহলে সুন্দর করে গোছানোর দরকারটাই বা কী?'

'আমার মনে হয় না সেপটা মরডেন যদি দেখে নামেরিয়া তোমার কাজে হাত লাগাচ্ছে তাহলে খুব একটা খুশি হবে।' বলল জন। গাঢ় সোনালি চোখে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে মাদী নেকড়ে। ' সে যাকগে। আমি তোমার জন্য একটি জিনিস এনেছি। তবে খুব সাবধানে এটাকে নিতে হবে।'

উদ্ভাসিত হলো আরিয়ার চেহারা। 'উপহার?'

'তাও বলতে পার। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

আরিয়া সতর্ক চোখে হলঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিল। 'নামেরিয়া। এখানে থাকো। পাহারা দাও।' সে নেকড়েটিকে ওখানে রেখে দিল অনাহুতদের সাবধান করে দিতে। তারপর বন্ধ করল দরজা। ততক্ষণে জন কাপড়ে মোড়ানো উপহারটি খুলে ফেলেছে। আরিয়ার সামনে এগিয়ে দিল।

বড়বড় হয়ে গেল আরিয়ার চোখ। 'তরবারি।' নিশ্বাস চেপে এল ওর।

নরম ধূসর চামড়ায় তৈরি খাপ। আস্তে আস্তে খাপ খুলে তরবারিটি বের করল জন। ইস্পাতের গা দিয়ে গাঢ় নীল জেল্লা বেরুচ্ছে। 'এটি কোনো খেলনা নয়,' জন বলল ওকে। 'সাবধান গা কেটে না যায়। ফলা খুব ধারালো। লোম কামানো যায়।'

' মেয়েরা লোম কামায় না,' বলল আরিয়া।

'কামানো উচিত। সেপটার পা দেখেছ?'

খিলখিল হাসল আরিয়া। 'হাড্ডিসার।'

'তুমিও তাই,' বলল জন। 'মিকেন আমার জন্য বিশেষভাবে এ তরবারিটি বানিয়ে দিয়েছে। পেন্টোস, মির এবং অন্যান্য ফ্রি সিটির ডাকাবুকোরা এ ধরণের তরবারি ব্যবহার করে। এ দিয়ে মানুষের কল্লা নামানো যাবে না তবে শরীরে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারবে যদি তোমার গতি দ্রুত হয়।'

'আমি দ্রুত তরবারি চালাতে পারব,' বলল আরিয়া।

'প্রতিদিন প্রাকটিস করতে হবে,' ওর হাতে তরবারিটি তুলে দিল

জন। দেখাল কীভাবে ধরতে হয়। তারপর পিছিয়ে গেল। ' কেমন বোধ করছ? ওজন ঠিক আছে তো? ভারসাম্য রক্ষা করা যাচ্ছে?'

'যাচ্ছে,' জবাব দিল আরিয়া।

'প্রথম সবক হলো সুচালো ডগা দিয়ে খোঁচা মারতে হবে,' বলল জন।

ফলার ভোঁতা দিক দিয়ে জনের হাতে একটা বাড়ি মারল আরিয়া। ব্যথা পেলেও বোকার মতো হাসল জন।

'আমি জানি কোন্ দিকটা ব্যবহার করতে হয়,' বলল আরিয়া। ' সেপটা মরডেন এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।'

' সে জানতে না পারলে নেবে না।'

'আমি কার সঙ্গে প্রাকটিস করব?'

'কাউকে না কাউকে পাবে নিশ্চয়,' বলল জন। 'কিংস ল্যান্ডিং বিরাট শহর, উইন্টারফেলের চেয়ে হাজারগুণ বড়। পার্টনার না পাওয়া পর্যন্ত লক্ষ করবে প্রাঙ্গণে ওরা কীভাবে তলোয়ার যুদ্ধ করে। দৌড়াবে, ছুটবে, ঘোড়ায় চড়বে। শরীরটাকে শক্তিশালী করে তুলবে। তবে যা-ই করো না কেন...'

আরিয়া জানে এরপরে কী কথাটা বলা হবে। ওরা এক সঙ্গে বলে উঠল

'....সানসাকে.... বলা.... যাবে না!'

ওর চুল এলোমেলা করে দিল জন। 'আমি তোমাকে খুব মিস করব, ছোট্ট বোন।'

মনে হলো কেঁদে ফেলবে আরিয়া। 'তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে!'

'মাঝে মাঝে ভিন্ন রাস্তাও একই প্রাসাদের দিকে মোড় নেয়। কে বলতে পারে?' এখন একটু ভাল লাগছে জনের। মন খারাপ করবে না সে। 'আমি বরং এখন যাই। বেনজিন চাচাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে তিনি নির্ঘাত ওয়ালের প্রথম বছরটা আমাকে দিয়ে শুধু বাসন মাজাবেন।'

আরিয়া দৌড়ে গেল ওকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করতে। 'আগে তরবারিটি তো সরাও।' হাসতে হাসতে বলল জন। আরিয়া তরবারি নামিয়ে রেখে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল ভাইকে।

জন দরজার কাছে এসেছে, আরিয়া ততক্ষণে তরবারি তুলে নিয়ে ওটার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে। 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,' জন বলল ওকে। ' সেরা তরবারিগুলোর কিন্তু নাম থাকে।'

'আইসের মতো,' প্রত্যুত্তরে বলল আরিয়া। হাতের ফলার দিকে তাকাল। 'এটার কোনো নাম আছে? বলো না শুনি।'

'অনুমান করো?' মশকরা করল জন। ' তোমার খুব প্রিয় জিনিস।'

আরিয়াকে প্রথমে বোকাবোকা লাগল। তারপর কথাটা হৃদয়ঙ্গম করল। ও যে কোনো জিনিস দ্রুত বুঝে উঠতে পারে। ওরা একসঙ্গে বলে উঠল :

'নিডল!'

সুচিকর্মের কথা মনে করে দুজনেই ফেটে পড়ল হো হো হাসিতে।



ডেনেরিস

সাতাশ

পেন্টোস শহরের প্রাচীরের বাইরে, এক মাঠে বর্বরোচিত গৌরব আর ভীতিকে সঙ্গী করে খাল ড্রোগোর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে ডেনেরিস টারগারিয়ান। খোলা মাঠে শাদীর. এন্তেজাম হওয়ার কারণে ডোথ্রাকিরা বিশ্বাস করে একজন মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কর্ম সম্পাদন হওয়া উচিত খোলা মাঠের নিচে।

ড্রোগো তার *খালাসা*দেরকে আহ্বান করেছিল শাদি মোবারকে অংশ নিতে। তারা দাওয়াত কবুল করেছে।

চল্লিশ হাজার ডোথ্রাকি যোদ্ধা, তাদের অগণিত স্ত্রী, ছেলেপুলে এবং ক্রীতদাসরা হাজির হলো বিয়েতে। নগরীর দেয়ালের বাইরে তারা তাঁবু খাটাল বিপুল গবাদি পশুর পাল নিয়ে, শুকনো ঘাস এবং খড় দিয়ে তৈরি করল প্রাসাদ এবং চোখের সামনে যা পেল সব তাদের পেটে গেল। তাদের এহেন কাণ্ডকারখানা পেন্টোসের নিরীহ, ভাল মানুষদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলল প্রতিদিন।

'আমার সতীর্থ ম্যাজিস্টাররা নগর প্রহরার ব্যবস্থা দ্বিগুণ করেছেন,' একদা ড্রোগোর নিবাস বলে পরিচিত ম্যানশনে বসে এক রাতে মধু মাখানো হাঁসের মাংস আর কমলা এবং গোলমরিচ দিয়ে রান্না করা মাছ খেতে খেতে

মন্তব্য করলেন ইলিরিও। দ্রোগো তার প্রাসাদ ছেড়ে *খালাসার*দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বিয়ে পর্যন্ত এখানে বাস করতে পারবে ডেনেরিস এবং তার ভাই।

'পেন্টোসের অর্ধেক সম্পত্তি ওরা গিলে খাওয়ার আগেই প্রিন্সেস ডেনেরিসের বিয়েটা হয়ে যাওয়া সর্বোত্তম।' মজা করে বললেন স্যর জোরাহ মরমন্ট। খাল দ্রোগোর কাছে ডেনি বিক্রি হয়ে যাওয়ার রাতে খাল দ্রোগো জোরাহ মরমন্টকে ডেনেরিস এবং ভিসেরিসের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দিলে ভিসেরিস তা সানন্দে মেনে নেয়।

ছুঁচালো দাড়ির ফাঁকে মৃদু হাসলেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। তবে এ কথায় হাসির কোনো উপাদান খুঁজে পেল না ভিসেরিস। 'দ্রোগোর আমার বোনকে পছন্দ হলে কালকেই পেতে পারে,' বলল সে। তাকাল ডেনির দিকে। মাথা নামাল ডেনেরিস। 'সে শুধু মূল্যটা পরিশোধ করলেই হলো।'

শূন্যে নিস্তেজ ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়লেন ইলিরিও। তাঁর মোটামোটা আঙুলের আংটিগুলো ঝিকিয়ে উঠল। 'আপনাকে তো বলেইছি সব ঠিকঠাক। আমার ওপর আস্থা রাখুন। খাল আপনাকে রাজমুকুট দেবে বলেছে। আপনি তা পাবেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তা কবে?'

'যখন খালের মর্জি হবে,' বললেন ইলিরিও। 'আগে মেয়েটাকে.সে কাছে পাবে, বিয়ে হওয়ার পরে সে তার সম্পত্তি নিয়ে, মালভূমি পার হবে এবং ভাইস ডোট্রাকে *দশ খালিনের* কাছে তাকে হাজির করবে। এরপরে, যদি সংকেত আসে যুদ্ধ করার, খাল তা করবে।'

রাগে ফেটে পড়ল অধৈর্য ভিসেরিস। 'সংকেতের গুষ্টি কিলাই। ইউসারপার আমার সিংহাসনে বসে আছে। আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ইলিরিও। 'আপনার জীবনের বেশিরভাগ সময় অপেক্ষায় কেটেছে, মহারাজ। আর কয়েকটা মাস কিংবা অল্প কয়েকটা বছরে কী বা এসে যায়?'

স্যর জোরাহ, যিনি পুবে সুদূর ভাইস ডোট্রাক তক চষে বেরিয়েছেন, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিচ্ছি, মহামান্য। ডোট্রাকিরা জবান দিলে কথা রাখে তবে সব কাজ করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী। দুর্বল একজন মানুষ খালের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করতে পারে কিন্তু তাকে ভৎর্সনা করতে পারে না।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ভিসেরিস। 'মুখ সামলে, মরমন্ট, নইলে জিভ টেনে ছিড়ে ফেলব। আমি কোনো দুর্বল মানুষ নই। আমি সাত রাজ্যের ন্যায়সংগত রাজা। ড্রাগনরা কখনো সাহায্য প্রার্থনা করে না।'

সম্মান দেখাতে চোখ নামালেন স্যর জোরাহ। প্রহেলিকাময় হাসি ফুটল ইলিরিওর ঠোঁটে, হাঁসের গা থেকে একখানা ডানা ছিড়ে নিলেন। তাঁর আঙুল বেয়ে মধু এবং গ্রিজ গড়াচ্ছে, মাংস চিবুনোর সময় মাখামাখি হয়ে গেল দাড়ি। *আর কোনো ড্রাগন নেই*, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল ডেনি, কথাগুলো প্রকাশ করার সাহস পেল না।

ভাইকে সে প্রচণ্ড ভয় পায়। কাল রাতেও স্বপ্নে দেখেছে তাকে ধরে পেটাচ্ছে ভিসেরিস। সে নগ্ন এবং ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ছুটে পালাতে চাইছে ডেনেরিস কিন্তু পারছে না। ভিসেরিস আবার ওকে আঘাত করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ডেনেরিস।

'তুই ড্রাগনটাকে জাগিয়ে তুলেছিস,' বোনকে লাথি মেরে বলছে ভাই। 'তুই ড্রাগনটাকে জাগিয়ে তুলেছিস। তুই ড্রাগনটাকে জাগিয়ে তুলেছিস।' ডেনেরিসের উরু ভেসে যাচ্ছে তাজা খুনে। চোখ বুজে ও ককাচ্ছে।

হঠাৎ শুনতে পেল বিকট একটা শব্দ। কোনো কিছু ফেড়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আগুনের হিসহিস। চোখ মেলে চাইল ডেনেরিস। ভিসেরিস নেই। চারিদিকে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে বসে আছে একটা ড্রাগন। প্রকাণ্ড মাথাটা ধীরে ধীরে ঘোরাল সে। ওটার গলিত চোখ দেখতে পেল ডেনেরিসকে। তারপরপরই জেগে যায় ডেনেরিস। দেখে থরথরিয়ে কাঁপছে সে, সারা শরীর ঘামে ভেজা। এমন ভয় জীবনে পায়নি ডেনেরিস...

...আর ভয় পেল বিয়ের দিন।

আটাশ

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হলো ভোরবেলায়, সমাপ্তি ঘটল সাঁঝবেলায়।

সারাদিন ধরে চলল অবিরাম মদ্যপান, ভোজ আর মারামারি। ঘাস প্রাসাদের মাঝখানে মাটির একটি বিশাল র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। ওখানে ডোথ্রাকিদের বিশাল জনসমুদ্রের সামনে খাল ড্রোগোর পাশে বসে আছে ডেনি। এক জায়গায় এত জন সমাগম এই প্রথম দেখছে সে। এমন অদ্ভুত এবং ভীতিকর মানুষ জীবনে দেখেনি ও।

ফ্রি সিটিতে আসার সময় হর্সলর্ডরা দামী দামী পোশাক পরে গায়ে সুগন্ধী মেখে ভদ্রতা বজায় রাখলেও খোলা আকাশের নিচে তাদের আদি ও বুনো চেহারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

পুরুষ- নারী উভয়ের নগ্ন বুকে চামড়ার ভেস্ট, তাতে নানান ছবি আঁকা। কোমরে ব্রোঞ্জের বেল্ট। যোদ্ধারা তাদের লম্বা চুলে চর্বি মেখেছে। তারা মধু আর মরিচ মাখানো ঘোড়ার মাংস খাচ্ছে, সঙ্গে চলছে ঘোটকী দুধের চোলাই করা মদ, সেই সাথে ইলিরিওর দেয়া সুস্বাদু ওয়াইন। তারা পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা চালিয়ে যাচ্ছে, এদের গলার স্বর ডেনির কাছে অপরিচিত এবং কর্কশ ঠেকল।

ভিসেরিসের জায়গা হয়েছে ঠিক ওর নিচে। সে পরেছে কালো উলের নতুন টিউনিক, বুকে টকটকে লাল রঙের ড্রাগনের ছবি। ইলিরিও এবং স্যর জোরাহ বসেছেন ওর পাশে। ওখানে সবচেয়ে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত

মানুষদেরকেই বসতে দেয়া হয়। কিন্তু ভিসেরিস তাতে খুশি হতে পারেনি। ভাইয়ের বেগুনিরঙা চোখে ক্রোধের আভাস দেখতে পাচ্ছে ডেনেরিস। ভিসেরিসের রাগ ছোট বোনের নিচের আসনে তাকে বসতে দেয়া হয়েছে বলে।

সে রাগে ফুঁসছে কারণ ক্রীতদাসরা প্রতিটি খাবার আগে খাল এবং তার কনেকে পরিবেশন করছে, ওরা সে খাবার খেতে না চাইলে তবেই তা ভিসেরিসের সামনে হাজির করা হচ্ছে। তবে কিছু করার নেই বলে ক্ষোভ নিজের ভেতরে চেপে রাখল ভিসেরিস।

খাল ড্রোগোর বিশাল বাহিনীর মধ্যে নিজেকে বড্ড একা লাগছে ডেনেরিসের। তার ভাই তাকে হাসিমুখে থাকতে বলেছে। ডেনেরিস চেষ্টাও করেছে। কিন্তু হাসির ভঙ্গি করে থাকতে থাকতে মুখ গেছে ব্যথা হয়ে, চোখে চলে এসেছে পানি। জানে ওকে কাঁদতে দেখলে ভয়ানক খেপে যাবে ভিসেরিস, খাল ড্রোগোও আবার কী করে বসে কে জানে। ওকে প্রচুর খাবার খেতে দেয়া হয়েছে। ধোঁয়া ওঠা মাংস, মোটা মোটা কালো সসেজ, ডোথ্রাকি ব্লাড পাই, ফল, মিষ্টি ঘাস দিয়ে তৈরি সুপ, পেন্টোস থেকে আনা পেস্ট্রি। কিন্তু কিছুই খায়নি ডেনেরিস। হাত ইশারায় সব সরিয়ে নিতে বলেছে। তার পেট মোচড় দিয়ে উঠেছে। জানে এসব খাবার সে খেতে পারবে না।

ওর সঙ্গে কথা বলারও কেউ নেই। খাল ড্রোগো তর্জনগর্জন করে হুকুম দিচ্ছে, ফাঁকেফাঁকে রসিকতা চালিয়ে যাচ্ছে তার ব্লাড রাইডারদের সঙ্গে, তাদের জবাব শুনে হো হো করে হেসে উঠছে, তবে পাশে বসা ডেনির দিকে খুব কমই তাকাচ্ছে সে। ওরা সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলে না। ওদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে সেই ভাষায় নিজেদের মধ্যে বাতচিত করে। সেই ভাষা ডেনেরিস কিছুই বোঝে না। খাল ফ্রি সিটিতে এসে দু'একটি কমন ল্যাংগুয়েজ শিখেছে মাত্র। সেভেন কিংডমসের 'কমন টাং' বা সাধারণ মানুষের ভাষা কিচ্ছু জানে না সে।

ডেনেরিস বিয়ের পোশাক পরে মধু মেশানো মদের কাপ হাতে নিয়ে বসে আছে। খেতে ভয় পাচ্ছে। নিরবে কথা বলছে নিজের সঙ্গে। *আমার শরীরে ড্রাগনের রক্ত*, নিজেকে বলছেও। আমি ডেনেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনস্টোনের রাজকুমারী, বিজয়ী ইগনের রক্ত এবং বীজ।

সূর্য তখনো পুরোপুরি মাথার ওপরে উঠে আসেনি, এমন সময় প্রথম মানুষটিকে মরতে দেখল ডেনেরিস। ঢাক বাজানোর তালে কয়েকজন মহিলা খালের জন্য নাচ পরিবেশন করছিল। ভাবলেশহীন চেহারায় নাচ দেখছিল দ্রোগো, তবে ওদের শরীরের অঙ্গভঙ্গি অনুসরণ করছিল তার চোখ, মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জের মেডালিয়ন ছুড়ে দিচ্ছিল মহিলাদের দিকে। ওরা তা কাড়াকাড়ি করে নিচ্ছিল।

ওদের নাচ দেখছিল যোদ্ধারাও। এদের একজন নৃত্যরত রমণীদের মাঝখানে হঠাৎ ঢুকে পড়ল, খপ করে চেপে ধরল এক নৃত্যশিল্পীকে, এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সবার চোখের সামনে তার ওপর উপগত হলো। যেন এক ঘোটকীর ওপর চড়ে বসেছে মস্ত তাগড়া স্ট্যালিয়ন ঘোড়া। ডেনেরিসকে ইলিরিও আগেই বলে দিয়েছিলেন এরকম কিছু ঘটতে পারে। ডোথ্রাকিরা তাদের পোষা জন্তু জানোয়ারের মতোই সঙ্গম করে। *খালাসার*দের মধ্যে কোনো রাখঢাক নেই। আমাদের মতো লাজ শরমের বালাই বা পাপের ভয়ও তাদের নেই।

ওদের রমণ ক্রিয়া থেকে চোখ সরিয়ে নিল ডেনেরিস যখন বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে। এমন সময় ওখানে দ্বিতীয় একজন যোদ্ধার আগমন ঘটল। তারপর এল আরও একজন। বেশিক্ষণ নজর সরিয়ে রাখতে পারল না ডেনেরিস।

দুই যোদ্ধা ওই মহিলাকে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। একটা চিৎকার শোনা গেল, তারপর একজন অপরজনকে দিল ধাক্কা এবং ক্ষুরের মতো ধারালো ফলার *আরাখ* চলে এল ওদের হাতে। এটি আধা তরবারি, আধা কাস্তে আকারের একটি অস্ত্র। দুই যোদ্ধা মাথার ওপর অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে চক্কর দিতে লাগল, একজন আরেকজনকে লক্ষ্য করে গালির তুবড়ি ছোটাচ্ছে। তারপর তারা একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না।

যেমন দ্রুত ঘটনার শুরু, সমাপ্তিও হলো ত্বরান্বিত। এমন বিদুৎবেগে কাউকে অস্ত্র চালাতে দেখেনি ডেনি, একজন একটা ভুল কদম ফেলল, অপরজন তার হাতের আরাখ ঘুরিয়ে দিয়ে কোপ বসাল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কোমরের ওপরে। এক টানে মেরুদণ্ড থেকে পেট অব্দি ফাঁক করে দিল। নাড়িভুঁড়ি ছিটকে পড়ল মাটিতে।

পরাজিত পক্ষ মারা গেলে বিজয়ী হাতের কাছে যে নারীকে পেল তাকেই মাটিতে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর চড়াও হলো– যাকে নিয়ে লড়াইয়ের সূত্রপাত সেই মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করল না। ক্রীতদাসরা এসে টেনে নিয়ে গেল লাশ। মহিলাদের নাচ আবার শুরু হলো।

এরকম ঘটনা ঘটার আভাস ডেনেরিসকে আগেই দিয়েছিলেন ইলিরিও। ডোথ্রাকিদের বিয়েতে অন্তত তিনটে লাশ না পড়লে অনুষ্ঠানই পানসে হয়ে যায়।' বলেছিলেন তিনি। তবে ডেনেরিসের বিয়েটা মোটেই পানসে হলো না। দিন শেষ হওয়ার আগেই অন্তত ডজন খানেক মানুষকে অগস্ত্যযাত্রা করতে হলো।

সময় যাচ্ছে, ডেনেরিসের ভয় বাড়ছে। বহু কষ্টে উদগত চিৎকার চেপে রেখেছে সে। ডোথ্রাকিদের ভয় লাগছে ওর। এদের আচার অনুষ্ঠান সবকিছুই তার কাছে শুধু অপরিচিতই নয়, দানবীয় ঠেকছে, যেন এরা মনুষ্য চামড়ায় মোড়া একেকটা জানোয়ার, মানুষ নয় মোটেই। তবে সবচেয়ে ভীত এ কথা ভেবে যে বিশালকায় দানবটার হাতে ওর ভাই ওকে তুলে দিয়েছে এবং যে ওর পাশে বসে ব্রোঞ্জের মুখোশের মতো স্থির ও নিষ্ঠুর চেহারা নিয়ে মদ গিলছে, সে আজ রাতে খোলা আকাশের নিচে ওর না জানি কী দশা করে!

আমার শরীরে ড্রাগনের রক্ত, আবার মনে মনে বলল ডেনেরিস।

উনত্রিশ

অবশেষে সূর্য যখন ঢলে পড়তে শুরু করেছে পশ্চিম দিগন্তে, খাল ড্রোগো হাততালি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল। খানাপিনাও থেমে গেল। উঠে দাঁড়াল ড্রোগো, ডেনিকে টেনে তুলল তার পাশে। এখন কনেকে বিয়ের উপহার দেয়ার সময়।

উপহার দেয়ার পরে, ডেনেরিস জানে, অস্ত যাবে সূর্য এবং ওকে চড়তে হবে ঘোড়ায় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল ডেনি, কিন্তু মস্তিষ্কে আঠার মতো লেগে থাকল ভয় ও দুশ্চিন্তা। বুকে হাত বাঁধল শরীরের কম্পন বন্ধ করতে।

ওর ভাই ভিসেরিস ওকে তিনটি চাকরাণি উপহার দিয়েছে। অবশ্য এজন্য ভাইকে একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি, জানে ও; সন্দেহ নেই ইলিরিও মেয়েগুলোকে সংগ্রহ করেছেন। ইরি এবং ঝিকির গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় ডোথ্রাকিদের মতো কালো চুল এবং পটলচেরা চোখ। নীল নয়না ডোরিয়ার গায়ের রঙ ফরসা।

'এরা কোনো সাধারণ চাকরানি নয়, বোন,' ওদেরকে এক এক করে সামনে নিয়ে আসার সময় তার ভাই তাকে বলল। 'ইলিরিও এবং আমি মিলে পছন্দ করেছি ওদেরকে। ইরি তোমাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাবে, ঝিকি শেখাবে ডোথ্রাকি ভাষা এবং ডোরিয়া শেখাবে কীভাবে প্রেম করতে হয়।'

পাতলা হাসি তার ঠোঁটে। 'আর এ কাজে মেয়েটি খুব পটু, ইলিরিও এবং আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।'

স্যর জোরাহ্ মরমন্ট তাঁর উপহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। 'এটি ছোট একটি জিনিস, রাজকুমারী, তবে আমার মতো নির্বাসিত, গরীব একজন মানুষ এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারল না।' তিনি কতগুলো পুরানো বই রাখলেন ডেনেরিসের সামনে। এগুলো সেভেন কিংডমসের ইতিহাস এবং গানের ওপর লেখা পুস্তক, সাধারণ ভাষায় লেখা, দেখল ডেনি। সে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল স্যর মরমন্টকে।

ম্যাজিস্টার ইলিরিও বিড়বিড় করে একটা হুকুম দিলেন। মুষকো চার ক্রীতদাস দ্রুত কদমে এগিয়ে এল ব্রোঞ্জের প্রকাণ্ড এক সিন্দুক নিয়ে। ডেনেরিস সিন্দুক খুলে দেখে ভেতরে দারুণ সুন্দর মখমল কাপড়ের স্তূপের ওপর পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে আছে তিনটে মস্ত বড় ডিম।

ডেনি হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল। এত সুন্দর জিনিস জীবনে দেখেনি সে, প্রতিটি ডিম আলাদা রঙের। আর কী দারুণ রঙ যেন মণিমাণিক্য চিকচিক করছে গায়ে। ডিমগুলো আকারে এতই বড় দুই হাতে তুলতে হলো।

একটি ডিম হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ডেনি। ভেবেছে পোর্সেলিন কিংবা এনামেল অথবা কাচ দিয়ে তৈরি। কিন্তু ভীষণ ভারী, নিরেট পাথরে তৈরি বলে মনে হচ্ছে। ডিমের খোলা ছোট ছোট আঁশে ভর্তি, রক্তিম সূর্যের আবিরে পালিশ করা ধাতুর মতো ঝলমল করে উঠল। একটি ডিমের রঙ গাঢ় সবুজ, তাতে ব্রোঞ্জের ফুটকির মতো দাগ ফুটল হাতে ঘোরাতে গিয়ে। আরেকটি ডিম হালকা সাদা হলেও তাতে রয়েছে সোনালি ছোপ। শেষ ডিমটি কুচকুচে কালো তবে লাল টকটকে বুদ্বুদে ওটাকে জ্যান্ত লাগল।

'কী এগুলো?' মুগ্ধ বিস্ময়ে জানতে চাইল ডেনেরিস।

'ড্রাগনের ডিম, আসাই ছাড়িয়ে শ্যাডোল্যান্ড থেকে আনা জিনিস,' জবাব দিলেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। 'সময় এগুলোকে পাথরে পরিণত করেছে, যদিও সৌন্দর্য ম্লান হয়নি এতটুকু।'

'আমি খুব যত্ন করে রাখব এগুলো,' ডেনি এসব ডিমের গল্প শুনেছে তবে কখনো দেখেনি, কোনদিন দেখার সুযোগ হবে তাও ভাবেনি। সত্যি

অপূর্ব উপহার যদিও ইলিরিও এরকম অপব্যয় বা খরচ করার ক্ষমতা রাখেন বলেই জানে ডেনেরিস। তাকে খাল ড্রোগোর কাছে বিক্রি করে দিয়ে তিনি বিনিময়ে প্রচুর ঘোড়া এবং ক্রীতদাস পেয়েছেন।

খালের ব্লাডরাইডাররা ওকে ঐতিহ্যগত তিনটি অস্ত্র দিল। খুবই সুন্দর অস্ত্র। হাগ্নো দিল রূপালি হাতলের বিরাট একটি চামড়ার চাবুক, কাহোল্লা দিল সোনার পাতে মোড়া *আরাখ* এবং কুথোর উপহারটি ড্রাগনের হাড় দিয়ে তৈরি ধনুক যা লম্বায় ডেনেরিসকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে ইলিরিও এবং স্যর জোরাহ্ ওকে শিখিয়েছেন এ ধরনের উপহার পেলে কীভাবে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। তাদের শেখানো বুলি আউড়ে গেল ডেনেরিস। 'এসব উপহার একজন মহান বীরকেই মানায় হে আমার রক্তের রক্ত, তবে আমি নিতান্তই একজন নারী। আমার পরিবর্তে আমার প্রভু স্বামীকে এ উপহারগুলো নিতে দিন।' খাল ড্রোগো তখন 'কনের উপহার' সামগ্রী গ্রহণ করল।

অন্যান্য ডোট্রাকিরাও অঢেল উপহার দিল ডেনেরিসকে চপ্পল, চুলের জন্য মণি মাণিক্য এবং রূপার রিং, মেডালিয়ন বেল্ট, অলংকৃত ভেস্ট, নরম ফার, খসখসে সিল্কের কাপড়, সুগন্ধীর বয়েম, সুঁই, পালক, বেগুনি কাচের ছোট ছোট বোতল এবং হাজারখানেক ইঁদুরের চামড়া দিয়ে তৈরি একখানা গাউন।

'দারুণ উপহার, *খালিসি*,' ডেনেরিসকে বললেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। ওর পাশে উপহারের পাহাড় গজিয়ে গেল, বিয়েতে এত এত উপহার পাবে কস্মিনকালেও ভাবেনি ও। এত উপহার ওর দরকারও নেই। বেশিরভাগ হয়তো ব্যবহারও করতে পারবে না।

অবশেষে খাল ড্রোগো তার কনের জন্য নিজের উপহার আনতে পা বাড়াল। গোটা *খালাসার* চুপ হয়ে গেল। যখন উপহার নিয়ে ফিরল ড্রোগো, উপহার দাতারা দ্রুত সরে গিয়ে তার জন্য পথ করে দিল।

এটি একটি মাদী ঘোড়া। বয়সে তরুণ। টগবগে। ডেনি ঘোড়া খুব ভালো চেনে। দেখেই বুঝেছে এটি কোনো সাধারণ প্রাণী নয়। তবু ঘোড়াটিকে দেখে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অশ্বটির গায়ের রঙ শীতকালের সমুদ্রের মতো ধূসর, কেশর যেন রৌপ্য নির্মিত ধোঁয়া।

ইতস্তত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার ঘাড় স্পর্শ করল ডেনেরিস। রূপোলি কেশরের ভেতরে চালিয়ে দিল আঙুল। ডোথ্রাকি ভাষায় কী যেন বলল খাল ড্রোগো। তার কথা অনুবাদ করে দিলেন ম্যাজিস্টার ইলিরিও। ‘ তোমার রূপোলি কেশের জন্য রূপো, বলছে খাল।’

‘ও সুন্দর,’ বিড়বিড় করল ডেনি।

ঘোড়াটি খালাসারদের গর্ব,’ বললেন ইলিরিও। ‘প্রথা অনুযায়ী *খালিসি*কে তার অবস্থান অনুযায়ী খালের পাশে এমন ঘোড়ায় চড়তে হবে যা অত্যন্ত মূল্যবান।’

ড্রোগো সামনে এগিয়ে এসে ডেনেরিসের কোমরে হাত রাখল। ওকে ধরে ঘোড়ার জিনের ওপর অবলীলায় বসিয়ে দিল যেন ডেনেরিস নিতান্তই শিশু। ঘোড়ার জিনটি খুব ছোট। এত ছোট জিনে বসতে অভ্যস্ত নয় ডেনি। ওখানে এক মুহূর্ত দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বসে রইল । এরকম কিছু ঘটবে কেউ বলেনি ওকে। ‘এখন আমি কী করব?’ ইলিরিওকে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

জবাব দিলেন স্যর জোরাহ্ মরমন্ট। ‘বলগা ধরে ঘোড়া ছোটাও। খুব বেশি দূর যেতে হবে না তোমাকে।’

নার্ভাস ভঙ্গিতে বলগা হাতে নিল ডেনি, পা ঢুকিয়ে দিল ছোট রেকাবে। ও মোটামুটি ঘোড়া চালাতে জানে। ঘোড়ার পিঠের বদলে ওর জীবন বেশিরভাগ কেটেছে জাহাজ, ওয়াগন আর পালকিতে চড়ে। মনে মনে প্রার্থনা করল ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আত্মসম্মানের যেন বারোটা না বাজিয়ে ফেলে। ঘোড়ার পেটে খুবই হালকা গুঁতো দিল হাঁটু দিয়ে।

এতগুলো ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম ও ভয় ভুলে গেছে।

রূপোলি ধূসর ঘোটকী মসৃণ কদমে সামনে বাড়ল, ভিড় ভাগ হয়ে পথ করে দিল ওদের জন্য। সবার চোখ ওদের ওপর। প্রত্যাশার চেয়ে জোরেই ছুটল ঘোড়া তবে আতঙ্কিত হওয়ার বদলে মজাই লাগছে ডেনেরিসের। মুখে হাসি ফুটল যখন দুলকি চালে চলতে লাগল তার বাহন। ডোথ্রাকিরা হুড়মুড়িয়ে ওদের সামনে থেকে সরে যেতে লাগল।

ডেনির পায়ের সামান্যতম স্পর্শে, বলগার হালকা টানেও সাড়া দিল ঘোড়া। ও যখন আরও জোরে ছোটাল ঘোড়া, হাসতে হাসতে, হর্ষধ্বনি করতে করতে ওর সামনে থেকে সরে যেতে লাগল ডোথ্রাকিরা।

ফেরার পথে ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল আগুনের একটা গর্ত। কিন্তু তখন ঘোড়াটাকে থামানোর সময় নেই। ডেনেরিস জানে না কোত্থেকে সাহস ভর করল মনে, ঘোড়াকে একটা থাবড়া মারতেই প্রকাণ্ড লাফ মেরে অগ্নিকুণ্ড পার হলো ঘোটকী যেন পিঠে পাখা গজিয়েছে।

ম্যাজিস্টার ইলিরিওর সামনে এসে ডেনিরিস বলল, 'খাল ড্রোগোকে বলুন সে আমাকে বাতাস উপহার দিয়েছে,' মোটকু পেন্টোশি তাঁর হলুদ দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে ডোথ্রাকি ভাষায় ওর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। ডেনি তার স্বামীকে এই প্রথম হাসতে দেখল।

পশ্চিমে, পেন্টোসের উঁচু প্রাচীরের আড়ালে হারিয়ে গেল সূর্যের শেষ রূপোলি আলোর রশ্মি। সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছে ডেনি। খাল ড্রোগো তার ব্লাড রাইডারদেরকে হুকুম দিল নিজের ঘোড়াটিকে নিয়ে আসতে।

ওটা ছিপছিপে গড়নের লাল একটা স্ট্যালিয়ন। খাল ঘোড়ার জিনের ওপর চড়ে বসছে, ভিসেরিস ডেনির কাছে গিয়ে ওর পায়ের মধ্যে নখ বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ওকে খুশি করো, মিষ্টি বোন, নইলে কসম তুমি ড্রাগনকে এমনভাবে জেগে উঠতে দেখবে যা আগে কখনো দেখোনি।'

ভাইয়ের কথা শুনে আবার ভয়টা ফিরে এল ডেনেরিসের মাঝে। নিজেকে আরারও শিশুর মতো মনে হলো, তেরো বছরের এক কিশোরী যে বড্ড একা এবং যা ঘটতে চলেছে তার জীবনে সেজন্য প্রস্তুত নয়।

ত্রিশ

আকাশের বুকে তারারা জ্বলে ওঠার পরে ওদের যাত্রা হলো শুরু। *খালাসার* এবং ঘাস প্রাসাদ পেছনে ফেলে রেখে ওরা এগিয়ে চলল। খাল ড্রোগো ডেনেরিসের সঙ্গে কোনো বাক্য বিনিময় করল না, শুধু ক্রম ঘনায়মান আঁধারে তীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। তার লম্বা চুলের বিণুনীতে বাঁধা রুপার ছোট ছোট ঘন্টাগুলো চলার দমকে টুংটাং বেজে যেতে লাগল।

'আমার শরীরে ড্রাগনের রক্ত,' ড্রোগোকে অনুসরণ করতে করতে জোরে জোরে বলল ডেনেরিস নিজেকে সাহস জোগানো। 'আমি ড্রাগনের রক্ত। আমি ড্রাগনের রক্ত।' আর ড্রাগন কখনো ভয় পায় না।

ওরা কতটা পথ চলেছে বলতে পারবে না ডেনেরিস তবে ছোট একটি নদীর ধারে ঘাসে মোড়া একটি জায়গায় এসে যখন ওরা থামল, ততক্ষণে পুরোপুরি রাত নেমে গেছে। ড্রোগো নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর ডেনির কোমর ধরে ওকে নামিয়ে আনল। বলশালী লোকটার হাতে নিজেকে বড়ই ভঙ্গুর লাগল ডেনির, তার পেশীগুলো যেন নরম কাদার মতো দুর্বল। বিয়ের পোশাক গায়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল ও। ড্রোগো ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখে যখন ফিরে এল এবং তাকাল মেয়েটির দিকে, কাঁদতে শুরু করল ডেনেরিস।

ওর কান্নাভেজা মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে, ভাবলেশহীন চেহারায় তাকিয়ে রইল ড্রোগো। 'নো,' বলল সে। একটা হাত তুলে কর্কশ চামড়ার বুড়ো আঙুলে জোরে ঘষে গালের অশ্রু মুছে দিল।

'আপনি সাধারণ ভাষা জানেন!' বিস্মিত ডেনি।

' নো,' আবার বলল সে।

হয়তো লোকটা এই একটা শব্দই জানে, ভাবল ও। দ্রোগো ওকে হালকাভাবে স্পর্শ করল, রূপোলি- সোনালি কেশরাজিতে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ডোথ্রাকিতে নরম গলায় কী যেন বিড়বিড় করল। শব্দগুলো না বুঝলেও গলার স্বরে উষ্ণতা টের পেল ডেনি। এ লোকের কাছ থেকে আদর সোহাগ পাবার আশাই সে করেনি। ভাবেওনি এ নরম গলায় কথা বলতে পারে।

দ্রোগো একটা আঙুল ডেনেরিসের চিবুকে ঠেকিয়ে উঁচু করে ধরল মুখখানা যাতে সে চোখে চোখ রাখতে পারে। তারপর ওকে কোলে তুলে নিয়ে নদীর ধারে গোল একটি পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসিয়ে দিল। নিজে মাটিতে বসল ওর মুখোমুখি হয়ে, পা ভাঁজ করা। এখন দুজনের উচ্চতা সমান সমান। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দ্রোগো ছিল এক পাহাড়। ' নো,' বলল সে।

'আপনি কি এই একটি শব্দই জানেন?' জিজ্ঞেস করল ডেনি।

জবাব দিল না দ্রোগো। তার বিরাট লম্বা চুলের বেণী মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সে ওটা ডান কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে চুল থেকে একটি একটি করে ঘন্টি খুলতে লাগল।

খানিক বাদে দ্রোগোর সাহায্যে এগিয়ে গেল ডেনেরিস। ঘন্টি খুলতে লাগল। ঘন্টি খোলা শেষ হলে নড়েচড়ে বসল দ্রোগো। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ডেনেরিস। ধীরে এবং সর্তকতার সাথে চুলের বেণী খুলতে লাগল।

বেণী খুলতে অনেক সময় লাগল। পুরোটা সময় নিরবে, স্থির বসে রইল দ্রোগো। লক্ষ করছে ডেনিকে। কাজ শেষ হলে মাথায় জোরে ঝাঁকি দিতেই পিঠের ওপর কালো নদীর মতো ছড়িয়ে পড়ল তেলমাখা চুল। চকচক করছে। এত লম্বা, ঘন ও কালো চুল এর আগে কখনো দেখেনি ডেনেরিস।

এবারে দ্রোগোর পালা। সে ডেনির পোশাক খুলতে লাগল।

দ্রোগোর আঙুলগুলো কুশলী এবং আশ্চর্যরকম কোমল। ডেনির গায়ের সিল্কের বস্ত্র হরণ চলল একটি একটি করে, সাবধানে এবং সযতনে। ডেনি চুপটি করে বসে রইল, কথা বলছে না, শুধু তাকিয়ে আছে দ্রোগোর

চোখে। তবে ওর বুকজোড়া যখন উন্মুক্ত করে ফেলল ড্রোগো, লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল ডেনি, হাত দিয়ে আড়াল করল বক্ষ সম্পদ।

‘নো,’ বলল ড্রোগো। বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ডেনির হাত। তারপর আবার ওর মুখ তুলে নিজের দিকে চাইতে বাধ্য করল সে। ‘নো,’ পুনরাবৃত্তি করল ড্রোগো।

‘নো,’ এবার প্রতিধ্বনি করল ডেনেরিস।

ড্রোগো ওকে দাঁড়া করাল। ডেনির শরীর থেকে সরিয়ে নিল শেষ বস্ত্রখন্ড। রাতের শীতল বাতাস নগ্ন ত্বকে ঠাণ্ডা কামড় বসাল। কেঁপে উঠল ডেনেরিস। হাত এবং পায়ে শিরশিরানি এরপরে কী ঘটবে ভেবে ভীত। তবে এক মুহূর্ত ঘটল না কিছুই। খাল ড্রোগো পা মুড়ে বসে তাকিয়ে আছে ডেনেরিসের দিকে, দুচোখ ভরে পান করছে নগ্ন সৌন্দর্য।

এরপরে সে ওকে স্পর্শ করতে শুরু করল। প্রথমে হালকা ভাবে, তারপর কর্কশ হয়ে উঠল ছোঁয়া। ড্রোগোর হাতের দানবীয় শক্তি অনুভব করছে ডেনেরিস। তবে ওকে একটুও ব্যথা দিল না ড্রোগো। ওর প্রতিটি আঙুলে হাত ঘষল। একটি হাত আস্তে করে চালিয়ে দিল পায়ের নিচে। আদর করল মুখে, আঙুল ছুঁয়ে গেল ওর কান, মুখের চারপাশ। দুই হাত দিয়ে আঁচড়ে দিল ওর চুল। তারপর ওকে ঘোরাল। ম্যাসেজ করল কাঁধ, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল ড্রোগোর আঙুল।

অবশেষে ডেনেরিসের বুক স্পর্শ করল ড্রোগো। নরম ত্বকে হাত বোলাচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে স্তনবৃন্তের চারপাশে চক্কর কাটল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি এবং তর্জনীর মাঝে বন্দি করল স্তন, প্রথমে খুব হালকাভাবে, তারপর জোরে যতক্ষণ পর্যন্ত না দাঁড়িয়ে গেল স্তনের বোঁটা এবং ব্যথা করতে লাগল।

থেমে গেল ড্রোগো। ওকে টেনে বসাল কোলের ওপর। ডেনি ততক্ষণে লজ্জায় রাঙা এবং দম প্রায় আটকে আসার দশা, বুকের খাঁচায় দমাদম পিটছে হৃদপিণ্ড। প্রকাণ্ড দুই হাতের চেটোয় ওর মুখখানা ধরে চোখে চোখ রাখল খাল ড্রোগো। ‘নো?’ বলল সে। ডেনি জানে এটি একটি প্রশ্ন।

সে ড্রোগোর হাত ধরে দুই উরুর মাঝখানের সিক্ত জায়গাটায় নিয়ে গেল। ‘ইয়েস,’ ফিসফিস করল ডেনেরিস, ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল ড্রোগোর আঙুল।



এডার্ড

একত্রিশ

রাজার হুকুম এল ভোর হওয়ার আগেই, পৃথিবী তখনো অচঞ্চল এবং ধূসর।

এলিন নেডকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুলল ঘুম থেকে। হোঁচট খেতে খেতে, ঘুম জড়ানো চোখে তাঁবুর বাইরে এলেন তিনি। দেখলেন ঘোড়ার পিঠে জিন পরানো সারা এবং রাজা ইতিমধ্যে নিজের বাহনে সওয়ার হয়েছেন। রবার্টের হাতে পুরু বাদামী গ্লাভস, গায়ে ফারের ভারী আলখেল্লা। আলখেল্লার হুড ঢেকে রেখেছে তাঁর কান। রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে এক ভল্লুক।

' খাড়া হও, স্টার্ক।' হুংকার ছাড়লেন রবার্ট। 'ঘুম টুম বাদ দাও! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'নিশ্চয়,' বললেন নেড। ' ভেতরে আসুন, মহামান্য।' তাঁবুর পর্দা তুলে ধরল এলিন।

'না, না, না,' বললেন রবার্ট। প্রতিটি নিঃশ্বাসে নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ' দেয়ালেরও কান আছে। তাছাড়া আমি ঘোড়ায় চড়ে তোমাদের এ দেশটিকে দেখতে চাই।' তাঁর পেছনে ডজনখানেক প্রহরী নিয়ে অপেক্ষমান স্যর বরোস এবং স্যর মেরিন। কাজেই নেডের কিছুই করার রইল না চোখ ঘষে ঘুম তাড়িয়ে পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়া ছাড়া।

প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটাকে ছোটালেন রবার্ট। তাঁর সঙ্গী হলেন নেড। তিনি রাজাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু বাতাসের ঝাপটা কেড়ে নিল তাঁর শব্দগুলো। কিছুই শুনতে পেলেন না রবার্ট। নেড তারপর নিরবেই অশ্ব চালনা করতে লাগলেন।

শীঘ্রি কিংস রোড ছেড়ে কুয়াশাঢাকা, ঢেউখেলানো মালভূমিতে প্রবেশ করলেন তাঁরা। রাজার বাহিনী ততক্ষণে বেশ খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে, কথা বললেও শুনতে পাবে না কিন্তু চলার গতি শ্লথ করলেন না রাজা।

একটি ঢালু পাহাড়ের মাথায় উঠে এলেন ওঁরা। লাগাম টেনে ঘোড়া থামালেন রবার্ট। মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক মাইল দক্ষিণে চলে এসেছেন দু'জনে। ভোর হয়ে সূর্য হেসেছে পুবাকাশে।

নেড তাঁর ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাজার পাশে। ঘোড়া চালানোর পরিশ্রমে মুখ লাল হয়ে গেছে রবার্টের। তবে একই সঙ্গে তাঁকে উল্লসিতও লাগছে বেশ।

'আহ!' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'অনেক দিন পরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দারুণ লাগছে বুঝলে! ওই হুইলহাউসে মানুষে চড়ে! সারাক্ষণ ক্যাঁকোঁ ক্যাঁকোঁ করছে। খাড়া রাস্তা বেয়ে ওঠার সময় এমনভাবে গোঙায় মাথায় চড়ে যায় রক্ত... কসম বলছি, ওটার যদি আবার কোনো অ্যাক্সেল ভেঙে যায়, ছাতার জিনিসটাকে আমি পুড়িয়ে ফেলব। সের্সিকে তখন হেঁটে যেতে হবে।'

হাসলেন নেড। 'আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার হাতে মশাল তুলে দেব।'

'গুড ম্যান!' রাজা নেডের কাঁধ চাপড়ে দিলেন। 'জানো, মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে এদেরকে ফেলে রেখে একা একা যাই।'

হাসির রেখা ফুটল নেডের ঠোঁটে। 'আমি বিশ্বাস করছি আপনি মন থেকেই কথাটা বললেন।'

'একদম মন থেকে,' বললেন রাজা। ' তোমার কেমন লাগবে বলো তো, নেড? শুধু তুমি আর আমি, দুই ভ্যাগাবন্ড নাইট কিংস রোড ধরে চলেছি, সঙ্গী শুধু তলোয়ার আর বিধাতাই জানেন সামনে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, হয়তো কোনো কৃষক কন্যা কিংবা কোনো শুঁড়িখানার মক্ষীরানী বসে আছে বিছানা উষ্ণ করে তোলার জন্য।'

' পারলে এমনটা করাই যেত,' বললেন নেড, 'কিন্তু আমাদের হাতে এখন কত কাজ, রাজ্য শাসন, সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন, স্ত্রীর প্রতি আমার দায়িত্ব , রানির প্রতি আপনার দায়িত্বপালন। আমরা তো এখন আর ছেলেমানুষটি নেই।'

'তুমি কোনোদিন ছেলেমানুষ ছিলেও না,' ঘোঁত ঘোঁত করলেন রবার্ট। সে জন্য আমার আফশোসও আছে। তারপর ধরো সেই মেয়েগুলো... তোমার পছন্দের মেয়েটার কী নাম ছিল? বেকা? না, ও আমার পেয়ারের মেয়েমানুষ ছিল, দেবতারা ওর মঙ্গল করুন, কালো চুল ছিল মেয়েটির, বড় বড় আঁখি, সেই চোখের মধ্যে ডুব দেয়া যায়। তোমার মেয়েটার কী নাম ছিল.. এলিনা? না, তুমি একবার নামটা আমাকে বলেছিলে। মেরিন? তুমি তো ওর নাম জানোই, মানে তোমার বেজন্মার মায়ের কথা বলছি।'

'ওর নাম ছিল ওয়াইলা,' শীতল সৌজন্য বজায় রেখে জবাব দিলেন নেড। 'আমি তাকে নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।'

'ওয়াইলা। ইয়েস,' হাসলেন রাজা। ' তাকে এক দারুণ মক্ষীরানীই বলতে হবে যদি অন্তত এক ঘন্টার জন্য হলেও লর্ড এডার্ড স্টার্ককে সে তার রূপের জালে আটকে ফেলতে পারে। তবে তুমি কিন্তু কোনদিন বলনি মেয়েটা দেখতে কেমন ছিল...'

মুখ শক্ত হয়ে গেল নেডের। রেগে গেছেন। 'আমি কোনদিন বলবও না। এসব ছাড়ো তো, রবার্ট। আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে নিজেকে যেমন অসম্মান করেছি তেমনি ক্যাটলিনকেও অপমান করেছি।'

'কিন্তু ক্যাটলিনকে তখন তুমি ভালো করে জানতেই না।'

'ওকে তো আমি আমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। ও আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করছিল।'

'তুমি বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ, নেড। সবসময় তাই ছিলে। কোনো মহিলাই বেলর দা ব্লেসডকে তার শয্যায় চাইবে না।' রাজা চাপড় মারলেন হাঁটুতে।' ঠিক আছে, এ নিয়ে তুমি কথা বলতে না চাইলে আমিও মুখে কুলুপ আঁটলাম। তবে মাঝেমধ্যে তুমি এমন খোঁচা খাড়া করে বসো যে মনে হয় শজারুই তোমাদের বংশ মর্যাদার প্রতীক হওয়া উচিত ছিল।'

ভোরের ম্লান সাদা কুয়াশা ভেদ করে উদীয়মান সূর্য আলোক রশ্মি পাঠাচ্ছে। ওঁদের নিচে ছড়িয়ে আছে সুপ্রশস্ত মালভূমি, নগ্ন এবং বাদামী, মসৃণ জমিনে এখানে ওখানে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে লম্বা লম্বা টিলা বা ঢিবি। নেড ওগুলোর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ফার্স্ট মেনদের সমাধিস্তূপ।'

ভুরু কোঁচকালেন রবার্ট। 'আমরা কি গোরস্তানে চলে এলাম?'

'উত্তরে সব জায়গায় আপনি সমাধিস্তূপের দেখা পাবেন, মহামান্য,' প্রত্যুত্তরে বললেন নেড। 'এ বড় প্রাচীন ভূমি।'

'এবং ঠাণ্ডা,' গায়ে শক্ত করে আলখাল্লা জড়িয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজা। প্রহরীরা পাহাড়ের নিচে চলে এসেছে। 'তবে তোমাকে আমি এখানে গোরস্তান কিংবা তোমার বেজন্মা সন্তান নিয়ে ফালতু কথা বলতে নিয়ে আসিনি। কিংস ল্যান্ডিং থেকে লর্ড ভ্যারিসের এক ঘোড়সওয়ার এসেছিল গত রাতে। এই দ্যাখো।' রাজা বেল্টের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে নেডকে দিলেন।

ভ্যারিস এক খোজা। সে রাজার বিশ্বস্ত অনুচর এবং গুপ্তচর। একদা ইরিস টারগারিয়ানের সেবা করত। এখন রবার্টের অনুগত।

উত্তেজনা নিয়ে গোল কাগজটি খুললেন নেড, লাইসা এবং তার ভয়ঙ্কর অভিযোগের কথা মনে পড়ে গেছে। তবে এ চিঠির বিষয়বস্তু লেডি আরিনকে নিয়ে নয়। ' এ তথ্যের উৎস কী?'

'স্যর জোরাহ্ মরমন্টকে মনে আছে?'

'মনে আছে,' নিষ্প্রাণ গলায় বললেন নেড। বিয়ার আইল্যান্ডের মরমন্টরা প্রাচীন বংশ বা হাউস। তারা বেশ অহংকারী স্বভাবের তবে সম্মানিতও বটে। কিন্তু তাদের দেশটি বহু দূরে অবস্থিত, ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা আর অধিবাসীরা খুব গরীব। সংসার চালাতে স্যর জোরাহ এক টাইরোশি ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর কাছে কিছু চোরা শিকারীকে বিক্রি করে দেন। মরমন্টরা ছিল স্টার্কদের ব্যানারম্যান। তাঁর এ অপরাধ অসম্মানিত করে তোলে উত্তরকে। নেড বিয়ার আইল্যান্ডে গিয়েছিলেন লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে। কিন্তু গিয়ে দেখেন জোরাহ ততক্ষণে জাহাজ নিয়ে কেটে পড়েছেন। তাঁর আর বিচার করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনার পরে পাঁচ বছর কেটে গেছে।

'স্যর জোরাহ্ এখন আছে পেন্টোসে, রাজক্ষমা পেতে চাইছে যাতে নির্বাসনের জীবন ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে।' ব্যাখ্যা করলেন রবার্ট। 'লর্ড ভ্যারিস তাকে কাজে লাগাতে পারবে।'

'তাহলে ক্রীতদাস এখন গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণ!' বিতৃষ্ণা নিয়ে বললেন নেড। রাজাকে ফিরিয়ে দিলেন চিঠি। 'ওর বরং লাশ হওয়া উচিত ছিল।'

'ভ্যারিসের ভাষ্য গুপ্তচর লাশের চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগে,' বললেন রবার্ট। ' জোরাহ্‌র কথা বাদ দাও। খবরটা পড়ে কী বুঝলে?'

'ডেনেরিস টারগারিয়ান একজন ডোথ্রাকি হর্সলর্ডকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। আমরা কি ওকে বিয়ের কোনো উপহার পাঠাব?'

কপালে ভাঁজ ফেললেন রাজা। 'উপহার হিসেবে ধারাল কোনো ছুরি পাঠানো যায়। সাহসী একজন মানুষ তা ব্যবহার করতে পারবে।'

রাজার কথার নিজের বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে পারলেন না নেড। টারগারিয়ানদের ভয়ানক ঘৃণা করেন রবার্ট। মনে পড়ে গেল টাইউইন ল্যানিস্টার যখন আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে রেগারের স্ত্রী ও সন্তানদের লাশ নিয়ে এসেছিলেন তখন রবার্টের সঙ্গে তাঁর কী উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছিল। নেড এ ঘটনাকে অভিহিত করেছিলেন হত্যাকাণ্ড হিসেবে, রবার্টের চোখে তা ছিল যুদ্ধ।

নেড যখন আপত্তি করে বলেন কিশোর রাজকুমার এবং রাজকুমারী নিতান্তই শিশু ছাড়া কিছু নয়, নয়া রাজা প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'আমার চোখে এরা কোনো শিশু নয়। কেবলই ড্রাগনের বংশধর।' এমনকী জন আরিনের পক্ষেও ওই ঝড় সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

এডার্ড স্টার্ক ওই দিনই হিম রাগ নিয়ে দক্ষিণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন শেষ লড়াইটা লড়বার জন্য। তবে আরেকটি মৃত্যু ওদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করে লিয়ানার মৃত্যু। এ মৃত্যুশোক নেড এবং রবার্ট উভয়কে স্তব্ধ করে দেয়।

এবারে মেজাজ সামলে রাখলেন নেড। 'মহামান্য, মেয়েটি কিশোরীমাত্র। আপনি টাইউইন ল্যানিস্টার নন যে নিরপরাধদেরকেও হত্যা করবেন।' শোনা যায় রেগারের বাচ্চা মেয়েটাকে নাকি খাটের নিচ থেকে টেনে হিচড়ে বের করে জবাই করা হয়েছে। ছেলেটা মায়ের কোলে ছিল। দুধ খাচ্ছিল। লর্ড টাইউইনের সৈন্যরা বাচ্চাটাকে তার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়ালে আছাড় মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় খুলি।

'কিন্তু এই নিরীহ মেয়েটি কতদিন নিরীহ থাকবে?' কঠোর দেখাল রবার্টের চেহারা। 'শীঘ্রি এ মেয়ে তার দুই পা ফাঁক করে দেবে এবং ড্রাগনের বংশধর পয়দা করে আমার ঘুম হারাম করে ছাড়বে।'

'তবু,' বললেন নেড, 'শিশুদেরকে হত্যা করা... কাজটা অত্যন্ত জঘন্য হবে.... ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না...'

'ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না?' হুংকার ছাড়লেন রাজা। 'এরিস তোমার ভাইয়ের সঙ্গে যা করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো ছিল না। তোমার লর্ড পিতা যেভাবে মারা গেলেন তা ছিল অকথ্য। এবং রেগার... সে কতবার তোমার বোনকে বলাৎকার করেছে? কত শতবার?' এত জোরে চিৎকার করছেন তিনি তাঁর ঘোড়াটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে চিহিহি করে উঠল। রাজা জোরে লাগাম টেনে ধরে চুপ করিয়ে দিলেন প্রাণীটিকে। নেডের দিকে সরোষে আঙুল তুললেন। 'আমি হাতের কাছে যে ক'টা টারগারিয়ানকে পাব সবগুলোকে হত্যা করব। তারপর ওদের কবরের ওপর প্রশ্রাব করব।'

নেড জানেন রেগে গেলে রাজাকে যুক্তি দেখিয়ে শান্ত করা যায়। তবে এত বছরেও যখন তাঁর প্রতিশোধের আগুন একটুও নেভেনি, এখন আর কোনো যুক্তিই এ মানুষটি মানবেন না।

'কিন্তু এই একজনকে তো আপনার হাতের কাছে পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন কি?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল রাজার মুখ। 'না। পেন্টোসির কোন এক হতভাগা পনির ব্যবসায়ী ওই মেয়ে এবং তার ভাইকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। এখন মেয়েটাকে তুলে দিয়েছে ডোথ্রাকিদের কাছে। অনেক আগেই, যখন সুযোগ ছিল তখন ওদের দুজনকেই আমার হত্যা করা উচিত ছিল। কিন্তু জন ছিলেন তোমার মতোই। তাঁর কথা শোনাই আমার উচিত হয়নি।'

'জন আরিন একজন ভালো মানুষ ছিলেন এবং ভালো হ্যান্ড।'

নাক সিঁটকালেন রবার্ট। হঠাৎ করে উদিত রাগ অকস্মাৎই অস্ত গেল। 'শুনেছি এই খাল ড্রোগোর পালে নাকি এক লক্ষ মানুষ আছে। জন থাকলে কী বলতেন?'

'তিনি বলতেন দশ লাখ ডোথ্রাকিও রাজ্যের জন্য কোনো হুমকি নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ন্যারো সী'র অপর প্রান্তে রয়েছে।' শান্ত গলায় জবাব

দিলেন নেড। 'বর্বরগুলোর কাছে কোনো জাহাজ নেই। ওরা খোলা সাগরকে যেমন ভয় পায় তেমনি ঘৃণা করে।'

জিনের ওপর অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন রাজা। 'হয়তোবা। তবে ফ্রিসিটিগুলোতে জাহাজ থাকার কথা। এই আমি তোমাকে বলে রাখছি নেড, এ বিয়েটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। সেভেন কিংডমসে এখনো অনেকে আছে যারা আমাকে ইউসারপার বলে। তোমার মনে আছে যুদ্ধে টারগারিয়ানদের পক্ষে কতগুলো হাউস লড়াই করেছিল? ওরা এখন আমাকে বরদাশত করছে বটে, কিন্তু একটু সুযোগ দাও, ঘুমের মধ্যে আমাকে এবং আমার সন্তানদের হত্যা করবে। ওই ভিক্ষুক রাজা যদি ডোথ্রাকিদেরকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে পারে, বিশ্বাসঘাতকরা তার সঙ্গে যোগ দেবে।'

'ও সাগর পাড়ি দিতে পারবে না,' যেন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন নেড। 'যদি কোনভাবে পেরেও যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। আপনি যখন একবার পুবের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করবেন–'

গুঙিয়ে উঠলেন রাজা। 'আমি আরিন ছেলেটাকে তত্ত্বাবধায়ক করতে চাই না। জানি সে তোমার আত্মীয় কিন্তু টারগারিয়ানরা যখন ডোথ্রাকিদের সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছে, এ কথা জানার পরে মানসিকভাবে অসুস্থ কোনো শিশুর ওপর রাজ্যের কণামাত্র ভার দেয়ার কথা ভাবতেও পারছি না।'

এরকম কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন নেড। 'তবু পুবের ওয়ার্ডেন কাউকে না কাউকে আমাদের নিয়োগ দিতেই হবে। রবার্ট আরিন এ কাজ করতে না পারলে আপনার ভাইদের কারও নাম ঘোষণা করুন। স্টর্ম'স এন্ড দখল করে স্ট্যানিশ নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন, নয় কি?'

রাজার ভুরু কুঁচকে গেল তবে কিছুই বললেন না। তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে।

'তবে,' দ্রুত শেষ করলেন নেড, 'যদি না আপনি ইতিমধ্যে কাউকে এ সম্মান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে না থাকেন।'

রবার্ট যেন একটু চমকে গেলেন। তারপর তাঁকে বিরক্ত দেখাল। 'যদি দিয়ে থাকি তো?'

' জেমি ল্যানিস্টার নিশ্চয় সে লোক?'

বত্রিশ

ঘোড়ার পেটে লাথি মেরে ওটাকে চলার ইঙ্গিত দিলেন রবার্ট। পাহাড় বেয়ে নামতে লাগলেন সমাধিস্তূপের দিকে। নেড তাঁর সঙ্গে সমানতালে চলেছেন। রাজার চোখ সামনের দিকে, কিছুক্ষণ পথ চলার পরে জবাব দিলেন একটি মাত্র শব্দে, 'হ্যাঁ।'

'কিংস্লেয়ার,' মন্তব্য করলেন নেড। তাহলে গুজবগুলো সত্যি.। এ মুহূর্তে বিপজ্জনক রাস্তায় হাঁটছেন তিনি জানেন। 'দক্ষ এবং সাহসী একজন মানুষ, সন্দেহ নেই,' সাবধানে বললেন নেড, 'কিন্তু তার বাবা পশ্চিমের ওয়ার্ডেন, রবার্ট। সময়কালে স্যর জেমি ওই সম্মানেরও অধিকারী হবে উত্তরাধিকার সূত্রে। কোনো মানুষের উচিত নয় পুব এবং পশ্চিমকে একাই কুক্ষিগত করে রাখা।' আসলে উদ্বেগের বিষয়টি তিনি উহ্য রেখেছেন জেমি ওয়ার্ডেন হতে পারলে ল্যানিস্টারদের হাতে রাজ্যের অর্ধেক সেনাবাহিনী চলে আসবে।

'শত্রু মাঠে চলে এলে আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব,' একগুঁয়ে স্বরে বললেন রাজা। 'আর ক্যাস্টারলি রকে থিতু হয়ে আছেন লর্ড টাইউইন। মনে হয় না জেমি খুব শিগগিরি কোনো উত্তরাধিকার পেতে চলেছে। এসব নিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন কোরো না, নেড। কথাবার্তা সব পাকা।'

'মহামান্য, আমি কি নির্ভয়ে একটা কথা বলতে পারি?'

'তোমাকে থামাবার সাধ্য আমার নেই,' ঘোঁতঘোঁত করলেন রবার্ট। তাঁরা লম্বা, বাদামী ঘাসের মাঝ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন।

'আপনি কি জেমি ল্যানিস্টারকে বিশ্বাস করতে পারেন?'

' সে আমার স্ত্রীর যমজ ভাই, কিংস গার্ডের সোর্ন ব্রাদার, সে তার জীবন, সম্পদ এবং সম্মান সবকিছু আমার কাছে সঁপে দিতে বাধ্য।'

'তারা এরিস টারগারিয়ানদের কাছেও বাধ্য ছিল,' যুক্তি তুলে ধরলেন নেড।

'আমি কেন তাকে অবিশ্বাস করতে যাব? আমি ওকে যখন যে কাজ করতে বলেছি সব করে দিয়েছে। যে সিংহাসনে আমি বসি, তার তরবারি সেটি পেতে আমাকে সাহায্য করেছে।'

'আপনি যে সিংহাসনে বসেন তাতে সে দাগ ফেলতে সাহায্য করেছে,' মনে মনে বললেন নেড। তবে কথাগুলো প্রকাশ করতে পারলেন না। সে তার রাজার জীবনের নিরাপত্তা দিতে শপথ নিয়েছিল। তারপর তরবারি দিয়ে রাজার গলা দু'ফাঁক করে দিয়েছে।'

'দুত্তোর, কাউকে না কাউকে তো এরিসকে হত্যা করতেই হতো,' বললেন রবার্ট। প্রাচীন একটি সমাধিস্তম্ভের পাশে হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জেমি কাজটা না করলে তোমার বা আমার কাউকে করতে হতো।'

'আমরা কিংসগার্ডের সোর্ন ব্রাদার ছিলাম না,' বললেন নেড। রবার্টের পুরো সত্য জানা উচিত, তক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

'ট্রাইডেন্টের ঘটনার কথা কি আপনার মনে আছে, মহামান্য?'

'ওখানেই আমি মুকুটি জিতে নিই। কী করে ভুলব সেই ঘটনা!'

' রেগারের হাতে আহত হয়েছিলেন আপনি,' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন নেড। 'টারগারিয়ান রাজাটি পালিয়ে গেলে আপনি তাদেরকে ধাওয়া করার হুমুক দিয়েছিলেন আমাকে। রেগারের বাকি সৈন্যরা পালিয়ে যায় কিংস ল্যান্ডিংয়ে। আমরা তাদের পিছু নিই। এরিস তাঁর কয়েক হাজার অনুগত নিয়ে রেড কীপে ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম ফটকের দরজা বন্ধ পাব।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রাজা। 'তার বদলে দেখতে পাও আমাদের লোকেরা ইতিমধ্যে দখল করে ফেলেছে শহর। তো?'

'আমাদের লোক নয়,' ধৈর্য ধরে বললেন নেড। 'ল্যানিস্টারদের মানুষজন। কেল্লায় উড়ছিল ল্যানিস্টারদের সিংহ আঁকা পতাকা, হরিণ পতাকা নয়। এবং তারা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে দখল করে শহর।'

যুদ্ধ চলেছিল প্রায় বছর ধরে। ছোট বড় অনেক লর্ড রবার্টের পতাকার নিচে জমায়েত হন; বাকিরা পক্ষ নেন টারগারিয়ানদের । ক্যাস্টারলি লকের শক্তিশালী ল্যানিস্টাররা, পশ্চিমের ওয়ার্ডেনরা এ যুদ্ধে অংশ নেননি, বিদ্রোহী এবং রাজপক্ষ উভয় দলের তরফ থেকে আহ্বান এলেও তাঁরা নিজেদের অবস্থানেই নির্বিকার ছিলেন।

লর্ড টাইউইন ল্যানিস্টার কিংস ল্যান্ডিংয়ের ফটকে বারো হাজার দুর্ধর্ষ সেনা নিয়ে হাজির হলে এরিস টারগারিয়ান নিশ্চয় ভেবেছিলেন দেবতারা তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। পাগলা রাজা তাঁর শেষ পাগলামিটা করেন। তিনি শহরের ফটক খুলে দেন সিংহদের জন্য।

'টারগারিয়ানরা যে বিশ্বাসঘাতকতায় সেরা এ কথা সবাই জানে,' বললেন রবার্ট। আবার ক্রোধ জাগ্রত হচ্ছে তাঁর মনে। 'ল্যানিস্টাররা তার পাওনাও সেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি এসব ফালতু কথা ভেবে নিজের ঘুম নষ্ট করতে চাই না।'

'আপনি সেখানে ছিলেন না,' তিক্ত কণ্ঠ নেডের। নিদ্রাহীন রাত তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। তিনি চোদ্দ বছর ধরে একটা মিথ্যার সঙ্গে বসবাস করেছেন, সেই স্মৃতি এখনো তাঁকে রাতের বেলা তাড়িয়ে বেড়ায়। 'ওই বিজয়ে কোনো সম্মান ছিল না।'

'আদার্সরা তোমার সম্মান কেড়ে নিয়েছে!' খেঁকিয়ে উঠলেন রবার্ট। 'টারগারিয়ানরা সম্মান, ইজ্জত এসবের অর্থ বোঝে! পাতালঘরে গিয়ে লিয়ানাকে জিজ্ঞেস করে এসো ড্রাগনের সম্মানটা কী জিনিস।'

'ট্রাইডেন্টে আপনি লিয়ানার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন।' বললেন নেড।

'কিন্তু তাতে তো আর ও আমার কাছে ফিরে আসেনি,' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন রবার্ট। 'এটা ছিল একটা শূন্যগর্ভ বিজয়। রাজ মুকুট... আমি দেবতাদের কাছে ওই মেয়েটিকে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, নেড, মুকুট

পরে কী হয়? দেবতাদের কাছে আসলে রাজা আর রাখালদের প্রার্থনা একই– তাঁরা এ নিয়ে হাসাহাসি করেন।'

দেবতাদের এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে পারব না, মহামান্য... শুধু বলতে পারি সেদিন সিংহাসন কক্ষে গিয়ে কী দেখেছিলাম।' বললেন নেড। মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন এরিস, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল শরীর। দেয়ালে ঝোলানো ড্রাগনের খুলিগুলো তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ল্যানিস্টারের লোকজন। সোনালি বর্মের ওপর কিংসগার্ডের সাদা আলখেল্লা পরে ছিল জেমি। এখনো তার চেহারা ভাসছে চোখে। লৌহ সিংহাসনে তরবারি হাতে বসেছিল জেমি। মাথায় সিংহমুখের শিরস্ত্রাণ।'

'এ কথা সবাই জানে,' বললেন রাজা।

'আমি তখনো ঘোড়ার পিঠে, হলঘরের দূরত্বটুকু পেরিয়ে যাই নিরবে। আমার দুই পাশে ছিল সারি সারি ড্রাগনের মাথার খুলি। মনে হচ্ছিল তারা যেন আমাকে লক্ষ করছে। সিংহাসনের সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, তাকাই জেমির দিকে। তার সোনালি তরবারিটি ছিল পায়ের ওপর, ফলা রাজার রক্তে রঞ্জিত। আমার লোকেরা ততক্ষণে আমার পেছনে চলে এসেছে। ল্যানিস্টারের সৈন্যরা পিছু হঠে যায়। আমি একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। সিংহাসনে বসা জেমির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে জেমি হেসে উঠে দাঁড়ায়। মাথা থেকে খুলে ফেলে শিরস্ত্রাণ এবং আমাকে বলে, 'ভয় নেই, স্টার্ক। আমি শুধু আমাদের বন্ধু রবার্টের জন্য সিংহাসনটি গরম করে রাখছিলাম। এটি খুব একটা আরামদায়ক আসনও নয়।'

রাজার মাথাটা পেছন দিকে হেলে গেল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অট্টহাসি। তাঁর প্রচণ্ড হাসির শব্দ লম্বা, বাদামী ঘাসে লুকিয়ে থাকা এক ঝাঁক কাককে দারুণ চমকে দিল। তারা ঝটিত উড়াল দিল আকাশে।

'তুমি ভাবছ ল্যানিস্টার কয়েক মুহূর্তের জন্য সিংহাসনে বসেছিল বলে আমি তাকে অবিশ্বাস করব?'হাসির দমকে আবার কেঁপে উঠলেন তিনি। ' নেড, জেমির বয়স তখন মাত্র সতের। কৈশোরও পার হয়নি।'

কিশোর হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক, ওই সিংহাসনে বসার কোনো অধিকার তার ছিল না।'

'হয়তো ও ক্লান্ত ছিল,' বললেন রাজা। 'রাজাদের হত্যা করা বড্ড পরিশ্রমের কাজ। আর ওই ছাতার কামরায় বসার মতো তেমন কোনো জায়গাও ছিল না। এবং সে সত্যি কথাই বলেছে, ওই আসনে বসে থাকাটা এক অর্থে বড্ডই অস্বস্তিকর ব্যাপার।' মাথা নাড়লেন রাজা।' জেমির অপরাধটি কি এখন জানতে পারলাম। তবে এ বিষয়টি ভুলেই যাওয়া যায়। নেড, রাজ্যের নানান ফিসফাস আর কলহ আমাকে অসুস্থ করে তুলছে। বাণিজ্য আর অর্থনীতির মতোই একঘেয়ে লাগে আমার কাছে এসব নালিশ ফালিশ। চলো, একটা ঘোড়দৌড় হয়ে যাক। বাতাসে আমার চুল উড়বার অনুভূতিটুকু আবার অনুভব করতে চাই।' তিনি ঘোড়ার পেটে লাথি কষিয়ে জোরে ছুটলেন। ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে পেছনে মাটির বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

নেড কয়েক সেকেন্ড নিজের জায়গায় স্থির হয়ে থাকলেন। তাঁর মুখ থেকে হঠাৎই যেন ফুরিয়ে গেছে কথা, নিজেকে বড্ড অসহায় লাগছে। আবারও ভাবলেন তিনি এখানে কেন এসেছেন, কী করছেন। রবার্ট তাঁর ইচ্ছেমাফিক যা খুশি করতে পারেন এবং তিনি তা করেও আসছেন। নেড কোনদিন তাতে বাধা দেননি, রাজাকে কোনদিন বদলাতেও পারবেন না। কিন্তু তাঁর জায়গা তো উইন্টারফেলে। তাঁর এখন থাকা উচিত ছিল শোকার্ত ক্যাটলিনের পাশে, ব্রানের কাছে।

কিন্তু মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এডার্ড স্টার্ক তাঁর ঘোড়াকে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে অনুসরণ করলেন রাজাকে।



টিরিয়ন

তেত্রিশ

উত্তরের পথ যেন শেষই হয় না।

যে কারও মতোই ম্যাপটি ভালো জানা আছে টিরিয়ন ল্যানিস্টারের কিন্তু পনের দিন ধরে এক টানা বুনো পথ ধরে চলার সময় এসব পুঁথিগত জ্ঞান খুব একটা কাজে লাগে না।

রাজা যেদিন রওনা হন ওই একই দিনে ওদেরও যাত্রা শুরু। হালকা তুষারপাতের মাঝে রাজা রওনা হয়েছেন ঢাকঢোল পিটিয়ে। মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি, ঘোড়ার চিঁহিহি, ওয়াগনের ঘর্ঘর, রানির প্রকাণ্ড হুইলহাউসের চাকার গোঙানি সব মিলে নরক গুলজার। প্রাসাদ এবং শহরের পরেই তারা কিংসরোডে মোড় নিয়েছে দক্ষিণে শোরগোল করতে করতে আর টিরিয়ন উত্তর অভিমুখে এগিয়েছে বেনজিন স্টার্ক এবং তার ভাতিজার সঙ্গী হয়ে।

তারপর থেকে আবহাওয়া শীতলতর হতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে আরও নিরব।

পশ্চিম দিকের এ রাস্তা বলতে খানা খন্দ, পাহাড় পর্ব, মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। পুব দিকের জমিন আবার ঢালু, ঢেউ খেলানো মালভূমি, যত দূর চোখ যায় ছড়িয়ে রয়েছে। সরু, স্রোতস্বিনী নদীর ওপর

পাথুরে সেতু, অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা মিলছে খামার। রাস্তাঘাট চলাচল উপযোগী, মাঝেমধ্যে মানুষজনের সঙ্গে দেখাও হয়ে যায় এবং রাতে ওদের মনে স্বস্তি এনে দেয় যদি অন্তত ভাঙাচোরা সরাইখানারও দেখা মেলে।

উইন্টারফেল থেকে যাত্রা শুরুর তিন দিন বাদে ফার্মল্যান্ডের রূপান্তর ঘটল নিবিড় বনভূমিতে, কিংসরোড হয়ে উঠল নির্জন। ফ্লিন্ট হিলগুলো ক্রমে উঁচু এবং বুনো চেহারার আকার পেল এবং পঞ্চম দিনে ওগুলোর রূপান্তর ঘটল পাহাড় পর্বতে, নীলচে ধূসর রঙের একেকটা দানব, কিনারগুলো খাঁজকাটা, কাঁধে বরফ। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে বরফের পালকের মতো সেই তুষার পতাকা হয়ে যেন ভাসল শূন্যে ।

পশ্চিমের একটি পাথরের প্রাচীরের কাছে রাস্তাটি উত্তর এবং উত্তরপুবে মোড় নিয়েছে ওক গাছের একটি জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। এমন প্রাচীন এবং অন্ধকার জঙ্গল জীবনে দেখেনি টিরিয়ন। এর নাম 'উলফসউড' বা ' নেকড়ের জঙ্গল' জানালেন বেনজিন স্টার্ক। রাতের বেলা সত্যি কাছে দূরে শোনা যেতে লাগল নেকড়ের ডাক। ওদের ডাকাডাকিতে জন স্নোর আলবিনো ডায়ারউলফ খাড়া করল কান তবে কোনো সাড়া দিল না। এ জন্তুটার মধ্যে গা ছমছমে একটা ব্যাপার আছে, ভাবল টিরিয়ন।

ডায়ারউলফকে বাদ দিলে ওদের সদস্য সংখ্যা আট। টিরিয়নের সহচর হিসেবে দুজন লোক আছে। বেনজিন স্টার্কের আপন লোক শুধুমাত্র তার ভাইপো এবং নাইটস ওয়াচে যোগ দিতে যাওয়া কয়েকজন তরুণ। তবে উলফসউডের প্রান্তে নিশিযাপনকালে ব্লাক ব্রাদার্স থেকে আরেকজন যোগ দিল দলটির সঙ্গে। তার নাম ইয়োরেন। ইয়োরেন কুঁজো হয়ে হাঁটে, ভীতিকর চেহারা, মুখভর্তি কুচকুচে কালো দাড়ি, তার পরনের পরিচ্ছদের মতো। লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় এ কঠিন জিনিস, পাথরের মতো শক্ত। তার সঙ্গে ছেড়া জামাকাপড় পরা দুটো ছেলে আছে, চাষাভুষোদের সন্তান। এসেছে ফিঙ্গারস থেকে। 'এরা রেপার্স' ওদের দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে বলল ইওয়েন।

পাঁচজন পুরুষ, তিনটে ছেলে, একটা ডায়ারউলফ, কুড়িটি ঘোড়া এবং এক খাঁচা ভর্তি দাঁড়কাক। মাস্টার লুইন কাকগুলো উপহার দিয়েছেন বেনজিনকে।

এবং তার গোমড়ামুখো সঙ্গীদের দিকে। ইয়োরেনের কাঁধজোড়া বাঁকা, গা দিয়ে আসছে বোঁটকা গন্ধ, উকুন ভর্তি চুল এবং দাড়ি আঠালো, চটচটে, পরনের কাপড়গুলো অনেক পুরানো, তাপ্পি মারা কতদিন ধোয়নি কে জানে। তার দুই তরুণ সঙ্গীর দশা আরও বেগতিক এবং উভয়ের চেহারায় ফুটে আছে একই সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতার ছাপ।

জন হয়তো ভেবেছিল নাইট'স ওয়াচে শুধু তার চাচার মতো মানুষজন থাকে। সেক্ষেত্রে ইয়োরেন এবং তার সঙ্গীদের দেখে ছেলেটা বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছে, সন্দেহ নেই, ভাবছে টিরিয়ন। ছেলেটার জন্য তার মায়াই লাগল। সে একটা কঠিন জীবন বেছে নিয়েছে... নাকি বলা উচিত একটা কঠিন জীবন বেছে দেয়া হয়েছে তার জন্য।

জনের চাচার জন্য কোনো সহানুভূতি নেই টিরিয়নের। বেনজিন স্টার্ককে দেখে মনে হয় তিনি তাঁর ভাইয়ের মতোই ল্যানিস্টারদেরকে অপছন্দ করেন। টিরিয়ন তাঁর সঙ্গে যেতে চায় শুনে তিনি মোটেই খুশি হননি।

'দ্যাখো হে, ল্যানিস্টার,' বলেছিলেন তিনি টিরিয়নকে। ' তোমাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি ওয়ালে কোনো সরাইখানাটানা নেই।'

'আমার থাকবার মতো জায়গাও কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে,' জবাবে বলেছিল টিরিয়ন। 'আর হয়তো লক্ষ করেছেন আমি মানুষটা ছোটখাট।'

রানির ভাই কোনো অনুরোধ করলে তা ফেলা যায় না। কাজেই টিরিয়নকে সঙ্গী করতেই হয়েছে। তবে স্টার্ক বেজায় বেজার ছিলেন।

'সফর তোমার মনের মতো হবে না সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি,' কাঠখোট্টা গলায় বলেছেন তিনি। এবং যাত্রা শুরুর পরে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করার সবরকম প্রচেষ্টাই তাঁর ছিল।

প্রথম সপ্তাহের শেষে, টানা ঘোড়া চালাবার কারণে টিরিয়নের উরুর ছালমাংস সব উঠে যায়, খিঁচ ধরে যায় পায়ে এবং প্রচণ্ড শীতে জমে যাওয়ার দাখিল। তবে কোনো অনুযোগ করেনি সে। মরে গেলেও টিরিয়ন নালিশের

সুরে কিছু বলবে না বেনজিন স্টার্ককে। তাহলে যে বেনজিন তার দুরবস্থা উপভোগ করবেন!

তবে স্টার্কের ওপর ছোটখাট একটা প্রতিশোধ নিয়েছে টিরিয়ন। শীত লাগছিল বলে বেনজিন ওকে ভল্লুকের চামড়ার পুরানো, দুর্গন্ধযুক্ত, ছেড়া একটি কম্বল ধার দেন গায়ে জড়াতে। হাসিমুখে উপহারটি গ্রহণ করেছিল টিরিয়ন। উইন্টারফেল থেকে যাত্রা শুরুর সময়েই সে সবচেয়ে গরম কাপড়চোপড় নিয়ে বেরিয়েছে। শীঘ্রি সে আবিস্কার করে এ এলাকায় বেশ ঠাণ্ডা। আর ঠাণ্ডার মাত্রা ক্রমেই বেড়েই চলছিল। রাতের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে। আর যখন উত্তুরে কনকনে হাওয়া বয়, মনে হয় গরম উলের পোশাক ভেদ করে ছুরি চালাচ্ছে কেউ। সন্দেহ নেই স্টার্ক এখন আফসোস করছেন কেন তখন মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে গরম কম্বলটি টিরিয়নকে দিয়েছিলেন। বোধকরি তাঁর একটা শিক্ষাই হয়েছে। ল্যানিস্টারদের কেউ কিছু দিতে চাইলে তারা তা কখনো প্রত্যাখ্যান করে না, সে উদার উপহার হোক বা অন্য কিছু।

ওরা যত উত্তরে এগোচ্ছে খামার টামার ততই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে, এমনকী উলফসউডের অন্ধকারের গভীরে প্রবেশ করার পরে একটা সময় মাথার ওপরে কোনো ছাদও রইল না যার তলে আশ্রয় নেয়া যায়। এখন ওদের নিজেদেরই তাঁবু খাটাতে হচ্ছে।

টিরিয়ন তাঁবু খাটাতে পারে না। কাজেই স্টার্ক, ইয়োরেন এবং অন্যান্যরা মিলে যা হোক একটা ক্যাম্পের মতো করল জঙ্গলের মধ্যে, ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখল গাছের সঙ্গে, আগুন জ্বালাল এবং টিরিয়ন অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে অভ্যাসমাফিক বই পড়তে লাগল।

চৌত্রিশ

যাত্রার অষ্টাদশ দিনে, টিরিয়নের সেরা সঙ্গী হয়ে উঠল সামার আইলসের মিষ্টি মদ এবং বই। এ মদ সে এনেছে ক্যাস্টারলি রক থেকে। আর বইগুলো ড্রাগনদের ইতিহাস। লর্ড এডার্ড স্টার্কের অনুমতি নিয়ে উইন্টারফেল লাইব্রেরি থেকে এ বইগুলো সে এনেছে।

ক্যাম্পের হাউকাউ থেকে একটু দূরে, অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে বই পড়তে লাগল টিরিয়ন। ক্যাম্পের পাশে ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ এবং বরফ শীতল জলের একটি নদী। ভুতুড়ে এবং বিরাট চেহারার একটি ওক গাছ বাতাসের কামড় থেকে ওদেরকে রক্ষা করছে।

গায়ে কম্বল মুড়িয়ে, গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে, মদের বোতলে চুমুক দিয়ে বই পড়ছে টিরিয়ন। বইটিতে ড্রাগনের হাড়ের বর্ণনা রয়েছে। লিখেছে ড্রাগনের হাড়ের রঙ কালো কারণ এতে থাকে উচ্চমাত্রায় লৌহ বা আয়রন। এ হাড় ইস্পাতের মতো শক্ত অথচ বেশ হালকা এবং আগুনে পোড়ে না। ডোথ্রাকিরা ড্রাগনের হাড় দিয়ে অত্যাশ্চর্য ধনুক তৈরি করে। যে কোনো কাঠের ধনুকের চেয়ে এ ধনুকের উপযোগিতা অনেক বেশি।

ড্রাগনদের ব্যাপারে দারুণ মুগ্ধতা রয়েছে টিরিয়নের, সে যখন প্রথম কিংস ল্যান্ডিংয়ে এসেছিল তার বোনের সঙ্গে রবার্ট ব্যারাথনের বিয়েতে, ঠিক করেই রেখেছিল টারগারিয়ানদের সিংহাসন কক্ষের দেয়ালে ঝোলানো

ড্রাগনদের খুলি দেখবে। কিন্তু রাজা রবার্ট পতাকা এবং ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে দেয়াল ঢেকে ফেলেন। এদিকে টিরিয়ন ড্রাগনের মাথা দেখবেই। শেষে সে প্রাসাদের স্যাঁতসেঁতে সেলার বা ভূর্গভস্থ কক্ষে খুলিগুলোর সন্ধান পায়।

টিরিয়ন ভেবেছিল ড্রাগনের মাথা দেখে ভয় পাবে। কিন্তু ওগুলো দেখতে এত সুন্দর হবে কল্পনাই করেনি। কুচকুচে কালো খুলিগুলো, পালিশের কারণে চকচকে এবং মসৃণ, মশালের আলোর প্রতিফলনে ঝিলিক দিচ্ছিল। ওরা আগুন ভালবাসে, মনে হচ্ছিল টিরিয়নের। সে বড় একটি খুলির গর্তে মশালটি ঢুকিয়ে দেয়। তার পেছনের দেয়ালে ড্রাগনের মাথাগুলোর নৃত্যরত ছায়া পড়ছিল। দাঁতগুলো লম্বা, যেন কালো হিরের বাঁকানো ছুরি। মশালের আগুন তাদের কাছে কিছুই না। তারা আগুনের তাপে গোসল করে অভ্যস্ত। ও যখন ওখান থেকে চলে আসছিল, মনে হচ্ছিল ড্রাগনের শূন্য কোটর যেন ওকে লক্ষ করছিল।

মোট উনিশটি খুলি ছিল পাতালঘরে। সবচেয়ে পুরানোটির বয়স ছিল তিন হাজার বছরেরও বেশি ; আর কম বয়সীটির বয়সও দেড় হাজার বছরের কম হবে না। একদম সাম্প্রতিকতম ড্রাগনগুলোর খুলি খুব ছোট, কুকুরের মাথার চেয়ে বড় হবে না আকারে। দুটো খুলি ছিল ওরকম। ড্রাগন স্টোনের শেষ বংশধর। টারগারিয়ান ড্রাগনদের শেষ বংশধর, সম্ভবত পৃথিবীরই শেষ ড্রাগন ছিল ওরা। আর ওরা বেশিদিন আয়ুও পায়নি।

আকার আকৃতি অনুযায়ী তিন বিরাট দানবের কথা জানা যায় যাদেরকে নিয়ে রচিত হয়েছে গান এবং গল্প। এ ড্রাগনদেরকে ইগন টারগারিয়ান এবং তাঁর বোনেরা প্রাচীন কালের সেভেন কিংডমসের ওপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। গায়করা দেবতাদের নামে নামকরণ করেছিল তিন ড্রাগনের ব্যালেরিয়ন, মেরাক্সেস এবং ভাঘার। টিরিয়ন এই তিন ড্রাগনের হাঁ করা চোয়ালের মাঝখানে বাক্যহারা এবং শিহরিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাঘারের হাঁ এতই বড় দিব্যি একটা ঘোড়া নিয়ে ঢোকা যাবে। মেরাক্সেসের আকার আরও বড়। তবে এদের মধ্যে প্রকাণ্ডতম হলো ব্যালেরিয়ন বা দা ব্ল্যাক ড্রেড। এর বিরাট মুখ গ্রাস করতে পারবে বিরাট কোনো ষাঁড় কিংবা পোর্ট অব ইবেনের শীতল উষর ভূমিতে একদা বিচরণরত রোমশ ম্যামথ হাতিদেরকে।

শ্যাওলা ধরা, ভেজা সেলারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একঠায় ব্যালেরিয়নের অতিকায়, শূন্য কোটরের খুলিটির দিকে তাকিয়ে ছিল টিরিয়ন, ওটার জ্যান্ত চেহারা কেমন ছিল তা কল্পনায় দেখছিল যেন সে, অনুমান করার চেষ্টা করছিল বিরাট বিরাট কালো দুই পাখা ছড়িয়ে, মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের করতে করতে যখন উড়ে যেত ব্যালেরিয়ন, কেমন দেখাত তাকে।

টিরিয়নের পূর্ব পুরুষ রকের রাজা লোরেন টারগারিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন রিচের রাজা মার্নের সঙ্গী হয়ে। সেটা তিনশ বছর আগের কথা। ওইসময় সাত রাজ্য রাজ্যই ছিল, কোনো প্রদেশ ছিল না।

দুই রাজার সঙ্গে ছিল ছয়শো পতাকাবাহী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নাইট, এর দশ গুণ ফ্রি রাইডার এবং মেন অ্যাট আর্মস, তাদের সঙ্গে ইগন ড্রাগনলর্ডের যুদ্ধ হয় রিচের বিশাল মালভূমিতে। তখন মাঠে মাঠে সোনালি শস্য ফলে আছে। দুই রাজা মিলে হামলা চালালে টারগারিয়ানরা ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে। যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হওয়ার পথে, লেখা হয়েছে ইতিহাস বইতে, তবে সেটি ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। কারণ তখনও ইগন টারগারিয়ান এবং তাঁর বোনেরা যুদ্ধে যোগ দেননি।

আর ওইসময় ভাঘার, মেরাক্সেস এবং ব্যালেরিয়নকে একসঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয়। গায়করা এর নামকরণ করেছে আগুনের মাঠ।

ওইদিন প্রায় চার হাজার মানুষ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এদের মধ্যে রিচের রাজা মার্নও ছিলেন। পালিয়ে বাঁচেন রাজা লোরেন, পরে টারগারিয়ানদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান, এবং একটি সন্তানের জন্ম দেন যেজন্য টিরিয়ন খুব কৃতজ্ঞ।

পঁয়ত্রিশ

'আপনি এত বই পড়েন কেন?'

গলার স্বরে বই থেকে মুখ তুলে চাইল টিরিয়ন। তার কয়েক হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে জন স্নো। তাকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। টিরিয়ন বইটি বন্ধ করে বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে বলো কী দেখছ তুমি?'

সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকাল ছেলেটা। 'এটা কি কোনরকমের চালাকি? আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, টিরিয়ন ল্যানিস্টার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টিরিয়ন। বেজন্মা হিসেবে তুমি বড্ড বিনয়ী, স্নো। তুমি দেখতে পাচ্ছ এক বামনকে। তোমার বয়স কত, বারো?'

' চোদ্দ।'

চোদ্দ, কিন্তু বয়সের তুলনায় তুমি অনেক লম্বা। আমি তোমার মতো লম্বা কোনদিনই হতে পারব না। আমার পা জোড়া খাটো এবং বাঁকানো, হাঁটতে হয় অনেক কসরত করে। যাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে না যাই সেজন্য আমার বিশেষ জিনের দরকার হয়। সে জিনটি শুধু আমার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঘোড়ায় চড়তে হলে ওই জিনে বসতে হবে আমাকে নতুবা টাট্টু ঘোড়া ছাড়া উপায় নেই। আমার বাহুতে অনেক শক্তি থাকলেও হাত জোড়া বড্ড খাটো। আমি কোনদিন তলোয়ারবাজ হতে পারব না। যদি চাষার ঘরে আমার জন্ম হতো হয় ওরা আমাকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিত পটল তোলার জন্য নতুবা বিক্রি করে দিত কোনো ক্রীতদাসের কাছে যে

আমাকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে দু'পয়সা আয় করত। কিন্তু হায়, আমার জন্ম হয়েছে ক্যাস্টারলি রকে ল্যানিস্টার পরিবারে। তাই আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়। আমার বাবা কুড়ি বছর রাজার হ্যান্ড হিসেবে কাজ করেছে। আমার ভাই পরে ওই রাজাকেই হত্যা করে, যেমনটি শোনা যায় আর কি, তবে জীবন এসব ছোটখাট উপহাসে ভরাই থাকে। আমার বোন বিয়ে করেছে নতুন রাজাকে এবং আমার জঘন্য ভাগ্নেটা একদিন ওই সিংহাসনে বসবে। আমাকে আমার হাউস-এর সম্মান রক্ষার্থে কাজ করে যেতে হবে, নাকি? কিন্তু কীভাবে? আমার শরীরের জন্য আমার পা জোড়া খুব ছোট হলেও মাথাটা বিরাট। আমার ভাবনা চিন্তার জন্য যথেষ্ট। আমি আমার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো জানি। আমার মনই আমার অস্ত্র। আমার ভাইয়ের আছে তরবারি, রাজা রবার্টের আছে যুদ্ধ হাতুড়ি, আর আমার আছে মন....তরবারি শান দিতে যেমন ঝামা পাথর দরকার তেমনি মনকে ধারালো করে তুলতে প্রয়োজন বই।' টিরিয়ন তার হাতের বইটির চামড়া মোড়া মলাটে টোকা দিল। 'এজন্যই আমি এত বই পড়ি, জন স্নো।'

টিরিয়নের সমস্ত কথা নিরবে শুনে গেল ছেলেটা। সে স্টার্কদের মতো চেহারা পেয়েছে লম্বাটে গড়ন, গম্ভীর এবং ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কী চিন্তা করছে। তার মা যে-ই হোক, তার কিছুই পায়নি জন স্নো। 'আপনি কী বই পড়ছেন?' জানতে চাইল ও।

'ড্রাগনদের ওপর লেখা বই,' জবাব দিল টিরিয়ন।

'এসব পড়ে কী হবে? এখন তো আর পৃথিবীতে কোনো ড্রাগন নেই,' বলল ছেলেটা।

লোকে তাই বলে,' বলল টিরিয়ন। 'দু:খের ব্যাপার, তাই না? তোমার বয়সে আমি স্বপ্ন দেখতাম নিজের যদি একটা ড্রাগন থাকত।'

'স্বপ্ন দেখতেন নাকি?' সন্দেহের সুর জনের কণ্ঠে। 'হয়তো ভাবছে টিরিয়ন তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে।

'অবশ্যই দেখতাম, খর্বকায়, হাত পা বাঁকা, কুৎসিত দর্শন খুদে খোকাও ড্রাগনের পিঠে চড়তে পারলে পৃথিবটাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।' ভল্লুকের চামড়ার কম্বল একপাশে রেখে সিধে হলো টিরিয়ন। 'ক্যাস্টারলি রকের পেটের ভেতরে বসে আগুন জ্বালিয়ে আমি সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতাম, ভাবতাম ওটা ড্রাগনের নি:শ্বাসের আগুন। মাঝে মাঝে

কল্পনা করতাম আমার বাবা আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে। আবার কখনওবা ভাবতাম বোনদের কথা।' জন স্নো তাকে চোখ বড় বড় করে দেখছে। দৃষ্টিতে ভীতি এবং মুগ্ধতা। অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল টিরিয়ন। 'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না, বেজন্মা। আমি তোমার গোপন কথাটা জানি। তুমিও আমার মতোই স্বপ্ন দেখতে।'

'না,' আতঙ্কিত গলায় বলল জন স্নো। 'আমি দেখব না...'

'না? কক্ষনো না?' একটি ভুরু তুলল টিরিয়ন। 'বুঝতে পারছি স্টার্করা তোমাকে খুব আদরযত্ন করে। আমি নিশ্চিত লেডি স্টার্ক তোমাকে খুব আদরযত্ন করেন। আমি নিশ্চিত লেডি স্টার্ক তোমাকে তাঁর আপন সন্তানের মতোই দেখেন। আর তোমার ভাই রব, তার তো দয়ার শরীর। হবে নাইবা কেন? সে পাচ্ছে উইন্টারফেল আর তুমি ওয়াল। আর তোমাদের বাবা... নাইট'স ওয়াচে তোমাকে পাঠিয়ে দেয়ার নিশ্চয় কোনো কারণ ছিল...'

'থামুন,' চটে গেছে জন স্নো। 'নাইট'স ওয়াচ একটি মহান নাম।'

হেসে উঠল টিরিয়ন। ' তেমনটাই বিশ্বাস নাকি তোমার? নাইট'স ওয়াচ রাজ্যের যত বিষ্ঠাদের আশ্রয়স্থল। আমি দেখেছি তুমি ইয়োরেন এবং তার সঙ্গীদের. দিকে তাকিয়ে রয়েছ। ওরা তোমার নতুন ভাই, জন স্নো, কেমন লাগল ওদেরকে? চাষাভুসো, দেনাদার, চোরা শিকারী, চোর, ধর্ষণকারী এবং তোমার মতো বেজন্মায় ভর্তি ওয়াল। তবে সুখবর হলো দাইমার কাছে শোনা গ্রামকিন আর স্নার্কদের মতো ভূত প্রেত ওখানে নেই। কিন্তু দু:সংবাদ হলো ঠাণ্ডায় ওখানে জমে যাবে, তবে যেহেতু সন্তান জন্ম দেয়ার কোনো ব্যাপার নেই কাজেই এতে কিছু আসে যায় না।

'থামুন বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। এক পা এগিয়ে এল সামনে, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়।

হঠাৎ অপরাধবোধ হলো টিরিয়নের। সামনে কদম বাড়াল, ছেলেটার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ওকে দু'একটা সান্ত্বনার বাক্য শোনাবে কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

টিরিয়ন দেখতেই পায়নি কোত্থেকে নেকড়েটা উদয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। সে জন স্নোর দিকে মাত্র পা বাড়িয়েছে, পর মুহূর্তে আবিস্কার করল পাথুরে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে সে, হাত থেকে ছিটকে

পড়েছে বই এবং পতনের আকস্মিক ধাক্কা তার ফুসফুস থেকে কেড়ে নিয়েছে বাতাস, খোলা মুখে ঢুকে গেছে কাদা এবং পচা পাতা, সেই সাথে রক্ত।

উঠে বসার চেষ্টা করল সে, পিঠের বেদম ব্যথায় ককিয়ে উঠল। নিশ্চয় মচকে গেছে পিঠ। হতাশায় দাঁতে দাঁত ঘষল টিরিয়ন, গাছের একটা শিকর ধরে টেনে তুলল শরীরটাকে, ' হেল্প মি,' ছেলেটার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলল সে।

নেকড়েটা এসে পড়ল ওদের মাঝখানে। কোনরকম শব্দও করল না। এই জন্তুটা কখনো আওয়াজ দেয় না। লাল টকটকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল টিরিয়নের দিকে, তীক্ষ্ণধার দাঁতের সারি বের করে শুধু দেখাল। এটুকুই যথেষ্ট। আবার ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল টিরিয়ন। 'থাক, সাহায্য করার দরকার নেই। তুমি এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে থাকব আমি।'

জন স্নো গোস্টের ঘন, সাদা লোমে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হাসল। 'সুন্দরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করুন।'

টিরিয়নের ভেতরে রাগের একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠলেও ইচ্ছাশক্তির জোরে ওটাকে সে দমন করল। জীবনে এটাই প্রথম অপমানের ঘটনা তার জীবনে নয় এবং শেষও নয়। হয়তো এমন অপমান, অবমাননাই তার পাওনা। 'তুমি যদি দয়া করে তোমার সাহায্যের হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও আমি বড়ই কৃতজ্ঞবোধ করব, জন স্নো।'

'মাথা নামা, গোস্ট,' বলল জন। ডায়ারউলফ কুঁজো হলো। তবে লাল চোখ জোড়া এক মুহূর্তের জন্যও টিরিয়নের ওপর থেকে সরল না। জন তার পেছনে এসে বগলের নিচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে সহজেই টেনে তুলল। তারপর বইটি তুলে নিয়ে টিরিয়নের হাতে দিল।

'ও আমাকে হামলা করল কেন?' আড়চোখে ডায়ারউলফকে দেখল টিরিয়ন। হাতের চেটো দিয়ে মুছে ফেলল মুখের রক্ত আর ধুলো ময়লা।

'হয়তো ভেবেছে আপনি একটা গ্রামকিন।'

টিরিয়ন কটমট করে তাকাল ওর দিকে। তারপর হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'হা ঈশ্বর, আমাকে বোধহয় সত্যি গ্রামকিনের মতো লাগে। আর স্নার্কদের দেখলে ও কী করবে?'

'সে কথা নাইবা বললাম,' জন টিরিয়নকে চামড়ার তৈরি মদের বোতলটা দিল।

টিরিয়ন ছিপি খুলল। মাথাটা একটু কাত করে লম্বা চুমুক দিল বোতলে। গলা জ্বালিয়ে পেটে নেমে গেল শীতল আগুন। বোতলটা বাড়িয়ে দিল জন স্নোর দিকে। 'খাবে?'

জন বোতল নিয়ে সাবধানে চুমুক দিল। 'ওয়াচ সম্পর্কে আপনি যা বললেন সব সত্যি, না?'

মাথা ঝাঁকাল টিরিয়ন।

থমথমে হয়ে উঠল জন স্নোর চেহারা। 'আচ্ছা, যা আছে কপালে তাই হবে।'

হাসল টিরিয়ন। 'দ্যাটস গুড, বাস্টার্ড। বেশিরভাগ লোকেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে অস্বীকার–'

'বেশিরভাগ লোক,' বলল ছেলেটা। 'কিন্তু আপনি নন।'

'না,' স্বীকার করল টিরিয়ন। 'আমি নই। আমি এমনকী ড্রাগনের স্বপ্নও দেখি। যদিও পৃথিবীতে ড্রাগন বলে কিছু নেই।' সে মাটি থেকে কম্বলটি কুড়িয়ে নিল। 'চলো, তোমার চাচা ব্যানারদের ডাকাডাকি করার আগেই ক্যাম্পে ফিরে যাই।'

দূরত্ব বেশি নয় তবে পায়ের নিচে জমিন এবড়ো খেবড়ো, আর টিরিয়নের ঠ্যাঙে খিঁচ ধরার কারণে হাঁটতে কষ্ট হলো। মোটা মোটা শিকড়ের জটিল জাল ছড়িয়ে আছে মাটিতে। জন হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল টিরিয়নকে। কিন্তু মাথা নেড়ে ওর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল টিরিয়ন। সারা জীবন সে কারও সাহায্য ছাড়াই একা চলেছে। এখনও পারবে।

ক্যাম্পে ফিরে সে স্বস্তিবোধ করল। ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানো হয়েছে। আগুন জ্বালানো হয়েছে তাঁবুর সামনে। একটা পাথরের ওপরে বসে কাঠবেড়ালির ছাল ছাড়াচ্ছিল ইয়োরেন। টিরিয়নের নিজের লোক মোরেক স্টু বানাচ্ছিল। টিরিয়নকে দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে এক হাতা স্টু এগিয়ে দিল। টিরিয়ন স্টুর স্বাদ চেখে নিয়ে হাতাটা ফিরিয়ে দিল মোরেককে। 'আরো ঝাল লাগবে,' বলল সে।

শিবিরের পেছন থেকে আবির্ভূত হলেন বেনজিন স্টার্ক। ভাইপোকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই যে জন, একা একা কোথাও যেতে মানা করেছি

না? তোমার কোনো পাত্তা না পেয়ে ভাবলাম আদার্সদের খপ্পরে পড়লে কিনা।'

'গ্রামকিনদের খপ্পরে পড়েছিল ও,' হাসছে টিরিয়ন। জন স্নোর মুখেও হাসি ফুটল। হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে ইয়োরেনের দিকে তাকালেন স্টার্ক। বুড়ো ঘোঁতঘোঁত করে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু, তারপর নিজের কাজে মনোনিবেশ করল।

কাঠবিড়ালির মাংস, কালো রুটি আর পনির দিয়ে ওরা রাতের খাবার সারল অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে। টিরিয়ন সবাইকে তার মদের ভাগ দিল, এমনকী ইয়োরেনও সানন্দে পান করল মদ। তারপর একজন একজন করে সবাই ঘুমাতে গেল। শুধু জন স্নো জেগে থাকল। সে পাহারা দেবে।

সবশেষে যথারীতি উঠল টিরিয়ন। তার লোকেরা তার জন্য তাঁবু খাটিয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জন স্নোকে। ছেলেটা আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মুখমণ্ডল স্থির এবং কঠিন, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের শিকার দিকে।

করুণ হাসি ফুটল টিরিয়ন ল্যানিস্টারের ঠোঁটে। সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।



ক্যাটলিন

ছত্রিশ

নেড তাঁর মেয়েদের নিয়ে কিংস ল্যান্ডিংয়ে যাত্রার আট দিন পরে মাস্টার লুইন একদিন ব্রানের ঘরে ঢুকলেন হাতে লণ্ঠন আর হিসাবপত্রের খাতা নিয়ে। 'হিসাব নিকাশগুলোয় একবার আপনার চোখ বুলানো দরকার, মাই লেডি।' বললেন তিনি। 'রাজার অভ্যর্থনায় রাজকোষ থেকে কত খরচ হলো তা আপনার জানা প্রয়োজন।'

ব্রানের সিকবেডে বসা ক্যাটলিন তাকালেন ছেলের দিকে, ওর মাথার ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন চুল। অনেক লম্বা হয়ে গেছে চুলগুলো। জলদি কাটা দরকার। 'হিসাবনিকাশে চোখে বুলানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না, মাস্টার লুইন।' বললেন তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে। তিনি সারাক্ষণই ব্রানের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'জানি কত খরচ হয়েছে। খাতাপত্র আপনি নিয়ে যান।'

'মাই লেডি, রাজার জন্য দেয়া ভোজসভায় প্রচুর রসদ লেগেছে। এখনই যদি খাদ্যগুদাম ভরে না রাখি–'

লুইনকে বাধা দিলেন ক্যাটলিন। 'বললাম না হিসেবপত্র নিয়ে যেতে। ওসব ব্যাপার গোমস্তা সাহেব দেখবেন।'

'আমাদের কোনো গোমস্তা নেই,' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন লুইন। 'পুল দক্ষিণে গেছে কিংস ল্যান্ডিংয়ে লর্ড এডার্ডের গৃহস্থালির বিষয়আশয় ঠিকঠাক করার জন্য।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাটলিন। 'ওহ্, হ্যাঁ, তাই তো।' ব্রানকে এমন ফ্যাকাসে লাগছে তিনি ভাবলেন বিছানাটা জানালার ধারে নিয়ে যেতে বলবেন কিনা যাতে ছেলেটা একটু আলো বাতাস পায়।'

দরজার ধারে একটি কুলুঙ্গিতে লণ্ঠনটি রাখলেন মাস্টার লুইন। ' বেশ কিছু কাজ বাকি আছে যেগুলো আপনার এখুনি সেরে ফেলা দরকার, মাই লেডি। শুধু নতুন গোমস্তা নয়, জোরির জায়গায় প্রহরীদের একজন সর্দারও নিয়োগ দিতে হবে, অশ্বশালায় একজন নতুন পরিচালক–'

ক্যাটলিন চোখ তুলে তাকালেন। 'অশ্বশালাতেও নতুন লোক লাগবে?' চাবুকের মতো সপাং করে উঠল তাঁর কণ্ঠ।

কেঁপে উঠলেন লুইন। 'জ্বি, মাই লেডি। হালেন দক্ষিণে গেছে লর্ড এডার্ডের সঙ্গে, কাজেই–'

'আমার ছেলে এখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, মারা যাচ্ছে, লুইন, আর আপনি এসেছেন ঘোড়ার নতুন পরিচালক নিয়োগ নিয়ে কথা বলতে? আস্তাবলে কে আছে বা নেই তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় আছে? এসব নিয়ে আমার বিন্দু পরিমাণ মাথা ব্যথাও নেই। আমি উইন্টারফেলের প্রতিটি ঘোড়া নিজের হাতে জবাই করতাম যদি তার বিনিময়ে আমার ব্রান একবার চোখ মেলে চাইত। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি? মাথায় ঢুকল?'

মাথা ঝাঁকালেন লুইন। 'জ্বি, মাই লেডি। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো–'

'আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো দেখব,' বলল রব।

জ্যেষ্ঠপুত্রের আগমন টের পাননি ক্যাটলিন। সে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তাকিয়ে আছে তার মায়ের দিকে। ক্যাটলিনের হঠাৎ উপলব্ধিতে এল তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। তাঁর লজ্জাই লাগল। এসব হচ্ছেটা কী? তিনি আসলে এমন ক্লান্ত, আর মাথাটা সারাক্ষণই ব্যথা করছে।

মাস্টার লুইন রবের দিকে চোখ ফেরালেন। 'খালি পদগুলোয় কাদেরকে নিয়োগ দেয়া যায় তার একটা তালিকা করেছি আমি।' তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দিলেন রবকে।

রব তালিকায় চোখ বুলাল। ছেলেটা বাইরে থেকে এসেছে, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। ঠাণ্ডায় লাল হয়ে আছে গাল, চুল উস্কখুস্ক। 'এরা লোক ভাল,' বলল সে। 'কাল এদের সঙ্গে কথা বলব।' সে নাম লেখা তালিকাটি ফিরিয়ে দিল।

' বেশ, মাই লর্ড,' কাগজের টুকরোটা অদৃশ্য হয়ে গেল জামার আস্তিনের মধ্যে।

'এখন আপনি যান,' বলল রব। মৃদু বো করে চলে গেলেন মাস্টার লুইন। রব দরজা বন্ধ করে দিল। ফিরল তার মায়ের দিকে। ছেলের কোমরে তরবারি ঝুলছে, লক্ষ করলেন মা। 'মা, তুমি এসব কী করছ?'

ক্যাটলিনের ধারণা রব তাঁর মতো হয়েছে। টালিদের মতো গায়ের রঙ পেয়েছে, পিঙ্গল কেশ, নীল চোখ। তবে এই প্রথম তিনি যেন এডার্ড স্টার্ককে দেখতে পেলেন ওর চেহারায়, জিদ্দি এবং কঠোর।

'আমি কী করছি?' প্রতিধ্বনি তুললেন ক্যাটলিন, হতভম্ব। 'তুমি এ কথা কী করে জিজ্ঞেস করলে? তোমার কী ধারণা আমি কী করছি? আমি তোমার ভাইয়ের সেবাযত্ন করছি। আমি ব্রানের শুশ্রুষা করছি।'

'একে শুশ্রুষা বলে? ব্রান আহত হওয়ার পর থেকে তুমি এ কামরা থেকে এক পাও বেরোওনি। বাবা এবং বোনেরা চলে যাওয়ার সময় তাদেরকে বিদায় দিতে ফটকে পর্যন্ত যাওনি।'

'আমি এখান থেকে ওদেরকে বিদায় জানিয়েছি। জানালা দিয়ে দেখেছি ওরা চলে যাচ্ছে।' তিনি নেডকে মিনতি করেছিলেন যেন তিনি না যান, অন্তত এখন নয়, বিশেষ করে যে ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু নেড তাঁর অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। উল্টো বলেছেন তাঁর নাকি কোনো উপায় নেই। যেতেই হবে। তারপর তিনি চলে যান।

'আমি ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যেতে পারি না। কারণ আমার ভয় হয় যে কোনো মুহূর্ত ওর জন্য শেষ মুহূর্ত হতে পারে। আমাকে ওর সঙ্গে থাকতেই হবে। যদি... যদি...। ছেলের নিস্তেজ হাত তিনি নিজের হাতে জড়িয়ে নিলেন। এমন দুবলা পাতলা হাত, এতে এক ফোঁটাও

শক্তি নেই। তবে ও বেঁচে আছে, জীবনের সেটুকু উষ্ণতা তিনি অনুভব করতে পারেন ছেলের হাতে হাত রাখলে।

গলার স্বর নরম করল রব। 'ও মরবে না, মা। মাস্টার লুইন বলেছেন সবচেয়ে বিপদের সময়টা কেটে গেছে।'

'কিন্তু মাস্টার লুইনের কথা যদি ভুল হয়? যদি এমন হয় আমাকে ব্রানের দরকার অথচ সেই সময় আমি ওর পাশে নেই?'

'রিকনের তোমাকে দরকার,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রব। 'ওর বয়স মাত্র তিন। কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ও। ওর ধারণা সবাই ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে, তাই সারাক্ষণ আমার পিছু লেগে আছে, আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। জানি না ওকে নিয়ে কী করব আমি।' বিরতি দিল সে, নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ছোটবেলায় এমনটিই করত। 'মা, তোমাকে আমারও দরকার। আমি চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না... সব কাজ আমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।' আকস্মিক আবেগ ওর গলার স্বর ভেঙে দিল। ক্যাটলিনের মনে পড়ল তাঁর বড় ছেলেটির বয়স মাত্র চোদ্দ। তাঁর ইচ্ছা করল বিছানা থেকে উঠে রবের কাছে যাবেন। কিন্তু ব্রান এখনো তাঁর হাত ধরে আছে। তিনি নড়াচড়া করতে পারলেন না।

টাওয়ারের বাইরে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। এক সেকেন্ডের জন্য কেঁপে উঠলেন ক্যাটলিন।

'ব্রানের নেকড়ে,' জানালা খুলে দিল রব। রাতের আলো প্রবেশ করল গুমট টাওয়ার রুমে। নেকড়ের ডাক আরও উচ্চকিত হলো। হতাশ আর করুণ গলায় ডাকছে নেকড়ে।

'জানালা খুলো না,' ক্যাটলিন বললেন ছেলেকে। 'ব্রানের ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'ওদের গান শোনাও ব্রানের দরকার,' বলল রব। উইন্টারফেলের কোথাও দ্বিতীয় আরেকটি নেকড়ে প্রথমটির সঙ্গে সাড়া দিচ্ছে ডেকে উঠল। তারপর কাছ থেকে শোনা গেল তৃতীয় নেকড়ের ডাক। 'শ্যাগিডগ এবং গ্রে উইন্ড। ওটার গলার স্বর একই সঙ্গে উঠছে-নামছে,' মন্তব্য করল রব। 'মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায় কে ডাকে।'

ক্যাটলিনের শরীর কাঁপছে। শোকে, শীত এবং ডায়ারউলফদের ডাকাডাকি তাঁর শরীরে এনে দিয়েছে কম্পন, রাতের পর রাত ওরা খালি,

ধূসর প্রাসাদে একভাবে ডেকেই চলেছে, গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন নেই, আর এখানে, বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তাঁর চোখের মণি, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ব্রান যে সবসময় হাসত আর দেয়াল বাইতে ভালবাসত এবং স্বপ্ন দেখত একদিন নাইট হবে। হায়, সে সব স্বপ্ন আর কোনদিন পূরণ হবে না, তিনি তাঁর ছেলেকে আর কখনো হাসতে দেখবেন না। ফুঁপিয়ে উঠে তিনি ব্রানের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে কান চাপা দিলেন।

'ওদেরকে থামতে বলো,' চিৎকার দিলেন তিনি। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ওদেরকে থামাও। ওদেরকে থামাও। দরকার হলে মেরে ফেলো, কিন্তু ওদেরকে যেভাবেই হোক থামাও!'

তিনি চিৎকার করতে করতে কখন মেঝেতে পড়ে গেছেন জানেন না, রব তাঁকে শক্ত হাতে টেনে তুলল। 'ভয় পেয়ো না, মা। ওরা ওকে কখনো আঘাত করবে না।' মাকে সরু খাটিয়ায় শুইয়ে দিল ও। ' চোখ বন্ধ করো,' নরম গলায় বলল রব। 'বিশ্রাম নাও। মাস্টার লুইন বলেছেন ব্রান বিল্ডিং থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি নাকি আর দু'চোখের পাতা এক কর নি।'

'আমি পারব না,' কাঁদতে কাঁদতে বললেন ক্যাটলিন। ' দেবতারা আমায় ক্ষমা করুন, রব, আমি পারব না। আমি ঘুমিয়ে গেলে ও যদি মারা যায়...' আবার ডাক ছাড়ল নেকড়ের দল। চিৎকার করে আবার কানে হাত চাপা দিলেন তিনি। 'হা, ঈশ্বর, জানালাটা বন্ধ করে দাও!'

'দিতে পারি যদি কথা দাও ঘুমাবে,' জানালার কাছে গেল রব তবে পাল্লা বন্ধ করতে হাত বাড়িয়েছে, ডায়ারউলফদের চেঁচামেচির সঙ্গে যুক্ত হওয়া নতুন এটা শব্দ কানে আসতে থেমে গেল।

'কুকুর,' উৎকর্ণ হয়ে উঠল রব। 'সবগুলো কুকুর একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। কিন্তু ওরা তো এরকম কখনও করে না।' ক্যাটলিন শুনলেন তাঁর ছেলে আঁতকে ওঠার শব্দ করেছে। মায়ের দিকে ফিরল সে। বাতির আলোয় দেখা গেল তার মুখ কাগজের মতো সাদা। 'আগুন।' ফিসফিস করল ও।

সাঁইত্রিশ

আগুন, শব্দটি ক্যাটলিনের মস্তিষ্কে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ব্রানের জন্য। 'আমাকে সাহায্য করো।' আকুল গলায় বললেন তিনি। 'ব্রানকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে।'

মায়ের কথা ছেলের কানে গেছে বলে মনে হলো না। 'লাইব্রেরি ভবনে আগুন লেগেছে।' বলল ও।

খোলা জানালা দিয়ে এখন লালচে অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাটলিন। লাইব্রেরি ভবন দুর্গ প্রাচীরের বাইরের দিকে। এখানে আগুন পৌছাতে পারবে না ভেবে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দেবতাদের ধন্যবাদ,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

মায়ের দিকে এমনভাবে তাকাল রব যেন উনি পাগল হয়ে গেছেন। 'মা, তুমি এখানেই থাকো। আগুন নিভে গেলেই আমি আসছি।' তারপর দৌড় দিল সে। ক্যাটলিন শুনতে পেলেন গার্ডদের ডাকাডাকি করছে ও, একসঙ্গে সবাই মিলে নামতে লাগল সিড়ি বেয়ে, একেবারে দুই-তিনটা সিড়ি লাফিয়ে নামছে।

উঠোন থেকে 'আগুন! আগুন!' বলে চেঁচামেচি শোনা গেল, সেই সঙ্গে লোকের ছোটাছুটির শব্দ, ভীত অশ্বকুলের আর্তনাদ, প্রাসাদ কুকুরদের গগনবিদারী ঘেউ ঘেউ। এখন আর নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে না। ডায়ারউলফরা চুপ মেরে গেছে।

সাত দেবতার কাছে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে জানালার ধারে গেলেন ক্যাটলিন। দুর্গ প্রাকার ছাড়িয়ে, লাইব্রেরির জানালা চেটে দিচ্ছে আগুনের লম্বা লম্বা জিভ। ধোঁয়া উঠছে আকাশে। স্টার্ক বছর বছর ধরে কত নামী দামী এবং দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোর কথা ভেবে খুব মন খারাপ হলো ক্যাটলিনের। তিনি বন্ধ করে দিলেন জানালা।

ঘুরতেই দেখলেন ঘরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।

'আপনার তো এখানে থাকার কথা নয়,' বিড়বিড় করল সে দাঁতে দাঁত চেপে। 'এখানে কারোরই থাকার কথা ছিল না।'

লোকটা বেঁটে খাটো, পরনে বাদামী রঙের কালিঝুলি মাখানো পোশাক, গা দিয়ে ঘোড়ার বোঁটকা গন্ধ আসছে। আস্তাবলের সব কর্মচারীকেই চেনেন ক্যাটলিন, এ তাদের কেউ নয়। এ লোকটা অস্থিচর্মসার, মাথায় উস্কখুস্ক সোনালি চুল, হাড়সর্বস্ব মুখে কোটরে ঢোকা নিষ্প্রভ চোখ, হাতে একটা ছোরা।

ক্যাটলিন ছোরাটির দিকে একবার তাকালেন, তারপর ব্রানের দিকে। 'না,' বললেন তিনি। ছোট্ট শব্দটি তাঁর গলায় যেন আটকে গেল, স্রেফ ফিসফিসানি শোনা গেল।

লোকটা নিশ্চয় ক্যাটলিনের কথা শুনতে পেয়েছে। 'আমি বরং ওকে দয়া করছি,' বলল সে। 'ও তো মারাই গেছে।'

'না,' বললেন ক্যাটলিন, এবার গলায় জোর ফিরে পেয়েছেন।

'না, তুমি এটা করতে পার না,' তিনি পাঁই করে ঘুরলেন, জানালার দিকে এগিয়ে যাবেন চিৎকার করে সাহায্য চাইতে। তবে লোকটার গতি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। সে ক্যাটলিনের মুখে এক হাত চাপা দিয়ে মাথাটা পেছন দিকে টেনে ধরল, অপর হাতের ছুরি চেপে বসল কণ্ঠনালীতে। লোকটার গা দিয়ে ভয়াবহ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

দুই হাতে ছোরাটি চেপে ধরলেন ক্যাটলিন। ঠেলে সরাতে চাইছেন গলার ওপর থেকে। শুনলেন লোকটা একটা গালি দিল তাঁকে। ধারাল ফলায় হাত কেটে গেছে ক্যাটলিনের, আঙুল রক্তে মাখামাখি তবু ছোরা ছাড়লেন না।

মুখের ওপরে হাতখানা চেপে বসল আরও জোরে। এখন বাতাসও নিতে পারছেন না ক্যাটলিন। তিনি মাথাটা জোর করে একপাশে ঘুরিয়ে

নিলেন। তারপর জোরে কামড় বসিয়ে দিলেন হামলাকারীর তালুতে। লোকটা ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু কচ্ছপের কামড় ছাড়লেন না ক্যাটলিন। কামড়ে তালুর মাংস ছেড়ে নিতে চাইছেন।

লোকটা হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে দিল। ক্যাটলিনের মুখ ভরে গেছে রক্তে। এতক্ষণ নি:শ্বাস নিতে পারছিলেন না তিনি। এবারে নি:শ্বাস নিতে নিতে প্রচণ্ড চিৎকার দিলেন। লোকটা তাঁর চুলের মুঠি ধরে টান মারল। ক্যাটলিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। লোকটা এখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁপাচ্ছে বেদম। কাঁপছে। এখনো ডান হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রক্ত মাখানো ছোরা। ' তোমার এখানে থাকার কথা ছিল না,' আবার বলল সে।

লোকটার পেছনে, খোলা দরজায় একটা ছায়া দেখতে পেলেন ক্যাটলিন। ঢুকে পড়েছে ঘরে। নিচু গলার একটা গর্জন, প্রায় অনুচ্চ হুমকিই বলা চলে, তবে লোকটার নিশ্চয় কানে গেছে শব্দটা কারণ সে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন আক্রান্ত হলো। তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ে। দুজনে একসঙ্গে পড়ে গেল মেঝেতে, প্রায় ক্যাটলিনের গায়ের ওপর। লোকটার গলা কামড়ে ধরেছে নেকড়ের চোয়াল। চিৎকার করার সময়ও পেল না সে, তার আগেই গলার অর্ধেকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বড় বড় দাঁতের মরণ কামড়ে।

লোকটার কাটা গলা থেকে উৎসারিত হলো বৃষ্টির মতো গরম রক্ত। ছিটকে পড়ল ক্যাটলিনের মুখে।

নেকড়ে এখন তাকিয়ে আছে ক্যাটলিনের দিকে। লাল চোয়াল, ভেজা, আঁধারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার সোনালি চোখ। এটা ব্রানের পোষা নেকড়ে, দেখেই চিনতে পেরেছেন ক্যাটলিন। 'ধন্যবাদ,' ফিসফিস করলেন তিনি। একখানা কম্পিত হাত তুললেন। কাছিয়ে এল নেকড়ে, শুঁকল আঙুল, তারপর ভেজা, কর্কশ জিভ দিয়ে চেটে নিল রক্ত।

সমস্ত রক্ত পরিস্কার হয়ে গেলে নিশব্দে ঘুরল নেকড়ে, এক লাফে উঠে গেল ব্রানের বিছানায়, চুপচাপ শুয়ে পড়ল ওর পাশে। ক্যাটলিন মৃগীরোগীর মতো হাসতে শুরু করলেন।

ওরা এভাবেই ওঁকে পেল। রব, মাস্টার লুইন এবং স্যর রডরিক উইন্টারফেলের অর্ধেক গার্ড নিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল কামরায়।

ক্যাটলিনের উন্মাদিনীর মতো হাসি থামলে ওরা তাঁকে গরম কম্বল গায়ে চাপিয়ে গ্রেট কীপে নিয়ে গেল, তাঁর নিজের ঘরে। বুড়ি ন্যান ক্যাটলিনের জামা কাপড় ছাড়িয়ে তাঁকে গরম পানিতে গোসল করাল। শরীর থেকে সমস্ত রক্তের দাগ ধুয়ে নিয়ে নরম কাপড় পরিয়ে দিল।

এরপরে মাস্টার লুইন এলেন ক্যাটলিনের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাতে। খুব গভীরভাবে কেটেছে আঙুল, প্রায় হাড় বেরিয়ে এসেছে। খুলির কাছটায় অনেকগুলো চুল উঠে গিয়ে দগদগ করছে ঘা। মাস্টার ওষুধ টষুধ লাগিয়ে দিয়ে বললেন ক্ষতের ব্যথা একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে। তবে তিনি যাতে ঘুমিয়ে পড়েন সেজন্য পপি ফুলের দুধ খাইয়ে দিলেন।

অবশেষে ক্যাটলিনের চোখ বুজে এলো।

আটত্রিশ

আবার যখন চোখ মেলে তাকালেন ক্যাটলিন, জানলেন টানা চারদিন ঘুমিয়েছেন। তিনি সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে এখন দু:স্বপ্নের মতো লাগছে, ব্রানের টাওয়ার থেকে পড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে একদম সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো। তবে হাতের তীব্র ব্যথা মনে করিয়ে দিল এটা কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ভয়ানক দুর্বল লাগছে শরীর, মাথাটা কেমন ফাঁকাফাঁকা ঠেকছে, যেন মস্ত একটা ওজন সরে গেছে।

'আমার জন্য কিছু রুটি আর মধু এনে দাও,' ভৃত্যদেরকে বললেন তিনি। 'আর মাস্টার লুইনকে আসতে বলো। নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।' ওরা মালকিনের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেও সঙ্গে সঙ্গে পালন করল আদেশ।

ক্যাটলিনের মনে পড়ে গেল কীরকম আচরণ করেছিলেন। খুবই লজ্জা লাগল তাঁর। তিনি সবার সম্মান ভূলণ্ঠিত করেছেন, তাঁর ছেলেমেয়ে, স্বামী, তাঁর হাউস। এরকমটি আর ঘটবে না। তিনি উত্তরের মানুষগুলোকে দেখিয়ে দেবেন রিভাররানের টালি বংশের মেয়েরা মোটেই দুর্বলচিত্ত নয়, অনেক শক্তিশালী।

খাওয়ার আগে হাজির হলো রব। রডরিক ক্যাসেল এলেন তার সঙ্গে, এবং তাঁর স্বামীর সহচর থিয়ন গ্রেজয়, সবশেষে যোগ দিল হ্যালিস

মোলেন, মুখে চৌকোনো দাড়ি, পেশীবহুল শরীরের গার্ডসম্যান। এ গার্ডদের নতুন ক্যাপ্টেন বা সর্দার, জানাল রব। সে পরেছে চামড়ার পোশাক এবং রিংমেইল, কোমরে ঝুলছে তরবারি।

' কে ছিল লোকটা?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাটলিন।

' কেউ তার নাম বলতে পারেনি,' জবাব দিল হ্যালিস মোলেন। ' সে উইন্টারফেলের কেউ নয়, মাই লেডি। তবে দু'একজন বলল তারা নাকি লোকটাকে এখানে কয়েকদিন আগে দেখেছে।'

'তাহলে রাজার কোনো লোক হবে,' বললেন ক্যাটলিন, 'কিংবা ল্যানিস্টারদের কেউ। অন্যরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল।'

'হতে পারে,' বলল হল। 'উইন্টারফেলে নানা কিসিমের অচেনা মানুষদের ভিড়ে বলা মুশকিল সে কাদের লোক ছিল।'

লোকটা আপনাদের আস্তাবলে লুকিয়ে ছিল,' বলল গ্রেজয়। 'গায়ের গন্ধেই বোঝা যাচ্ছিল।'

কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পেল না?' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ক্যাটলিন।

লজ্জা পেল হ্যালিস মোলেন। 'লর্ড এডার্ড অনেকগুলো ঘোড়া নিয়ে গেছেন দক্ষিণে, নাইট'স ওয়াচেও পাঠানো হয়েছে অনেক ঘোড়া। আস্তাবলের স্টলগুলো প্রায় অর্ধেক খালি। কাজেই আস্তাবলের কর্মচারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকা তার জন্য অসম্ভব কিছু ছিল না।'

লোকটা যেখানে লুকিয়ে ছিল সে জায়গাটার সন্ধান আমরা পেয়েছি,' তথ্য জোগান দিল রব।

'খড়ের নিচে একটা চামড়ার থলেতে লুকানো নব্বইটি রূপোর মোহর পাওয়া গেছে।'

' যাক, জেনে খুশি হলাম আমার পুত্রের জীবনের দাম খুব বেশি শস্তা নয়।' তেতো গলায় বললেন ক্যাটলিন।

বেকুবের মতো ক্যাটলিনের দিকে তাকাল হ্যালিস মোলেন। 'মাফ করবেন, মাই লেডি, আপনি বলছেন লোকটা এসেছিল আপনার ছেলেকে হত্যা করতে?'

গ্রেজয় মন্তব্য করল, 'এ স্রেফ পাগলামী।'

' ও এসেছিল ব্রানকে খুন করতে,' বললেন ক্যাটলিন। 'বিড়বিড় করে বলছিল আমাকে সে ওখানে প্রত্যাশাই করেনি। সে লাইব্রেরিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এ আশায় আমি গার্ডদের নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটে যাব। আমি যদি শোকে আধ পাগল না থাকতাম তাহলে হয়তো ওর পরিকল্পনা কাজে লেগে যেত।'

' কিন্তু ব্রানকে কেন কেউ হত্যা করতে চাইবে?' বলল রব। 'ঈশ্বর, ও বালক মাত্র। অসহায়। ঘুমাচ্ছিল...'

ক্যাটলিন জ্যেষ্ঠপুত্রের দিকে চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'উত্তর শাসন করতে হলে এসব বিষয় নিয়ে খুব ভালোভাবে তোমাকে মাথা খাটাতে হবে, রব। নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। কেন কেউ একটি ঘুমন্ত ছেলেকে হত্যা করতে চাইবে?'

রব জবাব দেয়ার আগেই ভৃত্যরা রান্নাঘর থেকে এক প্লেট তাজা খাবার নিয়ে এল। গরম রুটি, মাখন, মধু এবং কালো জাম, সঙ্গে বেকন ও আধ সেদ্ধ ডিম, পনির ও পটভর্তি পুদিনা চা। ওদের সঙ্গে হাজির হলেন মাস্টার লুইন। 'আমার ছেলে কেমন আছে, মাস্টার?' খাবারের দিকে তাকালেন ক্যাটলিন এবং টের পেলেন তাঁর খিদে হঠাৎ চলে গেছে।

মাথা নামালেন মাস্টার লুইন। 'অবস্থা অপরিবর্তিত, মাই লেডি।'

এরকম জবাবই আশা করছিলেন ক্যাটলিন, বেশিও নয়, কমও নয়। তাঁর হাত দপদপ করছে ব্যথায়, যেন এখনো ক্ষতস্থানে বিঁধে আছে ছুরির ফলা। তিনি ভৃত্যদেরকে চলে যেতে বলে তাকালেন রবের দিকে। 'জবাব পেলে?'

' কেউ হয়তো চাইছে না ব্রানের জ্ঞান ফিরে আসুক,' বলল রব। 'ভয় পাচ্ছে ব্রান হয়তো এমন কিছু বলে দেবে যার সে প্রত্যক্ষদর্শী।'

বড় ছেলের জন্য গর্ব হলো ক্যাটলিনের। 'খুব ভালো।' তিনি গার্ডদের নতুন সর্দারের দিকে তাকালেন। 'ব্রানকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করো। ওকে একবার হত্যার চেষ্টা করেছে। আরও গুপ্ত হত্যাকারী থাকতে পারে।'

'কতজন গার্ড চাই আপনার, মাই লেডি?' জিজ্ঞেস করল হল।

'লর্ড এডার্ড যতদিন বাইরে থাকবেন, আমার ছেলে উইন্টারফেলের প্রভুর দায়িত্ব পালন করবে।' হলকে বললেন ক্যাটলিন।

বুক চিতিয়ে দাঁড়াল রব। ' রোগীর ঘরে একজন লোক রাখো, দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা, একজন পাহারা দেবে দরজার বাইরে, দু'জন সিড়ির নিচে। আমার বা আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্রানের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

'আপনি যা বলেন, মাই লর্ড।'

'কাজটা এখুনি করো,' বললেন ক্যাটলিন।

'আর নেকড়েটাকে ওর ঘরে থাকতে দেবে,' যোগ করল রব।

'হ্যাঁ,' বললেন ক্যাটলিন। 'হ্যাঁ। ও ওই ঘরে থাকবে।'

হ্যালিস মোলেন মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে চলে গেল।

' লেডি স্টার্ক,' গার্ডসম্যান চলে যেতে বললেন স্যর রডরিক।

'হত্যাকারী যে ছুরিটা ব্যবহার করেছিল সেটা কি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন?'

'ঘটনার আকস্মিকতায় ওটা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি আমার, তবে ওটাতে যে খুব ধার ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' শুকনো হাসলেন ক্যাটলিন। ' কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

লোকটার মুঠোয় ছুরিটি আমরা পেয়েছি। ওইরকম একজন লোকের কাছে অমন চমৎকার একটা ছুরি থাকাটা বেমানান মনে হওয়ায় আমি ওটা খুব ভালভাবে লক্ষ করি। ফলা ভ্যালিরিয়ান ইস্পাতে তৈরি, হাতল ড্রাগন হাড়ের। ওই রকম ভিক্ষুক ধরনের লোকের কাছে এত দামী একটা অস্ত্র গেল কী করে? কেউ ওকে ওটা দিয়েছিল।'

ক্যাটলিন চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। 'রব, দরজা বন্ধ করো।'

মায়ের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল রব, তবে দরজা বন্ধ করতে কসুর করল না।

'আমি আপনাদেরকে এখন যে কথাগুলো বলব তা যেন এ ঘরের বাইরে না যায়,' তিনি বললেন ওদেরকে। 'আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন। আমি যা সন্দেহ করছি তার অংশবিশেষও সত্য হলে নেড এবং আমার মেয়েরা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আর আমাদের কথা ভুল কোনো লোকের কানে গেলে ওদের মৃত্যু হয়ে উঠবে অনিবার্য।'

'লর্ড এডার্ড আমার কাছে দ্বিতীয় পিতাসম,' বলল থিয়ন গ্রেজয়। 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি এ ঘরের কোনো কথা বাইরের কাউকে বলব না।'

'আমিও প্রতিজ্ঞা করছি,' বললেন মাস্টার লুইন।

'আমিও, মাই লেডি,' প্রতিধ্বনি করলেন স্যার রডরিক।

ক্যাটলিন তাকালেন তাঁর ছেলের দিকে। 'আর তুমি, রব?'

জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল রব।

'আমার বোন লাইসার বিশ্বাস তার স্বামী লর্ড আরিনকে ল্যানিস্টাররা হত্যা করেছে,' বললেন ক্যাটলিন। 'আমি শুনেছি ব্রান যেদিন টাওয়ার থেকে পড়ে গেল সেদিন জেমি ল্যানিস্টার শিকারে যায়নি রাজার সঙ্গে। সে প্রাসাদেই ছিল।' কামরায় নেমে এল মৃত্যুবৎ নিরবতা। 'আমার মনে হয় না টাওয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিল ব্রান।' নৈশব্দ ভঙ্গ করলেন ক্যাটলিন। 'আমার ধারণা ওকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে।'

সবাই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। 'মাই লেডি, কী ভয়ানক কথা বললেন আপনি,' বললেন রডরিক ক্যাসেল। 'এমনকী কিং স্লেয়ারেরও একটা বাচ্চা ছেলেকে হত্যা করতে গেলে মায়া হবে।'

'হবে কি?' বলল থিয়ন গ্রেজয়। 'আমার তাতে সন্দেহ আছে।'

'ল্যানিস্টারদের .গর্ব, অহংকার এবং উচ্চাকাঙ্খার কোনো সীমা নেই।' বললেন ক্যাটলিন।

' ছেলেটা দেয়াল বাইতে খুবই পটু,' একটু ভেবে বললেন মাস্টার লুইন। 'উইন্টারফেলের প্রতিটি ইট পাথর তার চেনা।'

'ঈশ্বর!' রাগে মুখ লাল হয়ে গেল রবের। 'ঘটনা যদি সত্যি হয় তার পরিমাণ তাকে ভোগ করতে হবে।' তরবারি নিয়ে বাতাসে এক পাক ঘোরাল সে। 'আমি তাকে নিজের হাতে হত্যা করব।'

স্যার রডরিক ওর দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন। 'সরাও ওটা! ল্যানিস্টাররা কয়েকশো মাইল দূরে। তরবারি যদি সত্যি ব্যবহার করতে না পার কখনো ওটা খাপ খুলে বের করবে না। এ কথা তোমাকে আমি কতবার বলেছি, বোকা ছেলে?'

লজ্জা পেয়ে খাপে তরবারি ঢোকাল রব। আবার সে পরিণত হয়েছে কিশোর ছেলেতে। ক্যাটলিন স্যার রডরিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার ছেলে এখন ইস্পাতের তরবারি ব্যবহার করছে দেখছি!'

বৃদ্ধ মাস্টার অ্যাট আর্মস বললেন, 'ওর এখন আসল তরবারি ব্যবহার করার সময় হয়েছে।'

ক্যাটলিন বললেন, 'উইন্টারফেলের সমস্ত তরবারি এখন ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। আর সেটা অবশ্যই কাঠের নয়।'

থিয়ন গ্রেজয় তার তরবারির হাতলে হাত রেখে বলল, 'মাই লেডি, যদি তেমন কোনো আশঙ্কা থাকে, আমার হাউস আপনার সঙ্গে আছে।'

মাস্টার লুইন গলার চেইন কলার একটু টেনে দিলেন। 'আমরা সবই অনুমান করছি। আমরা দোষারোপ করছি রানির প্রিয় ভাইটিকে। এবং এ ব্যাপারটি তিনি মোটেই ভালভাবে নেবেন না। হয় আমাদের প্রমাণ দেখাতে হবে নতুবা সারাজীবনের জন্য এটি চেপে যেতে হবে।'

'আপনার প্রমাণ ওই ছুরিতেই রয়েছে,' বললেন স্যর রডরিক।

ক্যাটলিন বললেন, 'কাউকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে যেতে হবে।'

'আমি যাব,' বলল রব।

'না,' বললেন ক্যাটলিন। 'তুমি এখানেই থাকবে। এটাই তোমার জায়গা। উইন্টারফেলে সবসময়ই একজন স্টার্ককে থাকতে হয়।' তিনি একে একে সাদা গোঁফের স্যর রডরিক, ধূসর আলখেল্লা পরিহিত মাস্টার লুইন এবং তরুণ ও ক্ষিপ্র গ্রেজয়ের দিকে তাকালেন। এদের কাকে তিনি পাঠাবেন? কাকে বিশ্বাস করা যায়? তারপরই জবাবটি পেয়ে গেলেন। গা থেকে কম্বল ফেলে দিলেন। ব্যান্ডেজ করা তাঁর আঙুলগুলো আড়ষ্ট এবং পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। বিছানা থেকে নামলেন তিনি। 'আমিই যাব।'

'মাই লেডি,' বললেন মাস্টার লুইন, 'কাজটা কি ঠিক হবে? আপনাকে দেখলে ল্যানিস্টাররা সন্দেহ করবে।'

'ব্রানের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল রব। বেচারাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত লাগছে। 'তুমি ওকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ না নিশ্চয়।'

'ব্রানের জন্য যত দূর যা করা সম্ভব করেছি আমি,' আহত হাত ছেলের বাহুতে রাখলেন মা। 'তার জীবন এখন দেবতা এবং মাস্টার লুইনের হাতে। আমাকে তো আমার অন্যান্য সন্তানদের কথাও ভাবতে হবে, রব।'

'আপনার সঙ্গে সৈন্যদল যাবে, মাই লেডি,' বলল থিয়ন।

'আমি হলকে বলে দিচ্ছি এক দল গার্ডকে পাঠাতে,' বলল রব।

'না,' বললেন ক্যাটলিন। ' লোকজন বেশি হলে তাতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। চাই না ল্যানিস্টাররা জানুক আমি আসছি।'

আপত্তি জানালেন স্যর রডরিক। 'মাই লেডি, অন্তত আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে দিন। একা একজন নারীর জন্য কিংস রোড খুবই বিপজ্জনক জায়গা।'

'আমি কিংস রোড ধরে যাব না,' বললেন ক্যাটলিন। একটু ভেবে তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওয়াগন, হুইলহাউস ইত্যাদি গ্যাঞ্জামের চেয়ে দুজন ঘোড়সওয়ার অনেক দ্রুত ছুটতে পারবে। আপনার সঙ্গকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, স্যর রডরিক। আমরা হোয়াইট নাইফ হয়ে সাগরে যাব। তারপর হোয়াইট হার্বারে ভাড়া করব জাহাজ। বলবান অশ্ব আর ফুরফুরে হাওয়া আমাদেরকে কিংস ল্যান্ডিংয়ে নেড এবং ল্যানিস্টারদের আগে পৌঁছে দেবে।' *এবং তারপর*, মনে মনে বললেন তিনি, *দেখা যাবে কী করতে হবে*।



সানসা

উনচল্লিশ

এডার্ড স্টার্ক ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছেন, সানসাকে জানাল সেপটা মরডেন নাশতার টেবিলে। 'রাজা ওনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বোধকরি আবারও শিকারে গেছেন দুজনে। এদিকের বন জঙ্গলে বুনো ওরক্সের ছড়াছড়ি শুনলাম।'

'আমি কখনো ওরক্স দেখিনি,' বলল সানসা, টেবিলের নিচ দিয়ে একখণ্ড বেকন পাচার করে দিল লেডিকে। ডায়ারউলফ রানির মতো মাংসখণ্ডটি তুলে নিল মুখে।

মুখ বাঁকাল সেপটা মরডেন। 'একজন অভিজাত লেডি কখনো টেবিলের নিচে দিয়ে তার কুকুরকে খাওয়ায় না।' সে আরেক টুকরো মোরগের লাল ঝুঁটি ভেঙে নিয়ে রুটিতে মধু মাখাল।

'ও কুকুর নয়, ডায়ারউলফ,' কর্কশ জিভ দিয়ে সানসার আঙুল চাটছে লেডি । 'তাছাড়া বাবা বলেছেন আমরা ওদেরকে আমাদের সঙ্গে রাখতে পারি।'

সানসার জবাব সন্তুষ্ট করল না সেপটাকে। 'তুমি ভালো মেয়ে, সানসা, তবে এসব জন্তু জানোয়ারের ব্যাপারে তুমিও আরিয়ার চেয়ে একগুঁয়েমিতে কম যাও না।' ভৎর্সনা করল সে। 'আর আরিয়া এত সকালে কোথায় গেল!'

'ওর খিদে পায়নি,' বলল সানসা। ভালো করেই জানে তার বোনটি ভোরের আলো ফুটতেই চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে কোনো রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে নাশতা করতে গেছে।

'ওকে মনে করিয়ে দিও আজ যেন সে সুন্দর কাপড় চোপড় পরে। ধূসর ভেলভেটটাই ভাল হবে। আজ আমরা রানি এবং প্রিন্সেস মার্সেল্লার সঙ্গে রাজকীয় হুইলহাউসে চড়বার নেমন্তন্ন পেয়েছি। কাজেই সেজেগুজে যাওয়া দরকার।'

সানসা ইতিমধ্যে সেজেগুজে তার সেরা পোশাকটি পরে নিয়েছে। লম্বা লালচে বাদামী চুল সুন্দরভাবে আঁচড়েছে। ঝলমল করছে। পরনে তার সবচেয়ে নীল সিল্কের ড্রেস। আজকের এ দিনটির জন্য সে এক সপ্তাহরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। রানির সঙ্গে হুইলহাউসে চড়তে পারা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। তাছাড়া প্রিন্স জফ্রি ওখানে থাকতে পারে। সানসার বাগদত্ত। কথাটা ভাবলেই মনে হয় পেটের ভেতর ফড়ফড় করে উড়ছে প্রজাপতি, যদিও ওদের বিয়ে হতে বহু দেরি।

জফ্রিকে এখনো ভালো করে চেনে না, জানে না সানসা কিন্তু ইতিমধ্যে সে তার প্রেমে পড়ে গেছে। একজন রাজকুমারকে নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখত সানসা তার সবকিছুই রয়েছে জফ্রির মধ্যে। লম্বা, সুদর্শন, শক্তিশালী। চুল নয় যেন তরল আগুন। সে সুযোগ পেলেই জফ্রির সঙ্গে সময় কাটাতে চায়। হোক না তা খানিকক্ষণ। তবে তার এখন ভয় লাগছে আরিয়াকে নিয়ে। আরিয়ার কাজই হচ্ছে সবকিছু ভন্ডুল করে দেয়া। কেউ বলতে পারে না সে কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

'আমি ওকে বলব,' অনিশ্চিত গলায় বলল সানসা। 'তবে ও সবসময় নিজে যেটা ভালো মনে করে সেই পোশাক পরে। আচ্ছা, আমি এখন যাই?'

'যাও,' সেপটা মরডেন আরও রুটি এবং মধু গিলতে ব্যস্ত, সানসা আলগোছে নেমে পড়ল বেঞ্চি থেকে। সরাইখানায় কমনরুম থেকে ছুটে বেরুনোর সময় ওর পায়ে পায়ে থাকল লেডি।

বাইরে এসে হাউকাউ, চেঁচামেচির মধ্যে সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। কাঠের চাকার ক্যাচকোচ, আরেক দিনের যাত্রার জন্য লোকজন তাঁবু এবং প্যাভিলিয়ন ভেঙে ওয়াগনে তুলছে। সরাইখানাটি পাথরের তৈরি একটি তিনতলা ভবন। এতবড় সরাইখানা কখনো দেখেনি সানসা। তবু এতে রাজার লোকদের তিন ভাগের একভাগেরও জায়গা হয়নি। রাজার লোকের সংখ্যা কমপক্ষে চারশো, তাদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে ওর বাবার মানুষজন এবং ফ্রিরাইডাররা।

আরিয়াকে পাওয়া গেল ট্রাইডেন্ট নদীর তীরে, নামেরিয়ার সাথে। গোসল করাচ্ছে সে নেকড়েটাকে। ব্রাশ দিয়ে গা ঘষে ঘষে মাটি তুলছে। কিন্তু শক্ত ব্রাশের ঘষা পছন্দ হচ্ছে না নামেরিয়ার। আরিয়ার পরনে আগের সেই চামড়ার পোশাক যা গত দু'দিন ধরে সে পরে রয়েছে।

'সুন্দর কিছু গায়ে দাও,' সানসা বলল তাকে। সেপটা মরডেন বলেছেন। আমরা আজ প্রিন্সেস মার্সেল্লার সঙ্গে রানির হুইলহাউসে চড়ব।'

'আমি চড়ছি না,' বলল আরিয়া। নামেরিয়ার ধূসর লোমে ব্রাশ ঘষছে। 'মাইকা আর আমি উজানে যাব, হাঁটুজলে খুঁজব রুবি।'

'রুবি?' জিজ্ঞেস করল সানসা। 'কীসের রুবি?'

আরিয়া এমনভাবে সানসার দিকে তাকাল যেন ওর বড় বোনের মতো নির্বোধ দ্বিতীয়টি দেখেনি। 'রেগারের রুবি। এখানেই রাজা রবার্ট তাঁকে হত্যা করে জিতে নেন মুকুট।'

সানসা তার শুকনো, লিকলিকে ছোট বোনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখল। 'রুবি টুবি খুঁজতে যেতে হবে না। রাজকুমারী আমাদের জন্য বসে আছে। রানি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'তাতে আমার কী?' বলল আরিয়া। 'হুইলহাউসে একটা জানালা পর্যন্ত নেই। তুমি কিচ্ছু দেখতে পাবে না।'

'তুমি কী দেখবে শুনি?' বিরক্ত হলো সানসা। সে রানির দাওয়াতে রীতিমত রোমাঞ্চিত অথচ তার বোকচন্দর বোনটা সবকিছু বরবাদ করে দিতে চলেছে। এ ভয়টাই সে পাচ্ছিল। 'মাঠ, খামার আর সরাই ছাড়া দেখার মতো আছেই বা কি?'

'ভুল বললে,' বলল আরিয়া। 'আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়লে অনেক কিছুই দেখতে পেতে।'

'আমার ঘোড়ায় চড়তে ভাল্লাগে না,' তীব্র গলায় বলল সানসা। ' ঘোড়ায় চড়লে জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। গায়ে কাদামাটি লাগে।'

কাঁধ ঝাঁকাল আরিয়া। 'একটু সুস্থির হয়ে থাক না,' নামেরিয়াকে ধমক লাগাল। 'আমি তোকে ব্যথা দিচ্ছি না,' তারপর সানসার দিকে মুখ ফেরাল। 'আমরা যখন নেক হয়ে যাচ্ছিলাম তখন ছত্রিশটি একদম নতুন ফুল দেখেছি। আর মাইকা আমাকে একটা লিজার্ড -লায়ন দেখিয়েছে।'

শিউরে উঠল সানসা। ওদের বারো দিন সময় লেগেছে নেক পার হতে। কী বিশ্রী পথ ঘাট। সীমাহীন কালো কালো জলাভূমি। ওই যাত্রার প্রতিটি মুহূর্তকে অপছন্দ করেছে সানসা।

বাতাস ছিল স্যাঁতসেঁতে এবং গুমট, জঙ্গল এত সংকীর্ণ রাতের বেলা ওখানে তাঁবু খাটানোর উপায় ছিল না। ফলে রাস্তার ওপর ক্যাম্প করতে হয়েছে। পানিতে আধা ডুবন্ত ঘন গাছপালা ছিল ওদের চারপাশে, শাখাগুলো থেকে ঝরে পড়ত ফাঙ্গাস। বদ্ধ পানির পুকুরের কাদার মধ্যে ফুটে থাকত বিরাট বিরাট ফুল। কিন্তু বোকার মতো তুমি জাঙ্গাল বা বাঁধ পেরিয়ে ওই ফুল তুলতে গেছ কী মরেছ। চোরাবালি খপ করে চেপে ধরবে তোমার পা, গ্রাস করে নেবে। আর গাছের ডালে ঝুলে আছে সাপ এবং পানিতে মাঝে মধ্যে নাক উঁচু করছে, কালো গুঁড়ির মতো লিজার্ড- লায়ন।

তবে বলাবাহুল্য এসব কোনকিছুই আরিয়াকে বাধা দিতে পারেনি। একদিন সে তার ঘোড়ামুখি হাসি হাসতে হাসতে এল হাতে বেগুনি সবুজ রঙের শুকনো কতগুলো ফুল নিয়ে তার বাবাকে উপহার দেবে বলে। আরিয়ার চুল ছিল জট পাকানো, সারা গায়ে কাদা। সানসা ভেবেছিল বাবা তার ছোট মেয়েকে আচ্ছা করে ধমকে দিয়ে বলবেন সমঝে চলতে এবং

উপদেশ দেবেন তার আচরণ যেন হয় উচ্চবংশীয় নারীদের মতো। কিন্তু তিনি তো তা করলেনই না, উল্টো আরিয়াকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানালেন। এতে কী লাভটা হলো? আরিয়া আরও বেশি পোংটামি করার সাহস পেয়ে গেল।

পরে দেখা গেল বেগুনি ওই ফুলগুলো খুবই বিষাক্ত। নাম বিষাক্ত চুম্বন বা পয়জন কিসেস। ওই ফুলের বিষাক্ত ছোঁয়ায় আরিয়ার হাত ফুলে গেল, লাল লাল গোটা উঠল। সানসা ভেবেছিল এতে যদি মেয়েটার শিক্ষা হয়। কিন্তু কোথায় কী? হাতে ব্যথা তবু ফুলগুলো নিয়ে আরিয়ার হাসিঠাট্টা থামেনি।

পরদিন সে জলার কাদা মাখল মাইকার কথা মত তাতে নাকি চুলকানি এবং ব্যথা সব চলে যাবে। আরিয়ার কাঁধেও ফুঁসকুড়ি উঠেছিল। বেগুনি ফুসকুড়ি। পরে ওগুলো শুকিয়ে যায় কাঁধে সবুজ হলুদ দাগ ফেলে। বোন ঘুমাবার আগে পোশাক ছাড়ার সময় এসব চোখে পড়েছে সানসার। তবে কাঁধে কীভাবে ফুসকুড়ি উঠল তা শুধু সাত দেবতাই জানেন।

আরিয়া এখনো নামেরিয়াকে গোসল করাচ্ছে আর দক্ষিণের বনে বাদাড়ে কী দেখেছে তার গল্প বলে যাচ্ছে। 'গত সপ্তাহে আমরা গিয়েছিলাম ভুতুড়ে ওয়াচটাওয়ারে, গত পরশু একদল বুনো ঘোড়াকে তাড়া করি। নামেরিয়ার গায়ের গন্ধ পাবার পরে তাদের যে কী দৌড় যদি দেখতে তুমি!' নেকড়েটা আরিয়ার হাতের বন্ধনের মধ্যে মোচড়া মুচড়ি করছে দেখে ওকে দাবড়ে জীন সে। 'থাম বলছি। শরীরের এ পাশটাও পরিস্কার করতে হবে। ইস, কাদা টাদা মেখে কী দশা!'

'দল ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি,' ওকে মনে করিয়ে দিল সানসা। 'বাবা বলেছে কিন্তু।'

কাঁধ ঝাঁকাল আরিয়া। 'আমি তো আর বেশি দূরে যাইনি। তাছাড়া নামেরিয়া সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল। আর সবসময় আমি দল ছেড়ে যাইও না। মাঝে মাঝে ওয়াগনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে লোকের সঙ্গে গল্প করতে মজাই লাগে।'

আরিয়া কোন সব লোকের কথা বলছে সানসার তা ভালোই জানা : অনুচর, সহিস, ভৃত্য, বুড়ো, ন্যাংটো পোলাপান, গ্রাম্য ভাষায় কথা বলা ফ্রি রাইডার যাদের জন্ম পরিচয়ের ঠিক নেই। আরিয়া যে কারও সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। এদের মধ্যে এই মাইকাটা সবচেয়ে বাজে; কসাইয়ের ছেলে, বয়স তেরো, জংলী টাইপের, মাংসের গাড়িতে ঘুমায়, গা দিয়ে খালি জবাই করা পশুর গন্ধ আসে। একে দেখলেই বমি এসে যায় সানসার, অথচ আরিয়ার সঙ্গে এর ভারী দোস্তী।

ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে এসেছে সানসা। 'আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে,' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'রানির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সেপটা মরডেন তোমাকে খুঁজছে।'

সানসাকে পাত্তা দিল না আরিয়া। সে ব্রাশ দিয়ে জোরে জোরে ডলতে লাগল নেকড়ের গা। নামেরিয়া ঘোঁতঘোঁত করে উঠে ঘুরল, তারপর ছুট দিল। 'ফিরে আয় বলছি।'

'ওখানে লেমন কেক আর চা খাওয়ানো হবে,' বলে চলল সানসা। লেডি তার পায়ে শরীর ঘষল। সানসা জানোয়ারটার কান চুলকে দিল। লেডি আরাম পেয়ে সানসার পাশে বসে পড়ল। দেখছে নামেরিয়াকে তাড়া করেছে আরিয়া। 'রানির সঙ্গে বসে যেখানে কেক খেতে পারবে আর পালকের বালিশে আরাম করবে সুযোগ পাচ্ছ সেখানে কেন দুর্গন্ধযুক্ত বুড়ো ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘামতে ঘামতে আর শরীর ব্যথা করে ভ্রমণ করতে চাইছ?'

'কারণ রানিকে আমার পছন্দ হয় না,' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল আরিয়া। শুনে হাঁ হয়ে গেল সানসা। কল্পনাই করেনি আরিয়া এরকম একটা কথা বলতে পারে। কিন্তু তার বোন অর্থহীনভাবে কিচিরমিচির করেই যাচ্ছে। 'সে এমনকী নামেরিয়াকেও সঙ্গে নিতে দেবে না।' ব্রাশটি কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়ে নেকড়েটাকে ধাওয়া করল সে। নামেরিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে।

'রাজকীয় হুইলহাউস কোনো নেকড়ের জন্য নয়,' বলল সানসা। 'আর জানোই তো প্রিন্সেস মার্সেল্লা ওদেরকে ভয় পায়।'

'মার্সেল্লা তো খুদে বাচ্চা,' নামেরিয়াকে খপ করে ধরে ফেলল আরিয়া। কিন্তু যেই আবার ব্রাশ দিয়ে গায়ে ডলা মারতে গেছে ডায়ারউলফ শরীর মুচড়ে, নিজেকে মুক্ত করে ছুট দিল। হতাশ আরিয়া ছুড়ে ফেলল ব্রাশ। 'দুষ্টু নেকড়ে!' চেঁচাল সে।

না হেসে পারল না সানসা। ওদের কুকুরশালার পরিচালক একবার ওকে বলেছিল একটি জানোয়ার তার মালিকের মতোই হয়। সে চট করে একবার লেডিকে জড়িয়ে ধরল। লেডি ওর গাল চেটে দিল। খিলখিল হাসল সানসা। হাসির শব্দে ঘুরে তাকাল আরিয়া। অগ্নিদৃষ্টি চোখে। 'তুমি যা-ই বলো না কেন আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ঘোড়ার পিঠে চেপেই যাব।' তার লম্বা ঘোড়ামুখো চেহারায় এমন জিদ্দি ভাব ফুটে উঠল যে বোঝা যায় কোনো মতলব খেলছে মাথায়।

'ঈশ্বর মাফ করো, আরিয়া, মাঝে মাঝে তুমি একদম বাচ্চাদের মতো আচরণ কর।' বলল সানসা। 'তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। তাই ভালো হবে। আমি আর লেডি মিলে লেমন কেক খাব এবং তোমাকে ছাড়া আমাদের সময়টা বেশ কাটবে।'

সানসা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল চলে যাবে, আরিয়া পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ওরা লেডিকে তোমার সঙ্গে নিতে দেবে না।' সানসা প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল আরিয়া নামেরিয়াকে নদীর ধারে ধাওয়া করতে করতে।

চল্লিশ

একা এবং অপমানিত সানসা লম্বা পথ বেয়ে চলল সরাই অভিমুখে। ওখানে সেপটা মরডেন অপেক্ষা করছে। লেডি চুপচাপ চলেছে তার সঙ্গে। চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছে সানসার। গানে যেমন বলা হয়ে থাকে সেরকম সুন্দর এবং চমৎকার একটি মেয়ে হয়ে থাকতে চায় সে। আরিয়া কেন প্রিন্সেস মার্সেল্লার মতো মিষ্টি, সুবোধ এবং দয়ালু হতে পারে না? ওইরকম একটি বোন থাকলে বেশ হতো।

সানসা কিছুতেই বুঝতে পারে না দুই বোন, যাদের বয়সের ব্যবধান মাত্র দুই বছর, তারা কী করে এত আলাদা হয়। আরিয়া যদি ওদের সৎভাই জনের মতো বেজন্মা হতো তাহলেও ব্যাপারটা মেনে নেয়া যেত। এমনকী আরিয়া দেখতেও জনের মতো। সেরকম লম্বা মুখ, স্টার্কদের বাদামী চুল, ও ওদের মায়ের চেহারা কিংবা গায়ের রঙ কিছুই পায়নি। লোকে ফিসফিস করে বলে জনের মা নাকি ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ছিল। ছোটবেলায় সানসা একবার তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেছে কিনা। হয়তো গ্রামকিনরা ওর আসল বোনকে চুরি করে নিয়ে গেছে। মা শুধু হেসে বলেছেন 'না।' আরিয়া তার মেয়ে এবং সানসার আপন বোন। দুজনের শরীরে একই রক্ত। মা এ বিষয়টি নিয়ে কেনই বা মিথ্যা কথা বলতে যাবেন, ভেবেছে সানসা। কাজেই এটি সত্যি হওয়ারই কথা।

তবে ক্যাম্পের কাছে আসার পরে তার মনের বেদনা দূর হয়ে গেল। রানির হুইলহাউসের পাশে লোকের জটলা। মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলেছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বরগুলো। হুইলহাউসের দরজা খুলে গেল।

কাঠের সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন রানি। কারও দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। সানসা শুনল তিনি বলছেন, 'কাউন্সিল আমাদেরকে অনেক সম্মান দিয়েছে, লর্ডগণ।'

'কী ব্যাপার?' এক চেনা স্কোয়ারকে জিজ্ঞেস করল সানসা।

'কিংস ল্যান্ডিং থেকে কাউন্সিল ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছে বাকি পথ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।' বলল সে। 'রাজার জন্য অনার গার্ড।'

সানসা উৎকণ্ঠিত হয়ে লক্ষ করল ভিড়ের মধ্য থেকে পথ করে এগিয়ে চলেছে লেডি। ডায়ারউলফটাকে দেখে রাস্তা থেকে দ্রুত সরে গেল লোকজন। সানসা আরেকটু সামনে যেতে দেখল দু'জন নাইট হাঁটু গেড়ে বসেছেন রানির সামনে। পরনে ঝকঝকে বর্ম, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

একজন নাইটের গায়ে ধবধবে সাদা বর্ম, যেন সদ্য ঝরে পরা বরফ, তাতে রয়েছে রূপোর চেজিং এবং ক্ল্যাসপ, সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। লোকটি শিরস্ত্রাণ খুললে সানসা দেখতে পেল বুড়ো একজন মানুষ, বর্মের মতোই সাদা চুল, তবে বেশ বলশালী এবং তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর কাঁধে ঝুলছে কিংস গার্ডের সাদা আলখেল্লা।

তাঁর সঙ্গীর বয়স কুড়ি হবে। সবুজ রঙের স্টিল প্লেটের আর্মার গায়ে। এমন সুদর্শন পুরুষ জীবনে দেখেনি সানসা ; লম্বা, পেশীবহুল দেহ, কুচকুচে কালো চুল কাঁধ ছুঁয়েছে, দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ, হাসি হাসি সবুজ চোখ। সে তার এক বগলের নিচে চেপে ধরে আছে সোনালি রঙের অত্যুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ।

শুরুতে তিন নম্বর লোকটাকে লক্ষ করেনি সানসা। সে অন্যদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে নেই। অন্য নাইটদের ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গাট্টাগোট্টা, ভীতিকর চেহারা লোকটার। মুখে অসংখ্য ফুটকি। গোঁফ দাড়ি নেই। মাকুন্দই বলা চলে। কোটরাগত চক্ষু, চোয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে গাল। সে বৃদ্ধ না হলেও মাথায় দু'এক গাছি কেশ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র। কানের পাশে গজিয়ে ওঠা চুলগুলো মেয়েদের মতোই লম্বা। তার বর্মের রঙ মরিচা ধূসর। দেখে বোঝা যায় বহু বছর ধরে সে এ বর্ম ব্যবহার করে

আসছে। তার ডান কাঁধে উঁচিয়ে আছে পিঠের সঙ্গে বাঁধা তরবারির চামড়া বাঁধানো হাতল। তরবারিটা বিরাট। দুই হাতে ধরে ব্যবহার করতে হয়।

'রাজা শিকারে গেছেন তবে জানি ফিরে এসে আপনাদেরকে দেখলে খুশিই হবেন।' হাঁটু মুড়ে বসা দুই নাইটের উদ্দেশ্যে বললেন রানি। তবে সানসা তৃতীয় নাইটের ওপর থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না চোখ। লোকটা বোধহয় টের পেল কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল। লেডি গরগর করে উঠল। ভীষণ ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল সানসার শিরদাঁড়া বেয়ে। অজান্তেই পিছু হঠল সে এবং কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল।

শক্ত এক জোড়া হাত চেপে ধরল ওর কাঁধ। সানসা ভেবেছিল ওর বাবা কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখে তার দিকে বিকট পোড়া মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে স্যান্ডর ক্লেগেন, বিকৃত চেহারাটা বেঁকে আছে তামাশার ভঙ্গিতে।

'তুমি দেখছি কাঁপছ, মেয়ে।' বলল সে কর্কশ কণ্ঠে, যেন উখো দিয়ে কিছু ঘষা হলো। ' তোমাকে কি আমি খুব ভয় পাইয়ে দিলাম?'

হ্যাঁ, লোকটাকে দেখে সানসা ভয় পেয়েছে বৈকি। ও গা মুচড়ে সরে এল লোকটার কাছ থেকে। হেসে উঠল হাউন্ড। লেডি এসে দাঁড়াল দুজনের মাঝখানে, সাবধান করে দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু গলায় গর্জন ছাড়ল। সানসা হাঁটু মুড়ে বসে নেকড়েটাকে জড়িয়ে ধরল। সবাই এখন মুখ হাঁ করে ওকে দেখছে। নানা জন নানা মন্তব্য করতে লাগল।

' নেকড়ে,' বলল একজন। 'আরি সব্বোনাশ! ওটা দেখছি একটা ডায়ারউলফ।' প্রথম লোকটা বলল, 'ক্যাম্পে এসব হচ্ছেটা কী!' হাউন্ড তার উখা ঘষা গলায় জবাব দিল, 'স্টার্করা ওদেরকে দাইমাদের জন্য ব্যবহার করে।'

সানসা দেখল দুই অচেনা নাইট তার এবং লেডির দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে উদ্যত তরবারি। আবারও ভয় পেল সানসা এবং একই সঙ্গে লজ্জাও লাগল। অশ্রুসিক্ত হলো চোখ।

শুনল রানি বলছেন, 'জফ্রি, ওর কাছে যাও।'

আর তারপর ওর রাজকুমার ওর কাছে চলে এল।

'ওকে বিরক্ত কোরো না,' বলল জফ্রি। নীল উল এবং কালো চামড়ার পোশাক গায়ে, কোঁকড়ানো সোনালি চুলে রোদ ঝলকাচ্ছে, যেন

একটি মুকুট পরে আছে। হাত বাড়িয়ে দিল জফ্রি, সানসাকে সিধে হতে সাহায্য করল।

'কী হয়েছে, সুইট লেডি? কেন ভয় পেয়েছ? তোমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অ্যাই, তোমরা সবাই যে যার তরবারি নামাও। এই নেকড়েটা ওর পোষা।' স্যান্ডর ক্লেগেনের দিকে তাকাল জফ্রি। 'আর তুমি, কুকুর, ভাগো এখান থেকে, তুমি আমার বাগদত্তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

সর্বদা অনুগত এবং বিশ্বাসী হাউন্ড তার রাজকুমারকে কুর্নিশ করে চলে গেল। সানসা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। নিজেকে বেকুব মনে হচ্ছে তার। সে উইন্টারফেলের স্টার্ক বংশের মেয়ে, এক অভিজাত লেডি, একদিন না একদিন রানি হবে। 'আমি ওকে দেখে ভয় পাইনি, আমার সুইট প্রিন্স।' ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল সানসা। 'অপরজনকে দেখে ডর লেগেছিল।'

দুই আগন্তুক নাইট পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। পেইন?' সবুজ বর্ম পরা তরুণ নাইট মুখ টিপে হাসল।

পক্ককেশ নাইটটি সানসাকে নরম গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে স্যর ইলিন আমাকেও ডর লাগিয়ে দেয়, সুইট লেডি। তার চেহারার মধ্যেই আছে গা ছমছমে একটা ভাব।'

'তাতে ভালোই হয়েছে,' হুইলহাউসের সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন রানি। দর্শকরা দুইপাশে সরে গেল তাঁকে পথ করে দেয়ার জন্য। 'দুষ্ট লোকেরা যদি রাজার আদালতকে ভয়ই না পায় তাহলে বুঝতে হবে ভুল লোককে তোমরা দরবারে জায়গা দিয়েছ।'

অবশেষে রা ফিরে পেল সানসা। 'সেক্ষেত্রে আপনি ঠিক মানুষটিকেই বাছাই করেছেন, মহামান্যা।' বলল ও। ওর কথায় হাসির রোল উঠল চারপাশে।

' বেশ বলেছ, খুকি,' মন্তব্য করলেন সাদা চুলের মানুষটি। 'এডার্ড স্টার্কের কন্যা হিসেবে যথার্থ জবাব। যদিও তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুবই কম দেখাসাক্ষাত হয়। তবে তোমাকে আমি দেখেই চিনেছি। এবং সম্মানিত বোধ করছি। আমি কিংসগার্ডের স্যর ব্যারিস্টান সেলমি।' তিনি 'বো' করলেন।

এ নামটি সানসা জানে, সেপটা মরডেনের বছর ধরে শিখিয়ে দেয়া সৌজন্য প্রদর্শনে তার ভুল হলো না। 'কিংস গার্ডের লর্ড কমাণ্ডার,' বলল সে। 'এবং আমাদের রাজা রবার্টের উপদেষ্টা এবং তারও আগে এরিস টারগারিয়ানের কাউন্সিলর। সম্মানিত তো আমি বোধ করছি, মহান নাইট। এমনকী সুদূর উত্তরেও গায়করা ব্যারিস্টান দা বোল্ডের সাহসী কর্মকাণ্ড নিয়ে গান বাঁধে।'

আবার হেসে উঠল সবুজ বর্ম পরিহিত নাইট। 'বলো যে ব্যারিস্টান দা ওল্ড, ওঁকে এত মিষ্টি ভাষায় তোষামোদের দরকার নেই, খুকি। তিনি নিজেকে এমনিতেই খুব বড় ভাবছেন।' হাসল সে সানসার দিকে তাকিয়ে। তো এখন নেকড়ে কন্যা, তুমি যদি আমাকেও চমৎকার একটা পরিচয় দিতে পার তাহলে স্বীকার করব তুমি সত্যি আমাদের হ্যান্ডের মেয়ে।'

সানসার পাশে দাঁড়ানো জফ্রির চোয়াল শক্ত হলো। 'আমার বাগদত্তাকে বুঝে শুনে সম্বোধন করবেন।'

'আমি জবাব দিচ্ছি,' রাজপুত্রের রাগ প্রশমিত করতে দ্রুত বলে উঠল সানসা। সবুজ নাইটের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আপনার শিরস্ত্রাণে রয়েছে সোনালি হরিণের শিং, মাই লর্ড। আর হরিণ আপনার রাজ পরিবারের প্রতীক। রাজা রবার্টের দুটি ভাই। আপনি অত্যন্ত তরুণ, তাই অনুমান করছি আপনি রেনলি ব্যারাথন, স্টর্ম'স এন্ডের লর্ড এবং রাজার উপদেষ্টা।'

স্যর ব্যারিস্টান হাসলেন। 'অত্যন্ত তরুণই সে বটে। তারুণ্যের ঠেলায় সে মর্কটের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ওর সুন্দর পরিচয় এটাই।'

আবার বইল হাসির হল্লা, এতে লর্ড রেনলিও অংশ নিল। কয়েক মুহূর্ত আগের থমথমে ভাবটি দূর হয়ে গেল। সানসা এখন স্বস্তিবোধ করছে। তবে স্বস্তিটা চলে গেল স্যর ইলিন পেইন ওর সামনে এসে দাঁড়ালে। লোকটা হাসছে না। কোনো কথাও বলছে না। লেডি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গরগর করতে লাগল, নিচু লয়ের এ গর্জনে পরিস্কার মিশে আছে হুমকি। তবে সানসা নেকড়েটির মাথায় হাত রেখে ওকে শান্ত করল। 'আপনাকে যদি কোনভাবে ক্ষুব্ধ করে থাকি সেজন্য ক্ষমা চাইছি, স্যর ইলিন।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে সানসা, কিন্তু কোনো সাড়া এল না। রাজার জল্লাদ তার বর্ণহীন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল সানসার দিকে যেন চাউনি দিয়েই ওকে বিবস্ত্র করে ফেলছে, খুলে নিচ্ছে শরীরের চামড়া, শুধু

ওর নগ্ন আত্মাটা দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর লোকটার সামনে। চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল স্যর ইলিন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

লোকটার এহেন আচরণের মানে বুঝতে না পেরে রাজপুত্রের দিকে তাকাল সানসা। 'আমি কি ভুল কিছু বলেছি, মাই গ্রেস? উনি কেন আমার সঙ্গে কথা বললেন না?'

'গত চোদ্দ বছর ধরে স্যর ইলিন কারও সঙ্গে কথা বলেন না,' হেসে বলল লর্ড রেনলি।

জফ্রি তার চাচার দিকে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল, তারপর সানসার হাত ধরল। 'এরিস টারগারিয়ান গরম চিমটা দিয়ে ওনার জিভ টেনে ছিড়ে নিয়েছিলেন।'

'সে শুধু তার তরবারি দিয়ে চমৎকারভাবে জবাব দেয়,' বললেন রানি। 'এবং আমাদের দেশের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত।' তিনি মিষ্টি হেসে যোগ করলেন, 'সানসা, তোমার বাবা রাজার সঙ্গে শিকার করে না ফেরা পর্যন্ত আমি আমাদের উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করব। মার্সেল্লার সঙ্গে আজ বোধহয় তোমাদের দেখা হচ্ছে না। তোমার মিষ্টি বোনটিকে বলো এজন্য আমি ক্ষমা চেয়েছি। জফ্রি, তুমি বরং আজ তোমার মেহমানকে একটু সময় দাও।'

'আনন্দের সঙ্গে, মা,' রাজপুত্রসুলভ আদবের সঙ্গে বলল জফ্রি। সানসার হাত ধরে সে হুইলহাউসের সামনে থেকে চলে এল। সানসার খুশি যেন ডানা মেলল। তার রাজকুমারের সঙ্গে পুরো একটা দিন!

ভক্তি ভরে জফ্রির দিকে তাকাল সে। কী সাহসী ও, ভাবছে সানসা। যেভাবে ওকে স্যর ইলিন আর হাউন্ডের কবল থেকে রক্ষা করল, যেন গানের মতো, যেভাবে মিরর শিল্ডের স্যরউইন দানবদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন রাজকুমারী ডেরিসাকে।

জফ্রির হাতের ছোঁয়ায় সানসার রক্তে বান ডাকল। ধুকপুক করছে বুক। 'তুমি কী করতে চাও?'

তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, মনে মনে বলল সানসা। মুখে বলল, 'তুমি যা বলো, মাই প্রিন্স।'

জফ্রি একটু ভেবে বলল, 'তাহলে চলো ঘোড়ায় চড়ি।'

'ওহ্, ঘোড়ায় চড়তে আমি খুবই ভালবাসি,' বলল সানসা।

লেডির দিকে আড়চোখে একবার তাকাল জফ্রি। ওদেরকে অনুসরণ করছে নেকড়ে। ' তোমার নেকড়েকে দেখলে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে যায়, আর আমার কুকুরকে দেখে ভয় পাও তুমি। এদেরকে আমাদের সঙ্গী না করাই ভালো, কী বলো?'

ইতস্তত করছে সানসা। 'তুমি যা বলো।' অনিশ্চিত গলায় বলল সে। 'আমি বরং ওকে বেঁধে রেখে যাই।' জফ্রির কথা সে ঠিক বুঝতে পারল না। 'জানতাম না তোমার কুকুর আছে...'

হেসে উঠল জফ্রি। 'সত্যি বলতে কী সে আমার মায়ের কুকুর। মা আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য তাকে পাঠিয়েছে। সে তা-ই করছে।'

'ও হাউন্ডের কথা বলছ,' বলল সানসা, এত দেরিতে বোঝার জন্য নিজেকে একটা থাপ্পর মারতে ইচ্ছে করল। এরকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলে তার রাজকুমার কখনো তাকে ভালবাসবে না। 'তাকে রেখে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে?'

সানসার কথায় স্পষ্টতই বিরক্ত হলো জফ্রি। 'ভয় নেই, লেডি। আমি এখন প্রায় পুরুষদের মতোই বড় হয়ে গিয়েছি। আর তোমার ভাইদের মতো কাঠের তরবারি দিয়ে লড়াই করি না। আমার শুধু যা দরকার তা হলো এটা।' সে খাপ খুলে সানসাকে তরবারি দেখাল। এটি একটি লংসোর্ড তবে বারো বছরের বালকের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে অস্ত্রটি। নীলচে ইস্পাত ঝিলিক দিচ্ছে। দ্বিধার। হাতল চামড়া দিয়ে মোড়ানো এবং গায়ে সোনার সিংহের মাথা বসানো। প্রশংসাসূচক ধ্বনি বেরিয়ে এল সানসার মুখ থেকে। খুশি হলো জফ্রি। 'এর নাম দিয়েছি সিংহের দাঁত।' বলল সে।

সানসার নেকড়ে এবং জফ্রির দেহরক্ষীকে রেখে দুজনে হাঁটতে বেরুল। ট্রাইডেন্ট নদীর উত্তর দিকে এগোল।

একচল্লিশ

দিনটি ভারী সুন্দর এবং মনোরম। উষ্ণ বাতাসে মিশে আছে বুনো ফুলের সুঘ্রাণ। এখানকার জঙ্গলের অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য রয়েছে যা আগে কখনো সানসার চোখে পড়েনি। প্রিন্স জফ্রির ঘোড়াটা বাতাসের বেগে ছুটতে পারে। নিজের ঘোটকী নিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল সানসা। আজ অ্যাডভেঞ্চারের দিন।

ওরা নদীর তীরের গুহা আবিস্কার করল। একটা শ্যাডোক্যাটকে দেখতে পেল তার আস্তানায়। ওদের যখন খিদে পেল, জফ্রি খুঁজে বের করল একটা ছোট সরাই। সেখানে গিয়ে আদেশ করল তার এবং তার সঙ্গিনীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে। নদীর ট্রাউট দিয়ে ওরা পেট পুজো করল, সানসা মদ খেল একটু বেশিই।

'আমার বাবা আমাকে শুধু এক পেয়ালা মদ খেতে দেয়, তাও ভোজসভায়,' রাজকুমারকে বলল সে।

'আমার বাগদত্তা যত খুশি মদ খেতে পারে,' সানসার পেয়ালা ভরে দিল জফ্রি।

খাওয়া শেষে মন্থর গতিতে ঘোড়া চালাল ওরা। জফ্রি সানসাকে গান গেয়ে শোনাল। তার গলার স্বর উঁচু, মিষ্টি এবং নিখাদ। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে সানসার মাথা ঝিমঝিম করছে। 'আমাদের কি এখন ফিরে যাওয়া উচিত না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'একটু পরেই ফিরব,' বলল জফ্রি। 'ব্যাটলগ্রাউন্ডটা সামনেই, নদীর বাঁকটাতে। ওখানে আমার বাবা রেগার টারগারিয়ানকে হত্যা করেন। তুমি

তো জানোই। তিনি এক বাড়িতে তার বর্ম ভেদ করে বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।' কাল্পনিক একটা যুদ্ধ হাতুড়ি বাতাসে ঘোরাল জফ্রি সানসাকে দেখাতে কীভাবে অস্ত্রটি দিয়ে হামলা করা হয়েছিল। 'তারপর আমার মামা জেমি বুড়ো এরিসকে হত্যা করেন এবং আমার বাবা রাজা হন। আরি, ওটা কীসের শব্দ?'

সানসাও শুনেছে, কাঠের সঙ্গে কাঠের বাড়ির আওয়াজ। *ঠক ঠক ঠকাশ*। 'বুঝতে পারছি না,' বলল ও। ভয় ভয় লাগছে। 'জফ্রি, চলো ফিরে যাই।'

'ঘটনা কী দেখা দরকার।' শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল জফ্রি। তাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় রইল না সানসার। শব্দটা এখন আরও পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। কাঠের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে কাঠ। এবারে ভারী নিশ্বাসের আওয়াজ। তারপর কে যেন গুঙিয়ে উঠল।

'ওখানে কেউ আছে,' উৎকণ্ঠিত গলায় বলল সানসা। লেডির কথা ভাবছে ও। ডায়ারউলফটির এখন সঙ্গে থাকা দরকার ছিল।

'তুমি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাপদ,' খাপ খুলে সিংহের দাঁত বের করল জফ্রি। 'এই পথে।' বৃক্ষের একটা সারির মাঝ দিয়ে এগোল সে।

নদীর ধারে ফাঁকা একটা জায়গায় ওরা একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে দেখল নাইট নাইট খেলছে। লাঠি দিয়ে বানিয়েছে তরবারি, দেখে মনে হচ্ছে ঝাড়ুর কাঠি। ঘাসের ওপর ছোটাছুটি করছে দুজনে, একজন আরেকজনের উদ্দেশে লাঠি ঘোরাচ্ছে, বাড়ি মারছে। শব্দ উঠছে ঠক ঠক।

ছেলেটি মেয়েটির চেয়ে বয়সে কয়েক বছর বেশিই হবে, লম্বাতেও ছাড়িয়ে গেছে মাথা এবং গায়েও মেয়েটির চেয়ে শক্তি বেশি। সে-ই মূলত হামলা চালাচ্ছে।

মেয়েটি রোগা পাতলা, পরনে কাদামাখা চামড়ার পোশাক, হাতের লাঠি দিয়ে ছেলেটির হামলা ঠেকাতে চেষ্টা করছে। তবে সবসময় সফল হচ্ছে না। সে ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে ছেলেটি নিজের লাঠি দিয়ে মেয়েটির লাঠির মার ঠেকিয়ে দিল, তারপর বাড়ি মেরে বসল ওর আঙুলে। মেয়েটি ব্যথায় ককিয়ে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্র।

হেসে উঠল প্রিন্স জফ্রি। ছেলেটি চারপাশে তাকাচ্ছে। রাজকুমারকে দেখে তার চোখ ভয়ে বিস্ফারিত। দ্রুত লাঠিটি ফেলে দিল

ঘাসের ওপর। মেয়েটি ওদের দিকে কটমট করে তাকাল, ব্যথা পাওয়া আঙুল চুষছে।

'আরিয়া!' অবিশ্বাস নিয়ে বলল সানসা।

'চলে যাও।' চেঁচাল আরিয়া। রাগে চোখে জল চলে এসেছে। তোমরা এখানে কী করছ? আমাদেরকে একা থাকতে দাও।'

জফ্রি আরিয়ার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সানসার দিকে তাকাল। তারপর আবার নজর ফেরাল আরিয়ার ওপর। ' তোমার বোন?'

মাথা দোলাল সানসা। লজ্জিত। ছেলেটার আপাদমস্তক লক্ষ করল জফ্রি। মুখভর্তি দাগ, মাথায় ঘন লাল চুল। দেখলেই বোঝা যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। 'তুমি কে, খোকা?' নেতৃত্বের গলায় প্রশ্ন করল সে যদিও ছেলেটি তার চেয়ে বয়সে বড়ই হবে।

'মাইকা,' বিড়বিড় করল ছেলেটা। চোখ নামিয়ে নিল। 'মাই লর্ড।'

'ও কসাইয়ের ছেলে,' জানালা সানসা।

'ও আমার বন্ধু,' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল আরিয়া। 'ওকে বিরক্ত কোরো না।'

'কসাইয়ের ছেলের নাইট হওয়ার খায়েশ জেগেছে, না?' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল জফ্রি, হাতে খোলা তলোয়ার। ' তোমার তরবারি তোলো হে, কসাইপুত্র।' বলল সে, চোখে চিকমিক করছে কৌতুক। ' দেখি কেমন চালাতে পার।'

মাইকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। জমে গেছে ভয়ে।

জফ্রি এগিয়ে গেল ওর কাছে। 'নাও, তরবারি তোলো। নাকি তুমি শুধু বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে মারপিট কর?'

'ও আমাকে মারপিট করতে বলেছিল, মাই লর্ড,' বলল মাইকা। 'ও আমাকে অনুরোধ করেছিল।'

সানসা এক ঝলক তাকাল আরিয়ার দিকে। ছোট বোনের মুখ রাঙা হতে দেখে বুঝতে পারল সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা। তবে তার ব্যাখ্যা শোনার মুডে নেই জফ্রি। মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে সে। 'তুমি তোমার তরবারি তুলবে কি তুলবে না?'

মাথা নাড়ল মাইকা। 'এটা একটা লাঠি মাত্র, মাই লর্ড। তরবারি নয়, স্রেফ লাঠি।'

'আর তুমিও স্রেফ কসাইয়ের ছেলে, নাইট নও।' জফ্রি তার সিংহের দাঁত মাইকার ঠিক চোখের নিচে ঠেকাল। ছেলেটা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। 'তুমি আমার লেডির বোনের গায়ে হাত তুলেছ, জানো সেটা?' মাইকার গালের মাংসে তীক্ষ্ণ ধার ডগার চাপে চামড়া কেটে ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত, গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল আরিয়া। সে মাটি থেকে তুলে নিয়েছে লাঠি।

ভয় পেল সানসা। 'আরিয়া, তুমি এর মধ্যে থাকবে না।'

'আমি ওকে খুব বেশি ব্যথা.... দেব না।' আরিয়াকে বলল জফ্রি মাইকার ওপর চোখ রেখে।

আরিয়া জফ্রির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সানসা ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে গেছে তবে তার গতি বড্ড মন্থর। প্রিন্সের মাথায় সজোরে নেমে এল আরিয়ার হাতের লাঠি খটাশ শব্দ তুলে। তারপর সানসার আতঙ্কিত চোখের সামনে সবকিছু একসঙ্গে ঘটতে শুরু করল।

জফ্রি টলে উঠল। পরমুহূর্তে হুংকার ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল। মাইকা প্রাণপণে ছুট দিল জঙ্গলের দিকে। আরিয়া আবারও রাজকুমারকে আঘাত হানার চেষ্টা করল তবে এবারে জফ্রি লাঠির মার ঠেকিয়ে দিল তার তরবারি দিয়ে। ভেঙে গেল লাঠি। আরিয়ার হাত থেকে ছিটকে পড়ল।

জফ্রির মাথার পেছন থেকে রক্ত পড়ছে, তবে চোখ জ্বলছে ভীষণ রাগে। সানসা চিৎকার করছে, 'না, না, থামো, তোমরা দুজনেই থামো বলছি। তোমরা সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছ।' কিন্তু ওর কথা কেউ শুনছে না। আরিয়া একটা পাথর তুলে নিয়ে জফ্রির মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ল। বদলে ঘোড়ার মাথায় গিয়ে লাগল। ঘোড়ার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। ব্যথায় এবং ভয়ে ঘোড়া ছুটল মাইকার পিছু পিছু। 'থামো, থামো!' গলা ফাটাল সানসা।

কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে আরিয়ার গায়ে কোপ মারল জফ্রি। সাঁৎ করে পিছিয়ে গেল আরিয়া। এখন সে ভয় পেয়েছে। তবে ওকে ছাড়ল না জফ্রি। ধাওয়া করল। ওকে একটা গাছের সঙ্গে প্রায় আটকে ফেলল। সানসা বুঝতে পারছে না কী করবে। অসহায়ভাবে দেখছে শুধু, চোখের জলে প্রায় অন্ধ।

তারপর ধূসর একটা ঝলক ওর পাশ কাটাল। নামেরিয়া। মুখ হাঁ করে লাফ দিল জফ্রির সশস্ত্র হাত লক্ষ্য করে। কামড়ে ধরল।

নেকড়ের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল জফ্রি, হাত থেকে তরবারি ছিটকে গেছে আগেই। ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল মানুষ এবং জন্তু। নেকড়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওর কব্জি কামড়ে ধরে আছে। রাজকুমার ব্যথায় আর্তনাদ করছে।

'ওকে সরাও! ওকে সরাও!'

আরিয়ার কণ্ঠ চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। 'নামেরিয়া।'

জফ্রিকে ছেড়ে দিল নেকড়ে, চলে গেল আরিয়ার কাছে। প্রিন্স মাটিতে শুয়ে আছে। কুঁইকুঁই করছে। আহত হাতখানা ধরে রেখেছে অপর হাত দিয়ে। তার জামা ভিজে গেছে রক্তে। আরিয়া বলল, 'ও তোমাকে খুব বেশি আঘাত... করেনি।' সিংহের দাঁত হাতে তুলে নিল সে। জফ্রির সামনে এসে দাঁড়াল। দুই হাতে চেপে ধরেছে তরবারি।

জফ্রি ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল। 'না,' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে। 'আমাকে মেরো না। আমি আমার মাকে বলে দেব।'

'ওকে ছেড়ে দাও!' বোনকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাল সানসা।

চরকির মতো ঘুরল আরিয়া। গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল তরবারি। রোদের প্রতিফলনে নীলচে ইস্পাত ঝিকিয়ে উঠে নদীতে গিয়ে পড়ল ঝপাস শব্দে। পর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল স্রোতের তলায়। গুঙিয়ে উঠল জফ্রি। আরিয়া ছুটে গেল তার ঘোড়ার দিকে। নামেরিয়া লাফাতে লাফাতে তার সঙ্গী হলো।

ওরা চলে যাওয়ার পরে রাজকুমারের কাছে গেল সানসা। ব্যথায় চোখ বুজে আছে জফ্রি, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সানসা তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। 'জফ্রি,' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'দ্যাখো, ওরা ওর কী দশা করেছে। আমার বেচারা রাজকুমার। ভয় পেয়ো না। আমি সরাইখানায় যাব। তোমার জন্য সাহায্য নিয়ে আসব।' সে হাত বাড়াল। সোনালি চুলগুলোয় আদর করে হাত বুলাল।

চোখ মেলে গেল জফ্রির। তাকাল সানসার দিকে। তার চাউনিতে প্রবল ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। 'তাহলে যাও,' মুখ দিয়ে থুতু ছিটল কথা বলার সময়। 'আর আমাকে ছোঁবে না।'



এডার্ড

বিয়াল্লিশ

'ওরা ওকে খুঁজে পেয়েছে, মাই লর্ড।'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন নেড। 'আমার লোকজন নাকি ল্যানিস্টারের লোকেরা?'

'জোরি,' নেডের গোমস্তা ভেয়ন পুল জবাব দিল। 'তবে ওর কোনো ক্ষতি হয়নি।'

দেবতাদের ধন্যবাদ,' বললেন নেড। আজ চারদিন হলো তাঁর লোকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল আরিয়াকে। রানির লোকেরাও ওর সন্ধান করছিল। 'কোথায় ও? জোরিকে বলো ওকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসতে।'

'দু:খিত, মাই লর্ড,' বলল পুল। 'ফটকে সব ল্যানিস্টারের মানুষজন। জোরি ওকে নিয়ে আসার পরে ওরা রানিকে খবর দেয়। ওকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজার কাছে...'

'ওই মহিলা জাহান্নামে যাক!' দ্রুত দরজায় পা বাড়ালেন নেড। 'সানসাকে বলো দরবার ঘরে আসতে। ওর সাক্ষ্য দরকার হবে।' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তিনি টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন, প্রথম তিন দিন তিনি নিজে মেয়েকে খুঁজেছেন। আরিয়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে একটা ঘন্টার জন্যও চোখ বুজতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আজ সকাল

থেকে দুশ্চিন্তায় এমন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন, দাঁড়াবার শক্তিও ছিল না। এখন প্রচণ্ড ক্রোধ তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছে শক্তি।

তিনি প্রাসাদ প্রাঙ্গণ পার হওয়ার সময় কারা যেন পিছু ডাকল। কিন্তু কান দিলেন না নেড। পারলে দৌড়ে যেতেন কিন্তু তিনি এখন রাজার হ্যান্ড। আর একজন হ্যান্ড সবসময় নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখেন।

ট্রাইডেন্টের দক্ষিণে এ প্রাসাদটির অবস্থান। এর মালিক স্যর রেমান ডেরি। আরিয়ার খোঁজে নদীর দু'পাশে যখন বেদম খোঁজাখুঁজি চলছিল ওই সময় রাজা তাঁর লোকজন নিয়ে বিনা আমন্ত্রণেই স্যর ডেরির মেহমান হন। তাঁদের আগমনে খুব একটা খুশি হতে পারেন নি স্যর রেমান। রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও তাঁর পরিবার ট্রাইডেন্টে রেগারের ড্রাগন পতাকার তলে যুদ্ধ করেছে এবং তাঁর তিন বড় ভাই ওখানে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সত্যটি রবার্ট কিংবা স্যর রেমান কেউই ভুলে যাননি। রাজার লোকজন, ডেরির মানুষজন, ল্যানিস্টারদের সঙ্গী সাথী এবং স্টার্কদের লোক সবার জন্য প্রাসাদে জায়গা করতে সমস্যাই হয়েছে।

স্যর রেম্যানের দরবার ঘরে গিয়ে সবাইকে পাওয়া গেল। প্রচুর মানুষের ভিড় এখানে, ভাবছেন নেড। তিনি আর রবার্ট শুধু থাকলে বিষয়টি সুন্দরভাবে সুরাহা করা যেত।

ঘরের শেষ প্রান্তে, ডেরির উচ্চ আসনে বসে আছেন রাজা রবার্ট। তাঁর মুখখানা হাড়িপানা হয়ে আছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সের্সি ল্যানিস্টার এবং তাঁর ছেলে। জফ্রির কাঁধে রানির হাত। ছেলেটার হাতে সিল্কের পুরু ব্যান্ডেজ।

আরিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মাঝখানে। তার সঙ্গে জোরি ক্যাসেল ছাড়া কেউ নেই। সবার চোখ আরিয়ার ওপর। 'আরিয়া,' জোরে ডাক দিলেন নেড। পাথরের মেঝেতে বুট জুতোর শব্দ তুলে মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাবাকে দেখে চিৎকার দিল আরিয়া, তারপর ফুঁপিয়ে উঠল।

নেড মেয়ের সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসলেন। ওকে টেনে নিলেন কাছে। কাঁপছে বেচারী। 'আমি দু:খিত,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে ও। 'আমি দু:খিত। আমি দু:খিত।'

'জানি আমি,' বললেন নেড। বাবার আলিঙ্গনের মাঝে মেয়েটাকে ভারী ক্ষুদ্র লাগল, হাড় জিরজিরে একটা শরীর। ' তোমার কোথাও লেগেছে?'

'না,' মেয়ের মুখটা কালি ঝুলি মাখা, চোখের জল গালে গোলাপি দাগ ফেলছে। 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। গত চারদিন কালো জাম ছাড়া কিছু খাইনি। আর কিছু খাওয়ার মতো ছিলও না।'

' তোমাকে একটু পরেই পেটপুরে খেতে দেব,' বললেন নেড। তিনি সিধে হয়ে রাজার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। 'এসবের অর্থ কী?' তাঁর চোখ ঘুরছে কামরার চারপাশে, পরিচিত মুখের সন্ধান করছেন। কিন্তু নিজেদের লোক বলতে আছে অল্প ক'জন। স্যর রেমান ডেরি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। লর্ড রেনলির ঠোঁটে আধখানা হাসি যার মানে হতে পারে অনেক কিছুই। বুড়ো স্যর ব্যারিস্টানের মুখ গম্ভীর। বাকিরা সকলে ল্যানিস্টারের লোক এবং শত্রুভাবাপন্ন। তবে এদের মধ্যে জেমি ল্যানিস্টার এবং স্যান্ডর ক্লেগেনকে দেখা যাচ্ছে না। তারা ট্রাইডেন্টের উত্তরে এখনো সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

'আমাকে কেন বলা হয়নি আমার মেয়েকে পাওয়া গেছে?' গর্জন করলেন নেড। 'আমার কাছে তৎক্ষণাৎ কেন ওকে নিয়ে আসা হয়নি?'

রবার্টকে প্রশ্ন করা হলেও জবাব দিলেন সের্সি ল্যানিস্টার। 'আপনার সাহস কত এভাবে রাজার সঙ্গে কথা বলেন!'

রাজা এবার নড়েচড়ে উঠলেন। 'চুপ করো, মহিলা!' ধমক দিলেন তিনি। আসনে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন। 'আমি দু:খিত, নেড। আমি মেয়েটিকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি। ভাবলাম ওকে এখানে নিয়ে এসে বিষয়টির দ্রুত একটা ফয়সালা করে ফেলি।'

'কী বিষয় নিয়ে ফয়সালা?' নেডের কণ্ঠ বরফ শীতল।

এক কদম সামনে বাড়লেন রানি। 'ঘটনা কী আপনি খুব ভালোই জানেন, স্টার্ক। আপনার এই মেয়ে আমার ছেলের ওপর হামলা করেছে। সে এবং তার কসাই ছেলে বন্ধু। ওর জানোয়ারটা আমার ছেলের হাত কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।'

'মিথ্যা কথা!' জোরে বলল আরিয়া। 'নামেরিয়া অল্প একটু কামড়ে দিয়েছে। আপনার ছেলে মাইকাকে ধরে মারছিল।'

'কী হয়েছে সব আমাদেরকে বলেছে জফ,' বললেন রানি। 'তুমি আর তোমার কসাই ছেলে বন্ধু ওকে গদা দিয়ে পিটিয়েছ। আর তখন তোমার নেকড়েটা ওর ওপর হামলে পড়ে।'

'এরকম কিছু ঘটেনি,' বলল আরিয়া, চোখে প্রায় জল এসে গেছে। নেড ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

'হ্যাঁ, এরকমই ঘটেছে!' বলল জফ্রি। 'ওরা সবাই মিলে আমার ওপর হামলা চালায় এবং ও আমার সিংহের দাঁত নদীতে ছুড়ে ফেলে।' নেড লক্ষ করলেন আরিয়ার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেনি রাজকুমার।

'মিথ্যুক!' চেঁচাল আরিয়া।

'চুপ!' রাজকুমারও চেঁচাল।

'যথেষ্ট হয়েছে!' হুংকার ছাড়লেন রাজা, দাঁড়িয়ে পড়েছেন সিংহাসন ছেড়ে। সবাই চুপ হয়ে গেল। তিনি আরিয়ার দিকে কটমট করে তাকালেন। 'খুকী, কী হয়েছে আমাকে বলো। এবং সত্যি কথা বলবে। রাজার কাছে মিথ্যা কথা বলা বিরাট অপরাধ।' তিনি নিজের ছেলের দিকে চোখ ফেরালেন।

'ওর বলা শেষ হলে তোমার পালা আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত মুখখানা বন্ধ রাখো।'

আরিয়া তার গল্প বলা শুরু করেছে, পেছনে দরজা খোলার শব্দ পেলেন নেড। আড়চোখ দেখলেন সানসাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে ভেয়ন পুল। আরিয়া কথা বলার সময় তারা হলঘরের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। জফ্রির তরবারি সে ট্রাইডেন্টের মাঝখানে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে শুনে হাসতে লাগল রেনলি ব্যারাথন। রাজা ঘাউ করে উঠলেন, 'স্যর ব্যারিস্টান, আমার ভাই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে মরার আগেই ওকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

হাসি থেমে গেল লর্ড রেনলির। 'আমার ভাইয়ের মনে অনেক দয়া। আমি দরজাটি চিনি।' সে জফ্রির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'পরে তোমার মুখ থেকে শোনার আগ্রহ রইল কীভাবে একটা ইঁদুর সাইজের নয় বছরের মেয়ে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে তোমার হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে তা নদীতে ফেলে দিল।' সে দরজা খুলে চলে যাওয়ার সময় নেড শুনলেন রেনলি বলছে, 'সিংহের দাঁত! ফুঃ!' তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

প্রিন্স জফ্রি একদম বিপরীত একটা গল্প ফেঁদে বসল ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে। পুত্রের গল্প বলা শেষ হলে দুম করে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন রাজা। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এ জায়গাটি ছাড়া অন্য

কোথাও এ মুহূর্তে থাকতে পারলে মনে শান্তি পেতেন। 'এ ঘটনা থেকে আমি কী বুঝতে পারলাম দেবতারাই জানেন! এ বলছে এক কাহিনি, ও বলছে আরেক গল্প।'

'ওখানে শুধু ওরাই উপস্থিত ছিল না,' বললেন নেড। 'সানসা, এখানে এসো।' আরিয়া গায়েব হওয়ার রাতে তিনি বড় মেয়ের কাছে পুরো ঘটনা শুনেছেন। সত্যিটা তিনি জানেন। 'আমাদেরকে বলো কী ঘটেছিল সেদিন।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে তাঁর বড় মেয়ে কদম বাড়াল। পরনে সাদার ওপর কাজ করা নীল ভেলভেটের পোশাক, গলায় রুপোর চেন। ঘন পিঙ্গল কেশ আঁচড়ানো। ছোট বোনের দিকে পিটপিট করে তাকাল সে। তারপর চোখ ফেরাল কিশোর রাজকুমারের দিকে। 'আমি জানি না,' অশ্রুসজল চোখে বলল সে, যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। 'আমার মনে নেই। সব কিছু এত দ্রুত ঘটে যায়। আমি দেখতে পাইনি...'

'মিথ্যুক!' চিৎকার দিল আরিয়া। জ্যা মুক্ত তীরের মতো ছুটে গেল সে সানসার দিকে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে। ঘুসি মারছে। 'মিথ্যুক! মিথ্যুক! মিথ্যুক!'

'আরিয়া, থামো!' চেঁচিয়ে উঠলেন নেড। জোরি আরিয়াকে তার বোনের কাছ থেকে ছুটিয়ে আনল। আরিয়া তখনো লাথি ছুড়ছে। নেড বড় মেয়েকে ধরে খাড়া করলেন। সানসা কাঁপছে। মুখ বিবর্ণ।

'ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কিন্তু সানসা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরিয়ার দিকে, বাপের কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না।

'এ মেয়েটা দেখছি তার জানোয়ারটার মতোই বুনো,' মন্তব্য করলেন সের্সি ল্যানিস্টার। 'রবার্ট, আমি চাই ওর শাস্তি হোক।'

'খ্যাতা পুড়ি!' গর্জন করলেন রবার্ট। ' সের্সি, ওর দিকে তাকাও। ও একটা শিশুমাত্র। আমি কী করব রাস্তায় ওকে দাঁড় করিয়ে বেতাবো? আরে, বাচ্চাদের মধ্যে মারপিট হয়েছে। ঘটনা শেষ। কারও এমন কোনো বিরাট ক্ষতি হয়নি।'

খেপে গেলেন রানি। 'জফকে সারা জীবন ওই ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াতে হবে।'

রবার্ট ব্যারাথন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের দিকে তাকালেন। 'হুম। তবে এতে ওর একটা শিক্ষাই হয়েছে। নেড তোমার মেয়েকে একটু ভদ্র সভ্য হতে শেখাও। আমিও আমার ছেলেকে শাসন করে দেব।'

'নিশ্চয়, মহামান্য,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন নেড।

রবার্ট চলে যেতে চাইছিলেন, রানি বাধা দিলেন। 'ডায়ারউলফটার কী হবে?' পেছন থেকে হাঁক ছাড়লেন তিনি। ' যে জানোয়ারটা তোমার ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে তার কোনো ব্যবস্থা করে গেলে না?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা, ঘুরলেন। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'আমি তো ওই ছাতার নেকড়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

নেড দেখলেন আরিয়ার মুখ শক্ত হয়ে গেছে। ওকে এখনো ধরে আছে জোরি। সে দ্রুত বলে উঠল, 'আমরা ডায়ারউলফটার কোনো সন্ধান পাইনি, মহামান্য।'

এ সংবাদে অখুশি মনে হলো না রবার্টকে। 'সন্ধান পাওনি? ব্যস, মিটে গেল।'

গলা চড়ালেন রানি। 'ওটার চামড়া আমাকে যে এনে দিতে পারবে তাকে আমি একশোটা সোনার মোহর দেব।'

'অনেক টাকা,' ঘোঁতঘোঁত করলেন রবার্ট। 'আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। তুমি তোমার সোনার মোহর দিয়ে যা খুশি করতে পার।'

রানি শীতল গলায় বললেন, 'তুমি এত কিপটা জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম যে রাজাকে আমি বিয়ে করেছি সে সূর্যাস্তের আগে বিছানা নেকড়ের চামড়া দিয়ে ঢেকে দেবে।'

রাগে কালো হয়ে গেল রাজার মুখ। ' কৌশলটা কাজে লাগত যদি কোনো নেকড়ে থাকত।'

' নেকড়ে একটা আছে।' বললেন সের্সি। তাঁর গলার স্বর শান্ত তবে সবুজ চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে বিজয় উল্লাসে।

রানির কথার মাজেজা বুঝতে সবারই এক মুহূর্ত সময় লাগল। রাজা তাঁর রানির কথার মানে বুঝতে পেরে বিরক্তির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। ' তোমার যা ইচ্ছে। স্যর ইলিনকে ব্যবস্থা নিতে বলো।'

'রবার্ট, তোমার কথাটা নিশ্চয় উদ্দেশ্য নিয়ে বল নি,' আপত্তি জানালেন নেড।

এখন তর্ক করার মুডে নেই রাজা। 'যথেষ্ট হয়েছে, নেড, আমি আর এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না। ডায়ারউলফ একটা জংলী জানোয়ার। আমরা ছেলেটার যা দশা হয়েছে তোমার মেয়েটারও একদিন তেমন অবস্থা হতে পারে। ওর জন্য একটা কুকুরের ব্যবস্থা করে দাও। তাতে বরং ও আরও খুশি হবে।'

অবশেষে সানসা রাজার কথার অর্থ বুঝতে পারল। তার চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হলো। বাপের কাছে এগিয়ে গেল দুই বোনই।

'উনি নিশ্চয় লেডির কথা বলেননি, বলেছেন কি?' সানসা তার বাবার চেহারায় জবাব পেয়ে গেল।

'না,' বলল ও। ' লেডি নয়। লেডি কাউকে কামড়ায় নি। ও খুব ভাল...'

' লেডি ওখানে ছিল না,' রাগে চিৎকার দিল আরিয়া। ' ও কোনো দোষ করেনি!'

'ওদেরকে থামাও,' অনুনয় করল সানসা। 'ওদেরকে এটা করতে দিও না দয়া করে। ওটা ছিল নামেরিয়া। লেডি নয়।' সে কাঁদতে শুরু করল।

নেড শুধু মেয়েকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। সানসা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তিনি রবার্টের দিকে তাকালেন। তাঁর পুরানো বন্ধু, ভাইয়ের চেয়েও বেশি। 'প্লিজ, রবার্ট। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার দোহাই রইল। আমার বোনের প্রতি তোমার ভালোবাসার কসম, প্লিজ।'

রাজা দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর চোখ ফেরালেন স্ত্রীর দিকে। 'নিপাত যাও, সের্সি।' তীব্র ঘৃণা নিয়ে তিনি বললেন।

নেড সানসার বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে। 'তাহলে কাজটা তুমি নিজেই করো, রবার্ট।' শীতল এবং ইস্পাতের মতো ধারালো শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'অন্তত নিজে কাজটা করার মতো সাহস সঞ্চয় করো।'

রবার্ট নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে রইলেন নেডের দিকে। তারপর আর কিছু না বলে চলে গেলেন। নিজের পা জোড়া সীসের মতো ভারী ঠেকল। হলঘরে নেমে এল নিরবতা।

'ডায়ারউলফটা কোথায়?' স্বামী চলে গেলে জিজ্ঞেস করলেন সের্সি ল্যানিস্টার। তাঁর পাশে দাঁড়ানো জফ্রি হাসছে।

গেটহাউসের বাইরে ওকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, মাননীয়া,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলেন স্যর ব্যারিস্টান সেলমি।

'ইলিন পেইনকে খবর দাও।'

'না,' বললেন নেড। ' জোরি, মেয়েদেরকে ওদের ঘরে নিয়ে যাও আর আমার আইসটা নিয়ে এসো।' কথাগুলো যেন ডেলা পাকাল তাঁর গলায়, বহু কষ্টে ওগুলো বমন করলেন তিনি। 'কাজটা যদি করতেই হয়, আমি করব।'

সন্দেহের চোখে তাঁকে দেখলেন সের্সি। 'আপনি করবেন, স্টার্ক? এটা কোনো চালাকি নয় তো? আপনি নিজে কেন এ কাজ করতে যাবেন?'

সবাই তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'কারণ ও উত্তরের নেকড়ে। কসাইয়ের হাতে ওকে আমি জবাই হতে দেব না।'

কানে মেয়েদের হাহাকার আর চোখে তীব্র জ্বালা নিয়ে দরবার ঘর ত্যাগ করলেন নেড। ডায়ারউলফের বাচ্চাটাকে পেয়ে গেলেন যথাস্থানে শিকল বাঁধা অবস্থায়। ওর পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন তিনি। 'লেডি,' ডাকলেন তিনি।

বাচ্চারা নেকড়ে শিশুগুলোর কী নাম রেখেছে তা নিয়ে নেড কোনদিন মাথা ঘামাননি। তবে আজ এ নেকড়ে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো সানসা ' লেডি' নামটি যথার্থই রেখেছে। সবগুলো নেকড়ে বাচ্চার মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে সুবোধ। বাচ্চাটার ঘন ধূসর লোমে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি ওটার ঝকঝকে সোনালি চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

একটু পরে জোরি তাঁকে আইস এনে দিল।

কাজ শেষ করার পরে নেড বললেন, 'চারজন মানুষকে দিয়ে লাশটি উত্তরে পাঠিয়ে দাও। ওকে উইন্টারফেলে কবর দেবে। লেডির চামড়া আমি ওই ল্যানিস্টার মহিলাকে ছুঁতেও দেব না।'

টাওয়ারে ফিরলেন নেড, দেখলেন স্যান্ডর ক্লেগেন তার দলবল নিয়ে ঢুকছে প্রাসাদের ফটক দিয়ে। অনুসন্ধান শেষে ফিরেছে তারা।

ক্লেগেনের ঘোড়ার পিঠে রক্তাক্ত আলখেল্লায় মোড়া ভারী কী যেন ঝুলছে।

'আপনার মেয়ের কোনো সন্ধান পেলাম না, হ্যান্ড,' কর্কশ গলায় বলল হাউন্ড। 'তবে দিনটা একেবারেই বৃথা যায়নি। ওর পোষ্যটাকে পেয়ে গেছি।' সে আলখেল্লায় মোড়া বোঝাটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। থপ করে পড়ল নেডের সামনে।

ঝুঁকলেন নেড। আলখেল্লা টেনে খুললেন। ভয় পাচ্ছিলেন আরিয়াকে কী বললেন ভেবে। না, এটা নামেরিয়া নয়। এটা মাইকা, কসাইয়ের ছেলে। গায়ে শুকিয়ে আছে রক্ত। তার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

' তোমরা ওর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছ!' বললেন নেড।

বিকট কুকুর মাথা ইস্পাতের শিরস্ত্রাণের মধ্যে হাউন্ডের চোখ জোড়া ঝিকিয়ে উঠল। ' ও পালিয়ে যাচ্ছিল,' নেডের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'তবে খুব জোরে ছুটতে পারেনি।'



ব্রান

তেতাল্লিশ

মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণ ধরে ও পড়ে যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে।

ওড়ো, অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল একটি কণ্ঠ। কিন্তু ব্রান জানে না কীভাবে উড়তে হয়। তাই সে পড়ে যাচ্ছে।

মাস্টার লুইন কাদা মাটি দিয়ে ছোট একটি ছেলের মূর্তি গড়েছিলেন। ওটাকে আগুনে পুড়িয়ে তিনি পাথরের মতো শক্ত করেন। তারপর ওটার গায়ে চড়ান ব্রানের জামা কামড় এবং ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দেন মূর্তিটি। ব্রানের মনে আছে মাটিতে পড়ে ওটা কীভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। 'কিন্তু আমি কখনো পড়ব না।' বলেছিল ব্রান। কিন্তু ও পড়ে যাচ্ছে।

জমিন এত নিচে চারপাশের ধূসর কুয়াশার কারণে দেখাই যাচ্ছে না বলতে গেলে। কিন্তু ব্রান টের পাচ্ছে ওর পতন হচ্ছে সাংঘাতিক গতিতে এবং জানে নিচে ওর জন্য কী অপেক্ষা করছে। এমনকী স্বপ্নেও কারও পতন অনন্তকাল ধরে ঘটে না। জানে মাটিতে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ও জেগে যাবে। মাটিতে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই সবার ঘুম ভেঙে যায়।

কিন্তু তোমার যদি ঘুম না ভাঙে? জিজ্ঞেস করল কণ্ঠটি।

মাটি এখন কাছিয়ে এসেছে আরও তবু অনেক দূরে, হাজার মাইল তো হবেই, কিন্তু আগের চেয়ে কাছে। এখানে, অন্ধকারে বেশ শীত শীত একটা ভাব। এখানে নেই কোনো সূর্য বা তারা, শুধু রয়েছে মাটি যে মাটি ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে ধাধা করে এগিয়ে আসছে আর আছে ধূসর কুয়াশা এবং ফিসফিসানো কণ্ঠ। ব্রানের ইচ্ছে করল কেঁদে ফেলে।

কেঁদো না। ওড়ো।

'আমি উড়তে পারি না,' বলল ব্রান। 'আমি পারব না, পারব না...'

কী করে বললে এ কথা? কখনো উড়বার চেষ্টা করেছ?

গলার স্বরটি উচ্চকিত এবং সরু। ব্রান মাথা ঘোরাল শব্দের উৎস দেখার জন্য। একটা কাক ওর পাশে চক্কর দিচ্ছে, তবে নাগালের বাইরে, হাত বাড়ালেও ছোঁয়া যাবে না। ওকে অনুসরণ করছে। 'আমাকে বাঁচাও,' বলল ব্রান।

আমি চেষ্টা করছি, প্রত্যুত্তরে বলল কাক। *তোমার কাছে ভুট্টা আছে?*

ব্রান পকেটে হাত ঢোকাল। যখন হাত বের করল পকেট থেকে, সোনালি শস্যের দানা আঙুল গলে পড়ে গেল শূন্যে। ওর সঙ্গে দানাগুলোও পড়ছে।

কাকটি বসল ব্রানের হাতের ওপর। খুঁটেখুঁটে খেতে লাগল দানা।

'তুমি কি সত্যি কোনো কাক?' জিজ্ঞেস করল ব্রান।

তুমি কি সত্যি পড়ে যাচ্ছো? পাল্টা প্রশ্ন কাকের।

'*এটা স্রেফ একটা স্বপ্ন*,' বলল ব্রান।

তাই কি? প্রশ্ন করল কাক।

'মাটিতে পড়ার মুহূর্তে আমি ঘুম থেকে জেগে যাব,' পাখিটাকে বলল ব্রান।

মাটিতে পড়লে তুমি মরে যাবে, বলল কাক। সে দানা খেতে লাগল।

নিচের দিকে তাকাল ব্রান। এখন পাহাড় পর্বত দেখতে পাচ্ছে, চুড়োগুলো বরফে মোড়া, কালো কালো জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে রূপোলী নদ। চোখ বুজল ব্রান। আবার কাঁদতে শুরু করল।

কান্নাকাটি করে কোনো লাভ হবে না, বলল কাক। তোমাকে উড়তে হবে, কেঁদে কোনো ফায়দা নেই। আকাশে ওড়া কি খুব কঠিন কাজ? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। কাক শূন্যে পাখা মেলল, ডানা ঝাপটাল ব্রানের হাতে।

'তোমার পাখা আছে,' যুক্তি দেখাল ব্রান।

চেষ্টা করলে হয়তো তুমিও পারবে।

ব্রান তার কাঁধে হাত বোলাল পালকের সন্ধানে।

তোমারগুলো ভিন্নরকমের ডানা, বলল কাক।

ব্রান তার হাত এবং পা দেখছে। সে বড্ড রোগা, হাড়ের ওপর শুধু চামড়া লাগানো। সে কি সবসময়ই এরকম হাড় জিরজিরে ছিল? মনে করার চেষ্টা করল ব্রান। ধূসর কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠল একটা মুখ। মাথায় সোনালি চুল।

'ভালোবাসার জন্য এ কাজটা আমি করলাম,' বলল সে।

চিৎকার দিয়ে উঠল ব্রান।

কাক আকাশে উড়াল দিল। 'চিৎকার কোরো না,' বলল সে রাগত কণ্ঠে। 'যা ঘটেছে ভুলে যাও। ভুলে যাও।' ব্রানের কাঁধের ওপর ওটা উঠে বসল। ঠোকর দিতেই সোনালি চুলের মুখটা উধাও হয়ে গেল।

ব্রানের পতনের গতি এখন আগের চেয়ে বেশি। জমিনের দিকে সাসা করে ও ছুটে যাচ্ছে, ধূসর কুয়াশা পাক খেল চারপাশে। 'তুমি আমার কী করছ?' অশ্রুসজল চোখে কাককে জিজ্ঞেস করল সে।

তোমাকে উড়তে শেখাচ্ছি।

আমি উড়তে পারি না!

তুমি এ মুহূর্তে উড়ছ।

আমি পড়ে যাচ্ছি!

প্রতিটি ওড়া শুরু হয় পতন দিয়ে, বলল কাক। নিচে তাকাও!

ভয় লাগছে...

নিচে তাকাও!

নিচে তাকাল ব্রান। টের পেল তার ভেতরটা গলে জল হয়ে গেছে, জমিন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওর দিকে। ওর নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে গোটা

পৃথিবী। সাদা বাদামী এবং সবুজের এক ট্যাপিস্ট্রি যেন। ও সবকিছু এত পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে যে এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল ভয়। গোটা রাজ্য ও দেখতে পাচ্ছে। সেই সঙ্গে মানুষজন।

ঈগলের চোখ দিয়ে ও যেন উইন্টারফেলকে দেখছে। লম্বা লম্বা, উঁচু উঁচু সব টাওয়ার। প্রাসাদের প্রাচীর। মাস্টার লুইন ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে, ব্রোঞ্জের টিউবে চোখ লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন আকাশ। ভুরু কুঁচকে নোট নিচ্ছেন খাতায়। ওর ভাইয়া রবকেও দেখতে পেল ব্রান। উঠোনে সত্যিকারের তরবারি হাতে চালিয়ে যাচ্ছে প্রাকটিস।

দেখল হডরকে। বিশালদেহী লোকটা কাঁধে করে কামারের নেহাই নিয়ে যাচ্ছে মেকেনের অস্ত্র তৈরির কারখানায়। গডসউডের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের উইয়ারউড ,পুকুরের কালো জলে তার প্রতিফলন ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গাছটার পাতা নড়ছে খসখস শব্দে। ব্রান তাকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে চোখ তুলে তাকাল হৃদয় বৃক্ষ, স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুবে তাকাল ব্রান। বাইট নদীর বুক চিরে ছুটে চলেছে একটি জাহাজ। একটি কেবিনে ওর মাকে একাকী বসে থাকতে দেখল ব্রান। মা তাঁর সামনে, টেবিলের ওপর রাখা রক্তমাখা একটি ছুরির দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝিরা বৈঠা বাইছে, স্যর রডরিক হেলান দিয়ে রয়েছেন রেইলিংয়ে। কাঁপছেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। একটা ঝড় জমাট বাঁধছে তাদের সামনে, চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। তারপর বজ্রপাতের বিকট শব্দ। কিন্তু ওরা সেই আসন্ন ঝড় দেখতে পাচ্ছে না।

দক্ষিণে তাকাল ব্রান। ট্রাইডেন্টের নীলচে সবুজ জলরাশি চোখে পড়ল। দেখল তার বাবা রাজাকে কাকুতি মিনতি করছেন, শোকার্ত চেহারা। সানসাকে দেখল ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। আরিয়া রয়েছে চুপচাপ। সে তার গোপন কথাগুলো চেপে রেখেছে বুকে। কাউকে জানতে দেবে না। ওদেরকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ছায়া। একটা ছায়া ছাইয়ের মতো, মুখটা শিকারী কুকুরের মতো ভয়ঙ্কর। আরেকটা ছায়ার পরনে সোনালি বর্ম। সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে। ওদের ওপর ঝুঁকে আছে পাথরের বর্ম পরা এক

দানব। তবে মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খোলার পরে কাউকে দেখা গেল না শুধু অন্ধকার আর ঘন কালো রক্ত ছাড়া।

ব্রান এবার আরেক দিকে তাকাল। দেখতে পেল ন্যারো সী, তার ওপরে ফ্রি সিটি এবং সবুজ ডোথ্রাকি সাগর। সাগরের পরে পাহাড়ের নিচে ভাইস ডোটার্ক। তারপর ডেড সী'র পৌরাণিক ভূমি। এরপরে শ্যাডোর পাশে আসাই যেখানে সূর্যোদয়ের পরে জেগে ওঠে ড্রাগনরা।

অবশেষে উত্তরে তাকাল ব্রান। নীল স্ফটিকের মতো জ্বলজ্বল করছে ওয়াল। তার বেজন্মা ভাই জন একাকী ঘুমাচ্ছে শীতল এক বিছানায়, তার চামড়া ফ্যাকাসে এবং খসখসে হয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডার মধ্যে বসবাস করার কারণে। ওয়ালের ওপাশে বরফ ঢাকা সীমাহীন অরণ্য, বরফে জমাট বাঁধা তীর, বরফের নীল সাদা নদী এবং মরা মালভূমি যেখানে কোনো কিছু জন্মাতে পারে না, বেঁচেও থাকতে পারে না।

উত্তর থেকে উত্তরে প্রসারিত হলো ওর দৃষ্টি, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দেখতে পেল আলোর একটি পর্দা। তারপর ওই পর্দা ছাড়িয়েও চলে গেল ওর চোখ। ওখানে শুধুই ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা। ভয়াবহ শীত। ভয় পেয়ে চিৎকার দিল ব্রান।

এখন তুমি জানো, কাঁধের ওপর বসা কাক বলল ফিসফিসিয়ে। *এখন তুমি জানো কেন তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে*।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ব্রান কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে। সে এখনও ক্রমাগত পড়েই যাচ্ছে।

কারণ শীত আসছে।

চুয়াল্লিশ

ব্রান তার কাঁধের ওপরে বসা কাকটির দিকে তাকাল। কাকও তাকে অপাঙ্গে দেখল। কাকটির তিনটে চোখ। তিন নম্বর চোখটি হলো তার জ্ঞানের আধার। ওই চোখ দিয়ে সে সব কিছু জানতে পারে। নিচে তাকাল ব্রান। নিচে এখন বরফ, ঠাণ্ডা আর মৃত্যু ছাড়া কিছু নেই। ওখানে রয়েছে হিমায়িত জমিন এবং নীল সাদা বরফের কুণ্ডুলী ওকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত। ওগুলো বর্শার মতো উড়ে আসতে লাগল ব্রানের দিকে। ও দেখল বর্শার ডগায় হাজারও স্বপ্নচারী গেঁথে আছে। ভীষণ ভয় পেল ব্রান।

' কোনো লোক ভয় পাবার পরেও কি তাকে সাহসী বলা চলে?' নিজের গলার দূরাগত স্বর শুনতে পেল সে।

তার বাবা জবাব দিলেন, 'ভয় পাবার সময়ই একজন মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে।'

'এখন, ব্রান,' আর্তি জানাল কাক। *বেছে নাও। উড়বে অথবা মরবে।*

বিকট চিৎকার করতে করতে হাঁ হাঁ করে ওর দিকে ছুটে আসছে মৃত্যু।

দুই হাত ছড়িয়ে দিল ব্রান এবং উড়তে লাগল।

উড়তে ওর দারুণ লাগছে। দেয়াল বেয়ে ওঠার চেয়ে অনেক মজার। ওর নিচে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী।

'আমি উড়ছি!' আনন্দে চিৎকার দিল ব্রান।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বলল তিন চোখঅলা কাক। ওটা উড়াল দিল। ডানা ঝাপটাচ্ছে ওর মুখের ওপর, চলার গতি মন্থর করে দিচ্ছে, ওকে কিছু দেখতে দিচ্ছে না। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগল কাক। কপালের মাঝখানে ভীষণ ব্যথা পেল ব্রান।

'তুমি কী করছ?' চেঁচিয়ে উঠল ও।

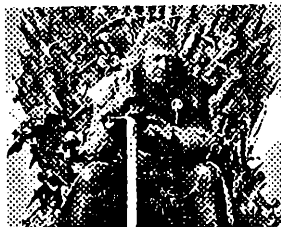
কাকটা মুখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে কা কা করতে লাগল। ভয়ার্ত চিৎকার। শিউরে উঠল যেন ধূসর কুয়াশা, ওকে ঘিরে পাক খেল, খুলে গেল ঘোমটার মতো। ব্রান দেখতে পেল কাকটা আসলে এক মহিলা, মাথায় লম্বা কালো চুল। একে চেনা চেনা লাগল ওর। উইন্টারফেলের কোথাও যেন দেখেছে। ও হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।

ব্রান বুঝতে পারল ও এখন উইন্টারফেলে রয়েছে, ঠাণ্ডা কোনো টাওয়ারের মাথায়, এক বিছানায়। কালো চুলের মহিলাটি মেঝের ওপর এক গামলা জল ফেলে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে নামতে বলতে লাগল, 'ওর জ্ঞান ফিরেছে! ওর জ্ঞান ফিরেছে!'

কপালে হাত দিল ব্রান। দুই চোখের মাঝখানে। ওখানে ঠোকর দিয়েছিল কাকটা। এখনও জ্বলছে। তবে ওখানে কিছু নেই, কোনো রক্ত বা ক্ষত। নিজেকে খুব দুর্বল লাগছে ব্রানের। মাথাটা ঘুরছে। বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করল। পারল না।

বিছানার পাশে একটা নড়াচড়া টের পেল ও। তারপর ওর পায়ের ওপর হালকাভাবে কিছু চেপে বসল। উজ্জ্বল সূর্যের মতো জ্বলজ্বলে এক জোড়া হলুদ চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জানালাটা খোলা তাই ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তবে নেকড়ের উষ্ণ শরীরের স্পর্শ গরম জলে গোসলের অনুভূতি এনে দিচ্ছে দেহে। ওর পোষা নেকড়ে শিশুটা, বুঝতে পারল ব্রান। কিন্তু ওটা তো দেখছি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। হাত বাড়াল ব্রান জন্তুটাকে আদর করে দিতে। ওর হাত পাতার মতো কাঁপছে।

রব যখন ঝড়ের বেগে ওর ঘরে ঢুকল একেবারে কয়েকটা সিঁড়ি টপকে, হাঁপাচ্ছে বেদম, দেখল ডায়ারউলফ তার ছোট ভাইয়ের মুখ চেটে দিচ্ছে। ব্রান শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার রব ভাইয়ার দিকে। 'ওর নাম সামার।' বলল সে।



ক্যাটলিন

পঁয়তাল্লিশ

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব কিংস ল্যান্ডিংয়ে।'

রেইলের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাটলিন। মুখে ফোটালেন জোর করা হাসি। 'আপনার মাঝি মাল্লারা বেশ ভালোই দাঁড় বেয়েছে, ক্যাপ্টেন। ওদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি করে রৌপ্য মুদ্রা দেব।'

ক্যাটলিনকে মৃদু কুর্নিশ করলেন ক্যাপ্টেন মোরিও টুমিটিস। ' সে আপনার দয়া, লেডি স্টার্ক। আপনার মতো একজন মহান নারীকে জাহাজে পেয়েছে, তাতেই ওরা বর্তে গেছে।'

'কিন্তু রৌপ্য মুদ্রা ওদেরকে নিতেই হবে।'

হাসলেন মোরিও। 'যথা আজ্ঞা।' তিনি কমন টাং-এ অনর্গল কথা বলতে পারেন। তবে তাতে সামান্য টাইরোশি উচ্চারণ মিশে থাকে। তিনি গত ত্রিশ বছর ধরে ন্যারো সীতে জাহাজ চালাচ্ছেন। শুরুটা করেছিলেন মাঝি হিসেবে, তারপর কোয়ার্টার মাস্টার, শেষে নিজের জাহাজ দ্য স্টর্ম ডান্সার-এর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি তাঁর চার নম্বর জাহাজ, সবচেয়ে দ্রুতগামী, দুই মাস্তুলের গ্যালি এবং ষাটজন মাল্লা।

স্যর রডরিক ক্যাসেলকে নিয়ে ঘোড়ায় একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে হোয়াইট হারবারে পৌছান ক্যাটলিন। সেখানে সবচেয়ে দ্রুতগামী জাহাজখানা পেয়ে যান। টাইরোশিরা তাদের ধনলিপ্সার জন্য কুখ্যাত। রীতিমত দরকষাষি করে এ জাহাজটি ভাড়া করতে হয়েছে। তবে জাহাজটি বেশ ভালো। তীব্র বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে দ্রুতগতিতেই এগিয়েছে। গন্তব্য এখন আর বেশি দূরে নেই।

খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা, মনে মনে বললেন ক্যাটলিন। লিনেন ব্যান্ডেজের নিচে আঙুলের কাটা ক্ষত এখনো দপদপ করে ব্যথায়। এ ব্যথা যেন তাঁকে চাবুক কষছে। বাঁ হাতের দুটো আঙুল তিনি নাড়াতে পারেন না, বাকিগুলো আর কোনদিন নিপুণভাবে কাজ করতে পারবে না। তবু ব্রানের জীবন বাঁচাতে এ ক্ষতিটুকু তিনি সামান্যই মনে করছেন।

স্যর রডরিক চলে এলেন জাহাজের ডেকে। তাঁকে দেখে মোরিও সম্বোধন করলেন 'মাই গুড ফ্রেন্ড' বলে। মোরিওর দাড়ির রঙ সবুজ। টাইরোশিরা উজ্জ্বল রঙ খুব পছন্দ করে, তাই দাড়ি গোঁফেও ঝলঝমলে রঙ লাগায়।

'আপনাকে এখন আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে।'

'হুঁ,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন স্যর রডরিক। 'আমি আর দুইদিনের জন্য মারা যেতে চাই না।' তিনি ক্যাটলিনের উদ্দেশ্যে বো করলেন। 'মাই লেডি।'

হোয়াইট হারবার থেকে যাত্রা শুরুর পরে, বাইটে ঝড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে জাহাজ, আর ন্যারো সী'র উথাল পাথাল ঢেউতে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হন রডরিক। ড্রাগনস্টোনে ঝড়ের তাণ্ডবে তিনি জাহাজ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন, একটা রশি জাপটে ধরে কোনমতে রক্ষা পান। তাঁকে উদ্ধার করে মোরিও'র তিন জাহাজী।

'ক্যাপ্টেন বলছেন আমাদের সমুদ্রযাত্রা প্রায় শেষের দিকে,' বললেন ক্যাটলিন।

শুকনো একটা হাসি দিলেন স্যর রডরিক। 'এত জলদি?' ঠোঁটের দুই পাশে ঝুলে থাকা গোঁফ তিনি ছেঁটে ফেলেছেন। ফলে তাঁকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। বয়স বেড়ে গেছে যেন দশ বছর।

'আপনারা কথা বলুন। আমি আসছি।' বলে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন মোরিও।

গঙ্গাফড়িংয়ের মতো জল কেটে তরতর করে এগোচ্ছে জাহাজ। বৈঠাগুলো ছন্দবদ্ধভাবে সাগরের বুকে নামছে এবং উঠছে। স্যর রডরিক রেইল ধরে ক্রম আগুয়ান তীরের দিকে তাকালেন। 'আমি কখনোই খুব বেশি সাহসী মানুষ ছিলাম না।'

ক্যাটলিন তাঁর বাহুতে হাত রাখলেন। 'আমরা এখানে চলে এসেছি, স্যর রডরিক, এবং নিরাপদে। সেটাই আসল কথা।' আলখেল্লার নিচে তাঁর হাত ছোরাটির অস্তিত্ব খুঁজে পেল। মাঝেমধ্যেই ওটাকে স্পর্শ করেন তিনি, যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে চান। 'রাজার মাস্টার- অ্যাট- আর্মসের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের। প্রার্থনা করি তিনি যেন বিশ্বাসভাজন হন।'

'স্যর অ্যারন সান্টাগার একজন ব্যর্থ মানুষ হলেও সৎ।' স্যর রডরিক অভ্যাসমাফিক গোঁফে তা দিতে গিয়ে দেখলেন সাধের গোঁফজোড়া আর নেই। তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাল। 'হয়তো তিনি তরবারি ভালোই চালাতে পারেন তবে.... মাই লেডি, যেই মুহূর্তে আমরা তীরে পৌঁছুব, ঝুঁকিতে থাকব। আর দরবারের মানুষজন তো আপনাকে দেখলেই চিনে ফেলবে।'

ক্যাটলিনের মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'লিটলফিঙ্গার,' বিড়বিড় করলেন তিনি। চোখের সামনে ভেসে উঠল লোকটার চেহারা কিশোরদের মতো মুখমণ্ডল, যদিও সে আর কিশোরটি নেই। তার বাবা মারা গেছেন বহু আগে, এখন তার পরিচয় লর্ড বেইলিশ হিসেবে। যদিও লোকে তাকে লিটলফিঙ্গার বলেই ডাকে। তার ভাই এডমুর অনেক আগে, রিভাররানে বসে নামটি দিয়েছিল। ওদের পরিবার ফিঙ্গাররাজ্যের কিছু জমি জমার অধিকারী ছিল। পিটরকে বয়সের তুলনায় হালকাপাতলা এবং ছোট লাগত। তাই ওকে তার বড় ভাই ডাকত লিটলফিঙ্গার নামে।

খুকখুক কাশলেন স্যর রডরিক। 'লর্ড বেইলিশ একবার....' তিনি উপযুক্ত শব্দ না পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন।

ক্যাটলিন তাঁর কথাটি শেষ করলেন। 'সে ছিল আমার বাবার ওয়ার্ড। আমরা রিভাররানে একসঙ্গে বড় হই। ওকে আমি আমার ভাই হিসেবে দেখতাম কিন্তু আমার প্রতি ওর অনুভূতি ছিল... ভ্রাতৃসুলভের চেয়ে

বেশি। যখন ঘোষণা করা হয় ব্রানডন স্টার্কের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, পিটর দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে বসে আমাকে বিয়ে করার জন্য। এ ছিল স্রেফ পাগলামি। ব্রানডনের বয়স তখন কুড়ি, পিটর টেনে টুনে পনের হবে। পিটরের জীবন ভিক্ষা দিতে আমি ব্রানডনকে অনুরোধ করি। সে পিটরকে হত্যা করেনি, শুধু সামান্য আহত করা ছাড়া।' পিচকারীর মতো ছিটকে আসা জলের দিকে মুখখানা উঁচু করে ধরলেন তিনি, যেন ঝিরিঝিরি বাতাস স্মৃতিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। 'ব্রানডন মারা যাওয়ার পরে পিটর আমাকে চিঠি লিখেছিল। তবে চিঠিটি আমি না পড়েই পুড়িয়ে ফেলি। কারণ তখন আমি জানতাম নেড আমাকে বিয়ে করতে চলেছে।'

অস্তিত্বহীন গোঁফ আবারও খুঁজল স্যর রডরিকের আঙুল। 'লিটলফিঙ্গার এখন কাউন্সিলে বসে।'

'জানতাম একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠবে,' বললেন ক্যাটলিন। 'ও ছোটবেলা থেকেই ছিল চালাকচতুর তবে চালাক হওয়া এক কথা, জ্ঞানী হওয়া আরেক কথা। কে জানে এতগুলো বছর পরে ওর মধ্যে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে।'

ছেচল্লিশ

তিন পাহাড়ের ওপর উপবিষ্ট কিংস ল্যান্ডিং দৃষ্টিগোচর হতেই ক্যাপ্টেন মোরিওর হাঁক ডাক শোনা যেতে লাগল। তিনি হুকুম চালাচ্ছেন তাঁর জাহাজীদেরকে।

ক্যাটলিন জানেন তিনশো বছর আগে ওই পাহাড় ঢাকা ছিল জঙ্গলে। স্রোতস্বিনী নদী ব্ল্যাকওয়াটার রাশের উত্তর তীরে কিছু জেলে বাস করত। ইগন দা কনকারার ড্রাগনস্টোন থেকে জাহাজ নিয়ে এখানে চলে আসেন এবং তাঁর বাহিনী তীরে আস্তানা গাড়ে। সবার আগে তিনি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির ওপর গড়ে তোলেন ভবন।

শহর এখন গোটা উপকূল দখল করে রেখেছে। ক্যাটলিনের দৃষ্টি যত দূর যায় দেখতে পেলেন প্রাসাদ, কুঞ্জবন, ফসলের গোলা, ইটের তৈরি ঘরবাড়ি, কাঠের সরাইখানা, দোকানপাট, শুঁড়িখানা, পতিতালয় ইত্যাদি একটা যেন আরেকটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে।

এত দূর থেকেও মাছ বাজারের হাউকাউ শোনা যাচ্ছে। ভবনের মাঝখানে দুই ধারে বৃক্ষ সারি নিয়ে প্রশস্ত রাস্তাঘাট, আবার রয়েছে এমন সরু সরু গলি দুজন লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভিসেনিয়া'স হিলের মাথায় গ্রেট সেপ্ট অব বেলর, তার আবার সাতটা ক্রিস্টাল টাওয়ার। রেইনস পাহাড়ের ওপর, শহর ছাড়িয়ে রয়েছে ড্রাগনপিটের কালো কালো দেয়াল, তার বিশাল গম্বুজ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায়,

ব্রোঞ্জের দরজাগুলো শতাব্দীকাল ধরে বন্ধ। ওগুলোর মাঝ দিয়ে সরাসরি চলে গেছে স্ট্রিট অব দা সিস্টারস। শহরের প্রাচীর দূরে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে। শক্তিশালী এবং মজবুত।

পানির কিনার জুড়ে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য রয়েছে শতশত লোহার তৈরি ঘাট আর জেটিতে জাহাজের দঙ্গল। গভীর সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী মাছ ধরার নৌকাগুলো আসছে, যাচ্ছে। ব্ল্যাকওয়াটার রাশে ব্যস্ত ফেরির লোকজন। তারা ব্রাভোস, পেন্টোস এবং লাইস থেকে আসা জাহাজের মালামাল নামাচ্ছে। রানির অলংকৃত বজরাখানা নজর কাড়ল ক্যাটলিনের। ওটা পোর্ট অব ইবেনে, একটা পেটমোটা তিমি শিকারী জাহাজের পাশে বেঁধে রাখা।

সবকিছু ছাড়িয়ে, ইগনের উঁচু পাহাড় থেকে ভুরু কুঁচকে আছে রেড কীপ। সাতটি প্রকাণ্ড ড্রাম টাওয়ার, মাথায় লোহার কেল্লা, ভীষণ রকম বর্বরোচিত চেহারা যেখানে রয়েছে ভল্টেড হল, কাভার্ড ব্রিজ, ব্যারাক, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, ফসলের গোলা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্টেন ওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে তীরন্দাজদের তীর ছোঁড়ার জায়গা, সবকিছুই তৈরি ফ্যাকাসে লালচে পাথরে। ইগন দা কনকারারের হুকুমে এটি তৈরি করা হয়। তাঁর পুত্র মিগর দা ক্রুয়েল এটিকে সমাপ্ত করতে দেখেছেন। তারপর তিনি প্রতিটি রাজমিস্ত্রী, ছুতার এবং ভবন নির্মাণকারীর মাথা কেটে নেন যারা এটি তৈরিতে শ্রম দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ড্রাগন লর্ডের দুর্গের গোপনীয়তার কথা একমাত্র ড্রাগনের রক্তই জানবে, অন্য কেউ নয়।

তবে ব্যাটলমেন্টে যে পতাকা এখন উড়ছে তার রঙ সোনালি নয়, কালো এবং যেখান থেকে তিন মাথা ড্রাগন একদা আগুনের নিঃশ্বাস ছুড়ে মেরেছিল সেখানে বর্তমানে শোভা পাচ্ছে হাউস ব্যারাথনের প্রতীকচিহ্ন।

সামার আইলের উঁচু মাস্তুলের, রাজহংসী একটি জাহাজ বন্দর ছেড়ে আসছিল। ওটার সাদা পাল পতপত করে উড়ছে বাতাসে। *স্টর্ম ডান্সার* জাহাজটিকে পাশ কাটিয়ে সটান এগোল তীরের দিকে।

'মাই লেডি,' বললেন স্যর রডরিক। 'আমার মনে হয় আপনার প্রাসাদে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। আমি বরং আপনার বদলে যাব এবং কোনো নিরাপদ জায়গায় স্যর অ্যারনকে নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করব।'

জাহাজটি একটি ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ নাইটটিকে অপাঙ্গে দেখলেন ক্যাটলিন। বললেন, 'আমার মতো আপনারও ঝুঁকি কিন্তু কম নয়।'

হাসলেন স্যর রডরিক। 'আমার তা মনে হয় না। আমি আজ পানিতে আমার প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেই নিজেকে চিনতে পারিনি। গোঁফদাড়ি ছাড়া আমার মা শুধু আমাকে দেখেছিলেন। তিনি মারা গেছেন তাও চল্লিশ বছর হলো। আমি নিরাপদেই থাকব, মাই লেডি।'

মোরিও ঘাউ করে কী একটা নির্দেশ দিলেন। জাহাজের গতি কমে এল। আরেকটা চিৎকার। বৈঠাগুলো ঢুকে গেল হালের ভেতর। জেটিতে জাহাজ ভিড়তেই টাইরোশি জাহাজীরা লাফ মেরে নিচে নামল রশি বাঁধতে। মোরিও এলেন দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে। 'কিংস ল্যান্ডিং, মাই লেডি, আপনি যেমনটি হুকুম করেছিলেন, এত দ্রুত কোনো জাহাজ এর আগে এখানে এসে পৌছাতে পারেনি। আপনার জিনিসপত্র কি প্রাসাদে পৌঁছে দেব?'

'আমরা প্রাসাদে যাচ্ছি না। আপনি বরং কোনো সরাইখানার কথা বলুন। পরিস্কার, আরামদায়ক এবং নদী থেকে বেশি দূরেও নয়।'

টাইরোশি তাঁর সুচালো সবুজ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'এরকম সরাইখানার অভাব নেই যেখানে আপনি আরামেই থাকতে পারবেন। তবে একটু সাহস করেই বলছি, বাকি টাকাটা দিয়ে দিন দয়া করে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু বকশিস যা আপনি দেবেন বলেছিলেন। ষাট মোহর।'

'মাঝি মাল্লাদের জন্য,' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ক্যাটলিন।

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বললেন মোরিও। 'তবে টাইরশে না ফেরা পর্যন্ত ওদের টাকাটা আমার কাছেই থাকবে। ওদের বউ বাচ্চাদের খাতিরে। আপনি যদি এখানে বসে ওদেরকে টাকাটা দিয়ে দেন, মাই লেডি, ওরা এক রাতের মধ্যে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেবে সব অর্থ।'

'ওরা কীভাবে টাকা খরচ করবে তা আমার দেখার বিষয় নয়,' বললেন ক্যাটলিন।

'আপনি যা বলেন, মাই লেডি,' হেসে বো করলেন মোরিও।

ক্যাটলিন নিজেই জাহাজীদের পাওনা মিটিয়ে দিলেন। সবাইকে বকশিস হিসেবে দিলেন একটি করে মোহর । যে দুই লোক তাঁদের মালসামাল ভিসেনিয়া'স হিলের সরাইখানায় পৌঁছে দিল, তাদেরকে আলাদা বকশিস দিলেন ক্যাটলিন।

সরাইখানায় মোরিও উঠতে বলেছেন ক্যাটলিনকে। ইল অ্যালির পুরানো এলাকায় সরাইখানার অবস্থান। মালিক এক বিগত যৌবনা নারী, চঞ্চল চোখ সারাক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্যাটলিন তাকে যে স্বর্ণ মুদ্রাটি দিলেন সেটি আসল কিনা নিশ্চিত হতে সে কামড়ে পরখ করে নিল। ক্যাটলিনের ঘরটি বেশ বড়, আলোবাতাস ঢোকে। মোরিও বলেছেন এ মহিলার মাছের স্টু নাকি গোটা সেভেন কিংডমসের মধ্যে সেরা।

'আপনি কমন রুমে না গেলেই ভালো করবেন,' ওঁরা থিতু হয়ে বসার পরে মন্তব্য করলেন স্যর রডরিক। 'এমনকী এরকম জায়গাতেও কেউ জানে না কেউ লক্ষ রেখে চলেছে কিনা।' তিনি রিং মেইল পরেছেন, সঙ্গে রেখেছেন ড্যাগার এবং হুডসহ কালো আলখেল্লার নিচে লুকানো রয়েছে লং সোর্ড। 'আমি মাঝ রাতের আগেই স্যর অ্যারনকে নিয়ে ফিরে আসব। আপনি এখন বিশ্রাম নিন, মাই লেডি।'

ক্যাটলিন বেশ ক্লান্ত। যাত্রা ছিল দীর্ঘ এবং শ্রান্তিকর, আর তিনিও এখন তরুণী নেই। তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে গলিপথ, ছাদ এবং দূরে ব্ল্যাক ওয়াটার নদী। স্যর রডরিককে দেখতে পেলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এক সময় মিলিয়ে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। রডরিকের পরামর্শ মেনে নিয়ে খড়ের তোষকে শুয়ে পড়লেন ক্যাটলিন। এবং ঘুম আসতেও তাঁর দেরি হলো না।

সাতচল্লিশ

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

ঝট করে বিছানায় উঠে বসলেন ক্যাটলিন। জানালার বাইরে কিংস ল্যান্ডিংয়ের বাড়িঘরের ছাদ লাল হয়ে আছে পটে যাওয়া সূর্যের আবিরে। তিনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন। দরজায় আবার কেউ ঘুসি মারল। একটা কণ্ঠ হাঁক ছাড়ল, 'রাজার দোহাই বলছি, দরজা খুলুন।'

'এক মিনিট,' জোরে বললেন ক্যাটলিন। গায়ে জড়িয়ে নিলেন আলখেল্লা। ড্যাগার পড়ে আছে বিছানার ধারের টেবিলে। ভারী কাঠের দরজাটি খোলার আগে তিনি অস্ত্রটি খপ করে তুলে নিলেন।

কালো রিং মেইল এবং সিটি ওয়াচের সোনালি আলখেল্লা পরা লোকগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কামরায়। ক্যাটলিনের হাতের ছোরা দেখে হাসল দল নেতা। বলল, 'ওটার কোনো দরকার পড়বে না, মাই লেডি। আপনাকে আমরা প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কার হুকুমে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

সে একটি সিল্কের ফিতা দেখাল। ক্যাটলিনের গলায় আটকে এল নিশ্বাস। ধূসর মোমে তৈরি মকিংবার্ডের ছাপ মারা সিলমোহর। 'পিটর' বললেন তিনি। বড্ড জলদি। স্যর রডরিকের নিশ্চয় কিছু হয়েছে। প্রধান গার্ডসম্যানের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি জানো আমি কে?'

'না, মাই লেডি,' জবাব দিল সে। 'মি লর্ড লিটলফিঙ্গার শুধু বললেন আপনাকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে যাই সসম্মানে।'

ক্যাটলিন মাথা ঝাঁকালেন। ' তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি পোশাক পরে নিই।'

তিনি বেসিনে হাত ধুয়ে পরিস্কার লিনেন কাপড়ে বেঁধে নিলেন ব্যান্ডেজ। তারপর পোশাক পরতে পরতে ভাবলেন লিটলফিঙ্গার কী করে জানতে পারল যে তিনি এখানে? স্যর রডরিক তাকে এ কথা কখনোই বলবেন না। বুড়ো হলেও তিনি ভয়ানক জিদ্দি এবং তাঁর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। তাঁরা কি এখানে পৌঁছাতে খুব দেরি করে ফেলেছেন? তাঁদের আগেই ল্যানিস্টাররা চলে এসেছে কিংস ল্যান্ডিংয়ে? না, তাহলে নেডও এখন এখানে থাকতেন এবং তিনি নির্ঘাত ক্যাটলিনের সঙ্গে দেখা করতে চলে আসতেন। তাহলে...?

মোরিওর কথা মনে পড়ল তাঁর। টাইরোশি জানে তাঁরা কে এবং কোথায় আছেন। গোল্লায় যাক ব্যাটা। এ তথ্যের জন্য লোকটা নিশ্চয় ভালো টাকা পেয়েছে।

ওরা ক্যাটলিনের জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছে। ওরা যখন রওনা হলো, রাস্তায় রাস্তায় ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে বাতি। সোনালি আলখেল্লা পরা প্রহরীরা ক্যাটলিনকে ঘিরে এগোচ্ছে, সবার দৃষ্টি ক্যাটলিনের ওপর।

ওরা রেড কীপে পৌঁছাল। লোহার শিক দিয়ে তৈরি কপাট ততক্ষণে নামিয়ে ফেলা হয়েছে এবং রাতের মতো বন্ধ হয়ে গেছে বিরাট বিরাট ফটকগুলো। তবে প্রাসাদের জানালাগুলো আলোকিত মশালের আলোয়। পেয়াদারা তাদের ঘোড়াগুলো দেয়ালের বাইরে রেখে ক্যাটলিনকে নিয়ে এগোল সরু একটি খিড়কির দরজা দিয়ে, তারপর সীমাহীন সিড়ি বেয়ে চলে এল টাওয়ারে।

আটচল্লিশ

ঘরে একাকী ছিল সে। মস্ত একটি কাঠের টেবিলে বসে তেলের বাতির আলোয় কী যেন লিখছিল। ওরা ক্যাটলিনকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে সে কলম নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাল। 'ক্যাট,' মৃদু গলায় বলল সে।

'আমাকে এভাবে এখানে নিয়ে আসা হলো কেন?'

সে উঠে দাঁড়াল। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে রূঢ়ভাবে বলল, 'চলে যাও,' লোকগুলো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আশা করি ওরা তোমার সঙ্গে কোনোরকম বাজে ব্যবহার করেনি,' ওরা চলে যাওয়ার পরে বলল সে। 'আমার কঠোর নির্দেশ ছিল।' তার চোখ পড়ল ব্যান্ডেজের ওপর। ' তোমার হাত...'

প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন ক্যাটলিন। 'আমি কোনো সেবাদাসী নই যে হুকুম করলেই চলে আসতে হবে,' বরফশীতল কণ্ঠে বললেন তিনি। ছেলেবেলায় তো তোমার ন্যূনতম ভদ্রতাবোধটুকু ছিল।'

'আমি তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছি বুঝতে পারছি, মাই লেডি। ওরকম কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না।' তাকে অনুতপ্ত মনে হলো। তার এ চেহারা ছেলেবেলায় কিছু স্মৃতি মনে করিয়ে দিল ক্যাটলিনকে।

শৈশবে পিটর ছিল লাজুক স্বভাবের, তবে প্রতিটি আকাম কুকাম করার পরে চেহারায় ফুটিয়ে তুলত অনুতাপ। এটি একটি অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা বলতেই হবে। এতগুলো বছর গেল, পিটর আর বদলাল না।

বয়সে বেড়েছে বটে তবে ছেলেবেলার অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সে তেমন লম্বাও নয়, ক্যাটলিনের চেয়ে উচ্চতায় দুই এক ইঞ্চি খাটোই হবে। তবে ছিপছিপে এবং ক্ষিপ্র। তার সবুজ-ধূসর চোখে এখনো হাসি খেলা করে। এখন থুতনিতে সুচালো দাড়ি গজিয়েছে পিটর, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি রূপোলি কেশের আভাস, যদিও বয়স মাত্র ত্রিশ। তার পরনের আলখেল্লায় রূপোলি মকিং বার্ডের ছবি আঁকা। তার সবসময়ই রূপোলি রঙ পছন্দ। ছেলেবেলা থেকেই।

'তুমি কী করে জানাল আমি শহরে এসেছি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন পিটরকে।

'লর্ড ভ্যারিস সবকিছু জানে,' চাপা হাসি হাসল পিটর। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তবে ভাবলাম তার আগে তোমার সঙ্গে একটু একাকী দেখা করি। অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো, ক্যাট। তা কত বছর হবে?'

পিটরের আন্তরিক হওয়ার চেষ্টায় সাড়া দিলেন না ক্যাটলিন। 'তাহলে রাজার মাকড়সাটা আমাকে খুঁজে পেয়েছে।'

একটু যেন কুঁকড়ে গেল লিটলফিঙ্গার। 'ওভাবে বোলো না। সে খুব সংবেদনশীল মানুষ। খোজা হওয়ার কারণেই হয়তো। শহরের সবকিছু ভ্যারিসের কর্ণগোচর হয়। কোনো কোনো ঘটনা ঘটবার আগেই সে জেনে যায়। তার সংবাদদাতারা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। এদেরকে সে ছোট্ট পাখি বলে। এরকম এক ছোট্ট পাখি তোমার আগমনের কথা জেনে যায়। ভ্যারিস সবার আগে খবরটা আমাকে দেয়।'

' তোমাকে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল পিটর। 'আমি নই কেন? আমি মাস্টার অব কয়েন, রাজার উপদেষ্টা। সেলমি এবং লর্ড রেনলি গেছে উত্তরে রবার্টকে নিয়ে আসতে, লর্ড স্ট্যানিস গেছে ড্রাগনস্টোনে, শুধু লর্ড পাইসেল আর আমি আছি এখানে। কাজেই আমাকেই তো জানাতে হবে। আমি তোমার বোন লাইসার বন্ধু ছিলাম। ভ্যারিস তা জানে।'

'লর্ড ভ্যারিস কী জানেন...'

'লর্ড ভ্যারিস সবকিছু জানে... শুধু জানে না তুমি কেন এখানে এসেছ।' তার একটি ভুরু উত্তোলিত হলো। 'তুমি কেন এখানে এসেছ?'

'একজন স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার স্বামীর সঙ্গ কামনা করার, এবং একজন মা তার সন্তানদের দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেই পারে। তাকে মানা করবে কে?'

হেসে উঠল লিটলফিঙ্গার। ' বেশ, বেশ, মাই লেডি, তবে আশা কোরো না যে এ কথা আমি বিশ্বাস করব। তোমাকে আমি খুব ভালো চিনি। টালিদের কথাগুলো যেন কী?'

ক্যাটলিনের গলা শুকিয়ে এল। '*পরিবার, কর্তব্য, সম্মান,*' আড়ষ্ট গলায় উচ্চারণ করলেন তিনি। পিটর এ উক্তিগুলোর কথাও জানে।

'*পরিবার, কর্তব্য, সম্মান,*' প্রতিধ্বনি তুলল সে। 'এসব কারণেই তোমার উচিত ছিল উইন্টারফেলে থাকা যেখানে আমাদের হ্যান্ড তোমাকে রেখে এসেছেন। তোমার এই আকস্মিক আগমন সাক্ষ্য দেয় খুব জরুরি কোনো কাজে তুমি এখানে এসেছ। অনুনয় করছি, আমাকে তোমার সাহায্য করতে দাও। পুরানো বন্ধুরা কখনো একে অপরের ওপর ভরসা করতে দ্বিধা করে না।' দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো। ' ভেতরে আসুন,' হাঁক ছাড়ল লিটলফিঙ্গার।

দরজা খুলে যে মানুষটি ঘরে ঢুকল সে কুমড়োর মতো গোল এবং মোটা, গা দিয়ে সুগন্ধীর গন্ধ আসছে ভকভক করে, মুখে মেখেছে পাউডার, ডিমের মতো মুণ্ডিত মস্তক। পরনে বেগুনি সিল্কের ঢিলা গাউনের ওপর কাজ করা ভেস্ট, পায়ে সুচালো ডগার নরম ভেলভেটের চপ্পল।

' লেডি স্টার্ক,' বলল সে। দুই হাতে তুলে নিল ক্যাটলিনের হাত। 'কত বছর পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলো। আমি সত্যি আনন্দিত,' তার গায়ের চামড়া নরম এবং ভেজা ভেজা, নিশ্বাসে লাইলাকের গন্ধ। 'আহারে, আপনার হাতে ব্যান্ডেজ কেন, মাই লেডি? হাত কি পুড়িয়ে ফেলেছেন? আঙুলগুলো এত সুন্দর এবং মসৃণ... আমাদের মাস্টার পাইসেল খুব ভালো একটি মলম বানিয়েছেন কাটা- ছেড়া- পোড়া ক্ষতের জন্য। আপনাকে এক বয়েম মলম পাঠিয়ে দেব?'

লোকটার মুঠো থেকে নিজের হাত টেনে নিলেন ক্যাটলিন। 'ধন্যবাদ, মাই লর্ড, তবে আমার নিজের মাস্টার লুইন ইতিমধ্যে আমার ক্ষতের চিকিৎসা করেছেন।'

মাথা কাত করল ভ্যারিস। 'আপনার ছেলের কথা শুনে আমি যারপরনাই কষ্ট পেয়েছি। কত কম বয়স বাচ্চাটার। দেবতারা সত্যি বড্ড নিষ্ঠুর।'

'ঠিকই বলেছেন, লর্ড ভ্যারিস,' বললেন ক্যাটলিন। কাউন্সিল সদস্য হিসেবে লোকটাকে লর্ড হিসেবে সম্বোধন করা হলেও আসলে সে কোনো লর্ড ফর্ড নয়, স্রেফ একটা গুপ্তচর।

খোজা তার নরম দুই হাত ছড়িয়ে দিল দুইদিকে। 'আপনার স্বামী, আমাদের নতুন হ্যান্ডের প্রতি আমার রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা, এবং আমি জানি আমরা উভয়েই রাজা রবার্টকে ভালবাসি।'

' সে তো নিশ্চয়,' জোর করে হলেও কথাটা বললেন ক্যাটলিন।

'আমাদের রবার্টের মতো এমন চমৎকার রাজা আমরা আর কখনো পাইনি,' সহাস্য মন্তব্য করল লিটলফিঙ্গার।

'গুড লেডি,' কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফোটাল ভ্যারিস। 'ফ্রি সিটিতে কয়েকজন লোক আছে যারা রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। আপনি শুধু একবার বলুন, আমি ওদের একজনকে ব্রানের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিই।'

'মাস্টার লুইন যথাসাধ্য করছেন ব্রানের জন্য,' খোজাকে বললেন ক্যাটলিন। ব্রানকে নিয়ে তিনি কোনো কথা বলতে চাইছেন না। অন্তত এখানে, এই লোকগুলোর সঙ্গে। তিনি লিটলফিঙ্গারকে খুব কমই বিশ্বাস করেন। আর ভ্যারিসের ওপর তো তাঁর কোনো বিশ্বাসই নেই। তিনি এদেরকে তাঁর শোক দেখতে দেবেন না কিছুতেই। 'লর্ড বেইলিশ বললেন এখানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে।'

বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিলিয়ে হাসল ভ্যারিস। 'ও, হ্যাঁ, অপরাধ আমারই। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, দয়াবতী লেডি,' সে একটি চেয়ারে বসে দুই হাত একসঙ্গে বাঁধল। 'আপনি কি আমাদেরকে কষ্ট করে ছুরিটি একবার দেখাবেন?'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে খোজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাটলিন স্টার্ক। এ আসলেই একটা মাকড়সা, ভাবছেন তিনি, জাদুকর কিংবা তার চেয়েও খারাপ কিছু। এ এমনসব কথা জেনে যায় যা অন্যেরা জানতেও পারে না।

'আপনি স্যর রডরিকের কী করেছেন?' দাবড়ে উঠলেন ক্যাটলিন। লিটলফিঙ্গারকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। 'নিজেকে আমার মনে হচ্ছে সেই নাইটের মতো যে বর্শা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি হয়েছে। আমরা কোন্ ছুরি নিয়ে কথা বলছি? আর স্যর রডরিকই বা কে?'

'স্যর রডরিক উইন্টারফেলের মাস্টার- অ্যাট- আর্মস,' তাকে তথ্য জোগাল ভ্যারিস। 'আপনাকে আমি আশ্বস্ত করেই বলছি, লেডি স্টার্ক, ভালো নাইটটির কিছু হয়নি। তিনি আজ দুপুরে এখানে এসেছিলেন, অস্ত্রাগারে স্যর অ্যারন সন্টোগারের সঙ্গে দেখা করেন এবং বিশেষ একটি ছুরি নিয়ে কথা বলেন। সূর্যাস্তের সময় তাঁরা একসঙ্গে ত্যাগ করেন প্রাসাদ এবং চলে যান সেই বিশ্রী, জীর্ণ কুটিরে যেখানে আপনি উঠেছেন। ওঁরা এখনো ওখানে আছেন, কমন রুমে বসে একসঙ্গে মদ পান করছেন, অপেক্ষা করছেন আপনি কখন ফিরবেন। আপনাকে রুমে দেখতে না পেয়ে খুবই হতাশ বোধ করেছেন স্যর রডরিক।'

'আপনি এতসব কথা জানলেন কীভাবে?'

ছোট পাখিদের ফিসফিসানি থেকে,' হাসছে ভ্যারিস। 'আমি অনেক কিছুই জানি, সুইট লেডি। আমার কাজের ধরণই এটা।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাই তো?'

আলখেল্লার ভেতর থেকে ছুরি বের করে ওদের সামনে টেবিলে ওটা ছুড়ে মারলেন ক্যাটলিন। 'এই যে ওটা। আশা করি আপনার ছোট্ট পাখিরা এ ছুরির মালিকের নাম ফিসফিস করে বলে দেবে।'

নাটুকেপনা দেখিয়ে সযত্নে ছুরিটি টেবিল থেকে তুলে নিল ভ্যারিস। ফলার কিনারে বুড়ো আঙুল ঠেকাল। আঙুল ফলার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতেই চামড়া কেটে বেরিয়ে এল রক্ত। আর্তনাদ করে ছুরিটি টেবিলের ওপর ফেলে দিল ভ্যারিস।

'সাবধান,' বললেন ক্যাটলিন। 'খুব ধার কিন্তু।'

'ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতের মতো ধার আর কোনো ফলায় নেই,' বলল লিটলফিঙ্গার। ভ্যারিস রক্তাক্ত বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে বিবমিষা নিয়ে তাকিয়ে রইল ক্যাটলিনের দিকে। লিটলফিঙ্গার হালকাভাবে ছুরিটি তুলে নিয়ে হাতল পরীক্ষা করে দেখল। শূন্যে ওটা ছুড়ে দিয়ে পরক্ষণে অপর হাত দিয়ে ধরে ফেলল। 'ভারসাম্য চমৎকার। তুমি এ ছুরির মালিক কে তা

জানতে এতটা পথ বেয়ে এসেছ? এজন্য স্যর অ্যারনকে কোনো দরকার ছিল না। তোমার উচিত ছিল আমার কাছে আসা।'

'যদি আসতাম,' বললেন ক্যাটলিন, 'তাহলে আমাকে কী বলতে তুমি?'

'বলতাম কিংস ল্যান্ডিংয়ে এরকম ছুরি একখানাই ছিল,' বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তর্জনীর মাঝে ফলাটা আটকাল সে, নিয়ে গেল কাঁধের পেছনে, তারপর কব্জি ঘুরিয়ে, অভ্যস্ত হাতে ওটাকে ছুড়ে মারল। ফলাটা গিয়ে ওক কাঠের দরজার গভীরে গাঁথল, তিরতির করে কাঁপছে। 'এটা আমার ছুরি।'

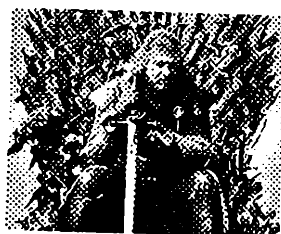
তোমার?' এ কথার কোনো মানে খুঁজে পেলেন না ক্যাটলিন। উইন্টারফেলে যায়নি পিটর।

'প্রিন্স জফ্রির নেম ডের টুর্নামেন্ট পর্যন্ত এটির মালিক আমিই ছিলাম,' বলল সে। রুম পার হয়ে দরজার কাছে গেল সে। কাঠ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে আনল ছুরি।

'অশ্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি স্যর জেমির পক্ষে বাজি ধরেছিলাম। দরবারের আরও অনেকেই তা করেছিল।' কিশোরসুলভ হাসিটি ফিরে এল পিটরের মুখে। লোরাস টাইরেল ওকে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিলে আমাদের অনেকেই বাজিতে গো .হারা হেরে যাই। স্যর জেমি একশো স্বর্ণমুদ্রা হেরেছিল, রানি খুইয়েছিলেন এমারেল্ডের পেনডেন্ট আর আমি হারাই আমার ছুরি। মহামান্য রানি তার পেনডেন্ট ফিরে পেলেও বাজিতে জয়ী লোকটি বাকি জিনিসগুলো রেখে দেয়।'

' কে সে?' জানতে চাইলেন ক্যাটলিন, তাঁর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে ভয়ে। আঙুলে ফিরে এসেছে সেই ব্যথা।

'ইমপ,' জবাব দিল লিটল ফিঙ্গার। 'টিরিয়ন ল্যানিস্টার।'



জন

উনপঞ্চাশ

উঠোন তরবারি সঙ্গীতে মুখর। কালো উল এবং চামড়ার পোশাক পরা জন হামলা করে করে ঘেমে গেছে। তার একটা মার ঠেকিয়ে দিতে পিছু হঠল গ্রেন। তবে সে যখন তরবারি তুলল উল্টো মার দিতে, জন ঝট করে তরবারির নিচে সেঁধিয়ে গিয়ে ঠকাশ করে বাড়ি লাগাল প্রতিপক্ষের পায়ে। গ্রেন টলে উঠল। তার ডাউনকাটের জবাবে ওভারহ্যাণ্ডের মারে তার শিরস্ত্রাণের একটা পাশ টোল খেয়ে গেল। সে সাইড সুইং করতে গেছে, জন নিজের তরবারি ঘুরিয়ে বুকে গুঁতো মেরে বসল। তাল সামলাতে না পেরে বরফের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল গ্রেন। জন তার হাতে তরবারি দিয়ে সজোর বাড়ি কষাল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল গ্রেন।

'যথেষ্ট হয়েছে!' ভ্যালেরিয়ান ইস্পাতের মতো শোনা গেল স্যর আলিসার থর্নের কণ্ঠ।

গ্রেন ককাতে ককাতে বলল, বেজন্মাটা আমার কব্জি ভেঙে দিয়েছে।'

' বেজন্মাটা তোমাকে বধ করত, তোমার খুলি দু'ফাঁক করে দিতে পারত এবং দুই টুকরো হয়ে যেত তোমার হাত, যদি এ ফলাগুলোয় ধার

থাকত। তোমার ভাগ্য ভাল ওয়াচে রেঞ্জারদের পাশাপাশি আস্তাবলের জন্যও লোকজনের দরকার হয়।' স্যর আলিসার ইশারা করলেন জেরেন এবং টোডকে। 'অরোক্সটাকে তোলো।'

জন মাথা থেকে খুলে ফেলল শিরস্ত্রাণ। অন্য ছেলেগুলো ততক্ষণে গ্রেনকে সিধে হতে সাহায্য করছে। কুয়াশাভেজা সকালের বাতাসটা উপভোগ করছে জন। সে তার তরবারিতে হেলান দিয়ে নিশ্বাস নিল বুক ভরে। বিজয়টাকে উপভোগ করছে।

'ওটা লংসোর্ড, বুড়ো মানুষের ছড়ি নয়,' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন স্যর আলিসার। ' তোমার কি পা ব্যথা করছে, লর্ড স্নো?'

'লর্ড স্নো' সম্বোধনটাকে ঘেন্না করে জন। কিন্তু প্রাকটিসে আসার প্রথম দিন থেকেই তাকে ঠাট্টা করে এ নামে ডাকছেন স্যর আলিসার। ছেলেরাও এতে মজা পেয়ে গেছে এবং এখন সবাই তাকে 'লর্ড স্নো' বলে মশকরা করে। সে খাপে পুরে নিল লংসোর্ড।

'না' জবাব দিল ও।

থর্ন ওর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ, কালো চুলে ধূসরের ছাপ, চোখজোড়া অনিক্স পাথরের মতো। কঠিন স্বভাবের একজন মানুষ। 'এখন সত্য কথাটা বলো।' হুকুম করলেন তিনি।

'আমি ক্লান্ত,' স্বীকার করল জন। লংসোর্ডের ওজনে তার হাত ব্যথা করছে। মারামারি করতে গিয়ে হাতের কয়েক জায়গায় চামড়া ছিলে গেছে। জ্বলছে।

'তার মানে তুমি দুর্বল।'

'আমি জিতেছি।'

'না। অরোক্স হেরেছে।'

একটি ছেলে মুখ টিপে হাসল। তবে জন প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না। স্যর আলিসার যে কজনকে পাঠিয়েছিলেন ওর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সবাইকে সে পরাজিত করেছে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই। মাস্টার-অ্যাট-আর্মস ওকে শুধু উপহাস করেই যাচ্ছেন। জনের ধারণা থর্ন ওকে ঘৃণা করেন। তবে অন্যান্যদেরকে আরও বেশি অপছন্দ তাঁর।

'আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি,' থর্ন বললেন ওদেরকে। তোমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং অদক্ষতা আজ যা দেখলাম তা হজম করতে কষ্টই হবে। আদার্সরা সত্যি আমাদেরকে হামলা করতে এলে যে কী দশা হবে কে জানে!'

অন্যান্যরা অস্ত্রাগারে ফিরে যাচ্ছে, তাদেরকে অনুসরণ করল জন। একা। সে এখানে প্রায় একাই চলাফেরা করে। ওদের দলে জনা কুড়ি আছে যারা ট্রেনিং নিচ্ছে, কিন্তু এদের কারও সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ ওর দুই তিন বছরের বড়, কিন্তু এরা কেউই অসি চালনায় তেমন পটু নয়।

ডেরিয়ন চটপটে হলেও সবসময় ভয়ে থাকে কখন মার খেয়ে বসে। পিপ তার তরবারি চালায় ড্যাগারের মতো। জেরেন মেয়েদের মতো দুর্বল, গ্রেনের গতি মন্থর। হালডারের আঘাতগুলো বেশ শক্ত হলেও সে সরাসরি হামলার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে। রব তার চোদ্দ বছর বয়সে অস্ত্র শিক্ষায় যে দক্ষতা অর্জন করেছে, এরা তার ধারে কাছেও নেই। এদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায় না জন। কারণ যত বেশি সময় এদের সঙ্গে সে থাকবে ততই বিতৃষ্ণা বাড়বে।

আর্মারিতে ঢুকে পাথরের দেয়ালে একটি হুকের সঙ্গে তরবারি এবং খাপ ঝুলিয়ে রাখল জন আশপাশের মানুষজনকে অগ্রাহ্য করে। তারপর এক এক করে খুলতে লাগল ঘামে ভেজা গায়ের জোব্বা জাব্বি। লম্বা কামরার দুই প্রান্তে লোহার পাত্রে কয়লা জ্বলছে। তবে জনের খুব শীত লাগছে। এখানে সবসময়ই শীত তাড়া করে ফেরে ওকে। কয়েক মাসের মধ্যেই হয়তো ও ভুলে যাবে উষ্ণতা কী জিনিস।

জন একটি টুলে বসল। আলখেল্লাটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে। *কী ঠাণ্ডারে বাবা*, মনে মনে বলছে ও। উইন্টারফেলের উষ্ণ হলগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যেখানে গরম পানি মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মতো দেয়ালের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ক্যাসল ব্ল্যাকে উষ্ণতার পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল। এখানকার দেয়ালগুলো শীতল। মানুষজন শীতলতর।

কেউ ওকে বলেনি নাইট'স ওয়াচ এরকম হবে; শুধু টিরিয়ন ল্যানিস্টার ছাড়া। বামন ওকে উত্তরের আসল সত্যটি প্রকাশ করে দিয়েছিল।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। জন চিন্তা করছে তার বাবা জানতেন কিনা ওয়াল-এর চেহারা কীরকম। নিশ্চয় জানতেন, ভাবল ও। এ ভাবনা ওকে আরও বেদনার্ত করে তুলল।

পৃথিবীর শেষ প্রান্তের এই শীতল জায়গাটায় এমনকী ওর চাচাও ওকে ফেলে রেখে চলে গেছেন। এখানে আসার পরে চেনা, অমায়িক বেনজিন স্টার্কের চেহারা একদমই বদলে যায়। তিনি ফার্স্ট রেঞ্জার। তাঁর সময় কেটেছে লর্ড কমান্ডার মরমন্ট, মাস্টার ইমনসহ বড় বড় কর্মকর্তাদের সঙ্গে। ওদিকে জনকে থাকতে হয়েছে নিষ্ঠুর স্যর আলিসার থর্নের অধীনে।

এখানে আসার তিন দিন পরে জন শুনতে পায় বেনজিন স্টার্ক আধ ডজন লোক নিয়ে ভুতুড়ে অরণ্যে যাচ্ছেন। সে তার চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কমন হলে। অনুনয় করেছিল তাকে যেন সঙ্গী করা হয়। বেনজিন স্টার্ক কাঠখোট্টা গলায় ওকে মানা করে দেন, 'এটি উইন্টারফেল নয়,' তিনি বলেন ওকে কাটা চামচ এবং ছুরি দিয়ে মাংস কাটতে কাটতে। 'ওয়ালে একজন মানুষ তা-ই পায় যা সে অর্জন করতে পারে। তুমি কোনো রেঞ্জার নও, জন, কাঁচা এক বালক মাত্র যার গা থেকে এখনো গ্রীষ্মের গন্ধ যায়নি।'

বোকার মতো চাচার সঙ্গে তর্ক করেছে জন। 'আমি আমার নেম ডেতে পনেরোয় পা দেব। প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠব।'

কপালে ভাঁজ পড়েছে বেনজিন স্টার্কের। 'তুমি বালক মাত্র এবং বালকই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না স্যর আলিসার বলেন নাইট'স ওয়াচের জন্য উপযুক্ত পুরুষ হয়ে উঠতে পেরেছ। যদি ভেবে থাকো স্টার্ক রক্ত তোমার শরীরে আছে বলে বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে, ভুল করছ। শপথ নেয়ার সময় আমাদের পরিবারের কথা মাথায় থাকে না। তোমার বাবার জন্য আমার হৃদয়ে সবসময় জায়গা থাকবে, তবে এরা সবাই এখন আমার ভাই।' তিনি ছুরি উঁচিয়ে তাঁর চারপাশের লোকজন দেখিয়েছেন। সবার পরনে কালো পোশাক। সকলের চেহারা নির্দয় এবং কঠোর।

জন পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার চাচা চলে যাচ্ছেন। তাঁর একজন রেঞ্জার, কুৎসিত দর্শন এবং বৃহদায়তনের একজন লোক হেঁড়ে গলায় অশ্লীল গান গাইছিল বেনজিন ঘোড়ায় ওঠার সময়। চাচা লোকটাকে হাসি উপহার দিলেও নিজের ভাইপোকে দেখে কিন্তু হাসেননি।

বরং বলেছিলেন, ' তোমাকে কতবার না করতে হবে, জন? বললাম তো ফিরে এসে কথা বলব।'

চাচা টানেল ধরে ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছেন, জনের মনে পড়ছিল টিরিয়ন ল্যানিস্টার কিংস রোডের বিপদ আপদ সম্পর্কে কত অশুভ কথা বলেছিল। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল তার চাচা রাস্তায় মৃত পড়ে আছেন, রক্তে লাল হয়ে গেছে বরফ। ভাবনাটি তাকে অসুস্থ করে তোলে। এসব কী উল্টোপাল্টা চিন্তা করছে সে? পরে সে নিজের নির্জন প্রকোষ্ঠে গোস্টকে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল জানোয়ারটির ঘন, সাদা লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে।

ও একা থাকতেই ভালবাসে। একাকীত্বকে সে বানাতে চায় নিজের বর্ম। ক্যাসল ব্ল্যাকে কোনো গডসউড নেই, রয়েছে শুধু ছোট একটি সেপ্ট আর মাতাল এক সেপটন। তবে জন পুরাতন কিংবা নতুন কোনো দেবতার কাছেই প্রার্থনা করার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি কখনো। এঁরা যদি সত্যি হয়ে থাকেন, ভেবেছে সে, তাহলে তাঁরা শীতকালের মতোই নির্দয়, নির্মম।

ও ওর ভাইদেরকে বড্ড মিস করছে : ছোট্ট রিকন, মিষ্টি খাওয়ার বায়না ধরার সময় যার চোখ চকচক করে; ব্রান, একগুঁয়ে এবং কৌতূহলি, সবসময় জনের পিছু নেয়া চাই এবং সে আর রব কী করছে তা না জানা পর্যন্ত তার পেটের ভাত হজম হয় না। মেয়েগুলোর অভাবও বড্ড অনুভব করছে জন। এমনকী সানসাকেও যে কোনদিন ওকে 'আমার সৎভাই' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন করেনি, যখন বড় হয়ে সে বুঝতে শিখেছিল বেজন্মা মানে কী। আর আরিয়া... রবের চেয়েও ওর কথা বেশি মনে পড়ে জনের। রোগা, পাতলা বোনটা ওর, মাথা ভর্তি আউলাঝাউলা চুল, পরনে ছেড়া কাপড়, রাগী এবং স্বেচ্ছাচারী। অভিজাত স্টার্ক বংশের সঙ্গে যেন যায় না আরিয়া.... জনকে সে সবসময় হাসিয়ে মারে। এ মুহূর্তে যদি জন আরিয়ার সঙ্গে থাকতে পারত, ওর চুলগুলো আরও এলোমেলো করে দিতে গিয়ে মুখ ভেংচানি খেত, তাহলে বিনিময়ে যে কোনকিছু দিতে প্রস্তুত সে।

পঞ্চাশ

'তুমি আমার কব্জি ভেঙে দিয়েছ, বেজন্মা ছোকরা।'

আক্রমণাত্মক কণ্ঠটি শুনে মুখ তুলে তাকাল জন। গ্রেন ঝুঁকে আছে তার ওপর। মোটা ঘাড়, লাল মুখ। সঙ্গে তার তিন বন্ধু। এদেরকে চেনে জন। একজনের নাম টডার, ছোটখাট, নোংরা চেহারার একটা ছেলে, খরখরে গলা। তাকে সবাই টোড বা কটকটি ব্যাঙ বলে ডাকে। অপর দুজনকে ইয়োরেন উত্তর থেকে নিয়ে এসেছিল। রেপার্স। এদের নাম ভুলে গেছে জন। এদের সঙ্গে সে কখনোই বাতচিত করে না। এরা গুণ্ডাকিসিমের লোক। মানুষকে ইজ্জত দিতে জানে না।

সিধে হলো জন। 'ভদ্রভাবে কথা না বললে তোমার অপর কব্জিটিও আমি ভেঙে দেব।'

গ্রেনের বয়স ষোল। লম্বায় ছাড়িয়ে গেছে জনকে। ওরা চারজনই গায়ে গতরে ওর চেয়ে বড় কিন্তু এদেরকে সে ভয় পায় না। প্রাঙ্গণে এদের সবাইকে মারামারিতে হারিয়েছে জন।

'আমরা আজ তোমাকে ভাঙব,' বলল একজন রেপার।

' চেষ্টা করে দ্যাখো,' তরবারির দিকে হাত বাড়াল জন কিন্তু ওদের একজন চট করে ওর হাত ধরে ফেলে মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের ওপর।

' তোমার কারণে আজ আমাদেরকে অপদস্থ হতে হলো,' অনুযোগ করল টোড।

'আমি এখানে আসার আগেও তোমরা অনেক অপদস্থ হয়েছ,' বলল জন। যে ছেলেটা ওর হাত মুচড়ে ধরেছে সে হাতখানা আরও ওপরের দিকে ঠেলে দিল জোরে। ব্যথার তীব্র স্রোত গ্রাস করল জনকে। দাঁতে দাঁত চেপে রইল ও। চিৎকার দিল না।

কাছিয়ে এল টোড। 'এ বাচ্চা লর্ডলিং দেখি বড্ড বেশি কথা বলে,' বলল সে। তার চোখ শুয়োরের মতো কুতকুতে। 'এত কথা কি তোমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছ, বেজন্মা। কী ছিল সে, বেশ্যা? তার নামটা বলো তো শুনি। হতে পারে আমি তাকে দু'একবার নিয়েছি।' হেসে উঠল সে।

বান মাছের মতো শরীরটাকে মোচড়াল জন এবং ওর হাত মুচড়ে ধরে থাকা ছেলেটার পায়ের ওপর সজোরে নামিয়ে আনল বুট পরা গোড়ালি। ব্যথায় 'বাবারে মারে' করে উঠল ছেলেটা। ছেড়ে দিল জনকে।

জন সবেগে ছুটে গেল টোডের দিকে, প্রবল ধাক্কায় ওকে ফেলে দিল টুলের ওপর এবং এক লাফে ওর বুকের ওপর চড়ে বসে দু'হাতে চেপে ধরল গলা। মাটিতে সজোরে ঠুকতে লাগল মাথা।

ফিঙ্গারস থেকে আসা ইয়োরেনের সেই দুই লোক ওকে টেনে তুলল, জোরে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। গ্রেন ওকে লাথি মারতে লাগল। জন লাথি এড়াতে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে, এমন সময় অন্ধকার অস্ত্রাগারে গমগম করে উঠল একটি বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠ।

'থামো বলছি। এক্ষুনি!'

জন উঠে দাঁড়াল। ডোনাল নোয়ি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে অগ্নি দৃষ্টিতে। 'উঠোন মারামারি করার জায়গা নয়,' বলল ওদের অস্ত্র নির্মাণকারী যাকে সবাই অস্ত্রভাণ্ডারী বা আর্মারার হিসেবে চেনে। 'আমার অস্ত্রাগারে বসে কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটি চলবে না নতুবা এটাকে আমার ঝগড়া হিসেবে নেব। তখন টেরটি পাবে।'

মেঝেয় বসে আছে টোড, নিরবে হাত বুলাচ্ছে মাথায়। আঙুলে লেগে গেল রক্ত। ' ও আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল।'

' কথা সত্য। আমি নিজের চোখে দেখেছি।' বলল একজন রেপার।

ও আমার কব্জি ভেঙে দিয়েছে, আবার বলল গ্রেন, হাতটা বাড়িয়ে দিল নোয়ির দিকে দেখানোর জন্য।

নোয়ি এক ঝলক মাত্র তাকাল ওদিকে। 'ক্ষত তেমন মারাত্মক নয়। বোধ হয় মচকে গেছে। মাস্টার ইমন তোমাকে মলম লাগিয়ে দেবেন। ওর সঙ্গে তুমি যাও, টডার। আর বাকিরা যে যার ঘরে যাবে। তবে তুমি নও, স্নো। তুমি থাকো।'

অন্যরা চলে যাওয়ার পরে লম্বা টুলটিতে ধপ করে বসে পড়ল জন, ওদের প্রতিহিংসাপরায়ণ চাউনিকে পাত্তা দেয়নি মোটেই। তার হাত দপদপ করছে।

'ওয়াচে সবরকম লোকের দরকার আছে,' ওরা একা হওয়ার পরে বলল ডোনাল নোয়ি। 'এমনকী টোডের মতো মানুষও। ওকে হত্যা করে তুমি কোনো সম্মানের অধিকারী হতে পারতে না।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল জন। 'ও বলেছে আমার মা ছিল–'

'-একজন বেশ্যা। ওর কথা আমি শুনেছি। তো?'

'লর্ড এডার্ড স্টার্ক বেশ্যাদের সঙ্গে ঘুমানোর মতো মানুষ নন,' শীতল গলায় বলল জন। 'তাঁর সম্মানবোধ–'

'–একজন বেজন্মাকে জন্ম দেয়া থেকে বাধা দিতে পারেননি, তাই না?'

রাগে নীল হয়ে গেল জন। 'আমি যেতে পারি?'

'আমি যখন তোমাকে বলব তখন যেতে পারবে।'

লোহার পাতের ধোঁয়ার দিকে গোমড়ামুখে তাকিয়ে রইল জন। নোয়ি তার চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল মুখ। 'আমি তোমার সঙ্গে যখন কথা বলব তখন আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, খোকা।'

জন তাকাল। আর্মারের বুক মদের পিপের মতো ফুলে আছে। নাকটা সমতল এবং প্রশস্ত, গোঁফ দাড়ি কামানো। কালো উলের তৈরি টিউনিকের বাম দিকের আস্তিন কাঁধের সঙ্গে রৌপ্য পিন দিয়ে গাঁথা। দেখলে মনে হয় ওখানে লং সোর্ড ঝুলছে। আসলে বাম হাতখানা আর কাটা।

' কেউ বলল আর তাতেই তোমার মা বেশ্যা হয়ে গেলেন না। তিনি যা ছিলেন, ছিলেন, টোডের কথায় কিছু হেরফের হবে না। তুমি নিশ্চয় জানো, ওয়ালে অনেক লোকই আছে যাদের মায়েরা ছিলেন বেবুশ্যে।'

আমার মা বেবুশ্যে ছিল না, একগুঁয়ের মতো ভাবল জন। সে তার মায়ের সম্পর্কে কিছুই জানে না; এডার্ড স্টার্ক ওর মায়ের ব্যাপারে কখনো

মুখ খুলতে চান না। তবু মাঝে মাঝে তার স্বপ্ন দেখে জন, মনে হয় যেন তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্নে দেখে তার মা খুব সুন্দরী, উচ্চবংশীয় এবং দয়াবতী।

'একজন হাইলর্ডের বেজন্মা বলে তোমার মনে অনেক দুঃখ,' বলে চলল নোয়ি। ' জেরেনের কোনো বংশ পরিচয় নেই, কোটার পাইক এক শুঁড়িখানার বেশ্যার ছেলে। অথচ সে বর্তমানে ইস্টওয়াচের সাগরে নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

'তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না,' বলল জন, ' কে কী করল তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আপনি, থর্ন, বেনজিন স্টার্ক কিংবা অন্য কাউকে নিয়েই আমার কিছু যায় আসে না। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগে না। এ জায়গাটা... বড্ড ঠান্ডা।'

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা এবং কঠিন। এখানকার লোকজন তাই। তোমার দাইমা যেসব গল্প শুনিয়েছে তাদের মতো নয় ওয়ালের মানুষজন। ওসব গল্পের কপালে পিছা মারো। এ জায়গা এরকমই এবং তুমি আমাদের অন্যান্য সবার মতো সারাজীবনের জন্য এখানে এসেছ।'

'জীবন,' তেতো গলায় শব্দটি পুনরাবৃত্তি করল জন। আর্মারার জীবন নিয়ে কথা বলতেই পারে। কারণ তার একটা জীবন আছে। স্টর্মস এন্ডের যুদ্ধে হাত হারানোর পরে সে ব্ল্যাক ব্রাদার্সে যোগ দেয়। তার আগে সে রাজার ভাই স্ট্যানিস ব্যারাথনের অধীনে কামারের কাজ করত। সেভেন কিংডমসের এ প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত দেখা আছে তার। অন্তত একশো লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে।

লোকে বলে রাজা রবার্টের যুদ্ধ হাতুড়িটি ডোনাল নোয়ির হাতে বানানো। যে যুদ্ধ হাতুড়ির বাড়িতে ট্রাইডেন্ট নদীতে রেগার টারগারিয়ানের বুকের খাঁচা চুরমার করে দিয়েছিলেন রবার্ট। সে এমন সব কাজ করেছে যা জন কোনদিন করতে পারবে না। ত্রিশ বছর পার হওয়ার পরে, এক যুদ্ধে ডোনাল কুঠারের কোপ খায় হাতে এবং ক্ষতে পচন ধরায় হাতখানা তাকে কেটে ফেলতে হয়। পঙ্গু হয়ে ওয়ালে চলে আসতে বাধ্য হয় নোয়ি। তারপর থেকে ওয়ালই তার জীবন।

'হ্যাঁ, জীবন,' বলল নোয়ি। 'দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত জীবন, দুটোই নির্ভর করছে তোমার ওপর, স্নো। যে পথে তুমি হাঁটছ সেখানে কোনো এক রাতে তোমার ভাইদের কেউ গলায় ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।'

'ওরা আমার ভাই নয়,' খেঁকিয়ে উঠল জন। 'ওরা আমাকে ঘৃণা করে কারণ আমি ওদের চেয়ে দক্ষ।'

'না। ওরা তোমাকে ঘৃণা করে কারণ তুমি ভাব দেখাও তুমি ওদের চেয়ে ভালো। ওরা তোমার দিকে তাকালেই দেখতে পায় প্রাসাদে বড় হয়ে ওঠা এক বেজন্মাকে যে কিনা নিজেকে লর্ডলিং বলে ভাবছে।' আর্মারার ওর দিকে ঝুঁকে এল। 'তুমি কোনো লর্ডলিং নও, কথাটা স্মরণে রেখো। তুমি স্নো, স্টার্ক নও। তুমি বেজন্মা এবং গুণ্ডা।'

'গুণ্ডা?' শব্দটা শুনে জনের বিষম খাওয়ার জোগাড়। অভিযোগটা এতটাই অনায্য যে ওর প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। 'ওরাই আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল। ওরা চারজন।'

যে চারজনকে তুমি উঠোনে নাস্তানাবুদ করেছ। যে চারজন তোমাকে সম্ভবত ভয় পায়। তোমার মারপিট আমি দেখেছি। তোমার হাতের তরবারিটি সত্যিকারের তলোয়ার হলে ওরা স্রেফ লাশে পরিণত হতো। তুমি কথাটি খুব ভালোই জানো। আমি জানি। ওরাও জানে। তুমি আসলে ওদেরকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ। লজ্জায় ওদের মুখ দেখানোর উপায় নেই। তোমার কি এজন্য গর্ব হচ্ছে?'

জবাব দিতে ইতস্তত করছে জন। জিতলে পরে ওর গর্ব হয় বৈকি। হবে নাইবা কেন? কিন্তু আর্মারার সেই ব্যাপারটিও ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে যেন জন কোনো ভুল কাজ করছে। 'ওরা সবাই বয়সে আমার চেয়ে বড়।' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল ও।

'বয়সী এবং ধেড়েরা শক্তিশালী হয়, কথা সত্য। বাজি ধরে বলতে পারি উইন্টারফেলে তোমার মাস্টার-অ্যাট-আর্মস শিখিয়েছেন কীভাবে ধেড়েদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কে তিনি, কোনো বুড়ো নাইট?'

'স্যর রডরিক ক্যাসেল,' সতর্কভাবে জবাব দিল জন। এখানে একটা ফাঁদ দেখতে পাচ্ছে সে। ফাঁদটি ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

ডোনাল নোয়ি প্রায় জনের মুখের ওপর নিয়ে এল নিজের মুখ। 'বিষয়টি নিয়ে একবার ভাবো, খোকা। স্যর আলিসারের আগে এরা কখনো

মাস্টার-অ্যাট-আর্মস পায়নি। এদের বাবারা কেউ চাষা, কেউ ওয়াগন চালায়, কেউবা চোরা শিকারী, কিংবা কামার অথবা খনিশ্রমিক অথবা জাহাজের মাঝি মাল্লা। তারা মারামারি যেটুকু করেছে তা ওল্ডটাউনের অলিগলিতে, রাস্তার ধারের পতিতালয়ে কিংবা কিংসরোডের শুঁড়িখানায়। এখানে আসার আগে এদের হয়তো কেউ কেউ লাঠি ধরেছে হাতে। তবে সত্যিকারের তরবারির মালিক হওয়ার মতো অর্থকড়ি এদের কারও ছিল কিনা সন্দেহ।' চেহারা গম্ভীর দেখাল নোয়ির। 'কাজেই নিজের বিজয়ের স্বাদ এখন কেমন লাগছে, লর্ড স্নো?'

'আমাকে ওই নামে ডাকবেন না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল জন। তবে গলার স্বরে ক্রোধের সেই জোরটা আর নেই। হঠাৎ লজ্জিত লাগল নিজেকে, সেই সঙ্গে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো মন। 'আমি আসলে... কোনদিন ভাবিনি...'

'তবে ভাবতে শুরু করাই ভালো,' ওকে সতর্ক করে দিল নোয়ি।

'আর বিছানার পাশে ছুরি নিয়ে ঘুমিয়ো। এখন যাও।'

একান্ন

জন যখন অস্ত্রাগার থেকে বেরিয়ে এল তখন প্রায় দুপুর। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেসে উঠেছে সূর্য। রোদের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল জন, তাকাল ওয়ালের দিকে। সূর্যালোকে ঝকঝক করছে বরফের এই মহাপ্রাচীর। এতদিন পরেও দেয়ালের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে ওঠে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাতাসের পিঠে ভর করে ভেসে আসা ধুলো ময়লা প্রাচীরের গায়ে সর ফেলেছে, মুখ ভার করা আকাশের মতো ফ্যাকাসে ধূসর একটা রঙ দিয়েছে... তবে উজ্জ্বল সূর্যের দিনে যখন রোদ পড়ে দেয়ালের গায়ে, রীতিমতো জ্বলজ্বল করে, যেন আলো পেয়ে হয়ে উঠেছে জ্যান্ত, অতিকায় এক নীলচে সাদা পর্বত যা অর্ধেকটা আকাশ দখল করে রেখেছে।

সাতরাজ্যের বৃহত্তম এ কাঠামো মানুষের হাতে গড়া, দূর থেকে প্রথমবারের ওয়াল দর্শনের সময় জনকে তথ্যটি দিয়েছিলেন বেনজিন স্টার্ক। 'এবং সন্দেহাতীতভাবে বেকার এক সৃষ্টি।' মুচকি হেসে যোগ করেছিল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। তবে মহাপ্রাচীরের দিকে যত কাছিয়ে গেছে, ইম্পের জবাব ততই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

কয়েক মাইল দূর থেকে দেখা যায় এ ওয়ালকে, উত্তরের দিগন্তে হালকা নীল রেখা তৈরি করে পুব এবং পশ্চিমে ঘটিয়েছে তার বিস্তার এবং

সেই সুদূরে সে হয়ে গেছে অদৃশ্য,প্রকাণ্ড এবং নিরেট। আর যেখানে এ প্রাচীরকে আর দেখা যায় না সেটি হলো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, লোকে বলে।

ক্যাসল ব্ল্যাক কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি, তাতে বেশ কিছু খুদে কুটির দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফের ওপর, বরফের বিশাল প্রাচীরের নিচে। তবে একে ঠিক প্রাসাদ বলা চলে না।

প্রাসাদের মতো দেয়াল নেই এখানে, ফলে দক্ষিণ, পুব এবং পশ্চিম দিকটা খোলা, ওই দিকগুলো অরক্ষিত। তবে নাইট'স ওয়াচ কেবল উত্তর দিক নিয়ে মাথা ঘামায়। আর উত্তরেই রয়েছে বিখ্যাত ওয়াল নামের মহাপ্রাচীর। প্রায় সাতশো ফুট উঁচু, রাজ্যের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারের তিন গুণ বেশি লম্বা। জনের চাচা ওকে বলেছেন দেয়ালের মাথা এতটাই চওড়া যে পাশাপাশি এক ডজন নাইট ঘোড়া চালিয়ে দিব্যি ছুটতে পারবেন। ওখানে রয়েছে বিরাট বিরাট কাঠের ক্রেন এবং দানবীয় গুলতি। দেখতে লাগে বিশালকায় পাখির কংকালের মতো। ওখানে কালো পোশাক পরা মানুষজন হেঁটে বেড়ায় পিপীলিকার মতো।

অস্ত্রাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে ওপরে মুখ তুলে চাইতে কিংস রোড থেকে প্রথম দিন ওয়াল দেখার সেই মুগ্ধতা আবার ফিরে এল জনের মধ্যে। ওয়ালটি ওরকমই। মাঝে মাঝে সে প্রায় ভুলেই যায় ওখানে ওটা আছে, যেভাবে লোকে বিস্মৃত হয় মাথার ওপরে আকাশ এবং পায়ের নিচের পৃথিবীর কথা, তবে আবার অন্য সময় মনে হয় ওই মহা প্রাচীর ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

এটি সেভেন কিংডমসের চেয়েও প্রাচীন এবং এ দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকালে ঝিমঝিম করে জনের মাথা। বরফের বিশাল দেয়ালটি যেন তার বিরাট ওজন চাপিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে, এখুনি উল্টে পড়বে। আর জনের মনে হয় এ দেয়াল পড়ে গেলে পৃথিবীরও আর রক্ষা থাকবে না।

'তুমি নিশ্চয় ভাবছ ওটার ওপাশে কী আছে,' বলে উঠল একটি পরিচিত কণ্ঠ।

ঘুরল জন। 'ল্যানিস্টার। আমি আপনাকে খেয়ালই করিনি– মানে ভেবেছিলাম আমি এখানে একা।'

আপাদমস্তক পশমের পোশাকে মোড়া টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে লাগছে ছোটখাট একটি ভল্লুকের মতো।' লোকে বলে অজ্ঞাতসারদেরকেও আমলে নেয়া উচিত। তুমি হয়তো জানো না তাদের কাছ থেকেও শেখার অনেক কিছু আছে।'

'আপনি আমার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারবেন না,' জন বলল তাকে। ওদের যাত্রা শেষ হওয়ার পরে বামনকে সে খুব কমই দেখেছে। রানির আপন ভাই বলে নাইটস ওয়াচে টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে দেখা হয়। লর্ড কমান্ডার তার জন্য তথাকথিত কিংস টাওয়ারে কামরা বরাদ্দ করেছেন (যদিও এখানে গত একশো বছরেও কোনো রাজার আগমন ঘটেনি) এবং ল্যানিস্টার মরমন্টের নিজস্ব টেবিলে বসে আহার করে, দিনের বেলাটা কাটে ঘোড়ায় চড়ে ওয়াল ঘুরে আর রাতের বেলা স্যর আলিসার, বোয়েন মার্শসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাশা খেলে এবং মদ পান করে।

'আমি যেখানে যাই সেখান থেকেই কিছু না কিছু শিখি,' হাতের কালো ছড়িটি ওয়ালের দিকে উঁচিয়ে ধরে বলল ক্ষুদ্রকায় মানুষটি। 'যা বলছিলাম... একজন মানুষ যখন একটি প্রাচীর তৈরি করে তখন অপরজন কেন জানতে চায় ওই দেয়ালের পাশে কী আছে?' মাথাটা কাত করে ড্যাবডেবে চোখে সে তাকাল জনের দিকে। ' তোমার জানার আগ্রহ হচ্ছে ও পাশে কী আছে, তাই না?'

তেমন কোনো আগ্রহ নেই,' বলল জন। সে চায় বেনজিন স্টার্কের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ভুতুড়ে জঙ্গলের রহস্য ভেদ করবে, তার ইচ্ছে ম্যান্স রেডারের ওয়াইল্ডিংদের সঙ্গে লড়াই করবে, ফাইট করবে আদার্সদের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের মনের কথা প্রকাশ না করাই ভালো। ' রেঞ্জাররা বলে ওয়ালের ওপাশে রয়েছে শুধু জঙ্গল, পাহাড়, জমাট বাঁধা হ্রদ এবং বরফ ও তুষার।'

'এবং রয়েছে গ্রামকিন ও স্নার্ক,' বলল টিরিয়ন। 'এদের কথাও ভুলে গেলে চলবে না, লর্ড স্নো।'

'আমাকে লর্ড স্নো বলবেন না।'

একটি ভুরু তুলল বামন। 'তবে কি ইমপ বলব? দ্যাখো, ওদের কথাগুলো তোমার গায়ে লাগতে পারে এবং ঠাট্টা-তামাশা-উপহাসের কবল

থেকে তুমি কখনোই মুক্তি পাবে না। ওরা যদি তোমাকে একটা নাম দিয়েই দেয়, মেনে নাও। হজম করো। তাহলে আর মনে কোনো ব্যথা লাগবে না। লাঠি দিয়ে ইঙ্গিত করল সে। 'চলো, হাঁটি। কমন হলে ওরা এখন জঘন্য স্বাদের স্টু পরিবেশন করছে। দেখি গরম কোনো গরম খাবার পাওয়া যায় কিনা।'

জনেরও খিদে রেগেছে। সে টিরিয়নের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হাঁসের মতো হেলে দুলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে টিরিয়ন। ফলে জনকে গতি মন্থর করতে হলো। বাতাসের বেগ বাড়ছে। কাঠের পুরানো ভবনগুলো ক্যাচকোঁচ শব্দ করছে। বরফের একটা পুরু আস্তরণ ধপ করে ওদের সামনে এসে পড়ল বাড়ির ছাদ থেকে।

তোমার নেকড়েটাকে দেখছি না যে!' হাঁটতে হাঁটতে বলল ল্যানিস্টার।

'ট্রেনিংয়ের সময় ওকে পুরানো আস্তাবলে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি। ওরা ঘোড়াগুলোর জায়গা করেছে পুবের আস্তাবলে। ফলে কেউ ওকে বিরক্ত করে না। বাকি সময়টা ও আমার সঙ্গেই থাকে। আমি হার্ডিন'স টাওয়ারে ঘুমাই।'

সেই ভাঙা ব্যাটলমেন্টটা না? আমি তো ভেবেছি এসব ভবন পরিত্যক্ত।'

কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'আপনি কোথায় ঘুমাচ্ছেন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বেশিরভাগ পুরানো কীপ খালি, আপনি খেয়াল খুশি মতো যে কোনো একটি কামরা বেছে নিলেই পারেন।'

একদা ক্যাসল ব্ল্যাকে পাঁচ হাজার মানুষ থাকত তাদের ঘোড়া, চাকর বাকর এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। এখন সংখ্যাটা নেমে এসেছে দশভাগের এক ভাগে। আর ভবনের বেশিরভাগ অংশ ধসে পড়েছে।

নাইট'স ওয়াচে ওয়ালসহ উনিশটি বিশালকায় কেল্লা রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র তিনটেতে মানুষজন বাস করে : ইস্টওয়াচ, শ্যাডো টাওয়ার এবং ক্যাসল ব্ল্যাক। ইস্টওয়াচের অবস্থান উপকূলে, শ্যাডো টাওয়ার পাহাড়ে, যেখানে ওয়ালের সমাপ্তি ঘটেছে। আর ক্যাসল ব্ল্যাক এদের মাঝখানে, কিংস রোডের শেষ মাথায়। অন্যান্য কীপ বা দুর্গগুলো বহুদিন ধরেই পরিত্যক্ত,

নির্জন এবং ভুতুড়ে যেখানে কালো জানালা দিয়ে শীতল বাতাস শিস দিয়ে ওঠে আর মৃতদের আত্মা বাস করে প্রাচীরে।

'আমি একা আছি ভালোই আছি,' একগুঁয়ে স্বরে বলল জন। 'বাকিরা গোস্টকে ভয় পায়।'

'তারা বুদ্ধিমান,' মন্তব্য করল ল্যানিস্টার। তারপর সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'ঘটনা হলো তোমার চাচা অনেক দূরে চলে গেছেন।'

'চাচা বলেছেন আমার নেম ডেতে তিনি ফিরবেন,' বলল জন। তার নেম ডে বা জন্মদিন চলেও গেছে পক্ষকাল আগে, নিরবে। 'ওরা স্যর ওয়েমার রয়েসের সন্ধান করছেন, তাঁর বাবা লর্ড আরিনের ব্যানারম্যান। বেনজিন চাচা বললেন ওই লোকের খোঁজে নাকি শ্যাডো টাওয়ার পর্যন্ত যেতে হতে পারে। সে তো বহুদূরের পাহাড়ি পথ।'

'ওখানে গিয়ে নাকি অনেক রেঞ্জার আর ফিরে আসেনি;' কমন হলের সিড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল ল্যানিস্টার। মুচকি হেসে ঠেলা মেরে খুলল দরজা। 'হয়তো এ বছর গ্রামকিনদের খিদে বেশি বেড়েছে।'

বায়ান্ন

হলঘরটি প্রকাণ্ড এবং ঠাণ্ডা। বায়ু বইছে শন শন। প্রকাণ্ড চুল্লিতে জ্বলছে আগুন। হলঘরের কাঠের সিলিংয়ে কাকের দল বাসা করেছে। কা কা রব তুলছে। জন রাঁধুনীর কাছ থেকে এক বাটি স্টু আর কালো রুটি নিল। গ্রেন এবং টোডকে দেখতে পেল আগুনের ধারে একটি টুল দখল করেছে অন্যান্যদের সঙ্গে। খ্যা খ্যা করে হাসছে আর আজে বাজে কথা বলছে কর্কশ গলায়। জন ওদের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল এক মুহূর্ত। তারপর অন্যান্যদের কাছ থেকে দূরে, হলঘরের শেষ মাথায় একটি জায়গা বেছে নিল খাওয়ার জন্য।

টিরিয়ন ল্যানিস্টার ওর মুখোমুখি বসল। স্টুর গন্ধ শুঁকল সন্দেহ নিয়ে। 'বার্লি, পেঁয়াজ, গাজর,' বিড়বিড় করল সে। 'রাঁধুনীকে কারও বলে দেয়া উচিত ছিল শালগম একটা সব্জি, মাংস নয়।'

'এটি মাটন স্টু,' হাত থেকে গ্লাভস খুলে নিয়ে বাটির ওপরের ধোঁয়ার স্পর্শ নিল জন। গন্ধে জল এসে গেছে জিভে।

স্নো।'

আলিসার থর্ন ডাকছেন ওকে। ঘুরল জন।

'লর্ড কমান্ডার তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। এক্ষুনি।'

এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে নড়াচড়া করতে ভুলে গেল জন। লর্ড কমান্ডার কেন ওকে দেখা করতে বলেছেন? বেনজিন সম্পর্কে খারাপ কোনো

সংবাদ নয়তো? মারা গেছেন ওর চাচা? ওর সেই দুঃস্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেছে? 'আমার চাচার কিছু হয়নি তো?' কথা জড়িয়ে গেল ওর। 'উনি ঠিকঠাক ফিরেছেন?'

'লর্ড কমান্ডার অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নন,' জবাব দিলেন স্যর আলিসার। 'আর আমার প্রশ্নের জবাবে কোনো বেজন্মার কাছ থেকে আমিও প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নই।'

টিরিয়ন ল্যানিস্টার লাফ মেরে নেমে পড়ল টুল থেকে। 'থামো হে, থর্ন। তুমি ছেলেটাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

তোমার এতে নাক না গলালেও চলবে, ল্যানিস্টার। এখানে তোমার কোনো জায়গা নেই।'

'তবে রাজ দরবারে আমার জায়গা আছে,' হাসছে বামন। 'কথাটি যদি সঠিক কানে পৌঁছায়, আর কাউকে তোমার ট্রেনিং দেয়ার সুযোগ হবে না, বুড়ো হয়ে মারা যাবে। এখন স্নোকে বল তো বুড়ো ভল্লুক কেন ওকে যেতে বলেছেন। ওর চাচার কোনো সংবাদ?'

'না,' বললেন স্যর আলিসার। 'অন্য বিষয়। উইন্টারফেল থেকে একটি পাখি আজ সকালে এসেছে ওর ভাইয়ের খবর নিয়ে।' ভুল সংশোধন করলেন তিনি। 'ওর সৎভাই।'

'ব্রান,' হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল জন, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। 'ব্রানের কিছু হয়েছে।'

টিরিয়ন ল্যানিস্টার ওর বাহুতে হাত রাখল। 'জন, আমি সত্যি দুঃখিত।'

তার কথা জন হয়তো শুনতেই পায়নি। সে টিরিয়নের হাত ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে হলঘর ধরে। বরফ মাড়িয়ে দৌড়াতে লাগল কমান্ডার'স কীপ এর দিকে। প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে একেকবারে দুটো করে সিড়ির ধাপ বাইল। লর্ড কমান্ডারের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াল, ততক্ষণে ওর বুট জুতো ভিজে গেছে, বিস্ফোরিত চোখে বেদম হাঁপাচ্ছে জন। 'ব্রান,' বলল সে। 'চিঠিতে ব্রানের কথা কী লিখেছে?'

নাইট'স ওয়াচের লর্ড কমান্ডার জর মরমন্ট বদমেজাজী, টাক মাথা এক বুড়ো, মুখে খোঁচা খোঁচা রুক্ষ ধূসর দাড়ি। তাঁর হাতের ওপর বসে আছে একটা দাঁড়কাক, তিনি পাখিটাকে শস্য দানা খাওয়াচ্ছেন।

'শুনেছি তুমি পড়তে জানো,' তিনি দাঁড়কাকটাকে নাড়া দিতে ওটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে বসল জানালায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মরমন্ট কোমরের বেল্টের নিচ থেকে গোল করে পাকানো এক টুকরো কাগজ দিলেন জনকে। 'দানা,' কর্কশ গলায় ডাকল পাখি। 'দানা! দানা! দানা!'

ভাঙা সিলমোহরের সাদা মোমে তৈরি ডায়ারউলফের প্রান্তরেখা বা আউট লাইনে ছুঁয়ে গেল জনের আঙুল। রবের হাতের লেখা চিনতে পারছে তবে পড়তে গিয়ে আবছা ঠেকল অক্ষরগুলো। বুঝতে পারল কাঁদছে ও। অশ্রুজলের মাঝ দিয়েই লেখার অর্থ উদ্ধার করল জন। মাথা তুলে চাইল। 'ওর জ্ঞান ফিরেছে,' বলল সে। ' দেবতারা ওর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

'ওকে হয়তো পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে,' বললেন মরমন্ট। 'আমি দু:খিত, বাছা। বাকিটা পড়ো।'

অক্ষরগুলোয় চোখ ফেরাল জন। তবে আর না পড়লেও চলে। ব্রান যে বেঁচে থাকবে সেটাই আসল কথা। 'আমার ভাই বেঁচে থাকবে।' বলল সে মরমন্টকে। মাথা নাড়লেন লর্ড কমান্ডার, বাটি ভর্তি শস্যদানা নিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন দাঁড়কাকটাকে। দাঁড়কাক উড়ে এসে তাঁর কাঁধের ওপর বসল। ' *বেঁচে থাকবে! বেঁচে থাকবে!*'

হাতে রবের চিঠি, মুখে হাসি, দৌড়ে সিড়ি বেয়ে নেমে এল জন। 'আমার ভাই বেঁচে থাকবে,' প্রহরীদেরকে বলল সে। ওরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। জন এক ছুটে ফিরে গেল কমন হলে। ওখানে টিরিয়ন ল্যানিস্টারকে পাওয়া গেল। মাত্রই খাওয়া শেষ করেছে সে। সে ক্ষুদ্রকায় মানুষটার বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় তুলে ফেলল শূন্যে। চরকির মতো একবার পাক খেল। '**ব্রান বেঁচে থাকবে**!' চিৎকার করে জানান দিল সে। চমকে গেল ল্যানিস্টার। জন তাকে মেঝেতে নামিয়ে হাতে গুঁজে দিল রবের পত্র। 'এখানে সব লেখা আছে।'

অন্যরা সবাই ভিড় করে এল। কৌতূহলি দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। গ্রেন খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে উলের ব্যান্ডেজ। তবে চেহারায় কোনো প্রতিহিংসার ছাপ নেই। জন এগিয়ে গেল তার কাছে। পিছিয়ে গেল গ্রেন। 'আমার কাছ থেকে দূরে থাকো, বেজন্মা।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল জন। 'তোমার কব্জির জন্য দু:খ প্রকাশ করছি। কাঠের তরবারি দিয়ে রবও একবার আমাকে মেরেছিল। খুব ব্যথা

পেয়েছিলাম। তবে তোমার দশা বোধকরি তারচেয়েও খারাপ। শোনো, তুমি চাইলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি কীভাবে মার ঠেকাবে।'

ওর কথা শুনে ফেলেছেন আলিসার থর্ন। 'লর্ড স্নো দেখছি আমার জায়গাটা দখল করতে চায়,' নাক সিঁটকালেন তিনি। 'তুমি এই অরোক্সকে ট্রেনিং দেয়ার চেয়ে তোমার নেকড়েটাকে ভোজবাজি শেখানো অনেক সহজ।'

'আমি বাজিটা ধরতে রাজি, স্যার আলিসার।' বলল জন। ' দেখতে চাই কীভাবে গোস্ট ভোজবাজি শেখে।'

গ্রেন সশব্দে শ্বাস টানল। নিরবতা নেমে এল কক্ষে।

তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। তার হাসিতে যোগ দিল কাছের টেবিলের তিন ব্ল্যাক ব্রাদার। হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল টুল থেকে টুলে, এমনকী রাঁধুনীরা পর্যন্ত হাসতে লাগল। চিলেকোঠার পাখিগুলো হাসির শব্দে নড়েচড়ে বসল। সবশেষে গ্রেনের মুখে ফুটল হাসি।

জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্যার আলিসার। তাঁর মুখ থমথমে। তরবারির হাতলে মুঠো পাকালেন।

'কাজটা মস্ত ভুল করলে, লর্ড স্নো,' গলার স্বরে তীব্র বিষ ঢেলে বললেন তিনি অবশেষে।



এডার্ড

তেপ্পান্ন

রেড কীপের ইয়া উঁচু উঁচু ব্রোঞ্জের দরজার মাঝ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে প্রবেশ করলেন ক্লান্ত, এবং ক্ষুধার্ত এডার্ড স্টার্ক। দীর্ঘ যাত্রায় মেজাজটাও খচে আছে তাঁর। ঘোড়ার পিঠ থেকে তখনও নামেননি, স্বপ্ন দেখছেন গরম পানিতে গোসল সেরে পাখির মাংসের রোস্ট খেয়ে পালকের বিছানায় ঘুমাবেন, এমন সময় রাজার স্টুয়ার্ড বা গোমস্তা তাঁকে জানাল উপদেষ্টা পরিষদের গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে কাউন্সিলে যেতে বলেছেন। রাজার হ্যান্ডের উপস্থিতি তাঁর সুবিধে মতো সময়ে ওখানে যত দ্রুত সম্ভব কামনা করা হচ্ছে।

'কালকের আগে আমি দেখা করতে পারব না,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে খেঁকিয়ে উঠলেন নেড।

স্টুয়ার্ড মৃদু কুর্নিশ করল। 'পারিষদবর্গকে আপনার অপারগতার কথা আমি জানিয়ে দিচ্ছি, মাই লর্ড।'

'না, দরকার নেই,' বললেন নেড। কাজ শুরু করার আগেই কাউন্সিলকে এভাবে অপমান করা ঠিক হবে না। 'আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করব। আমাকে অন্তত পোশাক বদলানোর সময়টুকু দাও।'

'জি, মাই লর্ড,' বলল স্টুয়ার্ড। 'টাওয়ার অব হ্যান্ডে লর্ড আরিনের সাবেক ঘরখানায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার জিনিসপত্র ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' হাত থেকে মোজা খুলে নিয়ে বেল্টে গুঁজলেন নেড। তাঁর বাকি জিনিসপত্র পেছনে আসছে। নেড তাঁর নিজের স্টুয়ার্ড ভেয়ন পুলকে দেখতে পেয়ে হাঁক ছাড়লেন। 'কাউন্সিল জরুরি প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছে। আমার মেয়েদেরকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিও। আর জোরি যেন ওদের সঙ্গে থাকে। এবং আরিয়াকে কোথাও যেতে দেবে না।' পুল ' বো' করল। রাজার স্টুয়ার্ডের দিকে ফিরলেন নেড। 'আমার ওয়াগন এখনো এসে পৌঁছায়নি। আমার কিছু জামাকাপড় লাগবে।'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে, মাই লর্ড,' বলল স্টুয়ার্ড।

অন্য লোকের জামা গায়ে দিয়ে, বেজায় ক্লান্ত নেড এলেন কাউন্সিল চেম্বারে। দেখলেন ক্ষুদ্র সংসদের চার সদস্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

কামরাটি চমৎকারভাবে সুসজ্জিত। মেঝেতে মাইরিশ কার্পেট বেছানো। নরভোস, কোহর এবং লিস থেকে আনা ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে দেয়ালে। দরজার ধারে শোভা পাচ্ছে একজোড়া ভ্যালেরিয়ান স্ফিংক্স, তাদের মুখ কালো মার্বেল পাথরে তৈরি।

যে উপদেষ্টা বা পারিষদটিকে সবচেয়ে অপছন্দ করেন নেড, সেই খোজা ভ্যারিস তিনি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র উপযাচক হয়ে আহ্বান জানাল। 'লর্ড স্টার্ক, কিংস রোডে যাত্রাপথে আপনাকে অনেক ধকল পোহাতে হয়েছে শুনে আমি যারপরনাই দু:খিত। আমরা প্রিন্স জফ্রির সুস্থতার কামনায় সেপ্টে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি প্রিন্সের জন্য প্রার্থনা করেছি।' তার পাউডার মাখা হাত নেডের জামার আস্তিন নোংরা করে দিল, গা দিয়ে কবরে ফেলে রাখা পচা ফুলের মতো একটা চাপা দুর্গন্ধ আসছে।

'আপনার দেবতারা আপনার কথা শুনেছেন,' শীতল তবে বিনয়ী কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন নেড। খোজার মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুম পার হলেন। ওখানে, পর্দার ধারে দাঁড়িয়ে বেঁটেখাটো এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে লর্ড রেনলি। বেঁটে মানুষটা নিশ্চয় লিটলফিঙ্গার হবে। রবার্ট যখন সিংহাসন দখল করেন, রেনলির তখন বয়স আট। তবে এখন সে বড় হয়ে গেছে এবং ভাইয়ের চেহারার ছাপ অনেকটাই আছে তার মধ্যে যেটি নেডের জন্য একটু অস্বস্তিকরই বটে। রেনলিকে দেখলে মনে হয় কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও ট্রাইডেন্টের সেই ঝকমকে রবার্টই তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি তাহলে ঠিকঠাক পৌঁছে গেছেন, লর্ড স্টার্ক,' বলল রেনলি।

'তুমিও,' প্রত্যুত্তর দিলেন নেড। 'কিছু মনে কোরো না, তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার ভাই রবার্টকেই দেখছি।'

'দুর্বল কপি,' কাঁধ ঝাঁকাল রেনলি।

'তবে রাজার চেয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরে সে,' সরস মন্তব্য লিটলফিঙ্গারের। 'লর্ড রেনলি দরবারের অর্ধেক নারীর চেয়ে বেশি সময় কাটায় পোশাক বাছাইতে।'

কথা সত্য। লর্ড রেনলি সবসময় সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করে। 'কিন্তু তুমি যেভাবে পোশাক পরো সে ভারী বিশ্রী,' হেসে বলল রেনলি।

তার মশকরা গায়ে মাখল না লিটলফিঙ্গার। মুখে হাসি ফুটিয়ে নেডকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি মুখিয়ে ছিলাম, লর্ড স্টার্ক। লেডি ক্যাটলিন নিশ্চয় আমার কথা আপনাকে বলেছেন।'

'তা বলেছেন,' শীতল কণ্ঠে বললেন নেড। লোকটার বলার ভঙ্গিতে ধূর্ত ঔদ্ধত্য তাঁর ভাল লাগেনি। 'আশা করি আমার ভাই ব্রানডনকে আপনি চিনতেন।'

হেসে উঠল রেনলি ব্যারাথন। ভ্যারিস পা ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এল ওদের কথা শোনার জন্য।

'খুব ভালই চিনতাম,' বলল লিটলফিঙ্গার। 'ব্রানডন আমার কথাও বলত?'

'প্রায়ই এবং উত্তপ্ত মেজাজে,' বললেন নেড, আশা করলেন এ আলোচনার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটবে। এভাবে কথার পিঠে কথা চালিয়ে যাওয়ার লড়াইতে তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

'আমার ভাবা উচিত ছিল ওই উত্তাপ আপনাদের স্টার্কদের সঙ্গে ঠিক যায় না,' বলল লিটল ফিঙ্গার। 'এখানে, দক্ষিণে বলা হয় আপনারা সবাই বরফে তৈরি এবং লেকের ধারে এলে সকলেই নাকি গলে যান।'

'আমার শীঘ্রি গলে বরফ হওয়ার খায়েশ নেই, লর্ড বেইলিশ। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।' নেড কাউন্সিল টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'মাস্টার পাইসেল, আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

টেবিলের পাদদেশে লম্বা চেয়ারে বসা গ্রান্ড মাস্টার মৃদু হাসলেন।

'বয়সের তুলনায় ভালোই আছি, মাই লর্ড। যদিও আজকাল খুব জলদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আসুন, কাজ শুরু করা যাক। বেশিক্ষণ বসে থাকলে না জানি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।'

টেবিলের মাথায় রাজার জন্য সংরক্ষিত আসন। ওটার কুশনে ব্যারাথনের মুকুট পরা হরিণের ছবি সোনালি সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। নেড রাজার হ্যান্ড হিসেবে পাশের চেয়ারটিতে বসলেন। 'মাই লর্ডস,' আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করলেন তিনি, 'আপনাদেরকে অপেক্ষায় রাখার জন্য আমি দু:খিত।'

'আপনি কিংস হ্যান্ড,' বলল ভ্যারিস। 'আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত, লর্ড স্টার্ক।'

অন্যরা যে যার পরিচিত আসনে বসার পরে এডার্ড স্টার্কের মনে হলো এখানে তাঁকে ঠিক মানাচ্ছে না, এ লোকগুলোর সঙ্গে, এ কামরায়। উইন্টারফেলের পাতালঘরে রবার্ট তাঁকে কী বলেছিলেন মনে পড়ে গেল নেডের। *আমি কতগুলো চাটুকার আর নির্বোধ দ্বারা পরিবৃষ্ট হয়ে আছি*। নেড কাউন্সিল টেবিলে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন এদের মধ্যে কে চাটুকার আর কে নির্বোধ। জবাবটি তিনি পেয়ে গেছেন বলেই ধারণা হলো তাঁর। 'আমরা মাত্র পাঁচজন এখানে আছি,' বললেন তিনি।

'রাজা উত্তরে যাওয়ার ক'দিন পরেই ড্রাগনস্টোনে চলে যান লর্ড স্টানিস,' জানাল ভ্যারিস। 'আর আমাদের বীরযোদ্ধা স্যার ব্যারিস্টান আছেন রাজার সঙ্গে কিংস গার্ডের লর্ড কমান্ডার হিসেবে।'

'স্যার ব্যারিস্টান এবং রাজার জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো,' পরামর্শ দিলেন নেড।

জোরে হাসল রেনলি ব্যারাথন। 'আমার ভাইয়ের রাজকীয় দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে হলে আর দেখতে হবে না। উনি কখন পদধুলি দেবেন সেজন্য বসে থাকলে সবার পায়ে শিকড় গজিয়ে যাবে।'

'আমাদের রাজার হাতে অনেক কাজ,' বলল ভ্যারিস। 'তিনি ছোটখাট বিষয়গুলো আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে একটু ভার লাঘব করতে চান।'

'লর্ড ভ্যারিস আসলে বলতে চাইলেন অর্থ কড়ি, বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমার ভাই তেমন মাথা ঘামাতে চান না,' বলল লর্ড

রেনলি। 'ফলে এসব কাজের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়েই এসে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝে নির্দেশ পাঠান।' সে পকেট থেকে গোল করে পাকানো এক টুকরো কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখল। 'আজ সকালেই তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন গ্রান্ড মাস্টার পাইসেলের সঙ্গে কথা বলে যেন দ্রুত পরিষদ সভা ডাকি। তিনি আমাদেরকে একটি জরুরি কাজ দিয়েছেন।'

লিটলফিঙ্গার কাগজটি নেডকে দিল। কাগজের গায়ে রাজকীয় সিল মোহরের ছবি। নেড বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মোম খসিয়ে কাগজের টুকরোটা মেলে ধরলেন টেবিলের ওপর। বার্তাটি পড়লেন অবিশ্বাস নিয়ে। রাজার মূর্খতার কি কোনো শেষ নেই? আর তাঁর নামে এ কাজ করা তো কাটা ঘায়ে নুন ছিটানো। 'হা ঈশ্বর,' বললেন তিনি।

'লর্ড এডার্ড আসলে বলতে চাইছেন,' বলল লর্ড রেনলি, 'যে মহামান্য তাঁকে রাজার হ্যান্ড হিসেবে নিয়োগ করার সম্মানে একটি বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন।'

'কত টাকা পুরস্কার?' মৃদু গলায় জানতে চাইল লিটলফিঙ্গার।

নেড চিঠি পড়ে জবাব দিলেন। 'চ্যাম্পিয়ন পাবে চল্লিশ হাজার সোনার মোহর। দ্বিতীয় যে হবে তার জন্য পুরস্কার বিশ হাজার মোহর এবং লড়াইয়ে বিজয়ীর জন্য আরও কুড়ি হাজার ও তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাবে দশ হাজার মোহর।'

'সব মিলে নব্বই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লিটলফিঙ্গার। 'এছাড়া অন্যান্য খরচ তো আছেই। রবার্ট চাইবেন মস্ত এক ভোজ সভার আয়োজন করতে। তার মানে এতে যুক্ত হবে রাঁধুনী, ছুতোর মিস্ত্রী, পরিচারিকা, গায়ক, বাজিগর, ভাঁড়...'

'ভাঁড়দের অভাব নেই,' মন্তব্য করল লর্ড রেনলি।

গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল লিটলফিঙ্গারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ' কোষাগার কি এ ব্যয়ভার বহন করতে পারবে?'

'কীসের কোষাগার?' মুখ বাঁকাল লিটলফিঙ্গার। 'মাস্টার, আপনি ভালো করেই জানেন অনেক দিন ধরেই কোষাগার শূন্য। টাকাটা ধার করতে হবে। সন্দেহ নেই ল্যানিস্টাররা এতে যোগ দেবে। এ মুহূর্তে লর্ড টাইউইনের কাছে আমাদের ত্রিশ লাখ টাকার দেনা, আরেক লাখ মোহর ধার করলে কীইবা আসবে যাবে?'

হতভম্ব হয়ে গেছেন নেড। 'রাজা ত্রিশ লাখ টাকার দেনায় আছেন?'

'রাজার দেনার পরিমাণ ষাট লাখ মোহরের চেয়েও বেশি, লর্ড স্টার্ক। বেশিরভাগ টাকা পায় ল্যানিস্টাররা, তবে আমরা ইতিমধ্যে লর্ড টাইরেল, ব্রাভোসের আয়রন ব্যাংক এবং অনেকগুলো টাইরোশি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার করেছি। ফেইথেও গিয়েছিলাম। হাই সেপটন ডরনিশ মাছ ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশি দরকষাকষি করেন।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় নেড। 'এরিস টারগারিয়ানের রাজকোষে তো সোনার মোহরের স্রোত বইত। এমন অবস্থা হলো কী করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিটল ফিঙ্গার। 'মাস্টার অব কয়েন টাকা পয়সার ব্যাপারটা দেখেন। রাজা এবং হ্যান্ড টাকা খরচ করেন।'

'আমি বিশ্বাসই করবে না যে রাজ্যকে ফতুর বানাতে রবার্টকে অনুমতি দিয়েছিলেন জন আরিন।' ক্ষিপ্ত গলায় বললেন নেড।

প্রকাণ্ড টাক মাথাটা নাড়লেন গ্রান্ড মাস্টার পাইসেল। নাড়া খেয়ে গলায় পেঁচানো সোনার এবং ধাতব চেইনগুলো টুং টাং শব্দ করল। 'লর্ড আরিন ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ, তবে মহামান্য সবসময় তাঁর পারিষদের কথা কানে তোলেন না।'

'আমার রাজকীয় ভাইটি খেলাধুলা আর ভোজের আয়োজন করতে খুব ভালবাসেন,' বলল রেনলি ব্যারাথন, 'এবং টাকাপয়সা নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতে চান না।'

'আমি মহামান্যের সঙ্গে কথা বলব,' বললেন নেড। 'এই অতিরিক্ত খরচ রাজ্যের পক্ষে বহন করা সম্ভব না।'

'আপনার ইচ্ছে হলে কথা বলবেন,' বলল লর্ড রেনলি, 'তবে আমাদের পরিকল্পনাগুলোও তৈরি করে রাখা দরকার।'

'পরে হবে,' বোধহয় একটু জোরেই কথাটি বলে ফেলেছিলেন তিনি কারণ সবার ভুরু কুঁচকে গেল। নেডের মনে রাখা দরকার তিনি এ মুহূর্তে উইন্টারফেলে নেই যেখানে শুধু রাজাকেই পাত্তা দিলে চলে; এখানে তিনি অন্যদের মতোই সমান একটি অবস্থানে আছেন। 'ক্ষমা করবেন, মাই লর্ডস,' গলার স্বর নরম করলেন তিনি। 'আমি বড্ড ক্লান্ত। আজকের মতো এখানেই সভা মুলতবি থাক, কাল আবার নতুন করে শুরু করব'খন।' উপদেষ্টাদের অনুমতির ধার ধারলেন না তিনি, সটান উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলের উদ্দেশে মৃদু নড করে পা বাড়ালেন দরজায়।

চুয়ান্ন

বাইরে প্রাসাদের ফটক দিয়ে এখনো ঢুকছে ওয়াগন আর ঘোড়সওয়ারের দল,প্যাচপেচে কাদা, মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি সব মিলে উঠোনে মহা বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা। নেড শুনেছেন রাজা এখনো এসে পৌঁছাননি। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে অনেক আগেই রাজধানীতে চলে এসেছেন। ল্যানিস্টারদের সঙ্গে থাকতে তাঁর.ভালো লাগছিল না। একটা বিশ্রী উৎকণ্ঠা নেডকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

রবার্টকে অবশ্য খুব কমই দেখেছেন নেড। রাজা হুইলহাউসে চড়ে ভ্রমণ করছেন আর সারাক্ষণ ডুবে আছেন মদে। তাঁর আসতে হয়তো আরও বেশ খানিকটা সময় লাগবে। গত পনের দিনের যাত্রা নেডের জন্য ছিল একটি দুর্দশা। সানসার রাগী মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। সে আরিয়াকে দোষারোপ করছিল এবং বলছিল নামেরিয়ারই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কসাইয়ের ছেলেটার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর শুনে দারুণ মুষড়ে পড়েছে আরিয়া। সানসা ঘুমের মধ্যে কাঁদত। আরিয়া কারও সঙ্গে কথা বলত না। একদম চুপ মেরে গিয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ চঞ্চল মেয়েটা। আর এডার্ড স্টার্কের রাত কেটেছে দু:স্বপ্ন দেখে।

তিনি বহিরাঙ্গন পার হলেন, লৌহকপাটের নিচ দিয়ে চলে এলেন দুর্গের ভেতরের অংশে, তারপর হাঁটা দিলেন দিকে দিলেন টাওয়ার অব দ্য হ্যান্ড অভিমুখে। এমন সময় তার সামনে উদয় হলো লিটলফিঙ্গার। 'তুমি ভুল পথে

যাচ্ছ, স্টার্ক। আমার সঙ্গে এসো।' দরবারের বাইরে বলে সে নেডকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে।

ইতস্তত ভঙ্গিতে লোকটাকে অনুসরণ করলেন নেড। লিটলফিঙ্গার তাঁকে নিয়ে একটি ইমারতে প্রবেশ করল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ঢুকল একটি উঠোনে, সেখান থেকে জনমানবশূন্য একটি করিডর ধরে এগিয়ে চলল। করিডরের দেয়ালে বর্মের কঙ্কাল ঝুলে আছে। রয়েছে টারগারিয়ানদের ধ্বংসাবশেষ, ড্রাগনের আঁশযুক্ত কালো ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, সব ধুলো ধূসরিত। 'আমার কামরার রাস্তা এটা নয়,' বললেন নেড।

'আমি কি বলেছি এটা সেই রাস্তা? আমি তোমাকে পাতালঘরে নিয়ে যাচ্ছি গলাটা দু'ফাঁক করে দিতে এবং দেয়ালের পেছনে তোমার লাশটা লুকিয়ে রাখব,' ঠাট্টা করে বলল লিটলফিঙ্গার। 'যাকগে, বাজে কথা থাক, স্টার্ক। তোমার স্ত্রী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তুমি কী খেলা শুরু করেছ, লিটলফিঙ্গার? ক্যাটলিন এখন উইন্টারফেলে, এখান থেকে শত লীগ দূরে!'

'তাই নাকি?' লিটলফিঙ্গারের ধূসর-সবুজ চোখজোড়া নেচে উঠল কৌতুকে। 'তাহলে বোধহয় তার মতো হুবহু দেখতে কোনো নকল মানুষ এখানে চলে এসেছে। যাকগে, তোমার ইচ্ছে হলে এসো। নইলে আমি গেলাম। তোমার বউ আমার সঙ্গে থাকবে।' সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল দ্রুত।

তাকে সাবধানে অনুসরণ করলেন নেড, ভাবছেন এ ক্লান্তিকর দিনটির কী অবসান হবে না! এসব চক্রান্ত, ফন্দিফিকির তাঁর মোটেই পছন্দ নয় তবে তিনি এও উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন লিটলফিঙ্গারের মতো মানুষের কাছে তাঁরা মাংস ও মধুর মতো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে ওক কাঠ আর লোহার তৈরি ভারী এক দরজা। পিটর বেইলিশ দরজার অর্গল তুলে নেডকে ভেতরে যেতে ইশারা করল। সাঁঝবেলার সূর্যের রক্তাভ রশ্মির মাঝে পা রাখলেন ওরা। নদীর ওপরে পাথুরে একটা খাড়াইয়ে চলে এসেছেন। 'আমরা প্রাসাদের বাইরে এসে পড়েছি,' বললেন নেড।

তোমাকে ফাঁকি দেয়া কষ্ট, স্টার্ক,' কৃত্রিম হাসল লিটলফিঙ্গার। 'আমার পেছন পেছন চলো। এই খাড়া পাড়ে অনেক ছোট ছোট গর্ত আছে।

ওর মধ্যে পা ফস্কে আবার পড়ে যেয়ো না। তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। ক্যাটলিন তখন শুধু শুধু আমাকে দুষবে।' এই বলে সে খাড়া ঢাল বেয়ে বানরের মতো তরতর করে নেমে যেতে লাগল।

পাথুরে খাড়াইটাকে এক মুহূর্ত জরিপ করলেন নেড। তারপর ধীর গতিতে অনুসরণ করলেন লিটলফিঙ্গারকে। খাড়া পাড়ে মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করল গর্ত, এমন চেটালো, ওপর থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না। কাজেই সতর্কভাবে পা ফেলতে হচ্ছে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে নদী। ওদিকে তাকালে ঝিমঝিম করে মাথা। নেড পাথরের গায়ে মুখ প্রায় ঠেসে ধরে নামতে থাকলেন, নিচের দিকে না তাকানোর প্রাণান্ত চেষ্টা বহাল রইল।

অবশেষে নিচে পৌঁছুলেন তিনি। সরু, কর্দমাক্ত একটি ট্রেইল চলে গেছে নদীর কিনারা ধরে। একটা পাথরের গায়ে অলসভঙ্গিতে হেলান দিয়ে রয়েছে লিটলফিঙ্গার। আপেল খাচ্ছে। প্রায় শেষ করে এনেছে ফলটি। 'তুমি বুড়ো এবং মন্থর হয়ে যাচ্ছ, স্টার্ক।' বলল সে। খরস্রোতা নদীতে ছুড়ে ফেলে দিল আপেল। 'তবে সমস্যা নেই। বাকি পথটুকু আমরা ঘোড়ার পিঠে চেপে যাব।'

তার জন্য দুটো ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। নেড একটি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। লিটলফিঙ্গারের পেছন পেছন চললেন ট্রেইল ধরে, শহর অভিমুখে।

পঞ্চান্ন

অবশেষে একটা হতচ্ছাড়া চেহারার ভবনের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল বেইলিশ। কাঠের তিন তলা ভবন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলে জানালাগুলোয় আলো জ্বলছে। সঙ্গীত এবং কর্কশ হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজার পাশে ভারী শিকলে বাঁধা একটি অলংকৃত তেলের বাতি জ্বলছে, লাল কাচ দিয়ে ঢাকা।

প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন নেড। ' বেশ্যালয়।' লিটলফিঙ্গারের কাঁধ খামচে ধরে ঝট করে নিজের দিকে ঘোরালেন। 'তুমি আমাকে এতটা পথ ঠেঙিয়ে এনেছ একটা বেশ্যালয় দেখাতে?।'

' তোমার স্ত্রী ভেতরে আছেন,' বলল লিটলফিঙ্গার।

চূড়ান্ত অপমান করা হয়ে গেল। 'ব্রানডন তোমাকে অনেক দয়া দেখিয়েছে,' ছোটখাট মানুষটাকে ধাক্কা মেরে দেয়ালে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে একটি ছুরি বের করলেন নেড। ঠেসে ধরলেন লিটলফিঙ্গারের সুচালো দাড়ির নিচে।

'মাই লর্ড, নো!' ভেসে এল আর্ত একটি কণ্ঠ। 'ও সত্যি কথাই বলছে।' নেডের পেছনে পদশব্দ।

হাতে ছুরি নিয়ে চরকির মতো ঘুরলেন নেড। দেখলেন পক্ককেশ এক বৃদ্ধ ছুটে আসছেন ওঁদের দিকে। লোকটার পরনে বাদামী রঙের সুতির জামা, দৌড়ের তালে তাঁর থুতনির নিচের মাংস দুলছে। 'এতে নাক গলাতে

আসবেন না,’ বললেন নেড। হঠাৎ তিনি চিনতে পারলেন লোকটাকে। নামিয়ে রাখলেন ছুরি। ‘স্যর রডরিক?’

মাথা ঝাঁকালেন রডরিক ক্যাসেল। ‘আপনার লেডি আপনার জন্য ওপরতলায় অপেক্ষা করছেন।’

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নেড। ‘ক্যাটলিন সত্যি এখানে? এটা তাহলে লিটলফিঙ্গারের কোনো অদ্ভুত ঠাট্টা নয়?’ তিনি খাপে পুরে রাখলেন ছোরা।

‘ঠাট্টা হলেই ভালো হতো, স্টার্ক,’ বলল লিটলফিঙ্গার। ‘আমার সঙ্গে এসো আর কিংস হ্যান্ডের আচরণ বাদ দিয়ে কামুক খদ্দেরের মতো ব্যবহার করো যাতে কেউ তোমাকে চিনতে না পারে। চাইলে দু’একটা মেয়ের বুকে হাতটাতও দিতে পারো।’

ওঁরা ভেতরে ঢুকলেন। লোকের ভিড়ে বোঝাই একটি কমন রুম ধরে এগিয়ে চললেন। এক মুটকি অশ্লীল গান গাইছে, লিনেন আর সিল্কের পোশাক পরা সুন্দরী, অল্প বয়সী কয়েকটি মেয়েকে দেখা গেল তাদের নাগরদের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে। কেউ নেডের দিকে ফিরেও তাকাল না। স্যর রডরিক নিচে অপেক্ষা করছেন, লিটলফিঙ্গার নেডকে নিয়ে চলে এল তিনতলায়। একটা করিডর পার হয়ে একটি ঘরে ঢুকল।

ভেতরে অপেক্ষা করছিলেন ক্যাটলিন। স্বামীকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে এক ছুটে চলে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন পাগলের মতো।

‘মাই লেডি,’ বিস্ময় নিয়ে ফিসফিস করলেন নেড।

বেশ,’ দরজা বন্ধ করতে করতে বলল লিটলফিঙ্গার। ‘তুমি তাহলে ওকে চিনতে পেরেছ।’

‘ভয় পাচ্ছিলাম তুমি হয়তো আসবে না, মাই লর্ড,’ স্বামীর বুকে মাথা রেখে ফিসফিস করলেন ক্যাটলিন। ‘পিটর আমাকে অনেক খবর দিয়েছে। বলল আরিয়া এবং প্রিন্সকে নিয়ে তুমি একটা ঝামেলায় পড়েছিলে। আমার মেয়েরা কেমন আছে?’

‘দুজনেরই ভীষণ মন খারাপ এবং রাগে ফুঁসছে,’ নেড জানালেন তাঁর স্ত্রীকে। ‘ক্যাট, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কিংস ল্যান্ডিংয়ে কী করছ? কী হয়েছে? ব্রানের কি...’ মৃত্যু শব্দটি তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না।

‘ঘটনা ব্রানকে নিয়েই। তবে তুমি যা ভাবছ তেমন কিছু হয়নি।’

বিমূঢ় হয়ে গেলেন নেড। 'তাহলে কী ব্যাপার? তুমি এখানে কেন এসেছ, মাই লাভ? এটা কী জায়গা?'

'আপনি যা দেখছেন তাই,' বলল লিটলফিঙ্গার, জানালার ধারের একটি আসনে বসল। ক্যাটলিনের সামনে তাকে সম্মান দেখাতেই হয়তো আবার 'আপনি' সম্বোধনে ফিরে গেছে সে। 'একটা পতিতালয়। আর কোনো জায়গা আছে কি যেখানে ক্যাটলিন টালির ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই?' হাসল সে। 'ঘটনাক্রমে আমি এ বাড়িটির মালিক। কাজেই আপনার স্ত্রীকে এখানে লুকিয়ে রাখতে আমার কোনো সমস্যাই হয়নি। আমি চাইনি ল্যানিস্টাররা জানুক ক্যাট কিংস ল্যান্ডিংয়ে এসেছে।'

কেন?' জিজ্ঞেস করলেন নেড। তারপর স্ত্রীর হাতে চোখ পড়ল তাঁর। কাঁচা লাল ঘা, দুটো আঙুল অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে। 'তুমি আহত হয়েছ,' তিনি স্ত্রীর হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। 'ঈশ্বর! কী বিশ্রীভাবে কেটে গেছে... তরবারির আঘাত কিংবা... এসব কী করে ঘটল, মাই লেডি?'

ক্যাটলিন আলখেল্লার ভেতর থেকে একখানা ছুরি বের করে নেডের হাতে দিলেন। 'এক লোক এসেছিল এ ছুরি দিয়ে ব্রানের গলা কেটে ফেলতে।'

ঝাঁকি খেলেন নেড। 'কিন্তু... কে... কেন...?'

ক্যাটলিন স্বামীর ঠোঁটে আঙুল রাখলেন। 'আমি তোমাকে সব খুলে বলছি, মাই লাভ। শোনো।'

শুনলেন নেড। লাইব্রেরি ভবনে আগুন লাগা থেকে শুরু করে ভ্যারিস, গার্ডসমেন, লিটলফিঙ্গার কারও কথাই বাদ দিলেন না ক্যাটলিন। তাঁর গল্প বলা শেষ হলে হতবুদ্ধির মতো টেবিলের পাশে বসে রইলেন এডার্ড স্টার্ক হাতে ছুরি নিয়ে। ব্রানের জীবন বাঁচিয়েছে তার নেকড়েটা, ভাবছেন তিনি। অথচ তিনি কিনা নিজে সানসার নেকড়েটাকে হত্যা করেছেন। এবং তা কীসের জন্য? তিনি কি অপরাধবোধে ভুগছেন? নাকি ভয় লাগছে তাঁর? দেবতারা যদি এই নেকড়েগুলোকে পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে তো তিনি জানোয়ারগুলোর সঙ্গে মূর্খের মতো আচরণ করেছেন?

বেদনার্ত নেড মনোযোগ ফিরিয়ে আনলেন ছুরিতে।

'ইমপের ছুরি,' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। ড্রাগনের হাড়ের তৈরি হাতলে হাত বুলালেন। তারপর

ফলাটা গাঁথলেন টেবিলে। ওটা যেন দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে উপহাস করছে। 'টিরিয়ন ল্যানিস্টার কেন ব্রানের মৃত্যুকামনা করবে? বাচ্চাটা তার কোনো ক্ষতি করেনি।'

' আপনাদের স্টার্কদের মগজের মধ্যে বরফ ছাড়া আর কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল লিটলফিঙ্গার। 'ইমপ কখনো একা কাজ করবে না।'

নেড উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করতে লাগলেন। 'রানির এতে ভূমিকা আছে কিনা কে জানে, আর রাজা নিজে... নাহ্, বিশ্বাস হয় না আমার।'

তিনি কথাগুলো বললেন বটে তবে মনে পড়ে গেল ব্যারোল্যান্ডের সেই শীতল সকালের কথা। গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে টারগারিয়ান রাজকুমারীকে হত্যার কথা বলেছিলেন রবার্ট। মনে পড়ল রেগারের শিশু সন্তানের কথা, বাড়ি মেরে তার মাথার খুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলা হয় এবং রাজা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেননি, তিনি ডেরির দরবার ঘরেও নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন। সে ঘটনা তো বেশিদিন আগেরও নয়। নেডের কানে এখনো অনুরণণ হয় সানসার আকুতি, যেন লিয়ানা আবার মিনতি করছে।

'রাজা বিষয়টি জানেন না বলেই মনে হয়,' বলল লিটলফিঙ্গার.। 'তবে এটিই প্রথমবার নয়। আমাদের রবার্ট অনেক কিছুই দেখতে চান না এবং যে কোনো ঘটনায় চোখ বুজে থাকার অভ্যাসও তাঁর রয়েছে।'

নেড প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না। কসাই পুত্রের ছিন্নভিন্ন লাশ ভেসে উঠল তাঁর চোখে। এ ঘটনাতেও রাজা মুখ বুজে থেকেছেন। তাঁর মাথা ব্যথা করতে লাগল।

টেবিলের দিকে অলস পায়ে এগিয়ে এল লিটলফিঙ্গার। ছুরিটিকে টান মেরে ছুটিয়ে নিল কাঠ থেকে। 'অভিযোগটি দুইদিক থেকেই রাষ্ট্রদ্রোহের। রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন, আপনার মুখ থেকে শব্দগুলো বেরুবার আগেই ইলিন পেইন আপনাকে জবাই করে ফেলবে। আর রানি... আপনি যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন, এবং রবার্টের কানে বিষয়টি তুলতে পারেন, তাহলে হয়তো...'

'আমাদের কাছে প্রমাণ আছে,' বললেন নেড, 'আমাদের কাছে ছুরিটি আছে।'

'এটা?' ফলার গায়ে আঙুল বুলাল লিটলফিঙ্গার। 'চমৎকার ইস্পাতে তৈরি একটি জিনিস, মাই লর্ড। দু'দিক থেকেই কাটে। তবে সন্দেহ নেই ইমপ কসম খেয়ে বলবে উইন্টারফেলে থাকার সময় তার ছুরি হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয়। আর তার ভাড়াটে গুণ্ডাটা মারা গেছে, কে তার কথা অবিশ্বাস করবে?' সে নেডের দিকে হালকাভাবে ছুড়ে দিল ছুরিটি। 'আমার উপদেষ্টা পরিষদ এ ঘটনা বেমালুম ভুলে যাবে, এরকম কিছু ঘটেছে মনেই থাকবে না কারও।'

নেড শীতল চোখে তাকে দেখলেন। 'লর্ড বেইলিশ, আমি উইন্টারফেলের একজন স্টার্ক। আমার ছেলে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, হয়তো মারাই যাচ্ছে। ও যদি মারা যায় পুত্রশোকে ক্যাটলিনও বাঁচবে না। আর তুমি যদি ভেবে থাকো গোটা ব্যাপারটাই আমি ভুলে যাব, বলব তোমার মতো নির্বোধ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। যেমন নির্বুদ্ধিতা করেছিলে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে।'

'আমি নির্বোধ হতে পারি, স্টার্ক... তবে আমি তো এখনো বেঁচে আছি, আর আপনার ভাই চোদ্দ বছর ধরে বরফের কবরে শুয়ে আছে। আপনারও যদি সেখানে যেতে মন চায়, আমি আপনাকে বাধা দেব না, তবে আমি আপনার সঙ্গে জড়াবও না। ধন্যবাদ।'

' তোমাকে আমি আমার সঙ্গে জড়াতেও দেব না, লর্ড বেইলিশ।'

'আপনি আমার মনে বড্ড দাগা দিলেন,' বুকে একখানা হাত রাখল লিটলফিঙ্গার। 'স্টার্ক বংশকে আমার কখনোই পছন্দ ছিল না। তবে ক্যাট কীভাবে আপনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তা আমার বোধগম্য নয়। অন্তত তার খাতিরে হলেও আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব। কাজটা বোকার মতো হয়ে যাবে জানি, তবু আপনার স্ত্রী কোনকিছু চাইলে আমি মানা করতে পারি না।'

'জন আরিনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের সন্দেহের কথা পিটরকে আমি বলেছি,' বললেন ক্যাটলিন। ' সে কথা দিয়েছে আসল সত্য জানতে তোমাকে সাহায্য করবে।'

কথাটি শুনে খুশি হতে পারলেন না এডার্ড স্টার্ক। তবে আসল ব্যাপার হলো তাঁদের সাহায্য দরকার এবং এই লিটলফিঙ্গারের সঙ্গে একসময়

ক্যাটের প্রায় ভাইবোনের সম্পর্ক ছিল। এটাই প্রথম নয় যে বিশেষ কারণে অপছন্দের লোকের সঙ্গে তাঁকে হাত মেলাতে হয়েছে।

বেশ,' কোমরের বেল্টে ছুরিটি গুঁজে নিলেন তিনি। 'তুমি ভ্যারিসের কথা বললে। খোজাটা কি এসব কথা জানে?'

'আমি নিজে থেকে ওকে কিছু বলিনি,' বললেন ক্যাটলিন। 'তুমি কোনো বোকা মেয়েকে বিয়ে করনি, এডার্ড স্টার্ক। তবে লোকে জানে না এমন কথাও জেনে ফেলতে জুড়ি নেই ভ্যারিসের। লোকটা বোধহয় কালো জাদু টাদু জানে।'

'ওর সব জায়গায় গুপ্তচর আছে এ কথা সবাই জানে,' স্ত্রীর কথাটা উড়িয়ে দিলেন নেড।

'বিষয়টি তার চেয়েও বেশি,' বললেন ক্যাটলিন। 'স্যর রডরিক অত্যন্ত গোপনে কথা বলছিলেন স্যর অ্যারন সন্টোগারের সঙ্গে। কিন্তু কীভাবে যেন ওই মাকড়সাটা সব কথা জেনে গেছে। লোকটাকে আমি ভয় পাই।'

হাসল লিটলফিঙ্গার। 'লর্ড ভ্যারিসের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, সুইট লেডি। কথাটা হয়তো অশ্লীল শোনাবে তবু বলি– লোকটা কোনো বেগড়বাই করার চেষ্টা করলে ওর ওল আমি টেনে ছিড়ে ফেলব। অবশ্য ওর কোনো ওল আছে কিনা তাই সন্দেহ। তবে তোমার জায়গায় আমি হলে খোজার বদলে ল্যানিস্টারদের নিয়ে মাথা ঘামাতাম বেশি।'

লিটলফিঙ্গারের অবশ্য এ কথা না বললেও চলত। কারণ নেড তখন ভাবছিলেন আরিয়ার কথা যেদিন ওর খোঁজ পাওয়া গেল। *আমাদের আরও একটা নেকড়ে আছে*, রানি কী নরম গলায় এবং ভাবলেশশূন্য চেহারার কথাটি বলেছিলেন। তিনি ভাবছিলেন মাইকা নামের ছেলেটির কথা, জন আরিনের আকস্মিক মৃত্যুর কথা, বুড়ো পাগলা রাজা এরিস টারগারিয়ানের কথা, তিনি তাঁর সিংহাসন কক্ষের মেঝেতে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন।

'মাই লেডি,' নেড ফিরলেন ক্যাটলিনের দিকে। 'এখানে বসে তুমি কিছুই করতে পারবে না। এক্ষুনি উইন্টারফেলে ফিরে যাও। ওখানে একজন গুপ্তঘাতক হামলা চালিয়েছে। আরও হামলা চালাতে পারে। ব্রানকে হত্যার আদেশ যে-ই দিয়ে থাকুক সে শীঘ্রি জানতে পারবে ছেলেটা বেঁচে আছে।'

‘ মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখা করার বড় আশা নিয়ে এসেছি...’ বললেন ক্যাটলিন।

‘ দেখা করা মোটেই উচিত হবে না,’ মাঝখানে কথা বলে উঠল লিটলফিঙ্গার। ‘ রেড কীপে কৌতূহলী চোখের অভাব নেই। আর বাচ্চারা পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না।’

‘ও ঠিক কথাই বলেছে, মাই লাভ,’ নেড বললেন তাঁর স্ত্রীকে। তাঁকে আলিঙ্গনে বাঁধলেন। ‘স্যর রডরিককে নিয়ে উইন্টারফেলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও। আমি মেয়েদের ওপর লক্ষ রাখব। বাড়ি ফিরে যাও আমাদের ছেলেদের কাছে। ওদেরকে নিরাপদে রাখো।’

‘তুমি যা বলো, মাই লর্ড,’ মুখ তুললেন ক্যাটলিন। তাঁকে চুম্বন করলেন নেড। অসাড় আঙুল দিয়ে প্রাণপণে স্বামীকে চেপে ধরলেন তিনি যেন নেডের দুই বাহুর মাঝে রয়েছে সমস্ত নিরাপত্তা।

‘লর্ড এবং লেডি কি ঘরটিকে শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে চান?’ জিজ্ঞেস করল লিটলফিঙ্গার। ‘তবে আগেই বলে রাখছি, স্টার্ক। এজন্য কিন্তু রুম ভাড়া দিতে হবে।’

‘আমরা কিছুক্ষণ একটু একা থাকতে চাই,’ বললেন ক্যাটলিন।

‘ বেশ,’ দরজার দিকে এগোল লিটলফিঙ্গার। ‘খুব বেশি সময় নিয়ো না। আমাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার আগেই হ্যান্ডকে নিয়ে আবার প্রাসাদে ফিরতে হবে।’

ক্যাটলিন লিটলফিঙ্গারের কাছে গিয়ে তার হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। ‘তুমি আমাকে আজ যে সাহায্য করলে তা কোনদিন ভুলব না, পিটর। তোমরা লোকরা যখন এল আমার খোঁজে তখন জানতাম না ওরা আমাকে শত্রুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে নাকি বন্ধুর কাছে। তোমার মধ্যে আজ আমি একজন বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু খুঁজে পেলাম। যে ভাইটিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম ভেবেছি তার যেন আজ আবার সন্ধান মিলল।’

হাসল পিটল বেইলিশ। ‘আমি কিন্তু সাংঘাতিক আবেগী লোক, সুইট লেডি। তবে এ কথা কাউকে বোলো না যেন। দরবার কক্ষে সবার চোখে আমি ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর, এভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার কঠিন পরিশ্রমটি আমি হারিয়ে যেতে দিতে চাই না।’

লিটলফিঙ্গারের একটি কথাও বিশ্বাস করেননি নেড তবে কথা বলার সময় বিনীত থাকল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'আমার পক্ষ থেকেও তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, লর্ড বেইলিশ।'

'ওহ্, এরপরে আর কিছু পাবার বাকি থাকে!' বলে চলে গেল লিটলফিঙ্গার পেছনে দরজা বন্ধ করে।

নেড ঘুরলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। 'বাড়ি ফিরেই হেলম্যান টালহার্ট আর গলবার্ট গ্লোভারের কাছে চিঠি পাঠাবে আমার সিলমোহরসহ। ওরা প্রত্যেকে দুশোজন তীরন্দাজ জোগাড় করে সুরক্ষিত করে তুলবে মোট কলিন। দুশো দৃঢ়চেতা তীরন্দাজ নেক-এ একদল সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে। লর্ড ম্যান্ডারলিকে বলবে হোয়াইট হারবারে যে যেন তার সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে তোলে। আর ওখানে পাহারার ব্যবস্থা যেন ঠিকঠাক থাকে। আর এখন থেকে থিয়ন গ্রেজয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখবে। যদি যুদ্ধ বাধে, ওর বাবার নৌবহরের দরকার হবে আমাদের।'

'যুদ্ধ?' ভয় ফুটল ক্যাটলিনের চেহারায়।

'যুদ্ধ নাও বাধতে পারে,' বললেন নেড। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তাঁর কথাই যেন সত্যি হয়। তিনি ক্যাটলিনকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন। 'ল্যানিস্টাররা শক্তের ভক্ত নরমের যম। এরিস টারগারিয়ান নিজের জীবন দিয়ে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের পেছনে কোনো সাহায্যদাতা না থাকলে তারা উত্তরে হামলা চালানোর সাহস পাবে না। আর অন্যান্য রাজ্যগুলো তাদেরকে সাহায্য করবে বলেও মনে হয় না। আমি বোকার ছদ্মবেশ নিয়েই থাকব যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি ভুলে যেয়ো না, মাই লাভ। যদি প্রমাণ পেয়ে যাই ল্যানিস্টাররা হত্যা করেছে জন আরিনকে...'

ক্যাটলিন কেঁপে উঠলেন নেডের বাহুবন্ধনে। আহত হাত দিয়ে তাঁকে আকড়ে ধরলেন। 'যদি'র পরে কী, মাই লাভ?'

এটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ, জানেন নেড। 'রাজার আদালত থেকেই মেলে সমস্ত ন্যায় বিচার,' তিনি বললেন ক্যাটলিনকে। 'সত্যটা যখন জানব, সোজা চলে যাব রবার্টের কাছে।'

এবং প্রার্থনা করি যে মানুষটাকে আমি চিনতাম তিনি যেন তাই থাকেন, নিরবে বললেন নেড, *তিনি যেন সেই মানুষে পরিণত না হন যাকে নিয়ে আমার মনে কাজ করছে ভয়।*



টিরিয়ন

ছাপ্পান্ন

‘আপনি এত জলদি চলে যেতে চাইছেন?’ টিরিয়নকে জিজ্ঞেস করলেন লর্ড কমান্ডার।

‘জি, লর্ড মরমন্ট,’ জবাব দিল টিরিয়ন। ‘আমার ভাই জেমি হয়তো এতদিনে অস্থির হয়ে পড়েছে আমার কী হলো ভেবে। ভাবতে পারে আপনি আমাকে পটিয়ে পাটিয়ে ব্লাক ব্রাদার্সদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছেন।’

‘পারলে তাই করতাম,’ কাঁকড়ার একটা ঠ্যাং তুলে নিয়ে মুঠোর চাপে ওটা ভেঙে ফেললেন মরমন্ট। বুড়ো হলেও লর্ড মরমন্টের গায়ে ভল্লুকের শক্তি। ‘আপনি একজন ধূর্ত মানুষ, টিরিয়ন। আপনার মতো লোকদের দরকার ওয়ালে।’

হাসল টিরিয়ন। ‘তাহলে আমি সেভেন কিংডমসের সমস্ত বামন জাহাজে তুলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, লর্ড মরমন্ট।’ হাসতে হাসতে কাঁকড়ার একটি ঠ্যাংয়ের মাংস চুষে নিয়ে আরেকটির দিকে হাত বাড়াল সে। আজ সকালেই ইস্টওয়াচ থেকে কাঁকড়ার চালানটা এসেছে বরফভর্তি পিপের মধ্যে। বেশ রসালো।

স্যর আলিসার থর্নই এ কামরার মধ্যে একমাত্র মানুষ যিনি মুখ শুকনো করে বসে আছেন। তিনি বললেন, ‘ল্যানিস্টার আমাদেরকে নিয়ে মজা করছে।’

'শুধু আপনাকে নিয়ে, স্যর আলিসার,' বলল টিরিয়ন। 'এবারে টেবিলের সবাই হেসে উঠলেন একযোগে।

তীব্র বিবমিষা নিয়ে টিরিয়নের ওপর নিবদ্ধ হলো থর্নের কালো চোখ। 'আপনি মানুষ আধখানা হলেও জিভের ধার খুব। আপনার সঙ্গে উঠোনে একবার মুখোমুখি হলে হয়।'

' কেন?' বলল টিরিয়ন। 'কাঁকড়া তো এখানে।'

তার মন্তব্য অট্টহাসির রোল সৃষ্টি করল। ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন স্যর আলিসার, শক্ত হয়ে গেছে চেহারা।

'পারলে আসুন ইস্পাতের জিনিস নিয়ে আমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করবেন।'

টিরিয়ন তার ডান হাতের দিকে তাকাল। কেন, আমরা কাছেও তো ইস্পাতের জিনিস আছে, স্যর আলিসার, তবে কিনা এটা কাঁকড়া গাঁথবার কাটা চামচ। আমরা কি ডুয়েল লড়ব?' সে লাফ মেরে উঠল তার চেয়ারে এবং ছোট কাটা চামচ দিয়ে থর্নের বুকে গুঁতো দিতে লাগল। টাওয়ার রুম বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড হাসির আওয়াজে।

লর্ড মরমন্টের মুখ থেকে ছিটকে পড়ল কাঁকড়ার মাংস, হাসতে হাসতে তিনি বিষম খেলেন। এমন কী তাঁর দাঁড়কাকটিও এতে যোগ দিল, জানালায় বসে কর্কশ সুরে চেঁচাতে লাগল, 'ডুয়েল! ডুয়েল! ডুয়েল!'

স্যর আলিসার থর্ন এমন আড়ষ্টভাবে হেঁটে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন যেন তার পাছায় কেউ ছুরি মেরেছে।

বিষম খেয়ে মরমন্টের দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। তাঁকে সুস্থির করে তুলতে পিঠ চাপড়ে দিল টিরিয়ন। 'বিজয়ীরা বিজিতদের লুঠের মাল পেয়ে যায়,' ঘোষণার সুরে বলল সে। 'কাজেই আমি থর্নের খাবারে ভাগ বসালাম।'

অবশেষে খকখক কাশি থামল মরমন্টের। 'স্যর আলিসারকে খেপিয়ে দিলেন। আপনি বড্ড ধুরন্ধর, টিরিয়ন।'

টিরিয়ন নিজের গ্লাসে বসে এক গ্লাস মদ তুলে নিল হাতে। ' কেউ বুকে রং করলে তার গায়ে কোনো না কোনো তীর ছুটে আসতেই পারে। আপনার স্যর আলিসারের চেয়ে ঢের বেশি রসিক মরা মানুষ আমি দেখেছি।' সে আরেক পাত্র মদের জন্য হাত বাড়াল। রাইকার তার মদের পাত্র পূর্ণ করে দিলে লর্ড স্টুয়ার্ড বোয়েন মার্শ, যাঁর চেহারা ডালিমের মতো টকটকে

লাল এবং গোল, মন্তব্য করলেন, 'এতটুকু মানুষ অথচ মদ তো গেলেন গ্যালন গ্যালন।'

'লর্ড টিরিয়নকে আমি মোটেই এতটুকু মানুষ বলে ভাবি না,' টেবিলের দূর প্রান্ত থেকে বলে উঠলেন স্যর আইমন। তিনি কথা বলেন মৃদু স্বরে তবু নাইট'স ওয়াচের শীর্ষ কর্মকর্তারা সকলে চুপ মেরে গেলেন প্রাচীন মানুষটি কী বলেন তা শোনার জন্য। 'আমি মনে করি তিনি আমাদের মাঝে একজন দৈত্য।'

টিরিয়ন নরম গলায় বলল, 'আমাকে অনেকেই অনেক কিছু সম্বোধন করেছে, মাই লর্ড, তবে ' দৈত্য' কথাটি খুব কম লোকেই বলেছে।'

'তবু,' তিমিরাচ্ছন্ন দুধসাদা চোখ টিরিয়নের দিকে ফেরালেন মাস্টার আইমন। 'আমি মনে করি আমার কথাটিই সত্য।'

টিরিয়ন ল্যানিস্টার এক মুহূর্তের জন্য মুখের রা হারিয়ে ফেলল। শুধু বিনীতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বলল, 'আপনি অনেক দয়ালু, মাস্টার আইমন।'

হাসলেন অন্ধ লোকটি। তিনি আকারে ছোটখাট, মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, মাথা কেশ শূন্য, বয়সের ভারে এবং গলায় কলারে ঝোলানো অসংখ্য ধাতব মালার ওজনে তাঁর দেহ যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছে। 'আমাকেও অনেকে অনেক কিছু সম্বোধন করেছে, মাই লর্ড,' বললেন তিনি, তবে দয়ালু কথাটি খুব কম মানুষই বলেছে। 'এবারে হেসে ফেলল টিরিয়ন।

সাতান্ন

বেশ খানিক বাদে যখন সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলো এবং তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, মরমন্ট টিরিয়নকে নিয়ে আগুনের ধারে একটি চেয়ারে বসলেন। টিরিয়নের হাতে ধরিয়ে দিলেন গরম এক পাত্র মদ। সে মদের এমন তেজ, চোখে জল এসে গেল ল্যানিস্টারের।

'উত্তরের এতটা দূরে কিংসরোডের যাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন লর্ড কমান্ডার।

'আমার সঙ্গে জিক এবং মরিন থাকবে,' জানাল টিরিয়ন। 'ইয়োরেন আবার দক্ষিণে যাচ্ছে।'

'ইয়োরেন মাত্র একজন মানুষ। ওয়াচ আপনাকে যতটা পারে উইন্টারফেলের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসবে,' মরমন্ট চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সুরে বললেন। 'তিনজন লোকই যথেষ্ট।'

' লোক যদি দিতেই হয়, মাই লর্ড,' বলল টিরিয়ন, ' স্নোকে দিতে পারেন। সে তার ভাইদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলে খুশিই হবে।'

ঘন ধূসর দাড়িতে ভরা মরমন্টের মুখখানা একটু কুঁচকে গেল। 'স্নো? ওহ স্টার্কদের বেজন্মা ছেলে। নাহ্, ওকে পাঠানো যাবে না। ও যাদেরকে পেছনে ফেলে এসেছে তাদের কথা ভুলে থাকাই ভালো- ভাইবোন, মা-বাবা। বাড়ি ফিরলে মায়ার বাঁধনে আবার জড়িয়ে পড়বে ও। আমি এসব ব্যাপারগুলো খুব ভালো বুঝি। আমার নিজের রক্তের সম্পর্কের মানুষ... আমার বোন মিজ এখন বিয়ার আইল্যান্ড শাসন করছে। আমার ভাতিঝিদেরকে কখনো দেখার সুযোগ পাইনি। বলা উচিত দেখতেই যাইনি।' তিনি এক ঢোক মদ গিললেন। 'তাছাড়া, জন স্নো বালক মাত্র। আপনার নিরাপত্তার জন্য তিনজন শক্তসমর্থ লোক থাকবে।'

'আমাকে নিয়ে আপনি এত ভাবেন জেনে সত্যি আমি অভিভূত, লর্ড মরমন্ট,' বলল টিরিয়ন। কড়া মদের প্রভাবে মাথাটা হালকা ঠেকছে। 'আপনার দয়ার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব আশা করি।'

'তা আপনি পারবেন,' নীরস গলায় বললেন মরমন্ট। 'আপনার বোনের জায়গা রাজার পাশে। আপনার ভাই বড় একজন নাইট এবং আপনার বাবা সেভেন কিংডমসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। তাদের কাছে আমাদের কথা বলবেন। বলবেন আমাদের এখানে কী কী প্রয়োজন। আপনি তো নিজেই সব দেখলেন। মারা যাচ্ছে নাইট'স ওয়াচ। আমাদের শক্তি এখন কমে এসেছে হাজারভাগের এক ভাগে। এখানে আছে ছয়শো, দুশো রয়েছে শ্যাডো টাওয়ারে, ইস্টওয়াচে তো আরও কম। আর যোদ্ধার সংখ্যাও নিতান্তই অপ্রতুল। ওয়ালের দৈর্ঘ একশো লীগ। বিষয়টি ভাবুন একবার, কেউ হামলা করলে প্রতি মাইল ওয়ালে থাকছে মাত্র তিনজন লোক।' বৃদ্ধ আগুনের ওপর হাত মেলে দিলেন শরীর গরম করতে। 'আমি বেনজিন স্টার্ককে পাঠিয়েছি ইয়ন রয়েসের ছেলের খোঁজে। সে ফার্স্ট রেঞ্জিং-এ হারিয়ে গেছে। রয়েসের ছেলেটার বয়স ছিল খুব কম তবু সে বলত নাইট হিসেবে তার কর্তব্য রয়েছে এবং এ কর্তব্য তাকে পালন করতে হবে। ওর লর্ড পিতাকে আমি অপমান করতে চাইনি তাই ওকে দু'জন লোকসহ পাঠিয়ে দিই। মস্ত বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা।

'*বোকা*,' বলে উঠল দাঁড়কাক। মুখ তুলে চাইল টিরিয়ন। পুতির মতো কালো চোখ মেলে ওকে দেখছে পাখিটা। ডানা ঝাপটাল। 'বোকা,' আবার ডাকল ওটা। তবে বিরক্তিকর পাখিটির দিকে নজর নেই লর্ড কমান্ডারের। গেয়ার্ড অনেকদিন ওয়ালে ছিল,' বলে চলেছেন তিনি, 'কিন্তু সে শপথ ভঙ্গ করে পালিয়ে যায়। ওকে আসলে আমার বিশ্বাস করাই উচিত হয়নি। তবে লর্ড এডার্ড তার মাথাটা কেটে উইন্টারফেল থেকে এখানে পাঠিয়ে দেয়। রয়েসের কোনো খবর জানি না। একজন ডেজার্টার এবং দুজন লোক নিখোঁজ। এখন বেন স্টার্কেরও কোনো খবর নেই।' তিনি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তার খোঁজে লোক পাঠাবার আমি কে? আর দুই বছর বাদে সত্তরে পা দেব। এই বয়সে এত বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি অবসরে যাই কে এর ভার নেবে? আলিসার থর্ন? বোয়েন মার্শ? মাস্টার ইমনের মতো আমারও অন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত তাহলে কার যোগ্যতা কী তা আর দেখতে হতো না। নাইট'স ওয়াচ হয়ে উঠেছে একদল গোমড়ামুখো তরুণ আর ক্লান্ত বুড়োদের বাহিনীর আবাসস্থল। আমার টেবিলে

আজ যারা উপস্থিত ছিল তারা বাদে জনা কুড়ি লোক হয়তো পাব যারা লিখতে পড়তে জানে, আরও কম সংখ্যকের কোনো কিছু চিন্তা করা বা কোনো পরিকল্পনা করে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। লর্ড কমান্ডাররা শুধু ওয়ালের উচ্চতাই বাড়িয়েছেন, অন্য কাজ করেননি। আমরা তাই শুধু এখানে কোনমতে বেঁচেবর্তে রয়েছি।'

মানুষটার মধ্যে ঐকান্তিকতার কোনো অভাব নেই বুঝতে পারছে টিরিয়ন। বুড়ো লোকটির জন্য সে একটু বিব্রত বোধও করছে। লর্ড মরমন্ট তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ কাটিয়েছেন ওয়ালে এবং তিনি বিশ্বাস করতে চান এতগুলো বছর এখানে কাটানো বৃথা যায়নি।

'রাজা যাতে আপনাদের প্রয়োজনের কথাটা শোনেন সে ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' গম্ভীর গলায় বলল টিরিয়ন। 'আমি আমার বাবা এবং ভাই জেমির সঙ্গে কথা বলব।'

টিরিয়ন তা করবে। কারণ প্রতিশ্রুতি দিলে তা সে রক্ষা করে। তবে এরপরে কী ঘটতে পারে তা আর বলল না: রাজা তার কথায় পাত্তাই দেবেন না, লর্ড টাইউইন জানতে চাইবেন টিরিয়নের মাথা টাথা ঠিক আছে কিনা। আর জেমি শুধু হাসবে।

' আপনার বয়স কম, টিরিয়ন,' বললেন মরমন্ট। 'আপনি কতগুলো শীতকাল দেখেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিরিয়ন। 'আটটা, নয়টা। ঠিক মনে পড়ছে না।'

'তবে সবগুলোই সংক্ষিপ্ত কালের।'

'হতে পারে, মাই লর্ড।' টিরিয়নের জন্ম প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। সেই ভয়ানক শীতকালের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় তিন বছর। তবে টিরিয়নের শুধু বসন্তের কথা মনে আছে।

'আমি যখন ছোট ছিলাম। শুনতাম লোকে বলত লম্বা গ্রীষ্মকাল মানেই লম্বা এক শীতকাল আসছে। এবারের গ্রীষ্ম নয় বছর ধরে চলছে। দশে পড়বে শিগগিরই। বিষয়টি একবার ভেবে দেখুন।'

'আমি যখন ছোট ছিলাম,' বলল টিরিয়ন, 'আমার দাইমা বলত মানুষ যদি ভালো হতো দেবতারা তাহলে অনন্ত গ্রীষ্ম উপহার দিতেন। হয়তো আমরা নিজেদেরকে যতটা খারাপ মনে করি ততটা বদ আমরা নই, তাই গ্রেট সামার এখন আমাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করছে,' মুচকি হাসল টিরিয়ন।

তবে ওর কথায় খুব একটা আমোদিত হলেন না লর্ড কমান্ডার। 'এ কথা আপনি নিশ্চয় মন থেকে বিশ্বাস করেন না। দিন কিন্তু ইতিমধ্যে ছোট হতে শুরু করেছে। সিটাডেল থেকে চিঠি এসেছে ইমনের কাছে। গ্রীষ্ম তার বিদায়ের চোখ রাখছে এখন আমাদের ওপর।' মরমন্ট হাত বাড়িয়ে টিরিয়নের হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন। 'ওদেরকে আপনার বোঝাতেই হবে, মাই লর্ড। আমি বলছি, মহা অন্ধকারের দিন এগিয়ে আসছে। জঙ্গলে কত কী অদ্ভুত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আছে ডায়ারউলফ, ম্যামথ এবং মেরু ভল্লুকের মতো অরোক্স। আমি স্বপ্নেও দেখছি আঁধার নামছে।'

'আপনি স্বপ্নে দেখেছেন,' প্রতিধ্বনি তুলল টিরিয়ন। তার আরেকটু কড়া মদের বড্ড দরকার।

মরমন্ট টিরিয়নের সূক্ষ্ম উপহাসটুকু বোধকরি ধরতে পারলেন না। 'ইস্টওয়াচের কাছে জেলেরা বলেছে তারা সমুদ্রের ধারে হোয়াইট ওয়াকারদের দেখেছে।'

এবারে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না টিরিয়ন। 'ল্যানিসপোর্টের জেলেরা তো প্রায়ই মার্লিংদেরকে দেখে।'

' ডেনিস ম্যালিস্টার চিঠি লিখেছে পাহাড়ীরা দক্ষিণে যাচ্ছে দলে দলে। শ্যাডো টাওয়ারের পাশ দিয়ে যায় ওরা। এর আগে এত লোককে কখনো যেতে দেখা যায়নি। ওরা পালাচ্ছে, মাই লর্ড... কিন্তু কেন পালাচ্ছে?' জানালার ধারে গেলেন লর্ড মরমন্ট, দৃষ্টি মেলে দিলেন রাতের আকাশে।

'এরা বুড়ো হাড়, ল্যানিস্টার, তবে এরকম ভয় আগে কখনো পায়নি। আমি যা বললাম সব কথা রাজাকে জানিয়ে দেবেন, আমার একান্ত অনুরোধ। শীত আসছে এবং যখন নেমে আসবে দীর্ঘ রজনী বা লং নাইট, শুধু নাইট'স ওয়াচ দাঁড়িয়ে থাকবে রাজ্য আর অন্ধকারের মাঝে। তখন প্রস্তুত না থাকলে যে কী দশা হবে আমাদের ভাবতেও পারছি না।

'আমারও দফা রফা হয়ে যাবে যদি আজ রাতে একটু ঘুমাতে না পারি। ইয়োরেন ভোর না হতেই রওনা দেবে বলেছে।' সিধে হলো টিরিয়ন। মদের নেশায় তার ঘুম এসে গেছে, এতক্ষণ বকবক করেও ক্লান্ত। 'আপনার সমস্ত আতিথেয়তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, লর্ড মরমন্ট।'

'ওদেরকে বলবেন কিন্তু, টিরিয়ন। বলবেন এবং কথাটা বিশ্বাস করাবেন। আমার শুধু এ ধন্যবাদটুকুই দরকার।' শিস দিলেন তিনি। দাঁড়কাকটা উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বসল। হাসলেন মরমন্ট। পকেট থেকে কিছু ভুট্টার দানা বের করে খেতে দিলেন ওটাকে।

আটান্ন

বাইরে ভয়াবহ ঠাণ্ডা। ফারের পোশাকে মোড়া টিরিয়ন ল্যানিস্টার হাতে গ্লাভস পরে নিয়ে কমাণ্ডার'স কীপের বাইরে পাহারারত, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা প্রহরীদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। পা বাড়াল কিংস টাওয়ারের দিকে। ওখানেই তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঁকানো পায়ে যতটা পারে দুলকি চালে হাঁটার চেষ্টা করছে টিরিয়ন। বুট জুতোর চাপে মুড় মুড় করে ভাঙছে বরফ। বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে চলার গতি বাড়াল সে। প্রার্থনা করল মোরেক যেন চুল্লির গরম ইট দিয়ে বিছানাটা উত্তপ্ত রাখে।

কিংস টাওয়ারের পেছনে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে ওয়াল। বিশাল এবং রহস্যময়। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল টিরিয়ন মহাপ্রাচীরটিকে দেখার জন্য। তার পা ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেল।

হঠাৎ অদ্ভুত এক পাগলামি ভর করল তার মাথায়। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দেখার তীব্র খায়েশ জেগেছে মনে। এটাই তার শেষ সুযোগ, ভাবছে সে; কাল সকালে সে রওনা দেবে দক্ষিণের পথে, কল্পনাই করতে পারছে না কেন এই বরফাচ্ছাদিত উষরের মাঝে থাকতে চেয়েছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিংস টাওয়ার, ওকে হাত নেড়ে ডাকছে উষ্ণতা আর নরম বিছানার লোভ দেখিয়ে। কিন্তু টিরিয়ন আবিস্কার করল সে ওই ইমারত পার হয়ে গেছে, এগোচ্ছে ওয়ালের পাভুর চেহারার বিরাট লোহার বেড়ার দিকে।

দক্ষিণ দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল টিরিয়ন। ঢুকল লোহার একটি খাঁচায়। বেল রোপ ধরে জোরে তিনবার টান

দিল। কিছুক্ষণ পরে ঝাঁকি খেয়ে খাঁচা দুলতে দুলতে উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে। টিরিয়ন লোহার শিক চেপে ধরল দু'হাতে। শিকের শীতল ভাবটা যেন ওর হাত মোজা ভেদ করে প্রবেশ করল শরীরে।

ওঠার সময় চোখে পড়ল মোরেক ওর কামরায় আগুন জ্বেলে রেখেছে। তবে লর্ড কমান্ডারের টাওয়ার অন্ধকার।

একটু পরে টাওয়ারের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল লোহার খাঁচা। টিরিয়ন নিচে এখন দেখতে পাচ্ছে ক্যাসল ব্ল্যাক, ভিজছে ফিনকিফোটা জোছনায়। এখান থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে ভাঙাচোরা, জানালাবিহীন, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়া ঘরগুলো একদম খালি।

আরেকটু দূরে দেখা গেল মোল'স টাউন নামের ক্ষুদ্র গ্রামখানা কিংসরোডের দক্ষিণে, আধা লীগ দূরে। পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে নেমে আসা, মালভূমির বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া বরফ জলের জলধারাগুলো ঝিকমিক করছে চাঁদনী এ রাতে। বাকি দুনিয়া হাওয়া বাতাসের ঝাপটায় ম্রিয়মাণ পাহাড় আর বরফে ঢাকা পাথুরে মাঠের নিরানন্দ প্রকৃতিকে নিয়ে মুখ ভার করে আছে।

হঠাৎ মোটা একটা গলা ভেসে এল পেছন থেকে। 'খাইছে, এইটা দেখি সেই বামন!' সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল খাঁচা। ঝুলে রইল ওখানে। এদিক-ওদিক দুলছে, টান খেয়ে আর্তনাদ ছাড়ছে রশি।

'আরে ওকে নিয়ে এসো।' খাঁচাটা একপাশে হড়কে গেলে কাঠের বিকট গোঙানি শোনা গেল। মহাপ্রাচীরকে নিচে দেখতে পেল টিরিয়ন। খাঁচার দুলুনি থামতে সে দরজা খুলে ফেলল এবং লাফিয়ে নামল নিচে। কালো পোশাকধারী বিশালদেহী একজন হেলান দিয়ে আছে কপিকলের গায়ে, আরেকজন মোজা পরা হাতে ধরে আছে খাঁচা। মুখে উলের স্কার্ফ পেঁচানো, চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গায়ে চাপিয়েছে কালো উল এবং কালো চামড়ার পোশাক। 'এত রাতে আপনি এখানে কী করছেন?' কপিকল চালাচ্ছিল যে লোকটা, জিজ্ঞেস করল।

' শেষবারের মতো প্রকৃতি দর্শন করছি।'

লোক দুটো বিরক্ত চোখে দৃষ্টি বিনিময় করল। 'দর্শন করুন যত খুশি,' বলল অপরজন। 'তবে সাবধান পড়ে যাবেন না যেন। তাহলে বুড়ো ভল্লুক আমাদের ছাল ছাড়াবেন।'

অতিকায় ক্রেনের নিচে কাঠের একটি ছোট খুপরি, সেখানে লোহার পাত্রে গরম কয়লা ম্লান আগুনের আভা ছড়াচ্ছে। খুপরি ঘরের দরজা খুলতেই গরম বাতাসের ছোট্ট একটা ঝাপটা ছুঁয়ে গেল টিরিয়নকে। লোক দুটো ভেতরে চলে গেল তাকে একা ফেলে রেখে।

হাড় জমানো শীত এখানে। বাতাস টিরিয়নকে নাছোড় প্রেমিকার মতো আঁকড়ে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়বে না। ওয়ালের শীর্ষদেশ কিংস রোডের চেয়ে অনেক চওড়া কাজেই এখান থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই যদিও বরফে পেছল পথ। ব্লাক ব্রাদার্সরা রাস্তায় নুড়ি পাথর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু পাথরগুলোর ওপরেও বরফ জমছে। আরও ভাঙা পাথর ছড়িয়ে রাখা দরকার।

তবে টিরিয়নকে কোন কিছু বাধা দিতে পারে না। সে পুব এবং পশ্চিমে একবার তাকাল। তার সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে ওয়াল। বিরাট সাদা এক রাস্তা যার কোনো শেষ নেই এবং দু'পাশেই রয়েছে অন্ধকার, অতল খাদ। টিরিয়ন ঠিক করল সে পশ্চিমে যাবে। এদিকের নুড়িগুলোকে এখনো বরফ তেমন গ্রাস করতে পারেননি।

ঠাণ্ডায় উন্মুক্ত গাল যেন জমে গেছে টিরিয়নের, প্রতি পদক্ষেপে আপত্তি জানাচ্ছে পা, আর এগোতে চাইছে না। কিন্তু পায়ের অনুযোগ গায়েই মাখল না সে। তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে বাতাস, বুট জুতোর নিচে খচমচ শব্দ তুলছে নুড়ি, সামনের সাদা ফিতেটা চলে গেছে পাহাড়ের রেখা ধরে, ক্রমে উঁচু হতে হতে একসময় মিলিয়েছে পশ্চিম দিগন্তে।

প্রকাণ্ড একটি গুলতি পার হলো টিরিয়ন। গুলতিটা শহরের প্রাচীরের মতোই বড়, এটার শিকড় ঢুকে আছে ওয়ালের গভীরে। গুলতিটার বাহু মেরামত করার প্রয়োজন থাকলেও সে কথা বিস্মৃত হয়েছে ওয়ালের মানুষজন, ভাঙা খেলনার মতো পড়ে আছে, অর্ধেক শরীর কবর বরফে।

গুলতির দূর প্রান্ত থেকে একটি কণ্ঠ ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। 'কে যায়? দাঁড়াও!'

দাঁড়িয়ে পড়ল টিরিয়ন। 'আমি যদি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে ঠাণ্ডায় জমে যাব, ভাই জন!' দেখল ধূসর শরীর নিয়ে একটা আকৃতি তার দিকে এগিয়ে আসছে নিরবে। ওর পোশাকের গন্ধ শুঁকল।

'হ্যালো, গোস্ট।'

কাছিয়ে এল জন স্নো। অনেকগুলো পশমী জামা গায়ে চড়িয়েছে বলে ওকে অতিকায় এবং ভারী লাগছে। মুখের ওপর টেনে রেখেছে হুড।

'ল্যানিস্টার,' স্কার্ফের বাঁধন আলগা করতে ওর চেহারা দেখা গেল। 'এখানে আপনাকে দেখতে পাব ভাবিইনি।' তার হাতে লোহার ওজনদার বর্শা, লম্বায় ওকে ছাড়িয়েছে, কোমরের একপাশে চামড়ার খাপে ঝুলছে তরবারি। বুকে ঝলমল করছে রূপো মোড়ানো কালো যুদ্ধ শিঙা।

'এখানে আমাকে দেখতে না পাবারই কথা,' সায় দিল টিরিয়ন। 'মাথায় কী খেয়াল চাপল, চলে এলাম। গোস্টের গায়ে যদি হাত রাখি ও কি আমাকে কামড়ে দেবে?'

'আমি আছি না!' বলল জন।

সাদা নেকড়েটার কানের পেছনে চুলকে দিল টিরিয়ন। নিরাসক্ত লাল চোখে ওকে দেখছে গোস্ট। জানোয়ারটা গায়েগতরে বেড়ে গেছে বেশ, টিরিয়নের বুক ছুঁই ছুঁই করছে।

'তুমি এখানে কী করছ?' জনকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাকে নাইট গার্ডের ডিউটি দিয়েছে,' জবাব দিল জন। 'আবারও। স্যর আলিসার ওয়াচ কমান্ডারকে বলে এ কাজ করেছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন আমাকে অর্ধেক রাত জাগিয়ে রাখা গেলে সকালের ড্রিলে ঘুমিয়ে পড়ব। তবে এখন পর্যন্ত আমি তাঁকে হতাশ করেই চলেছি।'

হাসল টিরিয়ন। 'আর গোস্ট কি ভোজবোজির খেলাটা শিখেছে?'

'না,' হাসছে জনও। 'আমাকে ওয়ালের মাইলখানেক রাস্তা পাহারা দিতে হবে। আমার সঙ্গে যাবেন?'

'যদি তুমি আস্তে আস্তে হাঁটো।' বলল টিরিয়ন।

'ওয়াচ কমান্ডার বলেন হাঁটতে হবে দ্রুত, নইলে জমে যাবে শরীরের রক্ত। তবে কত দ্রুত তা বলেননি।'

ওরা হাঁটা দিল। গোস্ট জনের পাশে রইল সাদা ছায়া হয়ে।

'কাল আমি চলে যাচ্ছি,' জানাল টিরিয়ন।

'জানি,' আশ্চর্য করুণ শোনাল জনের কণ্ঠ।

'দক্ষিণে যাওয়ার পথে উইন্টারফেলে যাত্রা বিরতি করার ইচ্ছে আছে আমার। তুমি যদি কোনো মেসেজ দিতে চাও।'

'ববকে বলবেন ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমি নাইট'স ওয়াচের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছি যাতে সে মেয়েদের সঙ্গে সেলাইফোঁড়াই করতে পারে আর মিকেন তার তরবারিটা গলিয়ে ঘোড়ার নাল বানাতে পারে।'

‘তোমার ভাই আমার তুলনায় বিশালদেহী,’ হাসতে হাসতে বলল টিরিয়ন। ‘এ কথা তাকে বলতে যাই আর মার খাই আর কী!’

‘রিকন জানতে চাইবে আমি বাড়ি ফিরব কিনা। সম্ভব হলে ওকে বুঝিয়ে বলবেন আমি কোথায় গিয়েছি। বলবেন আমার সমস্ত জিনিস ওকে দিয়ে দিয়েছি। শুনলে খুব খুশি হবে।’

লোকে আজকাল তাকে অনেক কিছু করার জন্য অনুরোধ করে, ভাবল টিরিয়ন ল্যানিস্টার। ‘এসব কথা তো তুমি চিঠিতেও লিখতে পার।’

‘রিকন পড়তে জানে না। ব্রান...’ হঠাৎ থেমে গেল জন। ‘বুঝতে পারছি না ব্রানকে কী মেসেজ পাঠাব। ওকে একটু সাহায্য করবেন, টিরিয়ন।’

‘আমি তাকে কী সাহায্য করব? আমি তো কোনো চিকিৎসক নই যে তার ব্যথা বেদনার উপশম করব। ওর ভাঙা পা ঠিক করার জাদুও আমার জানা নেই।’

‘আমার প্রয়োজনের সময় আপনি কিন্তু আমাকে ঠিকই সাহায্য করেছিলেন,’ বলল জন স্নো।

‘তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারি নি,’ বলর টিরিয়ন। ‘শুধু কিছু কথা বলা ছাড়া।’

‘তাহলে ব্রানকেও আমার মতো পরামর্শ দেবেন।’

‘তুমি একজন খোঁড়াকে বলছ এক পঙ্গুকে নাচ শেখাতে,’ বলল টিরিয়ন। ‘ঠিক আছে, লর্ড স্নো। আমার সাধ্যমতো সাহায্যের চেষ্টা করব ব্রানকে।’

‘ধন্যবাদ, মাই লর্ড অব ল্যানিস্টার।’ সে মোজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিল। ‘বন্ধু।’

‘আমার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন বেজন্মা,’ বিকৃত হাসল টিরিয়ন। ‘তবে তোমাকেই প্রথম বন্ধু হিসেবে পেলাম।’ সে দাঁত দিয়ে কামড়ে একটা মোজা খুলে ফেলল। তারপর চেপে ধরল জন স্নোর হাত। ছেলেটার মুঠো দৃঢ় এবং শক্তিশালী।

জন কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকল টিরিয়নের হাত। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কদম বাড়াল উত্তরে, বরফ ঢাকা নিচু প্রাচীরের দিকে। এদিকে ধপ করে নেমে গেছে ওয়াল শত শত ফুট নিচে। ওখানে শুধু অন্ধকার। টিরিয়ন ওর পেছন পেছন চলে এল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল পৃথিবীর প্রান্তে।

ওয়ালের উত্তর দিকে আধা মাইলের বেশি জঙ্গলকে এগিয়ে আসতে দেয়নি নাইট'স ওয়াচ। যেখানে একদা শোভা পেত আয়রন উড, সেন্টিনেল আর ওক গাছের ঘন সারি, সে জায়গা সাফ করে ফেলা হয়েছে। ফলে উন্মুক্ত ওই পাশ দিয়ে কেউ অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে।

তবে খোলা জায়গাটির পরে বিপুল বনভূমি। এটিও যেন একটি প্রাচীর হয়ে মহাপ্রাচীরকে পাহারা দিচ্ছে। ওই জঙ্গল ডুবে আছে রহস্যময় আঁধারে। সেই আঁধারের দিকে তাকিয়ে হিম বাতাসের চাবুক খেতে খেতে টিরিয়ন ল্যানিস্টার ভাবছিল আদার্স নিয়ে যে গল্প চালু রয়েছে তা সত্যি হলেও হতে পারে। আদার্স, যারা নিশি দুশমন। গ্রামকিন এবং স্নার্ক নিয়ে সে যেসব মশকরা করে তা স্রেফ গপ্পো হয়তো নয়।

'আমার চাচা ওখানে আছেন,' বর্শার গায়ে হেলান দিয়ে আঁধারে চোখ রেখেছে জন স্নো। 'ওরা যেদিন প্রথম আমাকে এখানে পাহারা দিতে পাঠাল, ভেবেছিলাম বেনজিন চাচা ঘোড়ায় চড়ে ওই রাতে চলে আসবেন। সবার আগে তাঁকে দেখে আমি শিঙা ফুঁকে সবাইকে জানিয়ে দেব। কিন্তু তিনি আর আসেননি। সেই রাতে নয়, অন্য কোনো রাতেও নয়।'

'ওনাকে একটু সময় দাও,' বলল টিরিয়ন।

দূরের উত্তরে কোথাও ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। তার আহ্বানে সাড়া দিল আরেকজন। গোস্ট মাথা কাত করে সেই ডাক শুনল। 'উনি যদি ফিরে না আসেন,' বলল জন স্নো দৃঢ় গলায়। ' গোস্ট এবং আমি যাব তাঁকে খুঁজতে।' সে ডায়ারউলফের মাথায় হাত রাখল।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম,' বলল টিরিয়ন। মনে মনে বলল *কিন্তু তুমিও নিখোঁজ হয়ে গেলে কে তোমাকে খুঁজে বের করবে?* শিউরে উঠল সে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(পরবর্তী ঘটনা জানতে চাইলে এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়ুন যেটি আরও বেশি রোমাঞ্চকর)

***